বিজ্ঞাপন

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ ভাগ প্রকাশিত হইল। চারি ভাগে এই ইতিহাস সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। পঞ্চম ভাগ উহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা বড় হইল। যে সকল ঘটনা স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের যথারীতি বিশ্লেষণ ও বর্ণনা না করিলে, ইতিহাস, পাঠকের আমোদলাভের সহায় হয় না। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীযুদ্ধ ঘটনাবৈচিত্র্যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইতিহাসবর্ণিত ঘটনার সহিত তুলনীয়। এইরূপ ঘটনাবৈচিত্র্যের বর্ণনা গ্রন্থের আয়তনবৃদ্ধির কারণ।

পৃথিবীর এই প্রধান ঘটনার অভিঘাতে ইংরেজ এক সময়ে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেও, উহা অপরের সমক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে রাখেন নাই। ইংরেজ লেখকগণ সিপাহীযুদ্ধের বিস্তৃত, সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহাদের এতদ্বিষয়ক উদ্যম তিরোহিত হয় নাই। প্রতিবর্ষে তাঁহারা এই মহাঘটনার সংসৃষ্ট দুই এক খানি গ্রন্থ জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা গম্ভীরভাবে মানবের মনোগত ভাবের এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, এবং ঐ পরিবর্ত্তন-জনিত ভয়াবহ ঘটনাবলীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহারা উহার বিস্তৃত ইতিহাসরচনায় নিরস্ত থাকেন নাই। যাঁহারা বিপ্লবের ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা উহার অসামান্য প্রচণ্ডভাব, উহার অভাবনীয় শক্তি, উহার অচিন্ত্যপূর্ব্ব অতিবিস্তৃতি দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, আপনাদের দুর্গতি, অধিকারচ্যুতি, প্রাধান্য-পুনঃপ্রাপ্তির বিবরণ অপরকে জানাইতে বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহাদের কুলমহিলাগণ? যাঁহারা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহাস্পদ ধনের সহিত সুখে ও শান্তিতে থাকিবার আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সকল প্রাণাধিক ধন হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া, আপনাদের শোচনীয় দুরবস্থার কথায় অপরের হৃদয়ে করুণরসের সঞ্চার করিতে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। আর এই সময়ে যাঁহাদের উপর সুবিস্তৃত জনপদের শাসন ও পালনের ভার সমর্পিত ছিল, তাঁহারা এই ঘটনাপ্রসঙ্গে বিবিধ বিজ্ঞাপনী

লিপিবদ্ধ করিয়া, আপনাদের কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতেও ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। সিপাহীযুদ্ধ অপেক্ষা ভারতবর্ষসংক্রান্ত আর কোন ঘটনা বোধ হয়, ইংরেজ লেখকদিগের অধিকতর মনোযোগের বিষয়ীভূত হয় নাই।

এই প্রচণ্ড বিপ্লব-বহ্নির নির্ব্বাপণে ইংরেজের অসামান্য শক্তির নিদর্শন পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুখের বিষয়, ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং ইংরেজ রাজ-পুরুষদিগের অনেকে এই শক্তিতে আত্মহারা হয়েন নাই। তাঁহারা এবিষয়ে যেরূপ সংযতভাবে আত্মশক্তির প্রমাণ দেখাইয়াছেন, সেইরূপ উদারভাবে অনিবার্য্য ঘটনাস্রোতে পরিচালিত বিজিত জাতির প্রতি সমবেদনার পরিচয় দিয়াছেন। প্রধানতঃ ভারতবাসীর সাহায্যে এই ঘোরতর বিপত্তি হইতে ইংরেজের নিষ্কৃতিলাভ ঘটিয়াছে বলিয়া, সমবেদনাপর ইংরেজ লেখকগণ সাহায্য-কারী ভারতবাসীদিগের গুণগৌরবের ঘোষণাতেও বিমুখ হয়েন নাই।

যে বিষয়ের বর্ণনায় ইংরেজ এরূপ মনোযোগী হইয়াছেন, আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় তাহার একখানিও ইতিহাস নাই। আমি বহুকাল হইল, এই ইতিহাসপ্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলাম। বহুকাল পরে, এখন আমার ব্রতের উদ্‌যাপন হইল।

মহামতি কে সাহেব প্রভৃতির ইতিহাস উপস্থিত গ্রন্থের অবলম্বস্বরূপ। ইংরেজ লেখকগণ যেমন আপনাদের জাতীয় ভাবে আকৃষ্ট হইয়া, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছেন, উপস্থিত ইতিহাসে ইংরেজের সংগৃহীত উপাদানের প্রয়োগকালে, আমিও সেইরূপ আমাদের জাতীয় ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমি জানি যে, এবিষয়ে আমার প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। বিপত্তিময়, পিচ্ছিল পথে আমাকে অনেক স্থলে স্খলিতপদ হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, স্বদেশীয়দিগের সংগৃহীত বিবরণে আমি অনেকপরিমাণে উপকৃত হইয়াছি। কুমার সিংহ, লক্ষ্মী বাঈ প্রভৃতির বিষয় প্রধানতঃ ঐ বিবরণের অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। আরায় অবস্থিতিকালে আমি অনুসন্ধান করিয়া, কুমার সিংহ সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় জানিয়াছিলাম। তৎপরে এক জন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু এসম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ দিয়া, আমায় উপকৃত করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌর মৌলবীর বিবরণ সম্বন্ধে আমি এই রূপে অপর বন্ধুজনের নিকটে উপকৃত

আছি। অন্য এক জন মহারাষ্ট্রীয়ভাষাভিজ্ঞ বন্ধু আমায় মরাঠীভাষায় লিখিত লক্ষ্মী বাঈর জীবনীর সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালাভাষায় "বাই" শব্দ হ্রস্বইবর্ণান্ত। কিন্তু মরাঠীভাষায় উহা দীর্ঘঈ-বর্ণান্তরূপে লিখিত হয়। এই ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ডে উপস্থিত বিষয়ে হ্রস্ব ই বর্ণের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবার আমার পূর্ব্বোক্ত প্রীতিভাজন বন্ধুর অনুরোধে মহারাষ্ট্রীয় লিপিপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু এইরূপ বর্ণবিন্যাসপ্রণালী অস্মৎপ্রদেশের ভাষায় চলিবে কি না, সন্দেহের বিষয়।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা আছে। উহা প্রস্তুত হইলে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

এই ইতিহাসের তৃতীয় ভাগে (২০৬-২০৭ পৃষ্ঠে) কাণপুরের ঘটনায় একটি ফিরিঙ্গী শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য একটি দরিদ্র হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উপস্থিত গ্রন্থের ২১৯-২২০ পৃষ্ঠে ফৈজাবাদের ঘটনায় পলাতক ইউরোপীয় কুলকামিনীদিগের প্রতি এতদ্দেশীয় রমণীদিগের অপরিসীম সদয় ব্যবহারের কথার উল্লেখ করা গিয়াছে। এই দুইটি বিষয় ডাক্তার নাইটন্ সাহেবের লিখিত "হিন্দু ললনা" প্রবন্ধ (Journal of the National Indian Association, August, 1878) হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। যথাস্থলে ইহা স্বীকার করা হয় নাই।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পরিসমাপ্ত হইল। এত দিন পরে সাহিত্যক্ষেত্রে, সহৃদয় পাঠকের সমক্ষে আমি একটি গুরুতর বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলাম।

কলিকাতা,
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল। }

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ—লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কলবিন্ সাহেব—আগরা—আলীগড়—ইটোয়া—ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মদক্ষতা—মৈনপুরী—আগরার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের আতঙ্ক—কলবিন্ সাহেবের ঘোষণাপত্র—এ বিষয়ে গবর্ণর-জেনেরলের অভিমত—মথুরা—আগরার সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ ১-৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অবস্থা—মীরাট ও রোহিলখণ্ডবিভাগ—মুজঃফরনগর ও সাহারাণপুর—মোরাদাবাদ—বেরিলী—শাহজাহানপুর—বদায়ুন ৪২-১০৪

তৃতীয় অধ্যায়।

গোয়ালিয়র—ইন্দোর—রাজপুতনা।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের দুশ্চিন্তা—মহারাজ জয়াজীরাও শিন্দে—তাঁহার সৈন্য—তাঁহার রাজধানীর ঘটনা—তাঁহার সৈনিকদলের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণ—ইংরেজদিগের পলায়ন—মহারাজ তুকাজীরাও হোলকর—ইন্দোরের ঘটনা—রাজপুতনা ১০৫-১৫১

চতুর্থ অধ্যায়।

আগরা।

আগরা—নীমচের সিপাহী—কলবিন্ সাহেবের অসুস্থতা—শাসনকার্য্যের বন্দোবস্ত—কোটার সিপাহী—আগরার নিকটে যুদ্ধ—ইংরেজসৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন—সৈনিকনিবাসের ধ্বংস—আগরার দুর্গবাসীদিগের অবস্থা—কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ ১৫২-১৭৯

পঞ্চম অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ—অযোধ্যা।

অযোধ্যার অবস্থা—লোকের দুশ্চিন্তা—ভূস্বামিসম্প্রদায়—নবাববংশীয়দিগের দুর্দ্দশা—সৈনিকদল—জনসাধারণের অবস্থা—লক্ষ্ণৌরক্ষার বন্দোবস্ত—সৈনিকনিবাসে সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণ ১৮০-২০৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অযোধ্যা।

বিপ্লবের প্রকৃতি—সীতাপুর—মুলাওন—মোহমদী—শাহজাহানপুরের পলাতকদিগের নিধন—ফৈজাবাদ—সুলতানপুর—বহরইচবিভাগ—সিক্রোরা—মোল্লাপুর—দরীয়াবাদ—পলাতকদিগের দুর্দ্দশা—লক্ষ্ণৌ—স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের স্বাস্থ্যহানি—লক্ষ্ণৌরক্ষার বন্দোবস্ত—চিনহাটে ইংরেজসৈন্যের পরাজয়—মচ্ছিভবনের কিয়দংশের বিধ্বংস—লক্ষ্ণৌর অবরোধ—স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের দেহত্যাগ—সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের উপস্থিতি ২০৫-২৫৮

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

দিল্লী।

দিল্লীতে ইংরেজপক্ষের সৈন্যের সমাগম—নগর আক্রমণের বন্দোবস্ত—সেনাপতির ঘোষণাপত্র—নগর আক্রমণ—সিপাহীদিগের পরাক্রম—ইংরেজসৈন্যের উচ্ছৃঙ্খলভাব—রাজপ্রাসাদ অধিকার—মোগল ভূপতির স্থানান্তরে প্রস্থান—তাঁহার অবরোধ—শাহজাদা-দিগের নিধন—কাপ্তেন হড্‌সনের কার্য্যের সমালোচনা—দিল্লীর অধিবাসীদিগের ফাঁসী—নিকল্‌সনের দেহত্যাগ ২৫৯-২৮৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইংরেজসেনাপতির লক্ষ্ণৌতে যাত্রা।

সেনাপতি হাবেলকের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার লক্ষ্ণৌতে যাত্রার আয়োজন—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে উপস্থিতি—উনাও এবং বসিরথগঞ্জের যুদ্ধ—হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্‌যোগ—সেনানায়ক নীলের বিরক্তি—হাবেলকের পুনর্ব্বার লক্ষ্ণৌর দিকে যাত্রা—বসিরথগঞ্জের দ্বিতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের আবার কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্‌যোগ—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন—লক্ষ্ণৌর পথে পুনর্ব্বার যাত্রা—বসিরথগঞ্জের তৃতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন—বিঠুরের যুদ্ধ—আউট্রামের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার বিজ্ঞাপনপত্র—হাবেলক, আউট্রাম এবং নীলের লক্ষ্ণৌতে যাত্রা—তাঁহাদের আলমবাগে উপস্থিতি—চারবাগের সেতুপথে যুদ্ধ—ছত্রমঞ্জিল ও ফরিদ বক্স—খাসবাজার—নীলের নিধন—হাবেলক ও আউট্রামের রেসিডেন্সিতে উপস্থিতি ২৮৭-২৯৭

তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্যা।

সেনাপতি গ্রিথেডের দিল্লী হইতে যাত্রা—গাজীউদ্দীন নগর—বুলন্দ সহর—মালঘর—খুর্জ্জা—মৌনী সন্ন্যাসী—আলীগড়—আকবরাবাদ—আগরা—মৈনপুরী—সেনাপতি আউ-

ট্রামের পত্র—কালীনদীর তীরে যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতি স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা—কাজোয়ার যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতির অযোধ্যায় প্রবেশ—জঙ্গ বাহাদুর—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌতে প্রবেশ—তাঁহার সহিত সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের সম্মিলন—সেনাপতি হাবেলকের দেহত্যাগ—আউট্রামের আলমবাগে অবস্থিতি—প্রধান সেনাপতির কাণপুরে যাত্রা ২৯৮-৩২৫

চতুর্থ অধ্যায়।

তাত্যা টোপে।

তাত্যা টোপে—তাঁহার যুদ্ধকৌশল—পাণ্ডুনদীর তীরে তাঁহার সহিত ওয়াইণ্ডহামের যুদ্ধ—তাঁহার জয়লাভ—তাঁহার কাণপুরে অবস্থিতি ও ব্যূহরচনা—স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার সহিত যুদ্ধে তাত্যা টোপের পরাজয় ... ৩২৬-৩৩৯

পঞ্চম অধ্যায়।

ফতেগড় অধিকার—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌযাত্রার উদ্‌যোগ।

ফতেগড় অধিকার—স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের বেরেলীতে যাত্রার ইচ্ছা—গবর্ণর-জেনেরলের ভিন্নমত—স্যার্ কোলিনের লক্ষ্ণৌতে যাত্রার উদ্‌যোগ—তাঁহার সৈনিকদলের উনাওতে অবস্থিতি—ইংরেজসৈন্যের শিবিরে চরের উপস্থিতি—তাহার অবরোধ—তাহার বিচিত্র আত্মবিবরণ—তাহার ফাঁসী ৩৪০-৩৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ অধিকার—রোহিলখণ্ড ও অন্যান্য স্থানে বিপ্লবের শান্তি।

লক্ষ্ণৌ অধিকার—ফৈজাবাদের মৌলবী—তাঁহার সহিত যুদ্ধ—তাঁহার মৃত্যু—রুইয়া—রোহিলখণ্ড—সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সি—দক্ষিণাপথ ... ৩৬৪-৩৮৪

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

ঝাঁশী—লক্ষ্মী বাঈ।

সংস্থান—লক্ষ্মী বাঈ—তাঁহার বাল্য-বিবরণ—তাঁহার বিবাহ—তাঁহার স্বামীর দেহত্যাগ—ঝাঁশীতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার স্থাপন—ঝাঁশীর বিপ্লব—এ সময়ে লক্ষ্মী বাঈর কার্য্য—ইংরেজ সেনাপতির ঝাঁশীতে যাত্রা—তাঁহার সহিত লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধের উদ্‌যোগ—ঝাঁশীর দুর্গ আক্রমণ—লক্ষ্মী বাঈর বীরত্ব ও পরাক্রম—তাঁহার ঝাঁশী পরিত্যাগ—ঝাঁশীর দুর্গে ইংরেজ সেনাপতির অধিকারস্থাপন—রাও সাহেব ও তাত্যা টোপের সহিত লক্ষ্মী বাঈর সম্মিলন—কুঁচের যুদ্ধ—ইংরেজসৈন্যের কাল্পী অধিকার—রাও সাহেব প্রভৃতির গোয়ালিয়রে গমন—মহারাজ শিন্দের পলায়ন—

গোয়ালিয়রের রাও সাহেবের অধিকারস্থাপন—ইংরেজসেনাপতির গোয়ালিয়রে যাত্রা—গোয়ালিয়রের যুদ্ধ—লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধস্থলপরিত্যাগ—তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার দেহত্যাগ—গোয়ালিয়রে মহারাজ শিন্দের পুনর্ব্বার অধিকারস্থাপন—দামোদর রাও ৩৮৫-৪২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঝাঁশীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান।

নওগাঁর সিপাহীদিগের উত্তেজনা—তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের পলায়ন—তাঁহাদের সহিত বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের গমন—পথে তাঁহাদের দুর্দ্দশা—তাঁহাদের প্রতি ছত্রপুরের রাণী এবং চিরকারির রাজার সদ্ব্যবহার—বাঁদার ঘটনা—নাগোদের বিশ্বস্ত সিপাহী—পলাতকদিগের নাগোদে উপস্থিতি ৪২৭-৪৩০

তৃতীয় অধ্যায়।

তাত্যা টোপে।

তাত্যা টোপের পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার নানাস্থানে গমন—তাঁহার অবরোধ—তাঁহার ফাঁসী ৪৩১-৪৪২

চতুর্থ অধ্যায়।

সিপাহীযুদ্ধের শেষভাগের ঘটনা—সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের অবসান—উপসংহার ... ৪৪৩-৪৫০

পরিশিষ্ট ৪৫১-৪৫৫

☞ প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, ১৮০ পৃষ্ঠের সূচীতে সীতাপুর, মুলাওন প্রভৃতির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ বিষয়গুলি উক্ত সূচী হইতে পরিত্যক্ত হইবে। ঐ সকল জনপদের বিপ্লবের বিবরণ পরবর্ত্তী অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস।

পঞ্চম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ।

PUBLIC LIBRARY

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ—লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কলবিন্ সাহেব—আগরা—আলীগড়—ইটোয়া—ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মদক্ষতা—মইনপুরী—আগরার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের আতঙ্ক—কলবিন্ সাহেবের ঘোষণাপত্র—এ বিষয়ে গবর্ণর-জেনেরলের অভিমত—মথুরা—আগরার সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ।

গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে কর্ম্মনাশা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড উত্তরপশ্চিম প্রদেশ নামে কথিত হয়। সরকারি কাগজপত্রে উহা এই নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ভৌগোলিক বিষয়ের সহিত এই নামের কোন সংস্রব নাই। যেহেতু ভারতের সর্ব্বোত্তরবর্ত্তী ও সর্ব্বপশ্চিমবর্ত্তী ইংরেজাধিকৃত ভূভাগ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ নামে কথিত বিস্তৃত জনপদের অন্তর্ভুক্ত নয়। পঞ্জাবে আধিপত্যস্থাপনের পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রদেশকে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই এখন ঐ নামে অভিহিত হইতেছে। যাহা হউক, এই প্রদেশ যেরূপ বিস্তৃত, সেইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট লোকালয়ে পরিপূর্ণ। বর্ণনীয় বিপ্লবের সময়ে ইহাতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল।* উত্তর ভারতের যে সকল নগর ইতিহাসে সবিশেষ

* *Raikes, Notes on the Revolt in the North-Western Provinces of India, p. 4.* কে সাহেব অধিবাসীর সংখ্যা ৩৩ লক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—*Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 194.*

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ এই প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী। এক সময়ে মহিমান্বিত মোগল এই প্রদেশে সমৃদ্ধি ও প্রতাপের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ইংরেজ এই প্রদেশে আপনাদের রণকৌশল এবং রাজনীতির পরিচয় দিয়া, আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যুদ্ধেই হউক বা রাজনীতির কৌশলেই হউক, ব্রিটিশ কোম্পানি একটীর পর একটী জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন, ক্রমে সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তাঁহাদের আধিপত্য অব্যাহত হইয়াছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে এবং ঘটনা-পরম্পরার আবির্ভাবে ও তিরোভাবে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। অধিকাংশ স্থানের অধিবাসিগণ আচারে, ভাষায়, মুখশ্রীতে, পরিচ্ছদে পরস্পর একতাসম্পন্ন ছিল; সকলেই এক ভাষায় আপনাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিত, সকলেই একরূপ রীতিনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত এবং সকলেই এক উৎসবে আমোদিত বা একবিধ সামাজিক শাসনে পরিচালিত হইত। ইহারা যেরূপ সাহসী ও তেজস্বী, সেইরূপ রণকৌশল-সম্পন্ন ছিল। ইহাদের উন্নত দেহ, বিশাল স্কন্ধ, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ বাহু ও দীপ্তিময় মুখমণ্ডল দেখিলে ইহাদিগকে সামরিক কার্য্যে অভ্যস্ত বলিয়া বোধ হইত। পরস্পর সমবেদনাসূত্রে আবদ্ধ থাকাতে ইহাদের এক শ্রেণীর সহিত আর এক শ্রেণীর সদ্ভাব ছিল। এই প্রদেশের ন্যায় ভারতবর্ষের আর কোন অংশে যুদ্ধকুশল সৈনিক ও শান্তপ্রকৃতি কৃষকগণ পরস্পর একতাসম্পন্ন ছিল না; সুতরাং আর কোন অংশে সৈনিকদিগের উত্তেজনাপ্রযুক্ত কৃষকগণের প্রশান্তভাবের অন্তর্ধানের অধিকতর সম্ভাবনাও ছিল না। অধিকন্তু এই প্রদেশের ন্যায় ভারতবর্ষের আর কোন অংশে লোকবসতি অধিকতর ঘন-সন্নিবিষ্ট ছিল না। এইরূপ সমবেদনাপর, এইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট এবং এক ভাষায়, এক পরিচ্ছদে, এক গঠনভঙ্গীতে, এক আচারে পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিবাসিগণ ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারে এ পর্য্যন্ত কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। তাহারা শান্তভাবে আপনাদের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল এবং আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ দেখিয়া, নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিল। তাহারা কোম্পানির অধিকারে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হয় নাই। পুলিশের কার্য্যপ্রণালীতে তাহারা বিরক্ত ছিল।

দেওয়ানি বিভাগের কার্য্যেও তাহাদের অসন্তোষ জন্মিয়াছিল।* কিন্তু অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিতেও তাহারা প্রশান্তভাব বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহাদের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছিল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও শান্তি অব্যাহত ছিল।

এই সুবিস্তৃত ও জনবহুল প্রদেশের শাসনের জন্য এক জন লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণর ছিলেন। যে সকল এতদ্দেশীয় সৈন্য এই প্রদেশে ছিল, তাহারা সরকারী কাগজপত্রে সাধারণতঃ বাঙ্গালার সিপাহী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। সৈনিক-বিভাগের মধ্যে—মীরাট, কাণপুর এবং সাগর বিভাগ এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মীরাটবিভাগে মীরাট, দিল্লী, রোহিলখণ্ড এবং আগরায় সৈনিক-নিবাস ছিল। কাণপুরবিভাগে এলাহাবাদ, বারাণসী এবং নবাধিকৃত অযোধ্যায় সৈনিকগণ অবস্থিতি করিত। জব্বলপুর এবং ঝাঁসী সাগরবিভাগের সৈন্যসংক্রান্ত ষ্টেশন ছিল। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্য স্থানে দেওয়ানি বিভাগের ষ্টেশন ছিল। কমিশনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ বিভিন্ন স্থানের কার্য্যসম্পাদনে নিয়োজিত ছিলেন। দিল্লী, মীরাট, রোহিলখণ্ড, আগরা, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, ঝাঁসীতে এক এক জন কমিশনর অবস্থিতি করিতেছিলেন। আগরা সদর ষ্টেশন ছিল। সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণর এই স্থানে থাকিয়া, শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন।

এই সময়ে জন কলবিন্‌ সাহেব উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণর ছিলেন। রাজ্যশাসনবিষয়ে ইঁহার দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। ইনি যখন গবর্ণর-জেনেরল লর্ড অকলণ্ডের খাস মুন্সী ছিলেন, তখন আফগানিস্তানের যুদ্ধে ইংরেজদিগের দুর্গতির একশেষ হয়। কলবিন সাহেব এই দুর্গতিজনক যুদ্ধে গবর্ণর-জেনেরলের পক্ষে সমর্থন করাতে সাধারণের বিরাগভাজন হয়েন। এজন্য ইঁহার প্রতিপত্তি কিয়ৎকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুক্কায়িতভাবে থাকে। যাহা হউক, অনতিবিলম্বে ইনি রাজ্যশাসনবিভাগে স্বকীয় কর্ম্ম-ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার জন্য আবার প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ১৮৫৩ অব্দে তমাসন

* *Raikes, Notes on the Revolt in the North-Western Provinces of India. p. 7.*

সাহেবের স্থলে এই প্রতিপত্তিশালী রাজপুরুষ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কলবিন সাহেব উপস্থিত সময়ে বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন না। কিন্তু আপনাদের ক্ষমতার উপর তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তিনি কোন বিষয়ে তাদৃশ বিপদের আশঙ্কা করিতেন না। লর্ড কানিঙের ন্যায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের প্রান্ত-ভাগে যে মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া প্রচণ্ড ঝড়ের উৎপত্তি করিবে। কিন্তু ইহাতে যে, সহসা তাঁহাদের ক্ষমতা অন্তর্হিত হইবে, তাঁহাদের গৌরবস্তম্ভ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে, এবং যে যে স্থানে তাঁহাদের প্রাধান্য দীর্ঘকাল অপ্রতিহত ছিল, সেই সেই স্থানেই তাঁহাদের দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিবে, ইহা তিনি ভাবেন নাই। সুতরাং মে মাসে যখন মীরাটের সংবাদ সহসা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তিনি উহার ভাবী ফল কিরূপ বিপদজনক হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মীরাটের উত্তেজিত সিপাহীরা দিল্লীতে উপস্থিত হইলে যে, তাহারা দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করিয়া বৃদ্ধ মোগলের নামে একাধি-পত্য করিতে থাকিবে এবং সর্ব্বত্র ইংরেজের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল বলিয়া, জন-সাধারণকে অধিকতর বিচলিত, শৃঙ্খলাশূন্য ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার উপর হতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিবে, তিনি ইহার অনুধাবন করিলেন না। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা দীর্ঘকাল একভাবে থাকিল না। যখন দিল্লীর সংবাদ তাঁহার নিকটে পহুঁছিল, যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, সিপাহীরা বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, দিল্লীতে ইংরেজের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছে, দিল্লীস্থিত ইংরেজেরা স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছেন, কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিপদাক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা এক শত বৎসর কাল অপ্রতিহতভাবে যে ক্ষমতার পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহা সহসা অতর্কিতকারণে অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে। লেফ্‌টেনেণ্ট্-গবর্ণর জন কলবিন এই ঘোরতর বিপদের বিষয় বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। এখন রক্ষণীয় স্থান নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহার যথোচিত যত্ন ও উদ্যম পরিস্ফুট হইতে লাগিল। গঙ্গার উভয় তীরে যে সকল প্রধান নগর ছিল এবং যে সকল স্থান গঙ্গার তটদেশ হইতে দূরে অবস্থিত

ছিল, তৎসমুদয়ে ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই স্থানে থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিতেছিলেন। এখন এইরূপ অশান্তির সময়ে ইহাদের কি দশা ঘটিবে, লেফ্টেনেণ্ট্-গবর্ণর তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, যে সকল সিপাহী এই সকল স্থান নিরাপদ করিবার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহারাই এখন ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে বিপন্ন করিবে। বারাণসী ও এলাহাবাদে ইউরোপীয় সৈনিকবল ছিল না; সিপাহীগণই তত্রত্য রাজপুরুষদিগের বিপত্তিনিবারণের প্রধান অবলম্বস্বরূপ ছিল। কিন্তু বিপত্তিকালে এই অবলম্ব কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বারাণসী ও এলাহাবাদ ব্যতীত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক জনবহুল ও সমৃদ্ধিপূর্ণ নগরে দেওয়ানি ও সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারিগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন, শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার ভার ইঁহাদের হস্তে সমর্পিত ছিল। উপস্থিত বিপদের সময়ে ইঁহারা কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, ইঁহাদের রক্ষণীয় স্থানে শৃঙ্খলা ও শান্তি কিরূপ ছিল, তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

মে মাসে মীরাট ও দিল্লীর সংবাদে আগরার ইউরোপীয়গণ যেরূপ শঙ্কিত হয়েন, আগরার অধিবাসী জনসাধারণও সেইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে। মোগলের প্রাধান্যকালে আগরা সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। উহা সমৃদ্ধিতে দিল্লীর অব্যবহিত নিম্নে স্থান পাইলেও, সৌন্দর্য্যগৌরবে এক সময়ে দিল্লী অপেক্ষাও প্রধান ছিল। উহার অতুলনীয় তাজমহল জগতে আজ পর্য্যন্ত আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছে। সুনীল যমুনা পূর্ব্বের ন্যায় উহার পাদদেশে প্রবাহিত হইতেছে। যখন যমুনা হইতে তাজের অনুপম সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়, তখন দর্শক ভাবস্রোতে অতীতের দিকে নীয়মান হইয়া, সেই সমৃদ্ধিময় দৃশ্য মানসপটে চিত্রিত করিতে থাকেন। চিরস্মরণীয় আকবর যেখানে থাকিয়া আপনার তেজোমহিমায় ও গুণগৌরবে লোকের মধ্যে দেবভাবে পূজিত হইয়াছিলেন এবং চিরপ্রসিদ্ধ মতিমস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া যে স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, শাহ জাহান যে স্থানে আপনার প্রণয়িনীর অন্তিম বাসনার অনুরূপ কর্ম্ম করিবার জন্য বহু মুদ্রা ব্যয় করিয়া, শিল্পচাতুরীর একশেষ দেখাইয়াছিলেন, সে স্থান পূর্ব্বতন সময়ের ন্যায় বর্ত্তমান কালেও আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছিল। তাজের দিকে ইংরেজের সৈনিকনিবাস

অবস্থিত। এই স্থানে ইউরোপীয় সৈন্য ও সিপাহীদিগের আবাসগৃহ রহিয়াছিল; সৈনিকনিবাসের নিকটে আফিসারদিগের বাঙ্গালা, এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপাসনামন্দির ছিল। সহরের বহির্ভাগে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের আবাসগৃহ, গবর্ণমেণ্টের আফিস, কারাগার, কলেজ, রোমানকাথলিকদিগের উপাসনা-মন্দির এবং প্রধান প্রধান সিবিল কর্ম্মচারীর বাসগৃহসমূহ রহিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের আফিস এক প্রান্তে, সিপাহীদিগের আবাসগৃহ অপর প্রান্তে ছিল। দুর্গ এবং সহরের মধ্যে যমুনার উপর সেতু নির্ম্মিত ছিল। এই সেতু অতিক্রম করিলেই কাণপুর এবং আলীগড়ের পথে উপনীত হওয়া যাইত।

এই সময়ে আগরার সৈনিকদলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় শ্রেণীর সৈনিকই ছিল। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের মধ্যে ৩ সংখ্যক পদাতি ও এক দল গোলন্দাজ এবং সিপাহীসৈন্যের মধ্যে ৪৪ ও ৬৭ সংখ্যক দল অবস্থিতি করিতেছিল। ব্রিগেডিয়ার পোলহোয়েল্‌ সমগ্র সৈনিকদলের অধিনায়ক ছিলেন।

মীরাট এবং দিল্লীর সংবাদ ১২ই ও ১৩ই মে আগরায় উপস্থিত হয়। সংবাদপ্রাপ্তির পূর্ব্বদিন ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্য সাবধান হয়েন। এক দল ইউরোপীয় সৈন্য দুর্গে থাকিতে আদিষ্ট হয়। ইংরেজেরাও আপনাদের পিস্তলগুলি কার্য্যোপযোগী করিয়া রাখেন। আগরায় দুই দল সিপাহী ছিল। পক্ষান্তরে একদল ইউরোপীয় পদাতি এবং গোলন্দাজ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। কেবল আগরার সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলে, ইউরোপীয় সৈনিকগণ তাহাদের ক্ষমতারোধে বোধ হয়, অসমর্থ হইত না। কিন্তু যদি জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিত, অধিকন্তু আগরার পার্শ্ববর্ত্তী নগরে যে সকল সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা যদি দলে দলে আগরায় উপস্থিত হইত, তাহা হইলে তত্রত্য ইংরেজদিগের বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল।

যখন মীরাটের সিপাহীগণ উত্তেজিতভাবে দিল্লীতে গমন করিয়াছে, দিল্লী যখন তাহাদের হস্তগত হইয়াছে, তখন ইংরেজের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানী যে, মীরাট বা অপরাপর স্থানের উত্তেজিত সিপাহীদিগের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইবে না, তাহা কোন ইংরেজ সে সময়ে ভাবেন নাই।

যাহার উপর জনবহুল সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসন ও পালনের ভার ছিল, তিনিও সিপাহীদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন। এ সময় আগরা রক্ষা করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই গুরুতর কর্ত্তব্যসম্পাদনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য তিনি ১৩ই মে আগরা-বাসী প্রধান প্রধান ইংরেজকে আহ্বান করিলেন।* দেওয়ানি ও সৈনিক-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী, খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রণাগৃহে সমবেত হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর উপস্থিত বিপদের সময়ে সমুদয় খ্রীষ্টানকে দুর্গে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের মন্ত্রণাদাতারা সহসা এইরূপে ভয় প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহারা সাতিশয় বিরোধী হওয়াতে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের অভিমতানুসারে কার্য্য হইল না। মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাতিশয় উত্তেজনার সহিত আপন আপন অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আহূত হয়েন নাই, তাঁহারাও ঐ স্থানে আসিয়া ঐরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এক জন কহিলেন যে, এ সময়ে সকলেরই দুর্গে যাওয়া কর্ত্তব্য। অন্য জন কারাগার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা করিলেন। অপর জন খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করিতে কহিলেন। আর এক জন সৈনিকনিবাসস্থিত সিপাহীদিগের বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিতে কহিলেন। এইরূপে প্রত্যেকেই আপনভাবে আপনার কথা কহিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই আপন মতপ্রকাশের সময়ে আগ্রহ ও উত্তেজনার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত লোকের অস্থিরতায় নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। বহু গোলযোগের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, সমগ্র সৈনিকদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইবে। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর সৈনিকদিগকে সময়োচিত উপদেশ দিবেন। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি-দিগকে লইয়া সৈনিকদল সংগঠন করিতে হইবে। শান্ত্রীগণ নগরের নানা স্থানে যাইয়া, অধিবাসীদিগের উদ্বেগ দূর করিবে, এবং তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে কহিবে।

* *Raikes, Notes on the Revolt in the North-Western Provinces of India, p. 9.*

মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ হইল। এদিকে কাওয়াজের আয়োজন হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে সমুদয় সৈন্য কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। দেওয়ানি বিভাগের সমুদয় প্রধান কর্ম্মচারী ঐ স্থলে উপস্থিত হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কলবিন সাহেব শকটারোহণে আগমন করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। ইউরোপীয় মহিলাগণ যখন আপনাদের আবাসগৃহে থাকিয়া তোপের শব্দ শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা সিপাহী ও ইংরেজদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে আশঙ্কা করিয়া, একান্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর শকটে দণ্ডায়মান হইয়া, সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের সহযোগী সিপাহীদিগের প্রতি অবিশ্বাস না করে। কিন্তু যে সকল দুর্বৃত্ত দিল্লীতে পাদরির কন্যাকে নিহত করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের সম্মুখীন হইলে, তাহারা যেন ঐ বিষয় ভুলিয়া না যায়। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ইউরোপীয় পদাতিগণ উত্তেজনার সহিত দৃঢ়-মুষ্টিতে আপনাদের বন্দুক ধরিতেছিল। তাহাদের তদানীন্তন ভাব দর্শনে বোধ হইয়াছিল যে, লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর যাহাদিগকে তাহাদের বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, তাহারা সেই বিশ্বাসভাজনদিগকেই গুলি করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর কলবিন সাহেব সিপাহীদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন যে, তাহাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে। যদি কাহারও কোন বিষয়ে অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে তাহারা সে বিষয় প্রকাশ করিতে পারে। অথবা যদি কেহ কোম্পানির প্রদত্ত যুদ্ধভূষণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহারা অগ্রসর হইয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের কথা শেষ হইল। কোন সিপাহী অভিযোগপ্রকাশ বা সামরিক বেশপরিত্যাগের অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইল না। তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা করিতেছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষবহ্নিতে তাহাদের হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছিল। তাহারা সে সময়ে আশঙ্কায় অধীর ও বিদ্বেষভাবে উত্তেজিত হইল না বটে, কিন্তু উপস্থিত ইউরোপীয়গণ তাহাদের অপ্রসন্নভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গী দর্শনে পূর্ব্বের ন্যায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া রহিলেন।

লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর অতঃপর দিল্লী ও আগরার পথ নিরাপদ রাখিতে উদ্যত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইলেন। কর্ম্মচারীর প্রতি এই আদেশ দেওয়া হইল যে, তিনি পথের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের উত্তেজনা দূর করিবেন; সিপাহীগণ দিল্লী হইতে আগরার অভিমুখে ধাবিত হইলে, আগরার সৈনিকদল তাঁহাদের গতিরোধের জন্য বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন; এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যখন যাহা ঘটিবে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতে যত্নশীল হইবেন। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, কলবিন সাহেব বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময়ে ভারতের মিত্ররাজগণের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের রাজ্যে সমরকুশল লোকের অধিবাস ছিল। ইঁহাদের অধীনে অনেক সাহসী সৈনিক যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকিত। ইঁহাদের আদেশে অনেকে অনেক দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে উদ্যত হইত। এইরূপ সঙ্গতিপন্ন, এইরূপ সহায়সম্পন্ন, এইরূপ ক্ষমতাপন্ন অধিপতিদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে ইংরেজ উপস্থিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এই সকল অধিপতি রাজ্যরক্ষার জন্য যে সকল সৈন্য রাখিতেন, তৎসমুদয়ের উপর প্রধানতঃ এতদ্দেশীয় অধিনায়কগণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন কোন ভূপতিকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের রাজ্যে আপনাদের এক এক দল সৈন্য রাখিতেন। অধিপতিদিগকে এই সকল সৈনিকদলের ব্যয়ভার বহন করিতে হইত। এই সকল সৈন্য ইউরোপীয় সেনানায়কদিগের অধীনে থাকিয়া ইউরোপীয় সামরিক প্রণালী অনুসারে শিক্ষা লাভ করিত। মহারাজ শিন্দের রাজধানীতে এইরূপ সুশিক্ষিত সৈনিকদল ছিল। কোটা রাজ্যেও এই শ্রেণীর একদল সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত ভরতপুর রাজ্যে তেজস্বী ও দৃঢ়কায় জাঠগণ সৈনিকশ্রেণীতে নিয়োজিত ছিল। ভরতপুর আগরার নিকটবর্ত্তী ছিল। গোবালিয়রের উপরেও আগরার বিষয় অনেকাংশে নির্ভর করিতেছিল। এই দুই রাজ্যের সৈনিকবল আগরার ইংরেজদিগের শক্তিবৃদ্ধি অথবা শক্তিনাশ করিতে পারিত। সুতরাং কলবিন আত্মশক্তিবৃদ্ধির জন্য ভরতপুরের ভূপতি ও গোবালিয়রের রাজার নিকটে সাহায্য

প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনা উভয় ভূপতির নিকটেই গ্রাহ্য হইল। উভয় ভূপতি কালবিলম্ব না করিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের সাহায্যের জন্য সৈনিকদল পাঠাইলেন। ভরতপুরের একদল সৈন্য ১৫ই মে কাপ্তেন নিক্‌সন নামক এক জন ইউরোপীয় সেনানায়কের অধীনে মথুরায় উপনীত হইল। পর দিন গোবালিয়র হইতে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য আগরায় পদার্পণ করিল। মহারাজ শিন্দে আপনার শরীররক্ষক সৈনিকদিগকেও লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের অধীনে রাখিতে বিমুখ হইলেন না। এই সময়ে অপরের সাহায্যগ্রহণ গবর্ণমেণ্টের শক্তিহীনতার পরিচায়ক হইতে পারে। লোকে ইংরেজের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে ভিন্ন ভিন্ন ভূপতির সৈনিকদিগের সমাগম দেখিয়া, গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতাশূন্য বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর লোকের এইরূপ ধারণার পর্য্যালোচনা করেন নাই। লোকে গবর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী বা শক্তিহীন ভাবুক, তিনি তদ্বিষয়ে কোনরূপ বিচারবিতর্ক না করিয়া, মিত্ররাজগণের সাহায্যগ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি ভারতের ভূপতিগণ এ সময়ে তাঁহাদের বিপক্ষ হয়েন, তাহা হইলে কোনরূপ পার্থিব ক্ষমতা তাঁহাদিগকে সর্ব্বধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং এ সময়ে মরাঠা, জাঠ ও রাজপুতদিগের উপর বিশ্বাসস্থাপন এবং তাহাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করাই তাঁহার অবলম্বনীয় নীতি ছিল। উপস্থিত বিপত্তি-কালে তিনি এই নীতি শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, আগরায় আপাততঃ কোনরূপ গোলযোগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। সপ্তাহ কাল এইরূপ বিনা গোলযোগে অতীত হইল। রাজ্যশাসনের জন্য যে যে কার্য্য আবশ্যক, তৎসমুদয়ের সম্পাদনে কোনরূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিল না। সাধারণেও নিত্যকর্ত্তব্যসম্পাদনের সময়ে আপনাদের প্রশান্তভাবে বিসর্জ্জন দিল না। বিচারক যথাসময়ে বিচারগৃহে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রাজস্বসংগ্রাহক রাজস্বকার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট নিয়মিতরূপে নিরুদ্বেগে আপনার কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট ও মিশনারিস্কুলে পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্র-সমাগম হইতে লাগিল। অধ্যাপকগণ পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। কোমলমতি শিক্ষার্থিগণও পূর্ব্বের ন্যায় পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে লাগিল।

দেওয়ানিবিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী এ সময়ে স্থানান্তরপ্রবাসী আত্মীয়দিগের বিপদের আশঙ্কা করিয়া বিপক্ষ সিপাহীদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইতেছিলেন; কেহ কেহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া একান্ত ভীত হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু এরূপ ভয় ও দুর্ভাবনার নিদর্শন সৈনিকবিভাগে পরিদৃষ্ট হয় নাই। সৈনিকবিভাগের তরুণবয়স্ক আফিসারগণ পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রশান্তভাবে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যথানিয়মে বিলিয়ার্ড খেলিতে লাগিলেন, নদীসন্তরণে আমোদিত হইতে লাগিলেন, রাত্রিকালে সিপাহীদিগের আবাসগৃহের সম্মুখে সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ যে, এ সময়ে তাঁহাদের ক্ষমতা বিনষ্ট, তাঁহাদের আধিপত্য বিলুপ্ত, তাঁহাদের সমুদয় কার্য্য বিশৃঙ্খল করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা যেন তাঁহাদের মনেও স্থান পাইতেছিল না। ইউরোপীয়গণ এইরূপ প্রশান্তভাবে থাকিলেও, কর্ত্তৃপক্ষ আকস্মিক বিপ্লবের নিবারণ জন্য যথোপযুক্ত উপায়ের অবলম্বনে উদাসীন থাকেন নাই। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণ সখের সৈনিকদলে প্রবেশ করে। যাহাদের স্ত্রীপুত্র নাই, কোনরূপ পার্থিববন্ধনে যাঁহারা আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে অশ্বারোহণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করেন, তাঁহারা কেবল নগরের পরিদর্শনকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। নগরের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের শান্তপ্রকৃতি অধিবাসীদিগকে অভয়দান করা, এবং উদ্ধতস্বভাব লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করা, ইঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল।

২১শে মে পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এইরূপ প্রশান্তভাব ছিল। কিন্তু ঐ দিন সহসা নগরে গোলযোগ ঘটিল। আলীগড় হইতে সংবাদ আসিল যে, তত্রত্য সিপাহীগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে।

আলীগড় আগরার ৫০ মাইল দূরে যমুনার অপর তটে অবস্থিত। যেখানে আদালত, বাজার, সৈনিকনিবাস প্রভৃতি রহিয়াছে, তাহা কোয়েল নামে প্রসিদ্ধ। যেখানে দুর্গ অবস্থিত, তাহাই আলীগড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোয়েল

আলীগড়ের কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত। উপস্থিত সময়ে কোয়েল সহরের সৈনিক-নিবাসে ৯ সংখ্যক পদাতিদলের কতকগুলি সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। এই দলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মইনপুরী, ইটোয়া, বুলন্দসহর প্রভৃতি স্থানে ছিল। মে মাসের মধ্যভাগে আলীগড়ে গোলযোগের নিদর্শন লক্ষিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে নানারূপ আতঙ্কজনক সংবাদ উপস্থিত হইতে থাকে। এক জন ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সিপাহীকে সঙ্গে লইয়া, ঐ সংবাদের সত্যতা-নিরূপণ, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তেজনা লক্ষিত হইলে উহার নিবারণের জন্য গমন করেন। দেওয়ানিবিভাগের এক জন তরুণবয়স্ক কর্ম্মচারী ও কতিপয় সওয়ার ইহাদের সঙ্গে যায়। ইহাদের নিকটে উপস্থিত সংবাদ অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহারা যখন সহরের কসাইখানার নিকটে গমন করে, তখন অনেক উত্তেজিত লোক ইহাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। কিন্তু লোকের এই উত্তেজনা হইতে তখন কোনরূপ অনিষ্টের উৎপত্তি হয় নাই। সুতরাং সৈনিকদল কোন বিষয়ে সন্দেহ না করিয়া, যথাস্থানে প্রস্থান করে।

কিন্তু গোলযোগের শান্তি হইল না। নগরে, বাজারে, সৈনিকনিবাসে, লোকালয়ে, গভীর উত্তেজনামূলক অশান্তির আবির্ভাব না ঘটিলেও, স্থানান্তর হইতে একটী স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইল। এই স্ফুলিঙ্গ হইতে শেষে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়া, জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র স্থান পরিব্যাপ্ত করিল। সৈনিকনিবাস বা কসাইখানা হইতে ঐ স্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব হয় নাই। নিকট-বর্ত্তী একটী পল্লী হইতে উহার উদ্ভব হয়। এই পল্লীতে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আবাসপল্লী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ইঁহার সম্মান, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। কথিত আছে, কারারক্ষকদিগের এক জনের সহিত ব্রাহ্মণের সম্পর্ক ছিল, উক্ত সম্পর্কের অনুরোধে এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এই সময় আলীগড়ের ধনাগারে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ছিল। এই টাকার বিষয় লোকের অবিদিত ছিল না। উহা উক্ত পল্লীবাসী ব্রাহ্মণেরও গোচর হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন যে, সিপাহী ও পল্লীবাসিগণ যদি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়, তাহা হইলে সিপাহীদিগের ন্যায় পল্লীবাসীদিগেরও কালেক্টরির টাকা লাভ হইবে। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তিনি দুই জন সিপাহীর নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তাহারা আপনদলের সিপাহীদিগকে গবর্ণ-

মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা হইলে তাঁহার কথায় ২,০০০ হাজার পল্লীবাসী সিপাহীদিগের সহযোগী হইবে। ব্রাহ্মণকে গোপনে সিপাহীদিগের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিয়া, এক জন এতদ্দেশীয় আফিসার সন্দিহান হয়েন। ঘটনা জানিয়া, তিনি সবিশেষ কৌশলের সহিত ব্রাহ্মণকে কহেন যে, উপস্থিত বিষয়ের পরামর্শ কোন গোপনীয় স্থানে করা উচিত। ব্রাহ্মণ যদি তাঁহার সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয়ে পরামর্শ স্থির হইতে পারে। ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন। গোপনীয় স্থানে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া তাহাদের নিকটে স্বকীয় প্রস্তাবের উল্লেখ করিলেন। অমনি আফিসারের সঙ্কেতমাত্র সিপাহীগণ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল।* সিপাহীগণ সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়াই ইংরেজ অধিনায়ককে ঐ বিষয় জানাইয়াছিল। অধিনায়ক ব্রাহ্মণকে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। সিপাহীগণ এইরূপে অধিনায়কের আদেশপালন করিল। সেই দিনই সৈনিকবিচারালয়ে এতদ্দেশীয় আফিসারদিগের নিকটে ব্রাহ্মণের বিচার হইল। বিচারকগণ ফাঁসির আদেশ দিলেন। সেই দিনই গোধুলিসময়ে সমবেত সিপাহীদিগের সমক্ষে ব্রাহ্মণ ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইলেন। এ পর্য্যন্ত সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ছিল। যাহারা ষড়যন্ত্রের কথা অধিনায়ককে জানাইয়াছিল, অধিনায়কের আদেশানুসারে যাহারা ষড়যন্ত্রকারীকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা যে, সহসা উত্তেজনায় অধীর হইবে এবং অধীরতাসহকারে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত করিতে দলবদ্ধ হইয়া উঠিবে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ কখন ভাবেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু দেখিয়া, হিন্দু সিপাহীগণ স্তম্ভিত হইল, সহসা তাহাদের এক জন অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"দেখ, আমাদের ধর্ম্মের জন্য এক জন কেমন অম্লানভাবে দেহত্যাগ করিলেন।" বারুদস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে যেরূপ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়, সিপাহীর এই কথায় সেইরূপ ভয়াবহ গোলযোগ ঘটিল। উহাতে সিপাহীদিগের সমস্ত শৃঙ্খলা, সমস্ত আনুগত্য, সমস্ত বিশ্বস্তভাব যেন অনন্ত বায়ুরাশির মধ্যে বিলীন হইল। সিপাহীদিগের আকস্মিক উত্তেজনায়

* *Chambers, Indian Revolt. p. 112.*

ইউরোপীয়গণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর তাঁহারা আপনাদের স্থানে স্থির-ভাবে থাকিতে পারিলেন না। ইংরেজ সেনানায়কগণ পলায়নে বাধ্য হইলেন। দেওয়ানিবিভাগের কর্ম্মচারিগণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য অধিবাসিগণ আত্মরক্ষার জন্য স্থানান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সৈনিকবিভাগ ও দেওয়ানিবিভাগের কর্ম্মচারিগণ, এবং স্বাধীন ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গিগণ সকলেই আলীগড় হইতে তাড়িত হইলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ আগরার অভিমুখে গমন করিলেন। কেহ কেহ মীরাটের দিকে ধাবিত হইলেন। যাঁহারা আগরার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়েন। যাঁহারা মীরাটের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পথে বিপত্তিকর ঘটনাজালে পরিবেষ্টিত হইতে হয়। কিন্তু আলীগড় হইতে যাত্রাকালে কেহই আক্রান্ত বা আহত হয়েন নাই। সিপাহী-গণ তাহাঁদিগকে সদয়ভাবে বিদায় দিয়াছিল। এতদ্দেশীয় আফিসারগণ রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিলেন।

ইউরোপীয়গণ আলীগড় হইতে এইরূপে তাড়িত হইলে, সিপাহীগণ ও পল্লীবাসিগণ আপনাদের নির্দ্দিষ্টকার্য্য সম্পাদনে উদ্যত হইল। এখন তাহাদের এই উদ্যম কোন অংশে ব্যাহত হইল না। তাহারা বিনা বাধায় কালেক্টরির ৭ লক্ষ টাকা আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল। ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। যাহা কিছু ইউরোপীয়দিগের অধিকৃত, যাহা কিছু ইউরোপীয়দিগের ব্যবহৃত, সংক্ষেপে যাহা কিছু ইউরোপীয়দিগের সহিত সংসৃষ্ট, তৎসমুদয়ই বিলুণ্ঠিত বা বিনষ্ট হইল। আলীগড়ে ইংরেজের প্রাধান্য, ইংরেজের ক্ষমতা বা ইংরেজের আধিপত্যের কোন নিদর্শন রহিল না। সিপাহীগণ টাকা লইয়া দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। পল্লীবাসিগণ ও নগরের জনসাধারণ অর্থ এবং বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া, আপনাদের বাসস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। উপস্থিত সময়ে ইহাদের মধ্যে শান্তিস্থাপন বা আধিপত্যবিস্তারের জন্য কোন ব্রিটিশ রাজপুরুষের আবির্ভাব হইল না। যখন এই স্থানে ইংরেজের ক্ষমতা পুনর্ব্বার কিয়দংশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উহার অবস্থা দর্শনে ইংরেজগণ বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে এক জন ইংরেজ এই স্থানে পদার্পণ করিয়া

লিখিয়াছিলেন—"আমাদের সমক্ষে আলীগড় বিস্ময়কর দৃশ্যের বিস্তার করিল। বাঙ্গালা, কারাগার প্রভৃতি সমস্তই বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল। * * আমাদের উপস্থিতিতে স্থানীয় লোকে অনুসন্ধানের আশঙ্কায় বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এদিকে ওদিকে ফেলিয়া দিয়াছিল। কয়েক মাইল পর্য্যন্ত পথের উভয়পার্শ্বে, জঙ্গলে, কূপে তৈজসপত্রাদি এবং শামপেন্ হইতে হলওয়েলের বটিকা পর্য্যন্ত ও বহুমূল্য কিংখাপ হইতে পুরাতন পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্য বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছিল"।*

২০শে মে আলীগড়ে এইরূপ আকস্মিক গোলযোগ ঘটে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ৯ সংখ্যক সিপাহীদলের কতক অংশ বুলন্দসহর, ইটোয়া এবং মইনপুরীতে ছিল। আলীগড়ের ঘটনার সংবাদ অবিলম্বে ঐ সকল স্থানে পঁহুছিল। ঐ সকল স্থানের সিপাহীগণও আপনাদের সহযোগীদিগের উত্তেজনায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। বুলন্দসহরে তাদৃশ গোলযোগ ঘটে নাই। সিপাহীগণ কেবল ধনাগার লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রস্থান করে, কিন্তু ইটোয়া এবং মইনপুরীতে অন্যরূপ ঘটনার আবির্ভাব হয়।

ইটোয়া মীরাটের পথের পার্শ্বে আগরার প্রায় ৭৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থানের অধিবাসিগণ শান্তভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছিল। উপস্থিত সময়ে ঐ স্থানে নানারূপ উন্নতির নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছিল। মে মাসের প্রারম্ভে এই বিভাগের সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলভাবে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি উপদ্রব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। বিনা গোলযোগে রাজস্ব সংগৃহীত হইতেছিল। বহুসংখ্য পাঠাগার ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের অভিনব পথ খোলা হইয়াছিল। খালের জলে বহুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রসমূহের উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। অধিবাসিগণ সাধারণতঃ প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট ছিল। এইরূপ সন্তোষ, এইরূপ প্রফুল্লতার মধ্যে সহসা মহাবিপ্লবের আবির্ভাব হইল। উহার সংঘাতে সমুদয় শৃঙ্খলা, সমুদয় সুনিয়ম বিনষ্ট হইয়া গেল।

যখন আগরা হইতে মীরাট এবং দিল্লীর সংবাদ ইটোয়াতে উপস্থিত হয়,

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 217, note.*

তখন মাজিষ্ট্রেট হিউম সাহেব, বিপ্লবকারী সিপাহীদিগের অবরোধে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। যেহেতু এই সকল সিপাহী আপনাদের আবাসবাটীতে গিয়াই হউক, অথবা চারি দিকে বেড়াইয়াই হউক, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগকে সমুত্তেজিত করিতে পারিত। এই উদ্দেশ্যে শান্ত্রীগণ সাধারণের গন্তব্য পথের পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হয়। ১৬ই মে রাত্রিকালে ইহারা মীরাটের ৩ সংখ্যক অশ্বারোহী দলের ৭ জন সওয়ারকে অবরোধ করে। অবরুদ্ধ সওয়ারদিগের পিস্তল ও তরবারি ছিল। ইহারা যখন ইটোয়ার সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হয়, তখন অবরোধকারীদিগকে বাধা দিয়া, এক জন ইংরেজসেনানায়ককে গুলি করে, এবং আর এক জনের নিধনসাধনে উদ্যত হয়। ৯ সংখ্যক দলের এক জন সিপাহী এবং নগরের কোতোয়াল আক্রমণ-কারী সওয়ারকে নিহত করে। ইহার মধ্যে শান্ত্রীগণ আক্রমণকারী অপর সওয়ারদিগের সম্মুখীন হয়। এক জন সওয়ার গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, দুই জন তরবারির আঘাতে গতাসু হয়। দুই জন পলায়ন করে। ইহাদের এক জন পুলিস কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়। ইহারা সকলে ফতেহপুরবিভাগের অধিবাসী পাঠান।

ইহার কয়েক দিন পরে উক্ত ৩ সংখ্যক অশ্বারোহী দলের কয়েক জন পলাতক সওয়ার ইটোয়ার সদর ষ্টেশনের প্রায় ১০ মাইল দূরবর্ত্তী যশোবন্তনগর-নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহারাও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। ইহারা যে গোরুর গাড়ীতে যাইতেছিল, শান্ত্রীগণ তাহা অবরুদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহে। সওয়ারগণ অস্ত্রাদির উন্মোচনের ভাণ করিয়া সহসা অবরোধকারীদিগকে বন্দুকের গুলিতে নিহত করে। অতঃপর তাহারা একটি হিন্দু-দেবালয়ে যাইয়া আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়। দেবালয়টী যদিও ক্ষুদ্র, তথাপি সুদৃঢ় ছিল। উহার সম্মুখে একটী প্রাচীরবেষ্টিত বৃক্ষবাটিকা রহিয়াছিল।

সওয়ারদিগের উক্ত দেবালয়ে গমনের সংবাদ পাইয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার বগি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। আদেশানুসারে অবিলম্বে বগি প্রস্তুত হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া, আপনার সহকারীর সহিত শকটে আরোহণপূর্ব্বক যশোবন্তনগরে বেলা ৯টার সময় যাত্রা করিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সওয়ারগণ যে স্থলে অবস্থিতি

করিতেছে, তাহা সহসা হস্তগত করা সুসাধ্য নয়। নিম্নশ্রেণীর মুসলমান অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া চারি দিকে ছিল। কথিত আছে, ইহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোনরূপ সাহায্য করে নাই। যে সকল সিপাহী ইটোয়া হইতে আসিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা পথ ভুলিয়া যাওয়াতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে পুলিশের অস্ত্রধারী লোক ছিল। ইহারাও তাদৃশ কার্য্যপটুতা প্রদর্শন করে নাই। একজন প্রহরী দেবালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হয়। কিন্তু হতভাগ্য আপনার বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া, সওয়ারদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহকারী আহত হয়েন। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্য উপায় না দেখিয়া, আহত বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ইটোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে সওয়ারগণ রাত্রিকালে প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যে দেবালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করে।

এই ঘটনার পর দিন আলীগড়ের সিপাহীগণ ইংরেজদিগের পক্ষ পরিত্যাগ করে। এই সংবাদ তৃতীয় দিনে ইটোয়াতে পৌঁছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইটোয়ার সিপাহীদিগের অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করেন। আলীগড়ের সৈনিকদলের যে সকল সিপাহী ইটোয়াতে ছিল, তাহারা সহযোগীদিগের বিপক্ষতাচরণের সংবাদ জানিতে না পারে, এজন্য তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সংবাদ দীর্ঘকাল গোপনে রাখার সম্ভাবনা ছিল না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সাহায্যকারী সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সাহায্যকারী সৈনিকের সমাগম সময়সাপেক্ষ ছিল। এই সকল কারণে ইটোয়ার সিপাহীদিগকে বরপুরানামক স্থানের পুলিশ ষ্টেশনে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। সিপাহীগণ প্রথমতঃ প্রফুল্লচিত্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিল। কিন্তু দুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই তাহাদের অনেকের ভাবান্তর ঘটিল। তাহারা অধিনায়কের আদেশ না মানিয়া, ইটোয়ায় ফিরিয়া গেল। কতিপয় সিপাহী এবং তাহাদের এতদ্দেশীয় আফিসারগণ প্রশান্তভাবে রহিলেন। ইহারা ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের বালক বালিকা ও মহিলাদিগের সহিত নিরাপদে বরপুরায় লইয়া গেল। এদিকে উত্তেজিত সিপাহীগণ ইটোয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ

তাহাদের সহযোগী হইল। ইহারা বিপ্লবের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিল না। ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল, কয়েদীগণ মুক্তিলাভ করিল, গবর্ণমেণ্টের আফিস এবং ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ (মাজিষ্ট্রেটের আবাসবাটী ব্যতীত) ভস্মীভূত হইয়া গেল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন।* তিন চারি দিনের জন্য ইটোয়াতে ইংরেজশাসনের সমুদয় চিহ্ন অন্তর্হিত হইল।

ইটোয়ার বিপ্লবপ্রসঙ্গে মহামতি হিউম সাহেব বিশদভাবে ভারতবাসী-দিগের মহৎ গুণের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা পাঠ করিলে, এক দিকে যেমন ভারতবাসীদিগের প্রগাঢ় বিশ্বস্ততা ও অপরিসীম প্রভুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অপর দিকে সেইরূপ রাজ্যশাসনোচিত দক্ষতা, বীরোচিত নির্ভী-কতা ও আত্মত্যাগের নিদর্শন লক্ষিত হয়। হিউম সাহেব আপনার পলায়নের কথা এই ভাবে লিখিয়াছেন—"আমি রাত্রিতে পলায়ন করি, চারি দিক চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমার পরিচ্ছদ ও পাগড়ীর উপর এক খানি চাদর ছিল। পেণ্টালুন খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। পায়ে দেশী জুতা ছিল। গয়াদীন নামক এক জন চাপরাসী এবং এক জন নগরবাসী আমার সঙ্গে যাইতেছিল। সিপাহীরা যদি আমাকে কালেক্টর বলিয়া জানিতে পারিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমার প্রাণ যাইত। আমার সঙ্গীদ্বয়ও নিহত হইত। কিন্তু যাইবার সময়ে বিশ্বস্ত চাপরাসী ও নগরবাসী সিপাহীদিগের সহিত নানা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল। এইরূপ কথাবার্ত্তায় সিপাহীরা আমাকে চিনিবার অবসর পায় নাই। ৯ সংখ্যক পদাতিদলের অধিকাংশ সিপাহী দিল্লীতে গিয়াছিল। ইহারা বেশী টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। যেহেতু আমি আমার বন্ধু কুমার লক্ষ্মণ সিংহ এবং কুমার জরসিংহের (ইঁহারা প্রতাপনের নামক স্থানের চৌহানবংশীয় রাজপুত। লক্ষ্মণ সিংহ শেষে রাজা হয়েন।) সাহায্যে অধিকাংশ টাকা পূর্ব্বেই আগরায় পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

* মার্টিন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মাজিষ্ট্রেট মহিলার বেশে পলায়ন করেন। কিন্তু হিউম সাহেব স্বয়ং অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—*Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 192.* মাজিষ্ট্রেট হিউম্ সাহেবের ক্রমে পদোন্নতি হয়। ইনি ন্যাসনাল কঙ্গ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির প্রধান পরিপোষক। ইনি যেরূপ সদাশয়, সেইরূপ ভারতহিতৈষী। ভারতবাসীদিগের মঙ্গলসাধনে সর্ব্বদা ইঁহার একাগ্রতা ও অধ্যবসায় পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

কিন্তু ৯ সংখ্যক সিপাহীদলের সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠে নাই। এই দলের কয়েক জন এতদ্দেশীয় আফিসার এবং কুড়ি জন সিপাহী এক জন আহিরীজাতীয় সুবাদারের অধীনে থাকে। ইহাদের বিশ্বস্ততা বিচলিত হয় নাই। ইহারা আমার পলায়নের সময়ে অন্য যে সকল ইউরোপীয় পলাইতেছিলেন, তাহাদিগের সকলকেই রক্ষা করে”।

যখন গোবালিয়রের সৈনিকদল উপস্থিত হয়, তখন যে সকল ভারতবাসী কালেক্টর হিউম সাহেবের পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিয়াছিলেন যে, এই সিপাহীরা নিঃসন্দেহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিবে। এই সঙ্কটকালে ত্রিশটী কুলমহিলা ও বালকবালিকা হিউম সাহেবের নিকটে ছিল। হিউম সাহেব ইহাদিগকে আগরায় পাঠাইতে উদ্যত হয়েন। উত্তেজিত লোকে চারি দিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পল্লীর পর পল্লী বিলুণ্ঠিত, গৃহের পর গৃহ ভস্মীভূত হইতেছিল। সশস্ত্র সিপাহীগণ ফিরিঙ্গীর প্রাণবিনাশের জন্য একাগ্রতার পরিচয় দিতেছিল। এই সময়ে রাজা লক্ষ্মণসিংহ, তাঁহার ভ্রাতা অনুপসিংহ এবং জয়সিংহ, অসহায় ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া আগরায় উপনীত হয়েন। ইহা জুন মাসে ঘটে। জুলাই মাসে হিউম সাহেব আপনার বিভাগে ফি[illegible]ত পারেন নাই। এই সময়ে ইটোয়া-বিভাগের শান্তি ও শৃঙ্খলা র[illegible] অনেকেই হিউম সাহেবকে অনুরোধ করে। হিউম সাহেব সমগ্র বিভাগ পাঁচটী বড় তহশীলে বিভক্ত করেন। প্রতি তহশীলে এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হয়েন। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়। ইঁহাদের নাম কুমার জয়সিংহ, রাজা যশোবন্ত সিংহ (ইনি ব্রাহ্মণ), কায়স্থজাতীয় চৌধুরী গঙ্গাপ্রসাদ, লালা লায়েক সিংহ এবং মথুরানিবাসী বৈশ্যজাতীয় এক জন প্রাচীন তহশীলদার। এইরূপে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়স্থের উপর ইটোয়া বিভাগের শাসনভার সমর্পিত হয়। ইঁহারা যথারীতি আপনাদের কর্ত্তব্যসাধন করিয়াছিলেন। ঘোরতরবিপ্লবের সময়ে ইঁহাদের সুশাসনশৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল। পাঁচ মাস কাল, ইঁহারা আপনাদের অধীন জনপদ শাসন করেন। প্রতি সপ্তাহে ইঁহারা আপনাদের কার্য্যবিবরণ হিউম সাহেবের গোচর করিতেন। ইঁহাদের শাসনকার্য্যের বিরুদ্ধে কেহই কোন কথা বলে নাই। কেহ ইঁহাদিগকে ক্ষমতার

অপব্যবহার বা ন্যায়পরতার অবমাননা করিতে দেখে নাই। ইঁহারা অপর স্থানে কি ঘটিতেছে, তাহারও সন্ধান লইতেন। ইঁহাদের নিকট হইতে স্থানান্তরের ইউরোপীয়গণ কাণপুরের সেনাপতি নীলের সংবাদ অবগত হয়েন। ইঁহাদের যত্নে ইংরেজ সৈনিকদিগের জন্য সাত শত উষ্ট্র সংগৃহীত হয়। এই সকল বাহন পাওয়াতে তাহারা সহজে লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে অগ্রসর হয়। এইরূপ বিপত্তিকালে, এইরূপ উত্তেজিত লোকের মধ্যে কোন ইংরেজ রাজপুরুষ ইঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর সুশাসনক্ষমতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিতে পারেন কি না, সন্দেহ। হিউম সাহেব স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোন ইংরেজ ইঁহাদের ন্যায় দক্ষতার সহিত জনপদ শাসন করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু ওরিয়া তহশীলের বর্ষীয়ান্ বৈশ্যের ন্যায় কেহ নির্ভীকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েন নাই।

এই বর্ষীয়ান্ বৈশ্যের অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততার কথা এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণনীয়। ঝাঁসীর উত্তেজিত সিপাহীগণ যখন ইঁহার তহশীলের অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন ইনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও টাকা স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। ইঁহার দুই একটী বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত কেহই এ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে [redacted]টী দুরাচার লোক এ বিষয় অবগত হইয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে [redacted] তহশীলদার সমস্ত টাকাকড়ি স্থানান্তরে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। যদি দুরাচারেরা সিপাহীদিগকে না বলিত, তাহা হইলে সিপাহীরা কিছুই করিত না। যেহেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, অন্যান্য তহশীলের ন্যায় এই তহশীলও বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। এখন সিপাহীরা সন্ধান পাইয়া বৃদ্ধ তহশীলদারকে ধরিল এবং তাঁহাকে টাকা বাহির করিয়া দিতে বলিল। কিন্তু রাজভক্ত বর্ষীয়ান্ পুরুষ কিছুতেই গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলেন না। উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহাকে ফাঁসি দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। কিন্তু ইহাতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। অবশেষে তাহারা একটী পিত্তলের কামানের সহিত তাঁহাকে বাঁধিল। বৃদ্ধ তহশীলদার এই কামানের সহিত আবদ্ধ রহিলেন। তথাপি তিনি রক্ষণীয় অর্থ ও কাগজপত্র কোথায় আছে, বলিলেন না। সিপাহীরা বৃদ্ধকে কামানের সহিত টানিয়া ইটোয়ায় আনিল। বৃদ্ধ এই অবস্থায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইটোয়াবাসিগণ তাঁহার বার্দ্ধক্য,

তাঁহার সৌম্যাকৃতি, তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিল। লোকে বর্ষীয়ান্ রাজকর্ম্মচারীকে সিপাহীদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া মথুরায় তাঁহার নিজ বাড়ীতে লইয়া গেল। এইরূপে কঠোর পীড়নে তথায় তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ইংরেজ যে বৈশ্য মহাজনদিগকে কাপুরুষ বলিয়া অবজ্ঞার ভাবে দেখেন, এই বর্ষীয়ান্ বৈশ্য তাহাদেরই মধ্যে এক জন। বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া, কিরূপ নির্ভীকচিত্তে দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। পৃথিবীর কোন দৃঢ়ব্রত পুরুষ ইহা অপেক্ষা অধিকতর রাজভক্তি ও বিশ্বস্তভাবের পরিচয় দিয়াছেন কি না, ইতিহাস তাহা আজ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারে নাই।

পূর্ব্বে রাজা লক্ষ্মণ সিংহের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে উত্তেজিত সিপাহীগণ আগরা আক্রমণের উদ্যোগ করে। ইহারা কিরূপ বলসম্পন্ন ছিল এবং অস্ত্রাদি কি পরিমাণে সঙ্গে আনিয়াছিল, ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহা জানিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হয়েন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে চর প্রেরণ করেন। কিন্তু চরগণ প্রয়োজনীয় সংবাদলাভে কৃতকার্য্য হয় নাই। তাহাদের কেহ কেহ ধৃত ও ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হয়, কেহ কেহ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। এই সময়ে রাজা লক্ষ্মণ সিংহ সংবাদ আনিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই কার্য্য যেরূপ বিপত্তিজনক, সেইরূপ অসংসাহসিক ছিল। রাজা লক্ষ্মণ সিংহ আগরার অধিবাসী। আগরার লোকে তাঁহাকে চিনিত। আগরার প্রায় ২,০০০ হাজার দুর্বৃত্ত লোক উত্তেজিত সিপাহীদিগের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিল। যদি কেহ চিনিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু লক্ষ্মণ সিংহ কিছুতেই পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সিপাহীদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন; দুই তিন দিন সেখানে থাকিয়া, সমুদয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক আগরার কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ এই অসংসাহসিক ক্ষত্রিয়ের নিকটে সমুদয় বিবরণ অবগত হইলেন।

এই স্থলে অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের আর দুইটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। উপস্থিত ইতিহাসে অনেক স্থলে দেওয়ানিবিভাগের ইংরেজ কর্ম্মচারীর সাহসের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ আরার

উদ্ধারে কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত কেবল ইংরেজের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। দেওয়ানিবিভাগের ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীও এ বিষয়ে ইংরেজের পার্শ্বে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছেন, এমন কি ইংরেজ অপেক্ষা অধিকতর সাহসের পরিচয় দিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। উজীর আলি নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান দেরার দেওয়ানি আদালতের উকীল ছিলেন। শেষে ইনি ওকালতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মাজিষ্ট্রেট হিউম সাহেব ইঁহাকে ক্রমে রাজস্ববিভাগের সহযোগী সেরেস্তাদার করিয়া দেন। যখন ইটোয়াতে বিপ্লব ঘটে, তখন দুরাচার গুজরগণ জেলার সকল স্থানে দৌরাত্ম্য করিতেছিল। উজীর আলি এই দস্যুদমনে নিয়োজিত হয়েন। তিনি যে বিভাগের ভার পাইয়াছিলেন, সেই বিভাগে দস্যুদিগের উপদ্রব নিরাকৃত হইয়াছিল। একটী দুর্গ দস্যুদিগের অধিকৃত ছিল। উজীর আলি উহা অধিকার করিতে গেলে, দস্যুগণ বাধা দেয়। আক্রমণকালে তাঁহার কতিপয় লোক নিহত হয়। কিন্তু উজীর আলি ইহাতে নিরস্ত হয়েন নাই। দস্যুদিগের অস্ত্রাদি উজীর আলির লোকের অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। ইহাতেও উজীর আলি হতোদ্যম হইয়া পড়েন নাই। তিনি সর্ব্বপ্রথম মই দ্বারা দুর্গে আরোহণ করেন। তাঁহার উদ্যমে, সাহসে, সর্ব্বোপরি অপরিসীম বীরত্বে গুজরগণ পরাজিত ও দুর্গ অধিকৃত হয়।

হিউম সাহেব যখন আলীগড়ের মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেন, তখন রামপুরনিবাসী এক জন পাঠান তত্রত্য কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পালোয়ান বলিয়া ইনি সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। হিউম সাহেব সর্ব্বদা কারাগারে যাইতেন, কয়েদীদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সমস্ত বিষয়ের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপে কারাধ্যক্ষ পাঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুতা জন্মে। মইনপুরী ও দিল্লীর পথে সর্ব্বদা ডাক চুরি যাওয়াতে হিউম সাহেব ঐ চৌর্য্যের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয়েন। তিনি এই সময়ে কারাধ্যক্ষ পাঠানকে চৌর্য্যের অনুসন্ধানার্থে প্রেরিত গুপ্তচরদিগের অধিনায়ক করেন। পাঠানের চেষ্টায় অপহারকগণ ধৃত ও দণ্ডিত হয়। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ উক্ত কর্ম্মচারী মজঃফরনগর জেলার একটী বিভাগের তহশীলদার হয়েন

যখন সিপাহীবিপ্লব ঘটে, তখন হিউম সাহেব তাঁহার নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি যেন এ সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্তভাবে থাকেন। তাঁহার যত্নে যে, তদীয় পদোন্নতি হইয়াছে, ইহা যেন মনে থাকে। এই সময়ে গন্তব্যপথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। পত্রাদি যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হইত না। যাহা হউক, ঘটনাক্রমে পাঠান কর্ম্মচারীর এক খানি পত্র হিউম সাহেবের হস্তগত হয়। তাহাতে লেখা ছিল, "আমি কখনও নিমকহারাম হইব না। আমার চেষ্টায়, যতদূর হইতে পারে, তাহা করিব। ইহার পর ভগবানের উপর নির্ভর।" সাহসী তহশীলদার এই সময়ে আপনার তহশীল সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তদীয় আত্মীয়স্বজন ও অনুচরগণ এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিল। উত্তেজিত সিপাহীগণ দুই তিন বার তহশীল আক্রমণ করে, সাহসী পাঠান তহশীলদার তাহাদের আক্রমণ নিরস্ত করেন। ইহার পর বহুসংখ্যক সিপাহী সমাগত হইয়া এই স্থান অবরোধ করে। অবরোধকারীদিগের মধ্যে ৩ সংখ্যক অশ্বারোহীদলের মুসলমান সৈনিকগণ ছিল। পাঠান তহশীলদার ইহাদের অপরিচিত ছিলেন না। ইহারা তাঁহার মল্লযুদ্ধকৌশলের বিষয় অবগত ছিল। এজন্য মুসলমান সৈনিকগণ তাঁহার জীবনরক্ষা করিতে আগ্রহযুক্ত হয়। তাহারা তহশীলদারের নিকটে যাইয়া কহে, কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে, এখন দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তিনি পূর্ব্বে যেমন কোম্পানির নামে আপনার তহশীল রক্ষা করিতেছিলেন, এখন দিল্লীর সম্রাটের নামে সেইরূপ করুন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাদের চেষ্টায় দিল্লীর একটী প্রধান রাজকার্য্য পাইতে পারেন, অথবা তিনি যদি নির্ব্বিবাদে তাহাদের হস্তে আপন তহশীলের ভার সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহারা আত্মীয়স্বজন ও সম্পত্তির সহিত তাঁহাকে নিরাপদে রামপুরে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাহসী পাঠান তহশীলদার কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। সিপাহীদিগের বাক্চাতুরী, সিপাহীদিগের প্রতিশ্রুতি, সিপাহীদিগের ক্রোধ সমস্তই তাঁহার নিকটে ব্যর্থ হইল। তিনি ইংরেজের অধীনতাপরিত্যাগে সম্মত হইলেন না, দিল্লীর মোগল ভূপতির অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, বা স্বকীয় সম্পত্তি লইয়া নিরাপদে স্বদেশে যাইতেও উদ্যত হইলেন না। তিনি কর্ত্তব্যপালনের জন্য

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিছুতেই সেই প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। সাহসী পাঠান যখন সিপাহীদিগের প্রস্তাবে কিছুই সম্মত হইলেন না, তখন সিপাহীগণ তাঁহার রক্ষণীয় স্থান আক্রমণ করিল। ক্রমে বহুসংখ্যক সিপাহী আক্রমণকারী-দিগের দলে মিশিল। দৃঢ়ব্রত তহশীলদার আক্রান্ত স্থান রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্রমণকারীর সংখ্যাধিক্যে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। কামানের গোলায় তাঁহার প্রবেশদ্বার উড়িয়া গেল। সাহসী পাঠান অসি-হস্তে সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে তদীয় আত্মীয় ও অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইল। বহুসংখ্যক আক্রমণকারী তাঁহার জীবন-হরণে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাতে সাহসী তহশীলদারের ভ্রূক্ষেপ নাই। তহ-শীলদার অসির আস্ফালন করিতে করিতে সেই বিপক্ষদলের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হইল না। তথাপি তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেন না। সেই মুক্তদ্বারপথে সেইরূপ বীরত্ব ও তেজস্বিতা সহকারে অসি-হস্তে করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ তহশীলদার আপনার আত্মীয়দিগের সহিত দেহত্যাগ করিলেন। চাপরাসী প্রভৃতি অনুচরগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইল। কেবল কয়েক জন মাত্র এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। সাহসী তহশীলদার এইরূপ আপনার অলোকসামান্য কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিলেন। তিনি আপনার রক্ষণীয় স্থান সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইলেও, আক্রমণকারীদিগকে কয়েক বার তাড়িত করিয়া-ছিলেন। শেষে আক্রমণকারীদিগের সংখ্যাধিক্যে তাঁহার শক্তি পর্য্যুদস্ত হইল। তথাপি তিনি সম্মুখসংগ্রামে বিমুখ হইলেন না। কিছুতেই তাঁহার অসামান্য প্রভুভক্তি ও অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততা কলঙ্কিত হইল না। তিনি কর্ম্মস্থলে আপনার কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় প্রশান্তভাবে আত্মত্যাগ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে তদীয় অনুচরগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা সেই স্থানে তাঁহার ন্যায় প্রশান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিল। বোধ হয়, কোন সাহসী কার্য্যকুশল ইংরেজ ইহা অপেক্ষা মহত্তর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন নাই। এবং এই প্রভুভক্ত ও দৃঢ়ব্রত তহশীলদারের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন নাই।

এই অত্যুজ্জ্বল সুকীর্ত্তির পার্শ্বে একটী অপকীর্ত্তির ছায়া আছে। যখন

পূর্ব্বোক্ত তহশীলের বিধ্বংস এবং তহশীলরক্ষাকারীদিগের নিধনের সংবাদ মজঃফরনগরে উপস্থিত হয়, তখন কালেক্টর সাহেব ভয়ে এরূপ অভিভূত হয়েন যে, তিনি অবিলম্বে গাড়িতে চড়িয়া মীরাটের অভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁহার ভৃত্যেরা এই সংবাদ সেরেস্তাদার ও তহশীলদারকে জানায়। সেরেস্তাদার ভাবিলেন যে, কালেক্টর সাহেবের পলায়নের কথা শুনিলেই নগরের দুর্ব্বৃত্ত লোকের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইবে। গৃহাদি বিলুণ্ঠিত বা ভস্মীভূত হইবে। সমুদয় স্থানে অরাজকতার নিদর্শন দেখা যাইবে। সুতরাং তাঁহারা তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণে কালেক্টর সাহেবের পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন এবং তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া নগরে লইয়া আইসেন। কালেক্টর যাহাতে আবার পলাইতে না পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, এই রাজভক্ত সাহসী কর্ম্মচারিদ্বয় নগরের শান্তিরক্ষার জন্য কালেক্টর সাহেবের নামে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, এবং অবিলম্বে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিয়া এক জন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর জন্য সাহারাণপুরের কালেক্টরের নিকটে দূত পাঠাইয়া দেন। এই কর্ম্মচারীর উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা যথোচিত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত নগরের শান্তিরক্ষা করেন। অন্য ইংরেজ কর্ম্মচারী আসিয়া জেলার ভার লইলে, পূর্ব্বোক্ত ভীরু কালেক্টর সাহেবকে মীরাটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কালেক্টর সাহেব নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। ভারতবাসিগণ আর তাঁহার কোনরূপ সংবাদ লইতে উৎসুক হয় নাই। এক সময়ে ভারতবাসিগণ ইংরেজের জন্য অকাতরভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর ইংরেজ তাঁহাদেরই সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতার বিষয় বিস্মৃত হইয়া, কাপুরুষতার একশেষ দেখাইয়াছিলেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সদাশয় হিউম সাহেব স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মানবোচিত গুণে ভারতবাসী ও বৃটনদিগের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে উভয় জাতিই সমান দক্ষতা ও সমান যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে। উভয় জাতিই গুণবাহুল্যে গৌরবের অধিকারী, এবং সুশিক্ষার অভাবে পাপপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া থাকে। যদি অপক্ষপাতে বিচার করা যায়, তাহা হইলে উভয় জাতিতেই গুণ ও দোষের অস্তিত্ব দেখা গিয়া থাকে। যদি সুশিক্ষিত ও সদ্‌গুণসম্পন্ন ভারতবাসীর সহিত অশিক্ষিত,

সামান্য ইংরেজের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে শেষোক্তটীকে প্রায় বানর বলিয়া বোধ হইবে। আর যদি কর্ম্মক্ষেত্রে দীর্ঘ-কালব্যাপী পরিশ্রমে দূরদর্শী এবং প্রগাঢ় দায়িত্বজ্ঞানে প্রশান্তচিত্ত ভারতপ্রবাসী ইংরেজের সহিত অদূরদর্শী ভারতবর্ষীয়দিগের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে প্রথমোক্তটী সাধারণ মর্ত্ত্যগণের পার্শ্বে দেবতার ন্যায় উদ্ভাসিত হইবেন। কিন্তু যদি প্রত্যেক জাতির অত্যুৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পরস্পর তুলনা করা যায়, তাহা হইলে উভয়েই অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। * * * ভারত-প্রবাসী ইংরেজেরা সর্ব্বদা ভারতবর্ষীয়দিগের দোষভাগই দেখিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সজাতির গুণভাগই তাঁহাদের চক্ষুতে পড়িয়া থাকে। এই জন্য তাঁহাদের এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা হইয়াছে যে, ভারতবাসী নিরতিশয় নিন্দনীয় চরিত্রের এবং ইংরেজ সাতিশয় উৎকৃষ্ট প্রকৃতির আদর্শ। *

এইরূপ ভ্রান্তিময় ধারণাপ্রযুক্ত ইংরেজ উপস্থিত বিপ্লবকালে সমগ্র ভারত-বাসীকে নরশ্বাপদ ভাবিয়াছিলেন। এই নরশ্বাপদদিগের শোণিতপাতে তাঁহাদের আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহারা যদি মহামতি হিউম সাহেবের ন্যায় ভারতবাসীদিগের অন্তস্তলদর্শী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্পষ্ট উদ্বোধ হইত যে, ভারতের বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের পার্শ্বে নরদেবগণ রহিয়াছেন। এই নরদেবদিগের গুণে তাঁহাদের জীবন রক্ষিত, প্রাধান্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত এবং সৌভাগ্য পুনরুদিত হইয়াছে।

২৪ মে রাত্রিকালে গোবালিয়র হইতে সাহায্যকারী সৈন্য বরপুরায় উপস্থিত হইল। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এই সৈনিকদলের সমাগমে নিরাপদ হইলেন। পর দিন প্রাতঃকালে এই সৈনিকগণ ইটোয়ায় যাইয়া, ঐ স্থান পুনরধিকার করিল। কিন্তু এই জনপদে বিনা রক্তপাতে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেওয়ানি আদালতের বিচারে যে সকল প্রাচীন জমীদার স্বত্বভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময়ে আপনাদের পূর্ব্বতন অধিকাররক্ষায় অগ্রসর হয়েন। একটী পল্লীতে এইরূপ এক জন জমীদার গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট

* *A. O. Hume, A good word for the Indian, quoted in the Statesman, June 28, 1891.*

অধিকারীকে সম্পত্তিচ্যুত করেন। ইনি সাহসসহকারে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হয়েন। কিন্তু ইঁহার ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকৃত ও ভস্মীভূত হয় এবং ইঁহার দল বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এইরূপ নরহত্যার পর ইটোয়াবিভাগে ইংরেজের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আলীগড়ের সিপাহীদলের এক অংশ মইনপুরীতে অবস্থিতি করিতেছিল। মইনপুরী আগরার ৭১ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ২২শে মে সন্ধ্যাকালে আলীগড়ের সংবাদ মইনপুরীতে উপস্থিত হয়। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেব অবিলম্বে কমিশনর সাহেবের সহিত উপস্থিত বিষয়ের পরামর্শ করেন। কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে আগরায় পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে সিপাহীদিগকে ভাওগাঁ নামক স্থানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইতে থাকে। ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাগণ সহকারী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তত্ত্বাবধানে আগরায় যাত্রা করে। সহকারী মাজিষ্ট্রেট কিয়দ্দূর গিয়া, এক জন বিশ্বস্ত মুসলমানের উপর ইহাদের রক্ষার ভার সমর্পণ করেন। মুসলমান রক্ষক ইহাদিগকে নিরাপদে আগরায় লইয়া যায়। এদিকে সহকারী মাজিষ্ট্রেট মইনপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লেফ্‌টেনেণ্ট ক্রফোর্ড এবং ডি কাণ্টজ মইনপুরীস্থিত সিপাহীদিগের অধিনায়ক ছিলেন। ইঁহারা সিপাহীদিগকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিতে সবিশেষ অনুরোধ করাতে সিপাহীগণ ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু তাহারা আপনাদের কাওয়াজের ক্ষেত্রের সীমায় উপস্থিত হইয়াই যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করে, এবং সবিশেষ উত্তেজনার সহিত অধিনায়কদিগকে পলাইতে কহে। সিপাহীদিগের এইরূপ আকস্মিক উত্তেজনায় গোলযোগ ঘটে। এই সময়ে ডি কাণ্টজ অশ্ব হইতে অবতরণ করেন। লেফ্‌টেনেণ্ট ক্রফোর্ড তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন যে, তিনি নিহত হইয়াছেন। ক্রফোর্ড আর কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ক্রফোর্ড উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মাজিষ্ট্রেট কমিশনর প্রভৃতি একত্র রহিয়াছেন। ইংরেজ সেনানায়ক তাঁহাদিগকে সিপাহীদিগের উত্তেজনার বিষয় জানাইলেন এবং আপনার সহযোগীর পরিণামসম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে তাড়াতাড়ি আগরায়

যাইতে চাহিলেন। কমিশনর সাহেবও মইনপুরীতে থাকিতে চাহিলেন না। তিনি এইরূপ বিপদের সময় এস্থানে থাকা অসঙ্গত মনে করিয়া, এক জন পাদরীর সহিত শকটারোহণে আগরায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার অনুগমন করিলেন না। তিনি উপস্থিত সঙ্কটকালে আপনার গুরুতর কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্য মইনপুরীতে রহিলেন। তাঁহার এইরূপ সাহস উপস্থিত সময়ে অকার্য্যকর হইল না। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার সহকারী ছিলেন। এখন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থে মইনপুরীতে থাকিলেন। আরও তিন জন ইউরোপীয় এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। এতদ্ব্যতীত এই বিপদসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে আর এক জন সাহসী পুরুষের আবির্ভাব হইল। ইনি স্বদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য ইংরেজের সহকারী হইলেন।

মইনপুরীরাজের আত্মীয় রাও ভবানী সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতি সৈনিক লইয়া উপস্থিত হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বল বৃদ্ধি হইল। এদিকে অন্যতর সেনানায়কের কি দশা ঘটিল, মাজিষ্ট্রেট তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত হইলেন। উক্ত সেনানায়ক নিরতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। তিনি অধিষ্ঠিত অশ্ব হইতে নামিলে উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করে। ইহার পর যখন তাহারা নগরাভিমুখে ধাবিত .হয়, তখন সেনানায়ক কিছুতেই তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিতে পারেন নাই। সিপাহী-গণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে নগরে উপস্থিত হয়, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে, এবং কাহারও নিষেধ না মানিয়া চারি দিকে গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে। সেনানায়ক তাহা-দিগকে বারণ করেন, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া, যথোচিত সাহসের পরিচয় দেন, শেষে তাহাদের যথোচিত অনুনয় করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চৈতন্য হয় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহেন যে, তাহারা তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগকে কখন পরাজিত করিতে পারি-বেন না। কিন্তু সিপাহীগণ সেনানায়কের প্রাণনাশ করিল না। তাহারা আপনাদের অধিনায়কের অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া, সাহস ও দৃঢ়তার পরি-চয়সূচক নিষেধবাক্যে বশীভূত না হইয়া, কারাগারের নিকটে উপস্থিত হইল। সেনানায়ক তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টা কাল, সিপাহীদিগের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তিন ঘণ্টা কাল

এইরূপ বিপদে দৃক্‌পাত না করিয়া, আপনার অবিচলিত সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার বিপদের সংবাদ পাইয়া, স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইলে, সিপাহীগণ তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উক্ত সেনা-নায়ক তাঁহাকে আসিতে দেন নাই। তিনি তিন ঘণ্টা কাল, সিপাহীদিগের মধ্যে থাকিয়া, কেবল আপনার জীবনই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহাকে লইয়া কোম্পানির অর্থ লুণ্ঠনের মানসে ধনাগারে উপস্থিত হইল। ধনাগারের রক্ষকগণ তাহাদিগকে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সেনানায়ক তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিষেধ করিলেন। সেনানায়কের এইরূপ ধীরতা উপস্থিত সময়ে সবিশেষ কার্য্যকর হইল। ধন-রক্ষকগণ সিপাহীদিগকে দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, হয় ত ঐ সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে সেনানায়কের প্রাণবিয়োগ হইত। সেনানায়কের আদেশে ধনাগারের রক্ষকগণ যখন সিপাহীদিগের প্রতি অস্ত্রসঞ্চালনে নিরস্ত থাকিল, তখন সিপাহীরা অস্ত্রচালনায় উদ্যত হইল না। কিন্তু তাহারা এইরূপ উদ্যম প্রকাশ না করিলেও, গবর্ণমেণ্টের অর্থরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সঙ্কটকালে উক্ত সেনানায়ক পূর্ব্বের ন্যায় অটলতা ও নির্ভীকতা দেখাইতে লাগিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় সিপাহী-দিগকে এইরূপ অন্যায় কার্য্যে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় ধীরতা ও কার্য্যতৎপরতার সহিত গবর্ণমেণ্টের অর্থরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পুনঃ পুনঃ নিষেধবাক্যে সিপাহীরা শান্ত হইল না দেখিয়া, তিনি প্রায় হতোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে রাও ভবানী সিংহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি সিপাহীদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল। সিপাহীগণ তাঁহার সৌম্য আকৃতি, প্রশান্ত প্রকৃতি ও বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইল। তাহারা কহিল যে, রাও ভবানী সিংহ তাহাদের সঙ্গে থাকিলে, তাহারা ফিরিয়া যাইতে সম্মত আছে। রাও ভবানী সিংহ সিপাহীদিগের কথায় সম্মত হইলেন। সিপাহীগণ তাঁহার সঙ্গে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। সুতরাং ধনাগারের কোনরূপ ক্ষতি হইল না। সিপাহীগণ মইনপুরী হইতে প্রস্থান করিল। ধনাগার পূর্ব্ববৎ

অবস্থায় রহিল। তরুণবয়স্ক সেনানায়ক পূর্ব্ববৎ অক্ষতশরীরে থাকিলেন। রাও ভবানী সিংহের সাহসে ও কর্ম্মদক্ষতায় মইনপুরীতে শান্তি স্থাপিত হইল। পূর্ব্বোক্ত তরুণবয়স্ক সেনানায়ক আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, সিপাহীদিগের উত্তেজনার নিবারণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য গবর্ণর-জেনেরল তাঁহার নিকটে পত্র লিখিয়া তদীয় সাহস ও অধ্যবসায়ের যথোচিত প্রশংসা করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর সংবাদ আগরায় পহুঁছিলে, তত্রত্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যে সকল গৃহ তাঁহাদের নিকটে আত্মরক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল, তাঁহারা ব্যাকুলভাবে সেই সকল গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে এক জন ইংরেজ তদীয় ভ্রাতার নিকটে যে পত্র লিখেন, তাহাতে আগরাবাসী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ব্যাকুলতার এই ভাবে বর্ণনা ছিল—"সন্ত্রাসের মাত্রা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এরূপ কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঘরের আসবাব, বিছানা, তৈজসপত্র, মুরগীপূর্ণ বাজরা বোঝাই গাড়ি, এক্কা, বগিতে চড়িয়া মহিলাগণ ও বালকবালিকারা নগরের সমুদয় ভাগ হইতে দুর্গের অভিমুখে যাইতেছিল। ইউরোপীয়গণ আলীগড় হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেনাপতি আউট্রামের সহধর্ম্মিণী কতক পথ অশ্বারোহণে, এবং কতক পথ পদব্রজে অতিবাহন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। * * * দুই এক জন সিবিলিয়ান নিরতিশয় লজ্জাজনক কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন মলিনবদনে আপনার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া, সমুদয় কেরাণীকে বলিয়াছেন যে, যে উপায় তাহাদের নিকটে সমীচীন বোধ হয়, তাহারা সেই উপায়েই যেন আপনাদের জীবনরক্ষা করে।"*

অন্য এক জন ইংরেজও এইরূপ সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাসের বর্ণনা করিতে বিমুখ হয়েন নাই। ইনি এইরূপে আগরার তদানীন্তন অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন— "প্রত্যেক ইংরেজই তরবারি বা পিস্তল হস্তে করিয়াছিলেন; পথ গাড়িতে সমাবৃত হইয়াছিল। লোকে কান্দাহারীবাগে তাড়াতাড়ি যাইতেছিল। সহরের

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III, p. 227-228.*

ইতর শ্রেণী লোকে বিদ্রোহীরা আলীগড় হইতে নদী পার হইয়া আসিতেছে, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে প্রাণরক্ষার জন্য দৌড়িতেছিল। বদমায়েসেরা গোঁফে তা দিতে দিতে আপনাদের গর্হিতকার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। মিশনারীদিগের কলেজের বহির্ভাগে সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাসজনিত গোলযোগ হইতেছিল। অন্তর্ভাগে মিশনারীগণ প্রশান্তভাবে বসিয়া এতদ্দেশীয় শত শত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন * * যে সকল এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী অধিকতর বেতনভোগী, গবর্ণমেণ্টের অধিকতর বিশ্বাসের পাত্র, তাঁহারা এ সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের শত্রুদলে মিশিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্কুলের অধিকন্তু মিশনারী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আপনাদের শ্রেণীতে ধীরভাবে বসিয়া উপদেশ শুনিতেছিল। যখন অপরে উপস্থিত বিপ্লবে নানারূপে সন্দিগ্ধ হইতেছিল, এবং পলায়ন করিতেছিল, তখন ইহারা তাহাদের শিক্ষকদিগের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, এবং প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টানদিগের পক্ষসমর্থন করিতেছিল।"*

এইরূপ সন্ত্রাস, এইরূপ গোলযোগ, এইরূপ আশঙ্কার সময়ে উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের রাজধানী সুরক্ষিত করা, নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর এই আবশ্যক বিষয়ে অমনোযোগী হয়েন নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নগরবাসীদিগের আশঙ্কানিবারণ এবং নগরের চারি দিক পর্য্যবেক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত লোক নিয়োজিত হইয়াছিল। এখন অন্যান্য বিষয়েরও বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। আগরার দুর্গরক্ষার জন্য ইউরোপীয়গণ নিয়োজিত হইয়াছিল। ছয় মাস কাল চলিতে পারে, এরূপ খাদ্যদ্রব্যাদি উহাতে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, যদি সিপাহীরা যুদ্ধের উদ্যোগ করে, তাহা হইলে, সহরের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ইতর লোকে তাহাদের সহযোগী হইতে পারে। অপরাপর স্থানের উত্তেজিত লোকে যাহা করিয়াছে, এ স্থানেও সেই সকল কার্য্য—ধনাগারবিলুণ্ঠন, কয়েদীদিগের বিমুক্তিসাধন, ইউরোপীয়দিগের সম্পত্তিহরণ প্রভৃতি—অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইউরোপীয়দিগের বাসগৃহ প্রভৃতি পরস্পর

* *Raikes, Notes on the revolt in the North-Western provinces of India. p. 14-15.*

বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। এই বিচ্ছিন্ন গৃহগুলি সহজে রক্ষা করা যাইতে পারিত না। এদিকে মিশনারীদিগের স্কুলে ও খৃষ্টানদিগের আশ্রমে, বিবাহিত সিবিলিয়ান-দিগের বাসগৃহে কুলমহিলাগণ ও বালকবালিকারা অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদিগের রক্ষার উপায় করা, কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় ছিল। লেফ্‌টে-নেণ্ট-গবর্ণর বহিরাক্রমণের নিবারণ জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। এক জন কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীর উপর এ বিষয়ের ভার সমর্পিত হইল।

নিয়োজিত কর্ম্মচারী অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনের এইরূপ প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন। নগরের অন্তর্ভাগে, আত্মরক্ষার স্থান নিরূপণ এবং বহির্ভাগে ঘাঁটী স্থাপন করিতে হইবে, এতদ্দ্বারা স্থানান্তর হইতে আগত সিপাহীদিগের আক্রমণের সংবাদ পূর্ব্বে জানা যাইবে। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র যুদ্ধকার্য্যে অনভ্যস্ত লোকে আত্মরক্ষার স্থলে সহজে উপস্থিত হইতে পারিবে। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের বাসগৃহ, ডাকঘর, আগরা ব্যাঙ্ক, মেডিকেল কলেজ, কান্দাহারীবাগ (এই ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ বাটী, ভরতপুরের রাজার সম্পত্তি। উপস্থিত সময়ে এই বাটীতে এক জন ইংরেজ সিবিল কর্ম্মচারী বাস করিতেন।) প্রভৃতি বৃহৎ গৃহগুলি আশ্রয়স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। এক দিকে তাজ, অপর দিকে গবর্ণমেণ্টের কাছারি, এই সীমার মধ্যে এই সকল গৃহ রহিয়াছে। এজন্য উক্ত গৃহ রক্ষা করার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। রাজকর্ম্মচারী এইরূপে আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত প্রণালী সর্ব্বাংশে পরিগৃহীত হইল না। বিপদের সময়ে সকলেই আপন আপন ইচ্ছায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং মন্ত্রণাকারীদিগের সংখ্যাধিক্যে উদ্ভাবিত উপায়ও নানাবিধ হয়। উপস্থিত সময়ে আগরাতে ইউরোপীদিগের আত্মরক্ষার নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতেছিল। এইরূপ নানা প্রণালীর সংঘর্ষে নিয়োজিত কর্ম্মচারীর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অংশতঃ পরিগৃহীত এবং অংশতঃ পরিত্যক্ত হইল। এদিকে আগরার মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিশের প্রহরীদিগকে সৈনিকশ্রেণীতে নিবেশিত করিলেন। ইহাদের একাংশ অশ্বারোহী এবং অপরাংশ পদাতি হইল। এইরূপে পুলিশের লোকেও প্রয়োজনানুরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইউরোপীয়দিগের রক্ষায় ব্যাপৃত রহিল।

যখন আগরার ইউরোপীয়গণ শঙ্কিত হইয়া, আত্মরক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন, তখন লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর আপনাদিগকে অধিকতর নিরাপদ করিবার মানসে আর এক উপায়ের অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। এই সময়ে সিপাহীদলের এক জন প্রাচীন ও দূরদর্শী অধিনায়ক তাঁহার নিকটে লিখিলেন যে, তিনি ৩৬ বৎসরকাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল সিপাহীদিগের সংস্রবে থাকাতে তাহাদের প্রকৃতি, তাহাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি তাঁহার বিদিত হইয়াছে। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, সিপাহীরা কেবল আশঙ্কাপ্রযুক্ত উপস্থিত সময়ে এইরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছে। যদি আপনি এই ভাবে ঘোষণাপ্রচার করেন যে, সিপাহীদিগের অতীত অপরাধ মার্জ্জনা করা যাইবে, এখন যাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্তভাব দেখাইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সেই বিশ্বস্ততার বিষয় কখনও ভুলিবেন না, একটী বিচারকসমিতি দ্বারা সিপাহীদিগের অভাব ও অভিযোগের কারণ নির্ণয় করা যাইবে, ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়, এই উভয় শ্রেণীর আফিসারগণ উক্ত সমিতিতে থাকিবেন, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অধিকার ও স্বত্বের উপর অনিষ্টকারী ব্যক্তিদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে এই ঘোষণাপত্র দশ সহস্র ইউরোপীয় সৈনিক অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকর হইতে পারে। কিন্তু যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে আপনার নামে এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ফললাভ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দূরদর্শী সেনানায়ক কলিন্‌ট্রুপের এই কথা লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের সাতিশয় মনঃপূত হইল। তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইল যে, প্রাচীন সেনানায়ক যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। প্রতিহিংসা অপেক্ষা ধর্ম্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কাতে সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, মেষপালের ন্যায় দলে দলে আপনাদের সর্ব্বনাশের স্থলে একত্র হইতেছে, যে কোনরূপে হউক, তাহাদিগকে নিরুদ্বেগ ও নিঃশঙ্ক করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উদারনীতিসম্মত কার্য্য। কলবিন সাহেব এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি আপনার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া, ২৫শে মে নিম্নলিখিতভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন :—

"যে সকল সিপাহী গত হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল। তাহারা যদি আপনাদের বাড়ী যাইতে চাহে এবং গবর্ণমেণ্টের নিকটবর্ত্তী দেওয়ানি বা সৈনিক ষ্টেশনে অস্ত্রাদি সমর্পণ করে, তাহা হইলে নিরুপদ্রবে ও অক্ষতশরীরে আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিবে।

"অনেক বিশ্বস্ত সৈনিক গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণে বাধ্য হইয়াছে। কারণ তাহারা আপন দলের লোকের হাত এড়াইতে পারে নাই। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্মনাশ ও জাতিগত সম্মানের বিলোপসাধন করিতেছেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস তাহাদের মন হইতে অপসারিত হয় নাই। তাহাদের এইরূপ ধারণা নিরতিশয় ভ্রান্তিপূর্ণ হইলেও উহা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সম্প্রতি গবর্ণর-জেনেরল যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই সন্দেহ দূরীভূত হইবে। দুষ্টবুদ্ধি চক্রান্তকারিগণ এবং লোকের বিপক্ষে গুরুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এরূপ অপকারকগণ শাস্তিভোগ করিবে। এই ঘোষণা-পত্রপ্রচারের পর যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে, শত্রুর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহাদের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা যাইবে"।

কিন্তু এই ঘোষণা-পত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইল না। লর্ড কানিঙের স্পষ্ট বোধ হইল যে, এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইলে, অনেক দণ্ডার্হ ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবে। সুতরাং লর্ড কানিঙ এইভাবে আর একখানি ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিলেন—"কোন রেজিমেণ্টের যে কোন সৈনিক যদি গুরুতর অপরাধ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আপনার কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করিলেও, অব্যাহতি পাইবে, এবং সেই ব্যক্তি যদি দেওয়ানি বা সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অস্ত্রাদি সমর্পণ করে, তাহা হইলে আপনার বাড়ীতে যাইবার অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে সকল সৈনিক আপনাদের আফিসার বা অন্যান্য ব্যক্তিকে নিহত বা আহত করিয়াছে, অথবা অন্যরূপ নৃশংসতাজনক অত্যাচারে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে এইরূপে বিমুক্তি দেওয়া হইবে না। এইরূপ লোক গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাদের বিষয়ে কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ থাকিবেন না।"

গবর্ণর-জেনেরল যে ভাবে ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার

সহিত লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের প্রণীত ঘোষণাপত্রের মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের মতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি দণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনেরলের মতে সমগ্র সৈনিকদলই দণ্ডার্হ হইয়াছিল। যাহারা স্বকীয় দলের আফিসারদিগকে বা অপরাপর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে নিহত করিয়াছে, তাহারা কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিতে না পারে, ইহাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল। গবর্ণর-জেনেরল এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের লিখিত ঘোষণাপত্রের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে সবিশেষ কঠোরভাবের অভিব্যক্তি হইল না। লর্ড কানিঙ এ স্থলে কলবিন সাহেবের সম্মান রক্ষা করিয়াই কার্য্য করিলেন। কিন্তু কলিকাতার গবর্ণর-জেনেরল প্রাসাদে এবং অন্যান্য স্থানে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ বিতর্ক হইতে লাগিল। উচ্চ শ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় পর্য্যন্ত এজন্য কলবিন সাহেবের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। কলবিন সাহেব এই সকল বিরুদ্ধ মতবাদে নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন। সুস্থ ও সবল ব্যক্তি যখন শাসনাধীন জনপদ নিরাপদ করিতে সবিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তখন যদি তিনি ঘোরতর সঙ্কট-কালে স্বদেশীয়দিগের নিন্দার পাত্র হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার বিরক্তির এক-শেষ ঘটে। অসুস্থতাপ্রযুক্ত দেহ অবসন্ন হইলে, এরূপ অবস্থায় মানুষের যেরূপ মনোযাতনা উপস্থিত হয়, তাহা বলিবার নহে। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কলবিন সাহেব এ সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার শারীরিক স্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল; তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার শ্রমাসক্তি, উৎসাহ, উদ্যমও কিয়দংশে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে তৎপ্রকাশিত ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে তাঁহার স্বদেশীয়গণ চীৎকার আরম্ভ করাতে তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। এ দিকে তিনি যে বিস্তৃত জনপদের শাসন ও পালনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকল স্থানেই অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রতিদিনই নানা স্থান হইতে নানারূপ গোলযোগ ও দুর্ঘটনার সংবাদ উপস্থিত হইয়া লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরকে অধিকতর বিরক্ত, অধিকতর অবসন্ন ও অধিকতর উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি

যে সকল মন্ত্রীতে পরিবেষ্টিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের সহিত তদীয় মতের একতা ছিল না। মতবৈপরীত্য প্রযুক্ত তাঁহার মানসিক অশান্তির একশেষ ঘটিয়াছিল। এইরূপ নানা বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইলে, মানুষের কিরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। ফলতঃ কলবিন সাহেবের এ সময়ে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। তাঁহার দেহ ও মন, উভয়ই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তাঁহার সামর্থ্যের তুলনায় তদীয় কার্য্যের ভার অধিকতর হইল। তিনি এই গুরুতর ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দূরদর্শিতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল। কিন্তু তাঁহার দায়িত্বের অনুরূপ উৎসাহ বা উদ্যম ছিল না। অসুস্থ অবস্থায় কার্য্যভারে প্রপীড়িত হওয়াতে তাঁহার মস্তিষ্ক একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন তাঁহাদের বোধ হইল যে, তদীয় কর্ম্মক্ষেত্রে বিঘ্নবিপত্তিনিবারণের ও অধীন কর্ম্মচারীদিগের পরিচালনের জন্য তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন না।

ক্রমে প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে আপাততঃ কোনরূপ বিপদ রহিল না। সিপাহীগণ অধিনায়কদিগের আদেশানুসারে প্রশান্তভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। বাহিরে তাহাদের কোনরূপ উদ্ধতভাব বা বিরুদ্ধাচরণের নিদর্শন লক্ষিত হইল না। সেনানায়কগণ প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দেওয়ানি বিভাগের কর্ম্মচারিগণ প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিলেন। লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণর সিপাহীদিগের শান্তভাব দর্শনে আশ্বস্ত হইলেন। আগরা পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলাসম্পন্ন এবং পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ অধিবাসীদিগের প্রমোদক্ষেত্র হইল।

কিন্তু এ সময়ে সমস্ত বিষয়ই যেন মায়াখেলা বলিয়া বোধ হইতেছিল। এক সময়ে যে স্থান সর্ব্বপ্রকার বিপত্তির বহির্ভূত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, অন্য সময়ে সেই স্থান ঘোরতর বিপদের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছিল। মে মাস অতীত হইতে না হইতেই আগরায় আবার গোলযোগের সূত্রপাত হইল। আগরার ৩৫ মাইল দূরে মথুরা অবস্থিত। হিন্দুরাজগণের অধিকারকালে

মথুরার অসামান্য সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি ছিল। উহার সুদৃশ্য অট্টালিকা, উহার সুশোভন দেবমন্দির, উহার সুসজ্জিত রাজপথ দর্শকদিগের হৃদয়ে অপূর্ব্ব বিস্ময়ের সহিত অপরিসীম প্রীতির উৎপত্তি করিত। মথুরার এইরূপ শোভা-সমৃদ্ধিই অর্থলোলুপ আক্রমণকারীদিগের উদ্দাম ভোগাভিলাষ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। সুলতান মাহমুদ উহার শোভায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং উহার সম্পত্তিতে আপনি সম্পত্তিশালী হইবার জন্য উহাকে একবারে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এক সময়ে উহার হর্ম্ম্যরাজির আদর্শে তাঁহার রাজধানীর প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং উহার বহুমূল্য মণিমাণিক্যে তাঁহার রাজধানী সমৃদ্ধিময়ী বলিয়া সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে মথুরায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। অতি প্রাচীন-কাল হইতে হিন্দুগণ উহার বিভিন্ন দেবমন্দিরে সমবেত হইয়া, আরাধ্য দেবের উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিত। বর্ত্তমান সময়ে মথুরার এই প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই। আক্রমণকারীদিগের বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তিতে শ্রীভ্রষ্ট হইলেও উহা হিন্দুদিগের মধ্যে আপনার গৌরব রক্ষা করিতেছিল।

মে মাস শেষ হইতে না হইতেই মথুরায় গোলযোগ ঘটিল। আগরার ৪৪ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিল। ঐ দলের আরও কতকগুলি সিপাহীকে মথুরায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত হয়। উহাদের সঙ্গে ৬৭ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহীকেও পাঠাইবার আয়োজন হয়। মথুরায় যে সৈনিকদল ছিল, তাহাদের পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবার, এবং মথুরার ধনাগারের অর্থ আগরায় আনিবার জন্য ইহাদিগকে পাঠাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে মথুরার ধনাগারে ৬ লক্ষেরও অধিক টাকা ছিল। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরকে আলীগড় ও মথুরার যাবতীয় অর্থ আগরায় আনিবার জন্য আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু এ সময়ে গবর্ণমেণ্টকে সকল বিষয়েই সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হইতেছিল। যাহাতে সিপাহীদিগের মনে কোনরূপে সন্দেহের সঞ্চার বা উত্তেজনার আবির্ভাব হইতে পারে, গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। সহসা ধনাগারের অর্থ স্থানান্তরিত হইলে, সাধারণে সন্দিগ্ধ হইতে পারে। যাহাদের উপর অর্থরক্ষার ভার রহিয়াছে, তাহারা, কোম্পানি বাহাদুর অবিশ্বাস

করিতেছেন মনে করিয়া, বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে সবিশেষ সতর্কভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। কিন্তু এ সময়ে মথুরাস্থিত সিপাহীদিগের ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। সাধারণও ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। দিল্লী ও অন্যান্য স্থানের সিপাহীগণ কোম্পানি বাহাদুরের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া, আগরার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, ইহারা শীঘ্রই মথুরা দিয়া যাইবে, এইরূপ সংবাদ মথুরায় প্রচারিত হইয়াছিল। মথুরার ইউরোপীয়গণ এজন্য মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে আগরায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মে মাসের মধ্যভাগে কাপ্তেন নিক্‌সন ভরতপুরের সৈনিকদল লইয়া মথুরায় উপস্থিত হওয়াতে, ইউরোপীয়গণ কিছু আশ্বস্ত হয়েন। সিপাহীগণও কিছু ভীত হইয়া উঠে।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ মথুরার ধনাগারের অর্থরাশি আগরায় লইয়া যাইতে উদাসীন রহিলেন না। ৩০শে মে যখন দুই দল সৈন্য মথুরা হইতে আগরায় যাত্রা করে, তখন তথাকার সিপাহীদিগের সংখ্যা এরূপ ছিল যে, তাহারা সহজে ধনাগার বিলুণ্ঠন করিতে পারিত। যাহা হউক, মথুরার কর্ত্তৃপক্ষ মথুরারক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ধনাগারের অর্থ স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে গোরুর গাড়ী সকল সজ্জিত হইল। সমুদয় টাকা গাড়ীগুলিতে রাখা হইল। লেফ্‌টেনেণ্ট বোণ্টন্ নামক এক জন অধিনায়ক অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক গাড়ী চালাইবার আদেশ দিলেন। এক জন এতদ্দেশীয় আফিসার এই সময়ে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতে হইবে?" বোণ্টন্ কহিলেন—"অবশ্য আগরায়"। আফিসার এই কথা শুনিয়া বলিল—"না না দিল্লীতে"। আফিসারের কথা শুনিবামাত্র বোণ্টন্ উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"তুমি বিশ্বাসঘাতক।" এই কথা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র বোণ্টন্ অশ্ব হইতে ভূপতিত ও গতাসু হইলেন। এক জন সিপাহী তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ছিল, সে বোণ্টনের শেষ কথা শুনিয়াই গুলির আঘাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া দিল।*

সিপাহীরা অতঃপর প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল।

* *Thornhill, Indian Mutiny, p. 83.*

দেওয়ানি বিভাগের কর্ম্মচারিগণ আর কোন উপায় না দেখিয়া আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করিলেন। উত্তেজিত সিপাহীরা টাকার থলিয়া সকল হস্তগত করিল এবং ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ সকল দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। মথুরার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ আবাসগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে আত্মগোপন করিলেন। এদিকে উন্মত্ত সিপাহীরা সরকারি কার্য্যালয়ের টেবিল চেয়ার প্রভৃতি একত্র করিল এবং উহার উপর খড়ের গাদা রাখিয়া আগুন দিল। যখন অগ্নি প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন তাহারা টাকার থলিয়া লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। যাইবার সময়, তাহারা নিম্নশ্রেণীর দলবদ্ধ লোকের মধ্যে পয়সা ছড়াইয়া দিল। মথুরার জেলখানা সুদৃঢ় ও অংশতঃ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রহরীগণও বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সম্মুখে কারাগার রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এই আবশ্যক কর্ত্তব্যসম্পাদনে তাহাদের অভিরুচি হইল না। সিপাহীগণ উপস্থিত হইলে তাহারা কারাগারের দ্বার খুলিয়া দিল। সিপাহীরা বিনা বাধায় প্রবেশ করিল। বিনা গোলযোগে অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ বিমুক্ত হইল।

এই সময়ে ভরতপুরের সৈনিকদল হুতুল নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। প্রথমে ইহাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় নাই। ভরতপুররাজ মিত্রতার সম্মানরক্ষার্থে ইহাদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। কমিশনর হার্‌বি সাহেব ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। ৩১শে মে প্রাতঃকালে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মথুরার সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তিনি উহাদের গতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভরতপুরের সৈনিকদিগের সঙ্গে যে সকল কামান ছিল, তৎসমুদয় দিল্লীর পথের পার্শ্বে স্থাপিত হইল। কিন্তু কমিশনরের আশা ফলবতী হইল না। কামানপরিচালকদলে যে সকল পুরুবিয়া সিপাহী ছিল, তাহারা এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের পদাতি সৈনিকদলে কার্য্য করিত। এক্ষণে তাহারা স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধভাব দেখিয়া কর্ত্তব্যসম্পাদনে উদাসীন হইল। তাহাদের পরিচালকগণ ইংরেজ আফিসারদিগকে কহিলেন যে, এই সময়ে এই সকল সৈন্য তাদৃশ বিশ্বাসের পাত্র নহে। ভরতপুরের সৈনিকদিগের শিবিরও ইউরোপীয়দিগের

পক্ষে তাদৃশ নিরাপদ নহে। এজন্য ইউরোপীয়গণ স্থানান্তরে প্রস্থান করা সঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সহসা শিবির পরিত্যাগ না করিয়া ভরতপুরের সিপাহীদিগকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অভিনিবিষ্ট করিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যথোপযুক্ত পারিতোষিক দিবার অঙ্গীকার করিতে বিমুখ হইলেন না। আফিসারেরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে লাগিলেন যে, ভরতপুররাজ এই সঙ্কটকালে ইংরেজদিগের সাহায্যার্থে তাহাদিগকে পঠাইয়া দিয়াছেন। মহারাজ ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ। তাহারা যদি এইরূপ বিপত্তিকালে কর্ত্তব্যসম্পাদনে উদাসীন হয়, তাহা হইলে মহারাজের অখ্যাতি হইবে। মহারাজকে অনর্থ কলঙ্কভাজন করা তাহাদের কখনও কর্ত্তব্য নহে। তাহারা মহারাজের নিমক খাইয়াছে, এখন নিমকহারাম হইলে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। কিন্তু এইরূপ পুরস্কারদানপ্রতিশ্রুতি, এইরূপ উপদেশবাক্য, এইরূপ যুক্তিবিন্যাস কোন কার্য্যকর হইল না। ভরতপুরের কামানপরিচালক সৈন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে আপনাদের কামান সজ্জিত করিল। আফিসারগণ আপনাদের উপদেশবাক্যের এইরূপ ফল দেখিয়া অবাক্ হইলেন। এখন ইংরেজদিগকে শীঘ্র শীঘ্র ভরতপুরের শিবির পরিত্যাগ করিতে হইল। ৩০ জন কালবিলম্ব না করিয়া, অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। অস্ত্র ও পরিধেয় ব্যতীত তাঁহারা আর কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিলেন না। ইউরোপীয়েরা প্রস্থান করিবামাত্র ভরতপুরের সৈন্য প্রকাশ্যভাবে বিরোধী হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজদিগের তাম্বু প্রজ্বলিত অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইল। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের বাঙ্গালার দিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ যে সকল দ্রব্য ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, মিত্র রাজার উত্তেজিত সৈনিকেরা তৎসমুদয় লুঠিয়া লইল। ভরতপুরের সৈনিকগণ এইরূপে আপনাদের কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইল। আগরার কমিশনার হারবি সাহেবের চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল।

ভরতপুরের সিপাহীরা এক সময়ে আগরার সিপাহীদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাছে আগরার সিপাহীগণ ইহাদের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ নিরতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,

ভরতপুরের সৈনিকদিগের অভ্যুত্থানসংবাদে আগরায় গোলযোগ ঘটিবে। সম্ভবতঃ আগরার সিপাহীগণ তাহাদের অগ্রবর্ত্তী সতীর্থদিগের পথানুসরণ করিবে। নিশীথকালে উটের ডাকে ভরতপুরের সিপাহীদিগের সংবাদ আগরার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পঁহুছিল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর এই সময়ে মাজিষ্ট্রেটের গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জাগাইয়া, দুর্ঘটনার বিষয় বলিলেন, এবং প্রত্যূষে আগরার সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কলবিন সাহেব সহসা ড্রমণ্ড সাহেবের এই প্রস্তাব শুনিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। কিন্তু এখন ভাবিবার সময় ছিল না। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর মাজিষ্ট্রেটের আগ্রহ দর্শনে তদীয় প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে আদেশ যথাস্থানে উপস্থিত হইল। ৩১শে মে উষাকালে ৩ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদল কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইল। গোলন্দাজ সৈন্য যথাস্থানে কামান সকল স্থাপন পূর্ব্বক অধিনায়কের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সিপাহীগণ যখন আপনাদের সম্মুখে কামান সজ্জীকৃত এবং সশস্ত্র ইউরোপীয় পদাতিগণকে শ্রেণীবদ্ধ দেখিল, তখন তাহারা কোনরূপ আপত্তিপ্রকাশে সাহসী হইল না। ব্রিগেডিয়ার অশ্বারোহণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে, সিপাহীরা ধীরভাবে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈনিকনিবাসের অভিমুখে প্রস্থান করিল। কেহ কেহ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের বাটীতে গেল, কেহ কেহ বিদায় না লইয়াই, দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিল। এইরূপ ব্রিটিশ কোম্পানির আরও দুই দল সিপাহী নিরস্ত্রীকৃত ও দূরীভূত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অবস্থা—মীরাট ও রোহিলখণ্ড বিভাগ—মুজঃফরনগর ও সাহারাণপুর—মোরাদাবাদ—বেরিলী—শাহজাহানপুর—বদায়ুন।

মে মাস অতীত হইল। জুন মাসের প্রচণ্ড আতপতাপের সহিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জনসাধারণের প্রচণ্ড প্রকৃতি ও গভীর অশান্তভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল। যে সকল সিপাহী নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে দিল্লীতে না গিয়া, আপনাদের বাসগ্রামে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা যাইবার সময়ে নানারূপ অনিষ্টজনক ও অপ্রকৃত গল্পে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসী-দিগের হৃদয় উত্তেজিত করিতে ক্রটী করে নাই। তাহাদের কল্পনাবলে ইংরেজদিগের কু অভিসন্ধি অথবা তাহাদের রাজত্বের অবসানসম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টি হওয়াতে বিলুণ্ঠনপ্রিয় দুঃসাহসী লোকে সর্ব্বত্র আত্মক্ষমতা-বিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হইতেছিল।

উদ্ধত লোকের এইরূপ গভীর উত্তেজনা এবং তন্মূলক অশৃঙ্খলা ও অরাজকতার বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের অবিদিত ছিল না। মে মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর মহোদয় গবর্ণর-জেনেরল বাহাদুরের নিকটে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন,—"সমগ্র জনপদ বিশৃঙ্খলভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। উত্তেজিত লোকে নানা স্থান অশান্তিময় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। এই বিশ্বাস প্রযুক্ত তাহারা আমাদের কর্ম্ম ছাড়িয়া অপরের অর্থ বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মীরাটের উত্তর দিকের জনপদ নিতান্ত দুঃসাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ লোকের পদানত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল স্থানে অনেক নিরীহপ্রকৃতি ভাল মানুষ আমাদের পক্ষে থাকিলেও, কুচরিত্র ও অসংসাহসী লোকের জন্য শান্তি স্থাপিত হইতেছে না। আলীগড় এবং ইটোয়া নানা অত্যাচারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের অধ্যুষিত স্থানের ৩০।৪০ মাইলের মধ্যে নিরীহ প্রজালোকে উৎপীড়িত হইয়াছে। যাহাদের মঙ্গলের জন্য আমরা স্বাতিশয় পরিশ্রম

করিয়াছি, এবং অনেক সময়ে যাহাদের জন্য ভাবিয়াছি, তাহাদের এইরূপ দুরবস্থা, নিরতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। তিন মাস পূর্ব্বে, যে সকল জনবহুল ভূখণ্ডের উন্নতি করিয়াছি বলিয়া, আমি গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছি, তৎসমুদয়েরই এই দশা ঘটিয়াছে।” কলবিন্ সাহেবের এই নির্ব্বেদকর কথা পরবর্ত্তী বিবরণে অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের যে সকল স্থান দিল্লীর নিকটবর্ত্তী, সেই সকল স্থানে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজনার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সমগ্র প্রধান ষ্টেশনে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার ও অন্যান্য সম্পত্তি-রক্ষার জন্য এতদ্দেশীয় পদাতি সৈন্য নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে নানা স্থান হইতে রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক ধনাগারের সিন্দুকগুলি মুদ্রায় পরিপূর্ণ ছিল। এই অর্থ যে, শেষে অনর্থের মূল হইয়া উঠিবে, ইহা মে মাসের পূর্ব্বে কোন ইংরেজেরই মনে হয় নাই। তাঁহারা স্বদেশীয় ধনাগারের অর্থের ন্যায় এই সকল ধনাগারের অর্থও সুরক্ষিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। কিন্তু মে মাস অতীত হইতে না হইতেই তাঁহাদের ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সিপাহীগণ যখন কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল, কোম্পানির শক্তিনাশ হইয়াছে বলিয়া সাধারণে যখন সিদ্ধান্ত করিল, তখন ইংরেজ স্বকীয় সম্পত্তি রক্ষা করা দূরে থাকুক, আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যাহারা বিশ্বস্তভাবে ধনাগার ও গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষা করিতেছিল, তাহারাই এখন অবিশ্বস্ত হইয়া উহার হরণে বা অপচয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। উদ্ধতপ্রকৃতি লোকে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইতে বিমুখ হইল না। উত্তেজিত সিপাহীগণ যেমন সংহারকার্য্যে ব্যাপৃত হইল, উদ্ধত লোকেও সেইরূপ শান্তি ও শৃঙ্খলার মঙ্গলময় বিধি বিপর্য্যস্ত করিয়া সমগ্র জনপদ অরাজকভাবে পরিপূর্ণ করিল। মুজঃফর-নগর, সাহারাণপুর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপ্লবের বিকাশ হইল।

মুজঃফরনগর, মীরাটের উত্তরে অবস্থিত। মীরাটের যে ২০ সংখ্যক সিপাহী-দল গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দলেরই কতিপয় সিপাহী মুজঃফরনগরের ধনাগাররক্ষায় নিয়োজিত ছিল। মীরাটের সংবাদে ইহারা

যে, নিশ্চেষ্টভাবে থাকিবে, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলার বিপর্য্যয় ঘটিল না। মীরাটের সংবাদ মুজঃফর-নগরে প্রচারিত হইল। ধনাগাররক্ষকেরা আপনাদের দলভুক্ত সৈনিকদিগের সমুত্থানবার্ত্তা শুনিল। কিন্তু সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তাহারা সহযোগীদিগের প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইল না। তাহারা তিন দিন পর্য্যন্ত প্রশান্তভাবে রহিল। কিন্তু তাহাদের এইরূপ প্রশান্তভাবেও শান্তি অব্যাহত হইল না। এই সময়ে যাঁহার প্রতি শান্তিরক্ষার ভার ছিল, তিনি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সাহস ও একাগ্রতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মুজঃফরনগরের ইংরেজ মাজিষ্ট্রেট স্বজাতির অভ্যস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন না। মীরাটের সংবাদ শুনিয়াই, তিনি যাবতীয় কার্য্যালয় বন্ধ করিয়া নগরের প্রান্তভাগে আত্মগোপন করিলেন। যাহারা ধনাগার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা মাজিষ্ট্রেটের দেহরক্ষার নিয়োজিত হইল। বর্ফোর্ড্ সাহেব এইরূপে আপনাকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে শান্তিরক্ষকের আত্মগোপনের সহিত সমগ্র স্থানে অশান্তির আবির্ভাব হইল। যাহারা কোন কারণে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কোন বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, অল্পশিক্ষায়, অসৎসংসর্গে, কোন অংশে দুরাচারের প্রশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদের সম্মুখে এখন আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ কার্য্যসাধনের সুযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা যখন কোম্পানির আফিসগুলি অবরুদ্ধ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নির্জ্জন জঙ্গলে লুক্কায়িত দেখিল, তখন তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ইংরেজেরা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে। তাহারা এই বিশ্বাসে সাহসী হইয়া, অভীষ্ট কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইল। ধনাগাররক্ষক সিপাহীরা যখন প্রশান্তভাবে ছিল, তখন এই সকল অস্ত্রধারী উদ্ধত লোকে প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। এদিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নগরের প্রান্তবর্ত্তী জঙ্গলে রক্ষকগণে পরিবৃত হইয়াও, ভয়শূন্য হইতে পারিলেন না। তিনি আপনাকে অধিকতর নিরাপদ করিবার জন্য কারাগাররক্ষকদিগকে আহ্বান করিলেন। সুতরাং কারাগার রক্ষকশূন্য হইল। কয়েদীগণ মুক্তিলাভ করিল। শান্তিরক্ষক ইংরেজ রাজ-পুরুষের কর্ত্তব্যসম্পাদনের চূড়ান্ত হইল। প্রধান রাজপুরুষ যখন নগরের কোলাহলে শশব্যস্ত হইয়া, নগরের প্রান্তবর্ত্তী স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন, সশস্ত্র

রক্ষকগণ যখন তাঁহার আবাসগৃহের চারি দিকে অবস্থিতি করিতেছিল, এইরূপে তিনি যখন সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্ট বিষয়—জীবনের মমতায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তখন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের আবাসগৃহ ভস্মীভূত হইল ; গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র বিনষ্ট হইয়া গেল ; কারাগার কয়েদীশূন্য হইয়া পড়িল। উদ্ধতলোকে উহার দ্বারজানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। জেলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, কোম্পানির আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে। ফিরিঙ্গীরা প্রাণের দায়ে পলায়ন করিয়াছে। এখন যাহার ক্ষমতা আছে, সে-ই যাহা ইচ্ছা হয়, করিতে পারে। প্রত্যেকেই কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং প্রত্যেকেরই ইচ্ছানুসারে কর্ম্মসাধনে ও অভীষ্ট দ্রব্যগ্রহণে অধিকার জন্মিয়াছে। উত্তেজিত লোকে যখন এইরূপে স্বপ্রধান হইয়া উঠিল, তখন ধনরক্ষক সিপাহীরা নিশ্চেষ্ট থাকিল না। ১৪ই মে ধনাগারের অর্থ অধিকতর নিরাপদ স্থলে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু সিপাহীরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহারা টাকার বাক্স স্থানান্তরিত করিতে না দিয়া আপনারাই উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং ঐ অর্থরাশির মধ্যে যে যত পারিল, লইয়া, মোরাদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিল। এইরূপে কোম্পানির ৮৫,০০০ হাজার টাকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ সিপাহীদিগের হস্তগত হইল। অবশিষ্ট অংশ উত্তেজিত নগরবাসী ও মাজিষ্ট্রেটের ভৃত্যবর্গ অধিকার করিল। কেহই এই অরাজকতার নিবারণে অগ্রসর হইল না। কেহই ৩৫ জন মাত্র সিপাহীর ক্ষমতারোধে ও উচ্ছৃঙ্খল লোকের দূরীকরণে চেষ্টা করিল না। প্রত্যেকেই হতবুদ্ধি হইল। প্রত্যেকেই সর্ব্ববিষয়ে শান্তি ও সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইল দেখিয়া, ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

মুজঃফরনগরের অধিবাসীদিগের মধ্যে যেরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সাহারাণপুরের অধিবাসীদিগেরও সেইরূপ বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু মুজঃফরনগরে যে দুঃখের আবির্ভাব হইয়াছিল, সাহারাণপুরে তাহার আবির্ভাব হইল না। এই স্থানের ইংরেজ মাজিষ্ট্রেটের প্রকৃতি মুজঃফরনগরের মাজিষ্ট্রেটের প্রকৃতির অনুরূপ ছিল না। মাজিষ্ট্রেট স্পাঙ্কি সাহেব সজাতির স্বভাবসিদ্ধ গুণগ্রামে বিসর্জ্জন দেন নাই। বর্‌ফোর্‌ড্ সাহেব মীরাটের সংবাদে ভীত হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। স্পাঙ্কি সাহেব মুজঃফর-

নগরের সংবাদ পাইয়াই রক্ষণীয় স্থান দুর্দ্দান্ত পরস্বলোলুপ অধিবাসীদিগের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিতে যত্নশীল হয়েন।

সাহারাণপুর মুজঃফরনগরের উত্তরে এবং মীরাটের ৭০।৮০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। গঙ্গা ও যমুনার জলপ্রবাহে এই বিভাগের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক বিধৌত হইতেছে। উত্তরে জনবসতিশূন্য পর্ব্বতশ্রেণী থাকাতে, উহা যেমন শৈত্যগুণসম্পন্ন, সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। উত্তরপূর্ব্বে শিবালিক পর্ব্বতমালা হিমালয় হইতে জাহ্নবীর নির্গমনস্থল হিন্দুর পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সাহারাণপুর সহর একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তটে অবস্থিত। বর্ণনীয় সময়ে উহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫,০০০ হাজার হইতে ৪০,০০০ হাজার পর্য্যন্ত ছিল। অধিবাসীদিগের অধিকাংশ মুসলমান।* বহু পূর্ব্বে সাহারাণপুর ইংরেজাধিকৃত রাজ্যের সীমান্তবিভাগের একটী প্রধান ষ্টেসন ছিল। এজন্য উহার উত্তরাংশে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে ইংরেজাধিকারের সীমা প্রসারিত হইলে, ঐ দুর্গকে জেলখানা করা হয়। ক্রমে উহার পরিখা শুষ্ক ও প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যায়। যখন মীরাটে বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়, তখন সাহারাণপুরের ৬।৭ জনের অধিক ইউরোপীয় ছিলেন না। ফিরিঙ্গীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। মোরাদাবাদের ২৯ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদলের ৭০।৮০ জন সিপাহী ধনাগার রক্ষা করিতেছিল। এক জন এতদ্দেশীয় আফিসার ইহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। প্রায় ১০০ জন অস্ত্রধারী রক্ষক জেলখানা ও ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের গৃহে প্রহরীর কর্ম্ম করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত সমগ্র বিভাগে যথোপযুক্ত পুলিশ সাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষায় ব্যাপৃত ছিল।†

মুজঃফরনগরের ন্যায় সাহারাণপুরে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইয়াছিল। ধনাগাররক্ষক সিপাহীরা প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল বটে, কিন্তু অধিবাসীদিগের মধ্যে শান্তি দেখা যায় নাই। এক শ্রেণীর লোকে আর এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। সবল ও সহায়সম্পন্ন লোকে দুর্ব্বল ও অসহায়ের নিপীড়নে দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অধমর্ণ উত্তমর্ণকে

* *Robertson, District Duties during the revolt in India, p. 11.*

† *Ibid, p. 14.*

প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সংক্ষেপে সকলেই সর্ব্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা পদদলিত করিয়া, স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনারই কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

এইরূপ অশৃঙ্খলা, এইরূপ অশান্তি, এইরূপ স্বেচ্ছাচারের মধ্যে আর একটী বিষয়ে উদ্ধত লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে। সুতরাং এখন সাহেবদিগের কোন ক্ষমতা নাই। যেখানে শ্বেতকায়দিগকে পাওয়া যাইবে, সেই খানেই তাহা-দিগকে আক্রমণ করিলে, আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ অধিকতর প্রশস্ত হইবে। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহারা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণে বিমুখ হয় নাই। সাহারাণপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট রবার্টসন্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু শান্ত-প্রকৃতি পল্লীবাসীদিগের প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা ভাবা যায় নাই। ২০শে মের কয়েক দিন পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল যে, কতিপয় বৃহৎ পল্লীর অধি-বাসিগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে।* রবার্টসন্ যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সাহারাণপুরের নিরীহ অধিবাসীদিগের কার্য্যে তদ্বিষয় অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছিল। নগরের দোকানদারেরা আপনাদের দোকান সকল বন্ধ করিয়াছিল, এবং অপরের অজ্ঞাতসারে অর্থাদি মূল্যবান্ পদার্থ মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিল। যে সকল রাজপথে প্রতিদিন অবিচ্ছেদে জনস্রোত প্রবাহিত হইত, তৎসমুদয় জনসমাগমশূন্য হইয়াছিল। বিপুল বাণিজ্যের ক্রমে বিলোপদশা ঘটিয়াছিল। লোকে আপনাদের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছিল। বিচারকের বিধিব্যবস্থা, শান্তিরক্ষকের ক্ষমতা, সমস্তই যেন অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েও সিপাহীদিগের স্বভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ধনাগাররক্ষক সিপাহীরা পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বস্ত-ভাবে ধনরক্ষা করিতেছিল। ইহাদের অধিনায়কও পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। কারাগাররক্ষকেরাও পূর্ব্বের ন্যায় ধীরতাসহকারে আপনাদের কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিল।

কিন্তু এইরূপ অশান্তির সময়ে রাজপুরুষগণ আপনাদের দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্য-

* *Robertson, District duties during the revolt in India, p. 32.*

নিষ্ঠার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৪ই মে মীরাটের সংবাদ সাহারাণপুরে উপস্থিত হয়। তাহার পর দিন দিল্লীর সংবাদ পঁহুছে। সংবাদ পাইয়া, মাজিষ্ট্রেট স্পাঙ্কি সাহেব সহযোগিবর্গের সহিত কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। এই পরামর্শ অনুসারে মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে মৌসুরীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আত্মবলবৃদ্ধি ও নগররক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে এক গৃহে সমবেত করিবার প্রস্তাব হয়। কেরাণী ও ফিরিঙ্গিগণ প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। শেষে ইহাদের মত পরিবর্ত্তিত হয়। এদিকে রবার্টসন্ সাহেব নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। যে সকল পল্লীতে অধিকতর অশান্ত ও উদ্ধত লোকের বাস ছিল, তিনি সেই সকল পল্লীতে যাইতে ইচ্ছা করেন। এজন্য ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীদিগের সুবাদারের নিকটে কতিপয় সৈনিক পুরুষ প্রার্থনা করা হয়। সুবাদার সামান্য আপত্তি করিয়া শেষে রবার্টসনের সাহায্যার্থে ২০ জন লোক দেন। রবার্টসন্ এই সিপাহী ও পুলিশের লোক লইয়া, উদ্ধত পল্লীবাসীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য যাত্রা করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে অধিকাংশ পল্লীবাসী ইতস্ততঃ পলায়ন করে। এদিকে এক জন ক্ষমতাশালী জমীদার তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়েন। রবার্টসনের উদ্যম বিফল হয় নাই। তাঁহার সঙ্গে ৫ সংখ্যক ও ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ছিল। ইহারা শেষে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলেও, * রবার্টসন্ উদ্ধত লোকদিগের শাসনে যথোচিত চেষ্টা করেন।

এদিকে রোহিলখণ্ডবিভাগে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ যেরূপ অশান্ত হইয়াছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে আপনাদের অনিষ্টকারী বলিয়া যেরূপ উদ্ধতভাবের পরিচয় দিয়াছিল, এবং আপনাদের প্রাধান্যরক্ষা বা সমৃদ্ধিবৃদ্ধির জন্য যেরূপ দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, রোহিলখণ্ডেও তাহার সূচনা দেখা যাইতেছিল। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা অন্য কোন প্রদেশ কর্ত্তৃপক্ষের অধিকতর চিন্তার

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I. p. 300.*

বিষয়ীভূত হইয়া উঠে নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে রোহিলখণ্ড বিভাগে তেজস্বিতাসম্পন্ন ও স্বাধীনতাপ্রিয় মুসলমানের বসতি। রোহিলা পাঠানেরা এক সময়ে বীরত্বে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ স্বাধীনভাবে উত্তেজিত হইয়া, সমরক্ষেত্রে বিপক্ষের সমক্ষে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। পূর্ব্বতন গৌরবের কথা এখনও ইহাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ম্মক্ষেত্রে যে সাহস, একাগ্রতা ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার উদ্দীপনাময়ী কথা এখনও ইহাদিগকে অসংসাহসিক কার্য্যসাধনে উৎসাহসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছিল। ইহারা বিলুণ্ঠন বা বিধ্বংসব্যাপারে অগ্রসর না হইলেও, সিপাহীদিগকে আপনাদের পক্ষে আনিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে পারিত।

রোহিলখণ্ডের মধ্যে বেরেলী একটী প্রধান স্থান। বেরেলীর ৪৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে মোরাদাবাদ অবস্থিত। এই স্থানে ২৯ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদল এবং এতদ্দেশীয় গোলন্দাজ দলের কতিপয় সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। অন্যান্য জেলার ন্যায় মোরাদাবাদে জজ, মাজিষ্ট্রেট এবং সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। জজ ক্রাক্রফ্‌ট্‌ উইল্‌সন্‌ সাহেব দীর্ঘকাল মোরাদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মোরাদাবাদের সমুদয় শ্রেণীর লোকের বিষয় তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। মোরাদাবাদের অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রদর্শনে বিমুখ ছিল না। এই শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ কর্ম্মচারী কেবল বিচারকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। শান্তিস্থাপন ও বিপ্লবনিবারণ প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যের সহিত ইঁহার সংস্রব ছিল না। উপস্থিত সময়ে তিনি আপনার ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা অবিলম্বে গ্রাহ্য হইল। ক্রাক্রফ্‌ট উইল্‌সন্‌ এই রূপে বিচারসংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত শান্তিস্থাপন প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতালাভ করিয়া, একাগ্রতা ও ধীরতার সহিত অভীষ্ট কার্য্যসাধনে উদ্যত হইলেন। মীরাটের শোচনীয় সংবাদ ১৬ই মে মোরাদাবাদে পঁহুছিল। সংবাদ পাইয়াই, উইলসন্‌ সাহেব সৈনিককর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে সিপাহীদিগের বাসস্থানে গমন করিলেন, এবং তত্রত্য এতদ্দেশীয় আফিসারদিগের সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন যে, তাঁহাদের সহযোগিগণ অযথাকারণে অযথাপথে পদার্পণ করিয়াছে। ঐ সহযোগীদিগের

পথ অবলম্বন করিলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাঁহারা যেন পূর্ব্বেই এ বিষয়ে সাবধান হয়েন। উইল্‌সনের কথায় সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্যসাধনে যত্ন করিতে লাগিল। নগরের বিরক্ত, উত্তেজিত মুসলমানদিগের চেষ্টাতেও আপাততঃ তাহাদের এইরূপ প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় দেখা গেল না। গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী (ইনি হিন্দু; মোকদ্দমার কাগজপত্রের অনুবাদ করা ইঁহার কার্য্য ছিল) উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—নবাব নিমতুল্লা খাঁ পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। মুন্সেফী কর্ম্ম করিয়া, উপস্থিত সময়ে ইনি পেনসন্ পাইতেছিলেন। এই শুক্লকেশ, বর্ষীয়ান পুরুষ মোরাদাবাদের সিপাহীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন। বিশ্বাসঘাতক নবাব নগরবাসীদিগের সমক্ষে বলেন যে, তিনি পূর্ব্বতন নবাববংশীয়ের লোক। এখন দিল্লীর সম্রাটের নামে মোরাদাবাদের শাসনকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার শাসনে মোরাদাবাদে কোনরূপ অন্যায় বা অশান্তভাব ঘটিবে না। এইরূপ ঘোষণা করিয়া, তিনি সিপাহীদিগকে আপনার পক্ষে আনিবার জন্য তাহাদের মধ্যে রুটী ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেন। সিপাহীরা ধন্যবাদ দিয়া ঐ দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনাদো আবাসস্থল হইতে যাইতে কহে, নচেৎ তাঁহার যে, মৃত্যুদণ্ড হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করে। বিশ্বাসঘাতক নবাব এইরূপে নিমকের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া সমুচিত পুরস্কার লাভ পূর্ব্বক স্বকীয় আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। গভীর নৈরাশ্যে তাঁহার এরূপ বিরক্তি ও মনঃকষ্ট হয় যে, তিনি প্রকাশ্যভাবে গাজী হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। এই স্থানে প্রতিপক্ষের গুলির আঘাতে তাঁহার যাবতীয় মনঃকষ্টের অবসান হয়।*

মে মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত মোরাদাবাদের সিপাহীগণ বিশ্বস্ত, রাজভক্ত ভৃত্যের ন্যায় প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল। এই সময়ে রোহিলখণ্ড বিভাগের অনেক পথ বিলুণ্ঠনপ্রিয় গুজরগণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল। স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত সিপাহীগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মোরাদাবাদের ২৯ সংখ্যক সিপাহীদল এই সকল উপদ্রব-

* *Kaye, Sepoy War Vol. III., p. 253, note.*

নিবারণে অমনোযোগী হয় নাই। পরিশেষে তাহাদের সমক্ষে উৎকট পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। এই পরীক্ষায় তাহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিরূপ প্রমাণ দিয়াছিল, তাহা ক্রমে লিখিত হইতেছে।

১৮ই মে সন্ধ্যাকালে মোরাদাবাদের কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ পাইলেন যে, ২০ সংখ্যক দলের সিপাহীরা বিলুণ্ঠিত অর্থাদি লইয়া নগরের পাঁচ মাইল দূরে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইয়াছে। এই দল মীরাটে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। মুজঃফরনগরে এই দলের সৈনিকেরা কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। এই বিপক্ষ সৈনিকদিগের উপস্থিতিসংবাদে মোরাদাবাদের কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। দুই জন সাহসী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আফিসার ৩০ জন অশ্বারোহী এবং কতিপয় পদাতি লইয়া, রাত্রি ১১টার সময় পূর্ব্বোক্ত সিপাহীদিগের আশ্রয়স্থলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উইল্‌সন্‌ প্রভৃতি রাজপুরুষেরা ইহাদের সঙ্গী হইলেন। চারি দিক ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। এই অন্ধকারময় নিশীথে আফিসারদ্বয় নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া, সওয়ারদিগকে বিপক্ষদিগের গতিরোধের জন্য যথাস্থলে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পদাতিদিগকে লইয়া, বিপক্ষের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষ সিপাহীগণ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত ছিল। ইংরেজপক্ষের সৈনিকেরা শিবিরের শান্ত্রীদিগকে হস্তগত করিল। এদিকে গোলযোগে সিপাহীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সিপাহীগণ অসময়ে অতর্কিতভাবে আপনাদিগকে আক্রান্ত দেখিয়া, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। এরূপ ঘোর অন্ধকার হইয়াছিল যে, আগ্নেয় অস্ত্রের অগ্নিস্ফুরণে কোনরূপে আত্মপর নির্দ্ধারণ করা যাইত। অন্ধকারের সাহায্যে বিপক্ষ সিপাহীদিগের অধিকাংশ আত্মগোপনে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু তাহাদের সমস্ত অস্ত্র, বাহন ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। এক জন সওয়ারের গুলিতে বিপক্ষদলের একটী সৈনিক দেহত্যাগ করিল। এদিকে বিপক্ষদিগের ৮,০০০ হাজার টাকা অধিকৃত এবং ৮।১০ জন সৈনিকপুরুষ বন্দী হইল।

এই অভিযানের সময়ে ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা কর্ত্তব্যবিমুখ হয় নাই। তাহারা এ পর্য্যন্ত বিশ্বস্তভাবে আপনাদের কার্য্য করিতেছিল। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এ সময়ে তাহাদের বিশ্বস্তা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট

হয় নাই। তাহারা হৃদয়ের সহিত আপনাদের কর্ত্তব্যপালন করে নাই। কিন্তু এ সময়ে যে সকল আফিসার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই মতের সমর্থন করেন নাই। ঘোরতর অন্ধকারপ্রযুক্ত সিপাহীগণ বিপক্ষদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে নাই। বিপক্ষেরা এই অন্ধকারের সাহায্যে অনায়াসে পলায়ন করিয়াছিল।

২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীদিগকে এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিতে দেখিলেও ২০ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ তাহাদিগকে আপনাদের প্রতি অবিশ্বস্ত ভাবে নাই। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ২৯ সংখ্যক দলের লোক তাহাদের ন্যায় আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাদের কেহ কেহ পর দিন প্রাতঃকালে সহসা মোরাদাবাদের সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সময়েও ২৯ সংখ্যক দলের সৈনিকগণ নিমকের সম্মান রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এই দলের এক জন শিখ সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলিতে আগন্তুক সৈনিকদিগের এক জন হত ও অবশিষ্ট বন্দী হয়। বন্দিগণ কারাগারে অবরুদ্ধ থাকে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী বিপদের শান্তি হইল না। এইরূপ সাবধানতাতেও উহা নিরাকৃত না হইয়া কর্ত্তৃপক্ষকে অধিকতর বিব্রত করিয়া তুলিল। নিহত ব্যক্তির এক জন নিকট আত্মীয় ২৯ সংখ্যক দলে ছিল। দলের মধ্যে এই ব্যক্তির কিয়দংশে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। এই ব্যক্তি যখন জানিতে পারিল যে, তাহার আত্মীয় নিহত হইয়াছে; তখনই সে আপন দলের অপেক্ষাকৃত উদ্ধত ও অশান্তপ্রকৃতি লোকদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়া তুলে, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কারাগারের অভিমুখে গমন করে। ২০ সংখ্যক দলের কতিপয় বন্দীর সহিত ৬০০ শত কয়েদী মুক্তিলাভ করে।

বিচারপতি উইল্‌সন্ এই সংবাদ পাইয়াই অশ্বারোহণে কারাগারের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। বিমুক্ত কয়েদিগণ উল্লাসে উৎফুল্ল এবং উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে চারি দিকে ধাবমান হইয়াছিল। এইরূপ দুরন্ত ও উত্তেজিত লোকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া তাদৃশ নিরাপদ বোধ হয় নাই। মোরাদাবাদের ১৮ মাইল পূর্ব্বে রামপুররাজ্য অবস্থিত। রামপুরের নবাবের কতকগুলি সওয়ার এই সময়ে মোরাদাবাদের নিকটে অবস্থিতি

করিতেছিল। উইল্‌সন্ সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া, ইহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সওয়ারেরা তাঁহার প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইল না। যাহা হউক, ২৯ সংখ্যক দলের কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে বিপক্ষতাচরণ করিলেও এ পর্য্যন্ত সমগ্র দল তাহাদের অনুবর্ত্তী হয় নাই। ইহারা এখনও কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিতেছিল, এখনও ইহাদের বিশ্বস্তভাবে কর্ত্তৃপক্ষ আপনাদিগকে সহায়সম্পন্ন ও নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেছিলেন। ইহাদের কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া, এক জন ইউরোপীয় অধিনায়ক পলাতক কয়েদীদিগের অনুসরণ করিলেন। এদিকে উইল্‌সন্ সাহেবও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি আর এক দল লইয়া ঐ কার্য্যসাধনে উদ্যত হইলেন। ইহাদের উদ্যম অনেকাংশে সফল হইল। দেড় শত কয়েদী অবরুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার কারাগারে পূর্ব্ববৎ অবস্থায় স্থাপিত হইল। বিচারপতি উইল্‌সন্ এক ঘণ্টা পরে নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে নগর নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতি যেমন স্তব্ধীভূত হয়, মোরাদাবাদও যেন সেইরূপ নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। উহার দোকান সকল অবরুদ্ধ, পথসমূহ জনশূন্য, এবং পল্লী সমুদয় যেন লোকসম্পর্কশূন্য হইয়াছিল। অধিবাসিগণ নানাপ্রকার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর কি ঘটিবে কেবল ইহাই লোকে ভাবিতেছিল। যাহারা শান্তির প্রত্যাশী ছিল, তাহারা যেমন ভবিষ্যতের বিভীষিকার কল্পনা করিয়া বিচলিত হইয়াছিল, যাহারা অশান্তির উৎপাদন করিয়া, আপনাদের অসংযত ভোগলালসার তৃপ্তিসাধনের জন্য অপরের সম্পত্তিহরণের চেষ্টা করিতেছিল, তাহারাও সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবের নিমিত্ত ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যান্য স্থানের ন্যায় সৈনিকনিবাসে গভীর আশঙ্কার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। কেহই সেদিন খাদ্য সামগ্রীর আহরণ বা রন্ধনের আয়োজন করে নাই এবং কেহই এক মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চিন্তভাবে থাকে নাই। গভীর বিষাদ ও সন্ত্রাসের চিহ্ন যেন সকলের মুখেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। উইলসন্ সাহেব এই অশান্তিময়—এই সন্ত্রাসজনিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে উদাসীন রহিলেন না। তিনি প্রথমে প্রধান প্রধান নগরবাসীকে শান্তিরক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে কহিলেন। অনন্তর ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ তাঁহার লক্ষ্য হইল। তিনি

অশ্বারোহণে সৈনিকনিবাসে গমন করিলেন। সিপাহীদিগকে শান্তভাবে সদুপদেশ দিলেন। গোলন্দাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। তাহাদের সমক্ষেও আপনার দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিলেন। এই সৈনিকেরাই অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল। মারাত্মক কার্য্যসাধনের জন্য ইহারা আপনাদের কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। কিন্তু উইল্‌সনের নির্ভীকতায় ইহারা আপনাদের অনিষ্টকর উদ্যমে নিশ্চেষ্ট হইল। উইল্‌সন্ অতঃপর সিপাহী-দিগের অমূলক আশঙ্কার নিরাকরণ এবং তাহাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত-ভাব প্রদর্শনের জন্য টোটা বিতরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া আসিতে আদেশ দিলেন। তাহারা এই আদেশানুসারে অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইল। উইল্‌সন্ তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যথোচিত ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে কহিলেন। যাহারা দীর্ঘকাল কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যসাধনে বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছে, কতিপয় উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল বালকের ব্যবহারে তাহাদের যেন সেই বিশ্বস্ততা কলঙ্কিত, সেই সদাচার ও প্রভুভক্তি দূরীভূত এবং তাহাদের পলিত কেশ ও শ্বেত শ্মশ্রুর সম্মান যেন সেই সকল অজাতশ্মশ্রুর সমক্ষে অধঃকৃত না হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তাহারা যদি ভবিষ্যতের জন্য রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদের যাবতীয় অপরাধের মার্জ্জনা করিতে গবর্ণর-জেনেরল বাহাদুরকে অনুরোধ করা হইবে, তদ্বিষয়েও প্রতিশ্রুত হইলেন। উইল্‌সন্ সাহেবের কথায় এতদ্দেশীয় আফিসারগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক স্পর্শ করিয়া প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য শপথ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। উইলসন্ সাহেব তৎক্ষণাৎ এবিষয়ে সম্মত হইলেন। আফিসারগণ আর কোন বিষয়ে সন্দিহান হইলেন না। উভয় পক্ষই উভয়ের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাইবার নিমিত্ত শপথ করিলেন। কিয়ৎকালের জন্য পরস্পরের মধ্যে আবার সদ্ভাব স্থাপিত হইল। মোরাদা-বাদে আবার প্রশান্তভাব পরিস্ফুট, সন্ত্রাস দূরীকৃত এবং বিশৃঙ্খলতা নিরাকৃত হইল। দোকানের দ্বার উন্মুক্ত হইল। রাজপথ জনকোলাহলময় হইয়া উঠিল। অধিবাসিগণ প্রফুল্লভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। ইউ-রোপীয় কুলাঙ্গনাগণ আপনাদের নির্জ্জন আশ্রয়স্থল হইতে বহির্গত হইলেন।

প্রত্যেকের মন হইতে যেন কোন একটী দুর্ব্বহ ভার অপসারিত হইল, এবং প্রত্যেকেই যেন উহাতে অনির্ব্বচনীয় সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। এদিকে মোরাদাবাদ বিভাগে গোলযোগের সূত্রপাত হইল। তুষানল এক দিকে আবির্ভূত হইলে, ক্রমে অলক্ষ্যভাবে সমস্ত দিকে উহা পরিব্যাপ্ত হয়, এক এক সময়ে জ্বালাময়ী শিখায় উহার সংহারিণী শক্তিরও পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। লোকসমাজের এক দিকে কোন বিষয়ে কার্য্যতৎপরতার শক্তি সঞ্চারিত হইলে, উহার সংঘাতে ক্রমে সমগ্র সমাজ আলোড়িত হইয়া উঠে। এই সময়ে একে অপরের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হয়। এক জনের কার্য্যপ্রণালী অন্য জনের কার্য্যপ্রণালীর সহিত একসূত্রে গ্রথিত হয়। ইহাতে উৎকৃষ্ট বিষয় যেমন সমাজের উৎকর্ষসাধক হয়, অপকৃষ্ট বিষয়ও সেইরূপ সমাজের অশৃঙ্খলাদ্যোতক ও অপকর্ষসাধক হইয়া উঠে। উপস্থিত সময়ে নিত্যসন্দিগ্ধ ও কৌতূহলপরতন্ত্র সিপাহীগণ যে কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে লোকসমাজ যেরূপ অশান্তিময়, রাজ্যশাসনতন্ত্রও সেইরূপ বিশৃঙ্খল হয়। এই অশান্তি ও শৃঙ্খলাহানি, সমাজের অন্য শ্রেণীর চিরপোষিত বাসনাসিদ্ধির সহায় হইয়া উঠে। যাহারা পরস্বলোলুপ ছিল, আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা যাহাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল এবং যাহারা স্বপ্রধানভাবে আত্মপ্রাধান্যের বিস্তারে উদ্‌যোগী ছিল, তাহারা এই সুযোগ সহজে পরিত্যাগ করে নাই। এক দলকে চিরন্তন শৃঙ্খলার মূলদেশ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া, তাহারা আপনাদের অভীষ্টসাধনে অগ্রসর হয়, এবং আপনাদের অভ্যস্ত, মারাত্মক কার্য্যে সমগ্র প্রদেশে সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলার চিহ্ন বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

মোরাদাবাদ বিভাগে এইরূপ দৃশ্য অপ্রকাশিত থাকে নাই। বিলুণ্ঠনপ্রিয় গুজরের দল চারি দিকে উৎপাত করিয়া বেড়াইতেছিল। ২০শে মে ৮০ জন গুজর অবরুদ্ধ হয়। ইহার পর দিন উইল্‌সন্ সাহেব সংবাদ পাইলেন যে, একজন মৌলবী রামপুরের কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল মুসলমানকে দলবদ্ধ করিয়াছে। ইহারা নীলবর্ণের পতাকা উড়াইয়া নগরলুণ্ঠনের জন্য আসিতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র উইল্‌সন্ সাহেব কতিপয় সিপাহী সওয়ারকে সঙ্গে লইয়া ইহাদের গতিরোধ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি সৈনিকদিগের সহিত বেরিলীর ঘাটে রামগঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, মুসলমানদিগের গতিরোধ করিলেন।

এক জন দারোগার অসির আঘাতে মুসলমানদলের অধিনায়ক মৌলবী দেহত্যাগ করিল। তাহার কতিপয় প্রধান অনুচর অবরুদ্ধ হইল। অপর সকলে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল। এই কার্য্যেও ২৯ সংখ্যক সিপাহীগণ বিশ্বস্তভাব হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যতৎপরতা এবং পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যম ও মনোযোগের সহিত অধিনায়কের আদেশ পালন করে।

ইহার দুই দিন পরে ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীগণের সমক্ষে আর একটী গুরুতর বিষয় উপস্থিত হয়। এই বিষয়ে ইহাদের রাজভক্তি এবং বিশ্বস্ততা প্রমাণ করিবার সুযোগ ঘটে। যে সকল সৈনিক অভিযানের পথ প্রস্তুত করে, দুর্গনির্ম্মাণ বা শিবিরসন্নিবেশ কার্য্যে নিয়োজিত থাকে। তাহাদের দুই দল মীরাটের সংবাদে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ইহারা রুড়কী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলুণ্ঠিত সামগ্রী লইয়া মোরাদাবাদের অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সংবাদ ২০শে মে মোরাদাবাদে পঁহুছে। অবিলম্বে দুই দল সিপাহী এবং ৬০ জন সওয়ার প্রস্তুত হইতে আদিষ্ট হয়। কাপ্তেন হুইস্ ইহাদের পরিচালক হয়েন। তিনি ঐ সৈনিকদল ও দুইটী কামান লইয়া, বিপক্ষদিগের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইতে না হইতে তদীয় অভিযানের সংবাদ বিপক্ষদিগের মধ্যে প্রচারিত হয়। বিপক্ষগণ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তেরাই অভিমুখে প্রস্থান করে। কিন্তু এদিকে স্থানীয় রাজপুরুষ কতিপয় সওয়ার লইয়া, ইহাদের গতিরোধ করেন। ইহার মধ্যে কাপ্তেন হুইসের সৈনিকদল উপস্থিত হয়। বিপক্ষগণ নিরস্ত্রীকৃত হয়। তাহারা যাবতীয় দ্রব্যাদি হইতে বিচ্যুত হইয়া পথের ভিখারী হয়। অনেকে বেরিলীর দিকে পলায়ন করে।

এই ঘটনার পর মোরাদাবাদের সৈনিকনিবাসে আপাততঃ কোনরূপ গোলযোগের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিলেন যে, ২৯ সংখ্যক দলের সিপাহীগণের রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কালক্রমে ঘটনাচক্র অন্যদিকে আবর্ত্তিত হইল। মোরাদাবাদবিভাগে উদ্ধতপ্রকৃতি লোকের বসতি ছিল। ইহারা সুযোগ বুঝিয়া পরস্বহরণের জন্য চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মোরাদাবাদের সিপাহীগণ ইহাদের দৌরাত্ম্যনিবারণে উদাসীন থাকে নাই। কিন্তু যখন কোন গুরুতর অনিষ্টকর সংবাদ প্রচারিত হয়, তখন অদূরদর্শী, কৌতূহলপর,

লোকের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। যাহারা অধিকতর কল্পনাপ্রিয়, তাহারা উহা রঞ্জিত করিয়া, অপরকে অধিকতর ব্যাকুল করিয়া তুলে। দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে ইহারা আপনাদের মানসপটে সর্ব্বনাশের ভীষণ দৃশ্য অঙ্কিত করিতে থাকে। ধর্ম্ম, জাতি ও সম্মাননাশের আশঙ্কা অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় লোকের অধিকতর উদ্বেগের বিষয় আর কিছুই নাই। ইহারা আপনাদের ধর্ম্ম, এবং আপনাদের জাতি ও সম্মান রক্ষা করিতে আত্মবিসর্জ্জনেও বিমুখ হয় না। মোরাদাবাদে যখন ধর্ম্ম ও জাতিনাশের জনরব উঠিল, তখন লোকে স্থির থাকিতে পারিল না। প্রত্যেকেই আপনাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং জাতিগত সম্মানের বিলোপ হইবে ভাবিয়া, একান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। প্রত্যেকে আপনার আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির সমক্ষে এই সর্ব্বনাশের কথা অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। কোম্পানির মুলুকে চিরাচরিত ধর্ম্ম ও চিরন্তন জাতীয় গৌরব বিলুপ্ত হইবে, ইহা যেন লোকের হৃদয়ে তাড়িত-বেগে প্রবেশ করিল। যাহারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন ও সন্দিগ্ধ ছিল, তাহারা এই কথায় মোরাদাবাদের সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে বিমুখ হইল না। ২৯সংখ্যক দলের সিপাহীগণ এই আতঙ্কজনক কথায় বিচলিত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর পরস্পরকে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বেরেলীর সংবাদ কি ?

ক্রমে বৈশাখ মাস সমাগত হইল। বৈশাখের আতপতাপের সহিত মোরাদা-বাদের ইয়ুরোপীয়দিগের উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেরেলী রোহিলখণ্ডবিভাগের সদর স্থান; সুতরাং উহার উপর অন্যান্য স্থানের শান্তি নির্ভর করিতেছিল। মোরাদাবাদের কর্ত্তৃপক্ষ বেরেলীর সংবাদ জানিতে নিরতি-শয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বেরেলী যদি শান্তিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা মোরাদাবাদে শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারিবেন, কিন্তু বেরেলীতে যদি উত্তেজনার বৃদ্ধি হয়, তত্রত্য লোকে যদি উন্মত্তভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করে, তাহা হইলে মোরাদা-বাদও শান্তি ও শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত হইয়া, সেই ঘোরতর তরঙ্গাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। এইরূপ বিশ্বাস প্রযুক্ত তাঁহারা বেরেলীর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া-ছিলেন, তাঁহাদের উদ্বেগ দূরীভূত হইল না; প্রশান্তভাব স্থায়ী হইল

না; আশঙ্কা ও আতঙ্ক অপসারিত হইল না। ১লা জুন সহসা বেরেলীর ডাক বন্ধ হইল। সেই দিন প্রাতঃকালে বেরেলী হইতে কোন চিঠি পত্র মোরাদাবাদে পঁহুছিল না। মোরাদাবাদের সৈনিকনিবাসে এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়ে জনরব উঠিল যে, বেরেলীর সিপাহীগণ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর রামপুরের নবাবের প্রেরিত এক জন দূত বেরেলীর সংবাদ লইয়া মোরাদাবাদে উপস্থিত হইল। এই দূতের আগমনে উইল্‌সন্ সাহেব জাগরিত হইলেন। দূত সুপ্তোত্থিত বিচারককে কহিল যে, বেরেলীর সিপাহীগণ কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। ইয়ুরোপীয়দিগের অনেকে নিহত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আপনাদিগের এরূপ স্থান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। উইল্‌সন্ গম্ভীরভাবে দূতের কথা শুনিলেন। নিদ্রা আর তাঁহার শান্তিসুখবিধানে সমর্থ হইল না। তিনি উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইলেও প্রশান্তভাবে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অবিলম্বে মোরাদাবাদের সৈনিকদলের অধিনায়কের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ২রা জুন উষাকালে ইয়ুরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় আফিসারগণ সমবেত হইলেন। উইল্‌সন্ সাহেব বেরেলীর যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা সরলভাবে তাঁহাদের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এখন পতাকা, কামান ও ধনাগারের অর্থ লইয়া মীরাটে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এতদ্দেশীয় আফিসারেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু সৈনিকনিবাসের সিপাহীরা ইহার বিরোধী হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল যে, মীরাটে গেলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাদিগকে হয় ত ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে, অথবা কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং মোরাদাবাদ পরিত্যাগ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না।

পর দিন প্রাতঃকালে সিপাহীরা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা সর্ব্বপ্রথম ধনাগার হাতে রাখিতে চেষ্টা করিল। কর্ত্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না দেখিয়া, টাকার থলিয়া, গোলাগুলি লইয়া যাইবার গাড়িতে উঠাইয়া, উহা ধনাগাররক্ষকদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। উইল্‌সন্ সাহেব যখন ধনাগারে গিয়া টাকার থলিয়া বাহির করিতে লাগিলেন, তখন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সণ্ডার্স্‌ সাহেব গোপনে ষ্ট্যাম্প কাগজগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বসমেত পঁচাত্তর হাজার টাকা ধনাগার হইতে বাহির করিয়া

সিপাহীদিগকে দেওয়া হইল। সংখ্যার এইরূপ অল্পতায় সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর নৈরাশ্যের সহিত নিরতিশয় উত্তেজনা ও বিরক্তির সঞ্চার হইল। উত্তেজনা ও বিরক্তির আবেগে তাহারা খাজাঞ্চিকে ধরিয়া কামানের নিকটে লইয়া গিয়া কহিল যে, যদি অবশিষ্ট অর্থ কোথায় আছে, বলিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে অবিলম্বে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কাপ্তেন ফাডিনামক একজন সৈনিক পুরুষ এই বিপত্তিকালে অগ্রসর হইয়া খাজাঞ্চির উদ্ধার করিলেন। জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সময়ে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, চারি জন অল্পবয়স্ক সিপাহী ইহার মধ্যে তাঁহাদিগকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সুবাদার ভবানীসিংহ এবং হাবিলদার বলদেব সিংহ এই সময়ে তাহাদিগকে কঠোর ভাষায় কহিলেন যে, তাহারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ইংরেজদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না, এখন সেই প্রতিজ্ঞার বিষয় ভুলিয়া ইংরেজদিগকে গুলি করিতে উদ্যত হইতেছে। এই কথায় সিপাহীরা আপনাদের বন্দুক নামাইল। উইল্‌সন্ ও সণ্ডার্স্ সাহেব অক্ষতশরীরে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ইউরোপীয় সিবিল কর্ম্মচারিগণ মোরাদাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মীরাটে যাত্রা করিলেন। সৈনিকদলের আফিসারগণ সপরিবারে নৈনীতালে গেলেন, যেহেতু নৈনীতাল মীরাট অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী এবং উহার পথও অধিকতর নিরাপদ ছিল। দেওয়ানি ও সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণ স্থানান্তরে গিয়া আত্মরক্ষার উপায় করিলেন বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারিগণ এই ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইল না। ইহারা ভাবিয়াছিল যে, খাস ইউরোপীয়গণ যেরূপ উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণের বিষয়ীভূত হইবে, তাহারা সেরূপ হইবে না। সিপাহীগণ ফিরিঙ্গীবোধে তাহাদের বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা শেষে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাহারা অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের ন্যায় পলায়ন করিলে ভাল হইত। কিন্তু ইহা না করিয়া, তাহারা আপনাদের সর্ব্বনাশের পথ করিয়া দিল। কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিল; কেহ কেহ মুসলমান ধর্ম্মপরিগ্রহ করিয়া বন্দিভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হইল। বোধ হয়, ইহারা দিল্লীতে এই অবস্থায় নিহত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বেরেলী রোহিলখণ্ডের প্রধান সহর। উহা যেমন দেওয়ানিবিভাগের সদর স্থান, সেইরূপ সৈনিকবিভাগেরও সদর স্থান। বাণিজ্য ও অপরাপর বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য, এই স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক অবস্থিতি করে। রোহিলখণ্ডের পূর্ব্বতন ঘটনাবলীর বিষয় ভাবিলে, উহার রাজধানীর অধিবাসীদিগের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম হয়। মোগল-রাজত্বের অধঃপতনকালে রোহিলখণ্ড যুদ্ধপ্রিয় আফ্‌গানদিগের অধিকৃত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে হাফেজ রহমতের অধীনে পাঠান রোহিলারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে থাকে। অযোধ্যার নবাবের চক্রান্তে এবং ইংরেজদিগের সৈনিকবলে কিরূপে এই সুগঠিত, সুশ্রী, স্বাধীনতাপ্রিয় আফ্‌গানদিগের অধঃপতন হয়, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। ১৭৭৪ অব্দের এপ্রেল মাসে কাত্রার যুদ্ধে হাফেজ রহমত নিহত হয়েন। ইহার পর লর্ড লেকের সহিত যুদ্ধে রোহিলখণ্ড ইংরেজের পদানত হয়, এবং উহা ইংরেজাধিকৃত উত্তরপশ্চিম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠে। রোহিলা আফ্‌গানদিগের এই বীরোচিত ভাব এখনও বেরেলীর অধিবাসিগণের মধ্যে পরিস্ফুট হইতেছিল। ১৮১৬ অব্দে যখন রোহিলারা করভারে নিপীড়িত হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়, তখন ইহাদিগকে দমন করিতে গবর্ণমেণ্টকে সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বেরেলীর অধিবাসীদিগের অধিকাংশ এইরূপ বীরোচিত ভাবের পরিচয়স্থল ছিল। বেরেলীর ব্যবসায়িগণ প্রধানতঃ হিন্দু হইলেও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অল্প ছিল না। ইহাদের স্থূলোন্নত কলেবর দেখিলে, ইহাদিগকে পূর্ব্বতন সমরকুশল বীরবংশীয়দিগের অনুরূপ সন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইত।

বেরেলী।

উপস্থিত সময়ে বেরেলীতে কোন ইউরোপীয় সৈনিকদল ছিল না। এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের মধ্যে ১৮ ও ৬৮ সংখ্যক পদাতিদল, ৮ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদল এবং এক দল গোলন্দাজ সৈন্য বেরেলীতে ছিল। ব্রিগেডিয়ার সিবল্ড্ সমগ্র সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কমিশনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব কার্য্যবিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী বাণিজ্য বা অন্যবিধ কার্য্যপ্রসঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিল। সর্ব্বসমেত প্রায় ১০০ শত খৃষ্টান বেরেলীর বিদেশীয়

প্রবাসীদিগের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয় কুলমহিলা এবং বালক-বালিকা তাহাদের অভিভাবকবর্গের সহিত বেরেলীতে ছিল।

মে মাসে যখন মীরাট ও দিল্লীর সংবাদ প্রথমে বেরেলীতে উপস্থিত হয়, তখন তত্রত্য সৈনিকদলের ব্যবহার তাদৃশ অসন্তোষজনক বোধ হয় নাই। অশ্বারোহিগণ বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইতেছিল। কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে, ইহাদের করধৃত তরবারির স্থায় ইহাদের প্রভুভক্তিও দৃঢ়তর রহিয়াছে। এই দলের মধ্যে রোহিলখণ্ড ও দিল্লীর পাঠানেরাই অধিক ছিল। তথাপি মে মাসে ইহাদের প্রশান্তভাবের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই। ক্রমে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। নানারূপ বাজারগল্প ক্রমে চারি দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী লোকের কল্পনায় যাহার উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা এ সময়ে প্রকাশিত হইয়া, সন্দিগ্ধ লোকের হৃদয় নানারূপ বিভীষিকায় অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। সিপাহীদিগের এইরূপ অস্থিরতা দর্শনে ইংরেজ সেনাপতিও অস্থির হইয়া উঠিলেন। ২১শে মে সিপাহীগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। সেনাপতি তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিবার জন্য নানা উপদেশ দিলেন। সেনাপতির উপদেশে সিপাহীগণ সন্তুষ্ট হইল, এবং সেনাপতিকে প্রকাশ্যভাবে কহিল যে, অদ্য হইতে তাহারা যেন নবজীবন লাভ করিল। ৮ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলই এই ভাব প্রকাশ করে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট ইহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করিবার আদেশ দেন। সেই দিন হইতে প্রত্যহ ২০।২৫ জন নূতন লোক এই দলে প্রবিষ্ট হয়। কর্তৃপক্ষ ইহাদের সাজসজ্জা এবং ঘোড়ার জন্য টাকা দেন। সেনাপতি সিপাহীদিগের এইরূপ সন্তোষ ও প্রশান্তভাব দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরকে প্রকাশ্যভাবে সিপাহীদিগের প্রতি বিশ্বস্তভাব প্রদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর ব্রিগেডিয়ারের নিকটে লিখিলেন—লোকের হৃদয় উত্তেজিত হওয়া অবধি এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহাতে সিপাহীদিগের বিশ্বস্ততা ও সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের পূর্ব্বতন বিশ্বাস বিচলিত হইতে পারে। এই লিপি ৩০শে মে লিখিত হয়। কিন্তু ইহা বেরেলীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে তত্রত্য সৈনিকদল গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠে, এবং ইউরোপীয়দিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

যে দিন সিপাহীদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হয়, সৈন্যাধ্যক্ষ যে দিন সিপাহীদিগকে অমূলক আশঙ্কায় অধীর হইতে নিষেধ করেন, তাহার পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত সৈনিকনিবাসে কোনরূপ গোলযোগের নিদর্শন লক্ষিত হইল না। সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে আপনাদের কার্য্য করিতে লাগিল। সৈনিকনিবাসে, বাজারে, লোকালয়ে প্রশান্তভাব বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ শান্তি দীর্ঘকাল থাকিল না। তুষানল অপরের অলক্ষ্যভাবে ধীরে ধীরে গতি বিস্তার করিতেছিল। কিছুতেই উহার গতি অবরুদ্ধ হইল না। ২৯শে মে এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের আফিসারেরা বেরেলীর অন্যতম সেনানায়ক কর্ণেল টুপ্‌কে জানাইলেন যে, তাহারা যখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন ১৮ ও ৬৮ সংখ্যক পদাতিদলের লোককে শপথ করিয়া, বলিতে শুনিয়াছেন যে, তাহারা অদ্য দ্বিপ্রহরের সময়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবে। কর্ণেল টুপ্‌ এই কথা শুনিবামাত্র কাপ্তেন মেকেঞ্জির নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন। অবিলম্বে তাঁহার অধীনে অশ্বারোহিদল সজ্জিত ও সুব্যবস্থিত হইয়া, ঘোরতর বিপত্তির সময়ে ইউরোপীয়দিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে কৃতনিশ্চয় হইল।*

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠের মার্ত্তণ্ড গগনের মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়া অধিকতর প্রচণ্ডভাবের পরিচয় দিতে লাগিল। আতপতাপের সহিত ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কাও বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু সেদিন কোন গোলযোগ ঘটিল না। মার্ত্তণ্ড ক্রমে আপনার প্রখর রশ্মিজাল সংযত করিল। ইউরোপীয়দিগের মানসপট হইতে বিভীষিকার করাল দৃশ্যও ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। কিন্তু বেরেলীর সিপাহীগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইলেও ঘটনান্তরে অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। ফিরোজপুরের উত্তেজিত সিপাহীরা দলে দলে বেরেলীতে উপস্থিত হইয়া, নানারূপ কথায় লোকের হৃদয় অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিল। বেরেলীর সিপাহীগণ যখন ইহাদের মুখে শুনিল যে, অশ্বারোহী, পদাতি, গোলন্দাজে বহুসংখ্যক

* কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ৩১শে মে বেলা ১১টার সময় এই ঘটনা হয়। অশ্বারোহিদলের এক জন হিন্দু রেসেলাদার এই বিষয় উক্ত দলের অধিনায়ক কাপ্তেন মেকেঞ্জির গোচর করেন।—*Malleson, Indian Mutiny Vol. I. p. 311.*

ইউরোপীয় সৈন্য, সিপাহীদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য অদূরে সজ্জিত রহিয়াছে, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। এই জনরবে বেরেলীর সৈনিকনিবাস যেন কোন অপরিদৃষ্ট আকস্মিক শক্তিতে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সকলেই শশব্যস্ত হইয়া মনঃকল্পিত দশাবিপর্য্যয় হইতে আপনাদের উদ্ধারসাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সকলেই ইউরোপীয়দিগকে আপনাদের পরম অনিষ্টকারী মনে করিয়া, তাহাদের শোণিতপাতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সিপাহীদলের এইরূপ অস্থিরতায় ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালাতে গভীর দুশ্চিন্তার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাসের পাত্র ছিল। বেরেলীর সেনানায়ক ভাবিয়াছিলেন যে, বিপদ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা অশ্বারোহীদিগের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ক্রমে আশা অন্তর্হিতপ্রায় হইল। একটী মুসলমান ভদ্রলোক এই সময়ে কমিশনার আলেক্জাণ্ডার সাহেবকে কহিলেন যে, সিপাহীরা ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। অতএব এখন তাঁহাদের প্রাণরক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত। ইউরোপীয় অধিনায়কগণ ভাবিয়াছিলেন যে, অশ্বারোহিগণ পদাতিদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলেও, উদাসীনভাবে থাকিবে। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, যখন পদাতিগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন তাঁহারা অশ্বারোহীদিগের আবাসস্থলে উপস্থিত হইবেন।

৩০শে মে বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। ৩১শে মে রবিবার প্রশান্তভাবে সমাগত হইল। উপস্থিত সিপাহীযুদ্ধের অবসানে অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই তারিখে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সমগ্র সিপাহীদল এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এইরূপ সর্ব্ববিধ্বংসের সাক্ষীভূত দিনের প্রাতঃকালে কোনরূপ অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইল না। প্রধান অধিনায়কদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের সৈনিকগণ কোম্পানির প্রবর্ত্তিত শাসনশৃঙ্খলার বিপর্য্যয়সাধনে বা কোম্পানির অধিকারস্থ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের জীবননাশে উদ্যত হইবে না। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়প্রযুক্ত তাঁহারা অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩১শে মে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস অবিচলিতভাবে রহিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভয় একবারে দূর হইল না। বেলা ১১টার সময়ে সহসা

গোলন্দাজ সৈনিকনিবাসের দিকে কামানের শব্দ হইল। ইউরোপীয়গণ এইরূপ আকস্মিক শব্দে চমকিত হইলেন। এই শব্দ দ্বারা যে, সিপাহীদিগকে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইবার জন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। ইউরোপীয়দিগের অনেকে আশঙ্কায় আত্ম-হারা হইলেন। যাঁহারা আত্মপ্রত্যয়প্রযুক্ত মানসপটে প্রশান্তভাবের সম্মোহন দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছিলেন, তাঁহারা সহসা এইরূপ বিসদৃশ ঘটনার আবির্ভাবে যেরূপ বিস্মিত ও স্তম্ভিত, সেইরূপ শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। তোপ হইবার পূর্ব্বে অনেক সাহেব উপস্থিত বিপদ বুঝিয়া অশ্বারোহীদিগের ছাউনির পশ্চাৎ কোন এক আম্রবাগানে গিয়া সমবেত হন। অশ্বারোহিদল ইহাদের নিকটেই থাকে। এদিকে দেখিতে দেখিতে ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। ৬৮ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত বাঙ্গালার দিকে গুলি চালাইবার জন্য ছুটিয়া গেল। নিদাঘের প্রচণ্ড তাপে বাঙ্গালার চালগুলি নিরতিশয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং অগ্নিসংযোগ হইবামাত্র উহা মুহূর্ত্তমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। এদিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রজ্বলিত পাবকের গতিবিস্তারের সহায় হইল। ধূমস্তূপের সঙ্গে সঙ্গে করাল অনলশিখার প্রভাবে গৃহগুলি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। উত্তেজিত সিপাহীরা অতঃপর ইউরোপীয়দিগের জীবন-নাশে অগ্রসর হইল। যে সকল শ্বেতকায় তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল, তাহারা বিচারবিতর্ক না করিয়াই, তাহাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার সিবল্ড্ সিপাহীদিগের সমুত্থানসূচক তোপধ্বনি শুনিয়াই, অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক অশ্বারোহী সৈনিকদিগের আবাসগৃহের অভিমুখে যাইতে-ছিলেন। দুই জন অশ্বারূঢ় আরদালি তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। ইহার মধ্যে কতিপয় সিপাহী তাঁহাকে দেখিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে গুলি নিক্ষেপ করিল। ব্রিগেডিয়ার আহত হইয়াও অশ্বারোহী সৈনিকদিগের আবাসস্থলে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বকীয় অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইবা মাত্র বর্ষীয়ান্ সেনাপতি গতাসু ও অশ্ব হইতে ভূপাতিত হইলেন।

ব্রিগেডিয়ার দেহ ত্যাগ করিলে, কর্ণেল ট্রুপ সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এ পর্য্যন্ত কেবল ৬৮ সংখ্যক পদাতিদল এবং গোলন্দাজ সৈনিকেরা প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অপরাপর সৈনিকদল, কি করিতে

হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। তাহারা যখন দেখিল যে, তাহাদের সতীর্থগণ ইউরোপীয়দিগের জীবননাশে উদ্যত হইয়াছে, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত এবং ইউরোপীয়দিগের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহারা উদাসীনভাবের পরিচয় দিতেছিল। তাহারা সহযোগীদিগের আকস্মিক সমুত্থানে চমকিত ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের প্রদত্ত রণশিক্ষায় তাহারা বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াছিল, যাঁহাদের অর্থে তাহারা পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেছিল, যাঁহাদের শাসনে তাহাদের আত্মীয়স্বজন আবাসপল্লীতে শান্তিসুখে পরিতৃপ্ত হইতেছিল, সহসা তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে এবং তাঁহাদের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। পক্ষান্তরে যাহাদের সহিত তাহারা একত্র অবস্থান করিতেছিল, যাহাদের সহিত এক অধিনায়কের উপদেশে শিক্ষিত এবং এক অধিনায়কের আদেশে পরিচালিত হইতেছিল, সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে যাহারা তাহাদের সহায় ও সহচরের মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহাদিগকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে দেখিয়া, তাহারা কর্ত্তব্যনির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। এক দিকে প্রভুভক্তি যেমন তাহাদিগকে প্রভুর দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; অপর দিকে বন্ধুপ্রীতি, সজাতিস্নেহ ও স্বজনমমত্ব তাহাদিগকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত এক সূত্রে সম্বদ্ধ করিবার কারণ হইয়া উঠিল। এই সঙ্কটকালে তাহারা প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিলেও, সজাতিপ্রীতি ও বন্ধুস্নেহের আতিশয্য প্রযুক্ত অধিনায়কের আদেশপালনে দোলায়মানচিত্ত হইতে লাগিল। এদিকে কর্ত্তৃপক্ষ অশ্বারোহীদিগের বিশ্বস্তভাবের পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। এই অশ্বারোহিদল সাহসে, বীরত্বে এবং অপরিসীম প্রভুভক্তিতে সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৫২ অব্দে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময়ে ৩৮ সংখ্যক দলের পদাতিগণ যখন জাতিনাশের ভয়ে সমুদ্রপথে যাইতে অসম্মত হয়, তখন এই দলের অশ্বারোহিগণ প্রফুল্লচিত্তে প্রভুর কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে ইহারা যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। এই সাহসী, বীরত্বসম্পন্ন, প্রভুভক্তিপরায়ণ সৈনিকদিগের প্রতি অধিনায়কগণের প্রভূত বিশ্বাস ছিল। উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে আফি-

সারেরা নৈনীতালে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত আম্রবাগান হইতে নৈনীতালের অভিমুখে ঘোড়া ছুটাইলেন। অশ্বারোহিদল কিছুক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরে মহম্মদ সফি বলিলেন, সাহেবদিগের সঙ্গে পাহাড়ে কোথায় যাইবে। ইহাতে আমাদের কাজ নাই, আমরা সজাতির সঙ্গে যাইয়া মিশি; তাঁহার কথামত অনেকেই ফিরিল। কেবল ২২।২৩ জন আফিসার-দিগের সঙ্গে গেল। আফিসারেরা সর্ব্বপ্রথম ভাবিয়াছিলেন যে, অশ্বারোহিগণ তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইবে। বস্তুতঃ অশ্বারোহীদিগের প্রশান্তভাব ও প্রভুর কার্য্যসাধনে অভিনিবেশ স্থায়ী হইল না। তাহারা যখন ৬৮সংখ্যক পদাতি-দলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুসলমানদিগের সবুজ পতাকা উড্ডীন দেখিল, তখন তাহাদের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত এবং প্রভুভক্তি বিলুপ্ত হইল। তাহারা আপনাদের অধিনায়কদিগের অনুবর্ত্তী না হইয়া উত্তেজিত সিপাহীদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। অধিনায়কগণ তাহাদিগকে আপনাদের পক্ষে রাখিতে সমর্থ হইলেন না। আপনাদের জাতীয় প্রাধান্যের নিদর্শনজ্ঞাপক পতাকা পরিদৃষ্ট হওয়াতে তাহারা উত্তেজিত সিপাহীদলের সহিত মিশিল; কিন্তু তাহাদের স্বদেশীয় আফিসারগণ বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা পলায়নে উদ্যত ইংরেজদিগের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। উপস্থিত সঙ্কটকালে তাঁহাদের এইরূপ কার্য্য কত দূর প্রশংসনীয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপ সদাশয়তা, এইরূপ প্রভুভক্তি, এবং এইরূপ বিশ্বস্ততার জন্য তাঁহারা সহৃদয় ঐতিহাসিকবর্গের নিকটে যথোচিত সম্মান লাভ করিয়াছেন। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া, ভিন্নদেশীয় ভিন্নজাতীয়দিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হওয়া অল্প গৌরবের বিষয় নহে। সিপাহীদলের মধ্যে ২৩টী সৈনিক পুরুষ ইংরেজদিগের পক্ষে ছিল। ইহাদের মধ্যে ১২ জন আফিসার। রিসেলাদার মহম্মদ নিজাম খাঁ আপনার সমুদয় সম্পত্তি ও ৩টী সন্তান ছাড়িয়া, পলায়নপর ইংরেজদিগের সহিত গমন করেন। কাপ্তেন মেকেঞ্জি সাহেবের আরদালি অশ্বারূঢ় হইয়া ৬ মাইল তাঁহার প্রতিপালক প্রভুর অনুগমন করে। যখন মেকেঞ্জি সাহেবের অধিষ্ঠিত অশ্ব গতাসু হয়, তখন বিশ্বস্ত আরদালি আপনার অশ্ব মেকেঞ্জি সাহেবকে দিয়া পদব্রজে যাইতে থাকে। মুসলমান সৈনিকগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইলেও এই সকল প্রভুভক্তিপরায়ণ মুসল-

মান তাহাদের সজাতির অনুবর্ত্তী না হইয়া, বিশ্বস্তভাবের একশেষ প্রদর্শন করে।

ইংরেজেরা আত্মরক্ষার জন্য নৈনীতালে পলায়ন করিলেন। এদিকে উত্তেজিত সিপাহীরা সমবেত হইয়া আপনাদের অভিলষিত কার্য্যসম্পাদনের জন্য যত্নপর হইয়া উঠিল। তাহারা ইহার জন্য সমুদয় সিপাহীকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮সংখ্যক সিপাহীদল এ পর্য্যন্ত প্রশান্তভাবে ছিল! উত্তেজিত সিপাহীগণ তাহাদের দিকে কামান স্থাপন পূর্ব্বক তীব্রভাবে কহিল যে, যদি তাহারা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে কামানের গোলায় তাহাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হইবে। উত্তেজিত সিপাহীদিগের এই উত্তেজনাময় বাক্য যেন তাড়িত বেগে ১৮সংখ্যক সিপাহীদিগের হৃদয়ে আঘাত করিল। এ বিষয়ে আর কোনরূপ যুক্তির প্রয়োজন হইল না। কোনরূপ বিতর্কের আবশ্যকতা দেখা গেল না। সমগ্র সিপাহীদল যেন অপূর্ব্ব মন্ত্রশক্তিতে পরিচালিত হইয়া তাহাদের জাতীয় পতাকার আশ্রয়ে দলবদ্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং আফিসারদিগের সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল। তাঁহারা এতক্ষণ ১৮সংখ্যক সিপাহীদলের উপর নির্ভর করিতেছিলেন। এখন তাহাদের এই শেষ অবলম্বন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের সৈনিকদল যদি ইহার পূর্ব্বে বিরোধী হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অপরাপর ইংরেজের ন্যায় নৈনীতালে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ ঘটিল না। আফিসরেরা এখন প্রাণের ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বেরেলী পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু সকলের অদৃষ্ট সমান হইল না। কেহ কেহ উত্তেজিত পল্লীবাসিগণকর্ত্তৃক নিহত হইলেন, কেহ কেহ বহু বিঘ্নবিপত্তি ও দুঃসহ কষ্টভোগের পর মোরাদাবাদের জজ উইল্‌সন সাহেবের চেষ্টায় প্রাণরক্ষা করিলেন।

বেরিলীর অপরাপর ইউরোপীয় অতঃপর ভীষণ বিপ্লবসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ইঁহাদের অদৃষ্টফলও সমান হইল না। কেহ কেহ অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করিলেন, কেহ কেহ বিপ্লবকারীদিগের হস্তে নিহত হইলেন। বিপ্লবের অন্যান্য অঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিল না। ইউরোপীয়দিগের বাসগৃহ ভস্মীভূত ও ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল। কারাগাররক্ষকেরা আপনাদের কর্ত্তব্যপালনে যথোচিত

পরিচয় দিয়া অবশেষে বিপ্লবকারীদিগের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিল। কয়েদীগণ অবরোধগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। বেরেলীর উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল অধিবাসিগণ সিপাহীদিগের অনুবর্ত্তী হইতে বিমুখ হইল না। ইহাদের হস্তে অনেক ইউরোপীয় নিহত হইল। ইংরেজের প্রাধান্য ও ক্ষমতার নিদর্শন বেরেলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এখন মুসলমান রোহিলখণ্ডে প্রাধান্যস্থাপনে অগ্রসর হইলেন। রোহিলখণ্ডের শাসনদণ্ড কাহার হস্তগত হইবে, তৎসম্বন্ধে বিচারবিতর্ক হইতে লাগিল। দুই ব্যক্তি এই পদ পাইবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। দুই জনই রোহিলখণ্ডের প্রাচীনপাঠানবংশসম্ভূত। অযোধ্যার নবাব এক সময়ে যাহাদের চিরসমৃদ্ধ ভূখণ্ডে আধিপত্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ভারতের প্রথম গবর্ণর-জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস নবাবের পরিতোষ ও আপনাদের অর্থলালসার পরিতৃপ্তির জন্য যাহাদের সর্ব্বনাশসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশমর্য্যাদা ও বীরোচিত গৌরবে দুই জনই আপনাদের জনপদে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহাদের এক জনের নাম খাঁ বাহাদুর খাঁ, অপরের নাম মোবারিক শাহ। শেষোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বংশগৌরবে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং কার্য্যকুশলতায় ও চরিত্রগৌরবে সজাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত ছিলেন। বার্দ্ধক্যজনিত অবসাদে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী তাদৃশ কার্য্যকুশল না হইলেও অন্য বিষয়ে সজাতির মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ছিল। খাঁ বাহাদুর খাঁ রোহিলখণ্ডের প্রথম ও প্রধান শাসনকর্ত্তা হাফেজ রহমৎ খাঁর বংশসম্ভূত ছিলেন। কাত্রার যুদ্ধক্ষেত্রে সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈনিকগণের সমক্ষে হাফেজ রহমৎ কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিরূপ সাহসের সহিত পুনঃ পুনঃ হস্তসঞ্চালন দ্বারা সহযোগীদিগকে আপনার অনুবর্ত্তী হইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, শেষে আপনার অনুরোধ, আপনার আগ্রহ এবং আপনার তেজস্বিতার পরিচয়সূচক অপূর্ব্ব উৎসাহ সমস্তই বৃথা হইল দেখিয়া, কিরূপ নির্ভীকভাবে সুশ্রী ও সুগঠিত অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া একাকী ইংরেজের সঙ্গিনের দিকে গমনপূর্ব্বক গুলির আঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা রোহিলখণ্ডের অধিবাসীদিগের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। বহু বৎসর অতীত হইলেও, এবং বহুবিধ ঘটনার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিলেও, হাফেজের এই স্বদেশপ্রেম ও স্বার্থ-

ত্যাগের কথা যেন রোহিলখণ্ডে সর্ব্বক্ষণ নবীনভাবে বিরাজ করিতেছিল। এক বংশের পর আর এক বংশের অভ্যুদয় হইলেও ঈদৃশ বিবরণ কখন পুরাতনভাবে জড়িত ও অন্তর্হিত হয় নাই। সুতরাং রোহিলারা খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্যস্বীকারে বিমুখ হইল না। বেরেলীর অধিকাংশ মুসলমান হাফেজ রহমতের বংশধরের সম্মানরক্ষায় উদ্যত হইল। মোবারিক শাহ সিপাহীদিগের সমুত্থানবার্ত্তা শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, বেরেলীর লোকে তাঁহাকে সুবাদার করিবে। কিন্তু শেষে খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি দেখিয়া বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু অভীষ্ট বিষয়লাভে হতাশ হওয়াতে তাঁহার হৃদয় খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রতি বিদ্বেষভাবে পূর্ণ ছিল। সুতরাং এইরূপ বন্ধুতা তদীয় সরলভাবের নিদর্শনজ্ঞাপক হয় নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নবীন সুবাদার খাঁ বাহাদুর খাঁ যেরূপ সাধারণের সম্মানিত ছিলেন, বয়সের আধিক্যে তাঁহার দেহ যেমন গাম্ভীর্য্যের পরিচায়ক, সেইরূপ শ্রদ্ধার উদ্দীপক ছিল। তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় জাতিরই সম্মানাস্পদ ছিলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ রোহিলখণ্ডের প্রথম ও প্রধান শাসন-কর্ত্তার বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে কালযাপন করেন নাই। তিনি সদর আমিনের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কার্য্য যথারীতি সম্পাদনপূর্ব্বক অবশেষে পেন্সন লইয়াছিলেন। সুতরাং হাফেজ রহমতের বংশীয় বলিয়া তিনি যেমন বৃত্তিভোগ করিতেছিলেন, সেই রূপ সদর আমিনের কার্য্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ এইরূপে বৃত্তিলাভপূর্ব্বক সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন করিয়া আসিতে-ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কমিশনার, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারি-গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তিরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেন। গবর্ণমেণ্টের এই বৃত্তিভোগী দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া, জীবনের শেষদশায় যে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের উৎসাহদাতা হইবেন, তাহা রাজ-কর্ম্মচারিগণের কেহই ভাবেন নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন তাঁহার সমক্ষে কহিতেন যে, দিল্লী এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের হস্তগত হইবে, লোকে কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় না দিয়া, তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করিবে, অশ্বারোহী সৈনিকদল তাঁহাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে, তখন বৃদ্ধ খাঁ বাহাদুর খাঁ সহাস্য-

বদনে তাঁহার কথা শুনিতেন।* ইহাতে বোধ হয়, উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে এই বর্ষীয়ান পুরুষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কথিত আছে, খাঁ বাহাদুর মহম্মদ খাঁ নামক এক জন রেসেলাদারের সাহায্যে অশ্বারোহী সৈনিকগণকে আপনার পক্ষে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।†

গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী বৃদ্ধ মুসলমান, সুবাদারের পদ পাইয়াই, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিধনে উদ্যত হইলেন। যাঁহারা নির্জ্জন স্থানে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নবনিয়োজিত শাসনকর্ত্তার সমক্ষে আনীত হইলেন। ইংরেজের প্রবর্ত্তিত রীতি অনুসারে তাঁহাদের বিচারের কোনরূপ অঙ্গহানি হইল না। খাঁ বাহাদুর খাঁ স্বয়ং বিচারকের পদ গ্রহণ করিলেন। হতভাগ্য পলায়িতগণ কারাগারের সমক্ষে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল। খাঁ বাহাদুর খাঁ কাহারও প্রতি দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ হইলেন না। যে সকল ইউরোপীয় তাঁহার সমক্ষে আনীত হইল, তাহাদের সকলেরই অদৃষ্টে এক দশা ঘটিল।

এইরূপে ইউরোপীয়দিগের অস্তিত্ববিলোপের পর খাঁ বাহাদুর খাঁ রাজকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঘোষণাপত্র দ্বারা আপনার আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার সংবাদ সাধারণকে জানাইলেন, এবং স্বয়ং সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক বেরেলীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিলেন। এই সময়ে অনুচরেরা ছত্র, দণ্ড, চামর প্রভৃতি বিবিধ রাজলক্ষণ লইয়া, তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সুবার প্রত্যেক ভাগে কর্ম্মচারিগণ নিয়োজিত হইলেন। দিল্লীর মোগল সম্রাটের নামে রাজস্ব সংগৃহীত হইতে লাগিল। কিন্তু নবীন সুবাদারের শাসনে কোথাও শান্তি বা শৃঙ্খলা রহিল না। দুর্ব্বলের উপর নিপীড়ন হইতে লাগিল, প্রবলেরা যে কোনরূপে হউক, আপনাদের ভোগবিলাসের তৃপ্তিসাধনের উপায় দেখিতে লাগিল। শান্তিপ্রিয় লোকে ইংরেজের শাসনশৃঙ্খলার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

খাঁ বাহাদুর খাঁ উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল লোকের অত্যাচারনিবারণে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং রোহিলখণ্ডে ভয়াবহ অত্যাচারের নিদর্শন পূর্ণমাত্রায়

* *The Mutiny of the Bengal Army, p. 98.*

† *The Mutiny of the Bengal Army, p. 198.*

লক্ষিত হইতে লাগিল। ভীষণ বিপ্লবের সংঘাতে শান্তি ও শৃঙ্খলার সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইংরেজের দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহারে অনেকের সর্ব্বস্বান্ত ঘটিয়াছিল। দেনার দায়ে অনেকে পূর্ব্বপুরুষানুগত সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। যাঁহারা ভূস্বামী বলিয়া এক দিন সাধারণের মধ্যে সম্মানিত ছিলেন, তাঁহারা আদালতের ডিক্রীতে সামান্য লোকের অবস্থায় পাতিত হইয়া, অসহনীয় মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। আদালতের বিচারে তাঁহাদের এইরূপ দশান্তর ঘটিলেও পূর্ব্বতন অধিকার ও সম্মানের বিষয় তাঁহাদের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই সকল সম্পত্তিচ্যুত ও অধিকারভ্রষ্ট লোক এখন সুযোগ বুঝিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরোধীদিগের দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। উপস্থিত সিপাহীযুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব্বে এক জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজকর্ম্মচারী প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার এবং তৎপ্রযুক্ত ভাবী অনিষ্টের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তখন কেবল আশঙ্কাকারী বলিয়াই তৎপ্রচারিত মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছিল॥*

যাহা হউক, এক দল সিপাহী বেরেলীতে থাকাতে খাঁ বাহাদুর খাঁ নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। এই সিপাহীদল তাঁহার আধিপত্য অব্যাহত রাখিতে তাদৃশ যত্নশীল হয় নাই। সুতরাং তাহারা বেরেলীতে থাকিলে, খাঁ বাহাদুর খাঁর অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। এদিকে ব্রিগেডিয়ার বখত্ খাঁ† বাহাদুর খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মোবারিক শাহের পক্ষপাতী ছিলেন। মোবারিক শাহ বখত্ খাঁকে সৈনিকদল লইয়া দিল্লীতে যাইবার পরামর্শ দিলেন, এবং সম্রাটের সমক্ষে আপনাকে রোহিলখণ্ডের সুবাদার করিবার প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদন-পত্র একজন বন্ধু দ্বারা পাঠাইয়া আপনি বেরেলীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥

শাজাহানপুর।

রবিবার প্রাতঃকালে বেরেলীতে যখন এইরূপ ভয়াবহ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন শাজাহানপুরেও ঐরূপ মারাত্মক শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাব হয়। শাজাহানপুর বেরেলীর ৪৭ মাইল

* *Edward's Personal adventures during the Indian rebellion, p. 14.*

† বখত্ খাঁ গোলন্দাজদলের সুবাদার ছিলেন। এই সময়ে ইংরেজের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপ্লবকারীদিগের সহিত মিশিয়া ব্রিগেডিয়ারের পদগ্রহণ করেন।

দূরে অবস্থিত। এই স্থানে ২৮ সংখ্যক সিপাহীদল অবস্থিতি করিতেছিল। কাপ্তেন জেমস্ এই দলের অধিনায়ক ছিলেন। মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, সহকারী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি দেওয়ানি বিভাগের কর্ম্মচারিগণ রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিলেন। মীরাটের সংবাদ ১৫ই মে শাজাহানপুরে উপস্থিত হয়। ঐ সংবাদে শাজাহানপুরের অধিবাসীদিগের মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দর্শনে সর্ব্বপ্রথম বিচলিত হয়েন নাই। সিপাহীদিগের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, নগরের উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল লোকে বিরোধী হইয়া উঠিলে, সিপাহীগণ তাঁহাদের পক্ষে থাকিবে। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে ছিলেন। ৩১শে মে রবিবার শাজাহানপুরের অধিকাংশ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ও আফিসার আপনাদের উপাসনা-মন্দিরে গমন করেন। তাঁহারা যখন উপাসনায় নিবিষ্ট ছিলেন, তখন সিপাহীগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। উপস্থিত বিপ্লবে অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, শাজাহানপুরেও তাহাই ঘটে। সেই পুরাতন কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রোয়জন এবং বৈচিত্র্যের অভাবে বিশদভাবে বর্ণনার অযোগ্য হইলেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ইউরোপীয়-দিগের বাঙ্গালা বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়, ধনাগার আক্রান্ত ও উহার অর্থরাশি উত্তেজিত লোকের হস্তগত হয়। কারাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, কারারুদ্ধগণ মুক্তিলাভ করে, নগরের লোকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর অধিবাসিগণ প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। একজন ইংরেজের চিনি পরিষ্কার করিবার কারখানা এবং রম নামক মদের ভাঁটি উত্তেজিত পল্লীবাসিগণ কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত হয়। রাত্রিসমাগমের পূর্ব্বেই শাজাহানপুরে অভিনব শাসনকর্ত্তা, শাসনসংক্রান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং শ্বেতকায়ের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শাজাহানপুরের ইংরেজেরা এই বিপ্লব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি-লেন না। অন্যান্য স্থানে তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। অশিক্ষিত অদূরদর্শী ও দুর্দ্ধর্ষ লোকে যখন আপনাদের চিরন্তন ধর্ম্ম ও চিরাগত রীতিনীতির বিলোপের আশঙ্কায় একান্ত

উত্তেজিত হয়, তখন তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। তাহারা স্বধর্ম্মনাশক ও স্বদেশীয় রীতিনীতির বিলোপকারী বলিয়া, যাহাদের প্রতি সন্দেহ করে, উন্মত্তভাবে তাহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষীয়গণ আপনাদের ধর্ম্ম ও চিরপ্রচলিত আচারব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী। তাহারা ইহার জন্য আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিতেও কাতর হয় না এবং অপরের প্রাণনাশেও সঙ্কোচ প্রকাশ করে না। অধিকন্তু পরস্বাপহারক দুর্ব্বৃত্তগণ এই সময়ে অপরের ধনে আপনাদিগের দুর্নিবার ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহযুক্ত হয়। তাহারা এই সূত্রে ভীষণ বিপ্লবের বিস্তার করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হয় না। প্রধানতঃ এই সকল কারণে ইউরোপীয়দিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যেখানে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সেই খানে ইউরোপীয়গণ উত্তেজিত সিপাহীদিগের ও বিলুণ্ঠনপ্রিয় দুর্ব্বৃত্ত লোকের অস্ত্রপ্রয়োগের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। বিপ্লবের প্রারম্ভে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই। এক স্থানের উত্তেজিত লোকে সর্ব্বপ্রথম যাহা করিয়াছে, স্থানান্তরের উত্তেজিত লোকে সর্ব্বপ্রথম তাহারই সম্পাদনে আগ্রহযুক্ত হইয়াছে। সকল স্থানের অনুষ্ঠিত ঘটনা যেন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া, এক উদ্দেশ্যের অবতারণা করিয়াছে। ধনাগারবিলুণ্ঠন, কারাগারের কয়েদীদিগের বিমুক্তিসাধন, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহদাহন এবং ইউরোপীয়দিগের নিধন, উত্তেজিত লোকের প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং যেখানে সিপাহীগণ উত্তেজিত ও গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্যনাশের জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে, সেইখানে সর্ব্বপ্রথম এই সকল ভয়ঙ্কর দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। শাজাহানপুরের উত্তেজিত সিপাহীগণও ধনাগার বিলুণ্ঠন করিয়াছিল, কারারুদ্ধদিগের অবরোধমোচন করিয়াছিল, ইউরোপীয়দিগের বাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইল। ইউরোপীয়গণ যখন উপাসনামন্দিরে আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, তখন কতিপয় উত্তেজিত সিপাহী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। উপাসকগণ এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ উত্তেজিত লোকের হস্তে নিহত হইলেন, কেহ কেহ উপাসনাগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শঙ্কিতভাবে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। মহিলারাও ভয়বিহ্বলচিত্তে ঐ স্থানে রহিলেন।

এই সময়ে সৈনিকনিবাসে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিল। কাপ্তেন জোন্স আপন দলের সিপাহীদিগকে শান্ত করিতে গিয়া নিহত হইলেন। এক জন ইংরেজ ডাক্তার হাস্পাতাল হইতে আবাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন হইতেছিলেন, এমন সময়ে উত্তেজিত সিপাহীগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ডাক্তার আপনার স্ত্রী, একটি শিশু সন্তান ও একটি ইউরোপীয় পরিচারিকাকে গাড়িতে তুলিয়া আপনি কোচবাক্সে বসিলেন, এবং তাড়াতাড়ি আপনাদের উপাসনাগৃহের দিকে যাইতে লাগিলেন। কতিপয় সিপাহী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব গুলির আঘাতে কোচবাক্স হইতে ভূপতিত ও গতাসু হইলেন। তাঁহার স্ত্রী আহত হইলেও, উপাসনাগৃহে গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এই সঙ্কটকালে ইউরোপীয়দিগের এতদ্দেশীয় ভৃত্যগণ প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হইল না। তাহারা বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র আনিয়া আপনাদের প্রভুদিগকে দিল। এই সময়ে যদি সিপাহীদিগের মধ্যে ঐক্য থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের কেহই তাহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সিপাহীগণ এ সময়ে এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরস্পর দলবদ্ধ হয় নাই। ঘটনাচক্রে ইহাদের মতিভ্রম হইয়াছিল। ইহারা অতীত বিষয়ের পর্য্যালোচনা না করিয়া এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকলে তাহাদের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করে নাই। যখন সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া ফিরিঙ্গির শোণিতে আপনাদের বলবতী হিংসার তৃপ্তিসাধনে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহাদের দলের কেহ কেহ সেই বিপন্ন ও তাহাদের সজাতিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ফিরিঙ্গির জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল। শাজাহানপুরেও এইরূপ প্রায় ১০০ প্রভুভক্ত সিপাহী তাহাদের আফিসরদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়। এইরূপে হতাবশিষ্ট ইউরোপীয়দিগের জীবন নিরাপদ হইয়া উঠে। এখন ইউরোপীয়গণ সহায়সম্পন্ন হইয়া আপনাদের পলায়নের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার প্রান্তবর্ত্তী পৌহায়িন নামক স্থানে যাইবার প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবকারীর বিশ্বাস ছিল যে, পৌহায়িনের রাজা তাঁহাদিগকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিবেন। এই সময়ে কয়েকটি অশ্ব এবং দুই এক খানি গাড়ি সংগৃহীত

ও উপাসনামন্দিরের প্রাঙ্গণে আনীত হইল। ইউরোপীয়গণ কালবিলম্ব না করিয়া পৌহায়িনে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথাকার লোক পলায়িত-দিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া, আপনাদের অসামর্থ্য জানাইল। সুতরাং পলায়িতগণ অযোধ্যার প্রান্তবর্ত্তী মোহম্মদী নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে বিবৃত হইবে।

বদায়ুন।

বেরেলীর ৩০ মাইল দূরে বদায়ুন অবস্থিত। এডওয়ার্ডস্ সাহেব এই স্থানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ছিলেন। তিনি গবর্ণর-জেনেরল লর্ড এলেনবরা এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে পররাষ্ট্রবিভাগের কার্য্য করিয়াছিলেন। দেওয়ানি আদালতের ব্যবস্থায় এতদ্দেশীয়গণ কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পাতিত হইয়াছিল, তাহা ইঁহার অবিদিত ছিল না। এসম্বন্ধে ইঁহার মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ফলতঃ ইনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে, সুযোগ পাইলেই ইহারা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিবে। মিরাটের সংবাদ পাইয়াই ইনি আপনার স্ত্রী ও সন্তানকে নৈনীতালে পাঠাইয়া দেন। এডওয়ার্ডস্ এইরূপে একটি গুরুতর দায় হইতে মুক্ত হইয়া, আপনার কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিলেন। স্বদেশের কোন ব্যক্তি এসময়ে তাঁহার নিকটে ছিলেন না। তিনি একাকী অসন্তুষ্ট, সন্দিগ্ধলোকের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

২৫ মে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সংবাদ পাইলেন যে, ঐ দিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুসলমানগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইবে। এই সময়ে মুসলমানগণ আপনাদের প্রধান পর্ব্ব ইদের আমোদে প্রমত্ত ছিল। মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইয়া, প্রধান প্রধান মুসলমানদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। যে পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত না হইল, সে পর্য্যন্ত তিনি আমন্ত্রিত মুসলমানদিগকে আপনার নিকটে রাখিয়া, শান্তিরক্ষার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমন্ত্রিত মুসলমানদিগের অনেকে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, অনেকে উদ্ধত-ভাব ও উগ্রপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল। মন্ত্রণাসভায় এইরূপ উত্তেজনা প্রযুক্ত কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছিল। যাহাহউক, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইল। ঐ দিনে কোনরূপ বিপ্লবের সূচনা দেখা গেল না। মুসলমানদিগের এইরূপ

উত্তেজনা, এইরূপ উগ্রভাব, এইরূপ ঔদ্ধত্যের মধ্যে কেবল এক জন সমবেদনা-পর, সমদর্শী, সৌম্যপ্রকৃতি, শ্বেতকায় পুরুষ গুরুতর কর্ত্তব্যপালনের জন্য দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, লোকে তাঁহাদের রাজনীতির দোষে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছে। উপস্থিত সময়ে তাঁহাদের অসন্তোষ নিবারণ করা সহজ নহে। যখন ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন উহা চারি দিকেই আপনার গতি বিস্তার করিবে। এই বিপত্তির সময়ে তিনি যে, স্থানান্তর হইতে সাহায্য পাইবেন, এরূপ সম্ভাবনাও অল্প। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মনে এইরূপ নানা চিন্তার উদয় হইলেও, তিনি একাকী সেই বিপত্তির সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। দুই দিন নিরাপদে অতিবাহিত হইল। দুই দিন এই সাহসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ইংরেজ কর্ম্মচারী উত্তেজিত মুসলমানদিগের মধ্যে একাকী রহিলেন। তাঁহার সমদর্শিতা ও সৎ স্বভাবের জন্যই হউক, বা এক জন নিঃসহায় ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির শোণিতপাত করিলে আপনাদের বীরত্বগৌরব বিলুপ্ত হইবে বলিয়াই হউক, মুসলমানগণ তদীয় অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হইল না। যাহা হউক, মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিদেশে বিধর্ম্মী ও বিদ্বিষ্ট লোকের মধ্যে পূর্ব্ববৎ একাকী রহিলেন। বেরেলীর ৬৮ গণিত দলের কতিপয় সিপাহী তাঁহার নিকটে ছিল। কিন্তু ইহাদের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। পুলিসের নজীবদিগের উপরেও তিনি সর্ব্বাংশে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বেরেলী হইতে ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাঁহার রক্ষণীয় স্থানের লোকেও বিপ্লব ঘটাইবে।

এইরূপ ভাবনাগ্রস্ত হইয়া, বদায়ুনের মাজিষ্ট্রেট আপনার কর্ম্মস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি যখন আত্মীয় স্বজনশূন্য স্থলে একাকী ভোজন করিতেছিলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার কোন স্বদেশীয় ব্যক্তি কতিপয় সওয়ারের সহিত তদীয় গৃহের অভিমুখে আসিতেছেন। আগন্তুক ক্রমে মাজিষ্ট্রেটের সমীপবর্ত্তী হইলেন। মাজিষ্ট্রেট ইঁহাকে দেখিয়াই হৃষ্ট হইলেন। ইনি এডওয়ার্ডস্ সাহেবের আত্মীয় এবং আগরাবিভাগের অন্তর্গত ইটার মাজিষ্ট্রেট ফিলিপস্ সাহেব। ইটা বিপ্লবময় হইয়াছিল। নরহত্যা, গৃহদাহ, সম্পত্তিবিলুণ্ঠন প্রভৃতি বিপ্লবের প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল। ফিলিপস্ সাহেব এই বিপ্লবে একান্ত বিব্রত হইয়া, তাঁহার আত্মীয়ের নিকটে সাহায্যের আশায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে পথে ঘাটে অনেক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে সমুত্থিত হইয়াছিল। ইটার মাজিষ্ট্রেট এইরূপে অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেবল কতিপয় সওয়ার তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত ছিল। তিনি এই অবস্থায় তদীয় আত্মীয়ের সমক্ষে সমাগত হইলেন।* এডওয়ার্ডস্ এইরূপ বিপত্তিকালে আপনার স্বদেশীয় অধিকন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সমাগমে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির কোনরূপ উপায় করিতে পারিলেন না। যেখানে সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, উদ্ধত লোকে আপনাদের জিঘাংসা ও বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল, সেইখানে ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্থানান্তরে শান্তিস্থাপনের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁহারা আপনারাই আপনাদের জন্য বিব্রত হইয়া, অপর স্থান হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা করিতেছিলেন। এসময়ে অপর স্থান হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির তাদৃশ সম্ভাবনা ছিল না। এডওয়ার্ডস্ তাঁহার আত্মীয়কে কহিলেন যে, বেরেলী হইতে সাহায্য পাওয়ার আশা অতি অল্প। কিন্তু তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, উত্তেজিত লোকে ভিল্‌সা নামক একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন সবিশেষ আগ্রহের সহিত বেরেলীর কমিশনারের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ৩১শে মে রাত্রি ৯টার সময় কমিশনারের নিকট হইতে উত্তর আসিল যে, একদল সিপাহী এক জন ইউরোপীয় আফিসরের তত্ত্বাবধানে মাজিষ্ট্রেটের সাহায্যের জন্য বেরেলী হইতে যাত্রা করিতেছে। এই উত্তর পাইয়া বদায়ুন ও ইটার মাজিষ্ট্রেটদ্বয় উৎফুল্ল হইলেন।

* পথে ফিলিপস্ সাহেবকে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। খাসগঞ্জ নামক স্থানে কতকগুলি উদ্ধত ও বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোক, কেহ কেহ বন্দুক, কেহ কেহ বা কেবল লাঠী লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার সমভিব্যাহারী সওয়ারগণের জমাদার এই সময়ে সবিশেষ সাহসের পরিচয় দেয়। আক্রমণকারীদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি নিহত হয়। কথিত আছে, ফিলিপস্ সাহেবের হস্তে তিন ব্যক্তি দেহত্যাগ করে। এইরূপে ফিলিপস্ সাহেব ঐ সকল লোককে তাড়িত করিয়া বদায়ুনে উপস্থিত হয়েন।—*William Edwards, Personal adventures p. 7.*

এডওয়ার্ডস্ সাহেব সাহায্যকারী সৈনিকদিগের অধিনায়ককে শীঘ্র আনিবার জন্য এক জন সওয়ার পাঠাইয়াছিলেন। এদিকে রাত্রি তিনটার সময় ফিলিপস্ সাহেব ইটায় যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সুসংবাদে আশ্বস্ত হওয়াতে সেই রাত্রি তাঁহারা প্রশান্তভাবে সুষুপ্তিসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিশীথ কালের অব্যবহিত পরে তাঁহাদের এই শান্তিসুখের ব্যাঘাত হইল। রাত্রি ২॥টার সময়ে বদায়ুনের মাজিষ্ট্রেট সাহেব শয্যা হইতে উঠিয়া ফিলিপস্ সাহেবকে জাগাইবার জন্য আপনার শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, এই সময়ে এক জন চাপরাশি সাতিশয় ব্যাকুলভাবে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল যে, তিনি যে সওয়ারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার নিকটে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বেরেলীর সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ নিহত হইয়াছেন। কারাগারের প্রায় চারি হাজার কয়েদী মুক্তিলাভ করিয়াছে। বেরেলী হইতে বদায়ুনের দিকে প্রায় ৮ মাইল পর্য্যন্ত পথ এই সকল বিমুক্ত কয়েদীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহীদিগের একদল ধনাগার বিলুণ্ঠন, কারারুদ্ধদিগের বিমুক্তিসাধন এবং ইউরোপীয়দিগের নিধনের জন্য বদায়ুনের অভিমুখে আসিতেছে।

সংবাদ পাইয়াই এডওয়ার্ডস্ সাহেব চিন্তিত হইলেন। তিনি ফিলিপস্ সাহেবকে জাগাইয়া এই নিদারুণ সমাচার জানাইলেন। ফিলিপস্ সাহেব কালবিলম্ব করিলেন না। উত্তেজিত সিপাহী ও উদ্ধতপ্রকৃতি লোককর্ত্তৃক গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি আপনার কর্ম্মস্থলে উপনীত হইবার জন্য অশ্বারোহণে ত্বরিতগতিতে গঙ্গার তটাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এডওয়ার্ডস্ সাহেব গুরুতর কর্ত্তব্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মস্থলে রহিলেন। ফিলিপস্ সাহেব চলিয়া গেলে, দুই জন ইংরেজ নীলকর এবং অন্য এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী এড্ওয়ার্ডস্ সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইলেন। এ সময়েও এডওয়ার্ডস্ সাহেব স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই, যেহেতু এ সময়ে তাঁহার রক্ষণীয় স্থানে বিপ্লবের কোনরূপ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। বদায়ুনের সৈনিকদলের এতদ্দেশীয় অধিনায়ক তাঁহাকে এ সময়ে কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিকগণ শেষ সময় পর্য্যন্ত ধনাগার রক্ষা করিবে। তাহারা কখনও বেরেলীর সিপাহীদিগের

কথায় পরিচালিত হইবে না, বা তাহাদের পথানুসরণ করিয়া কোনরূপ শান্তিভঙ্গ করিবে না। কিন্তু তাঁহার এই কথা শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যে দিন এই অধিনায়ক আপনাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালে ঘটনাচক্র অন্যদিকে আবর্ত্তিত হইল। বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহীগণ তাহাদের বদায়ুনস্থিত সহযোগীদিগকে ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। সুতরাং অবিলম্বে মারাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। উদ্ধত লোকে দলবদ্ধ হইয়া, পরস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। প্রায় ৩০০ শত বিমুক্ত কয়েদী মাজিষ্ট্রেটের গৃহের চারি দিকে বিকটভাবে চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহীদিগের কেহ কেহ বদায়ুনে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সিপাহীদিগকে বিপ্লবের কার্য্যসাধনে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া, পলায়নে উদ্যত হইলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, তিন জন ইউরোপীয় সঙ্গীর সহিত অশ্বারোহণে আপনার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রথমে মোরাদাবাদের পথে তাঁহাদের যাইবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে একটি মুসলমান ভদ্রলোক কতিপয় অনুচরের সহিত তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, গন্তব্য পথ উত্তেজিত সিপাহী ও কারাগারমুক্ত কয়েদীগণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, অতএব এ সময়ে কোথাও না গিয়া, তাঁহার গৃহে আত্মগোপন করা সঙ্গত। এই মুসলমান সর্দ্দারের বাটী বদায়ুনের প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী শেখপুরা নামক স্থানে ছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার বাটীতে যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা যখন শেখপুরার অভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন উচ্ছৃঙ্খল লোকে বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার চাপরাশিরা পর্য্যন্ত তদীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেছিল। এডওয়ার্ডস্ সাহেব চারি দিকে এইরূপ লুঠতরাজ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। বিশেষতঃ তদীয় অনুগত লোকের ব্যবহারদর্শনে তাঁহার সাতিশয় ক্রোধ হইল। কিন্তু এখন ক্রোধপ্রকাশের সময় ছিল না, অপরাধীদিগের শাস্তিবিধানেরও সুযোগ ছিল না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার প্রাণের দায়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য শেখপুরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; সকলে

নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়াছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত শেখের ভ্রাতা আসিয়া তাঁহাদিগকে বিনয়ের সহিত কহিলেন যে, এত লোকে এই স্থানে অবস্থিতি করিলে, উত্তেজিত সিপাহীরা নিঃসন্দেহ তাঁহাদের সন্ধান পাইবে। অতএব গঙ্গার বামতটে—এই স্থান হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে অন্য একটি পল্লীতে তাঁহাদের অবস্থিতি করাই শ্রেয়ঃ। বলা বাহুল্য যে, এই পল্লীও শেখদিগের অধিকারের মধ্যে ছিল। এডওয়ার্ডস্ সাহেব প্রথমে এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, এবং এইরূপ অনাতিথেয়তার জন্য উপস্থিতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শেখপুরার সর্দ্দারকে অনেক বলিলেন। কিন্তু শেখপ্রধান তাঁহার কথায় বিচলিত হইলেন না। তিনি কেবল মাজিষ্ট্রেটকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন; উত্তেজিত সিপাহীদিগের ভয়ে মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গীদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত ছিলেন না। এদিকে সঙ্গীরা মাজিষ্ট্রেটকে ছাড়িতে একান্ত অসম্মত ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে মাজিষ্ট্রেটেরও ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট বাধ্য হইয়া সঙ্গীদিগের সহিত আবার ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত পল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এখন তাঁহাকে অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইল। তিনি আপনার ক্ষমতা, আপনার প্রাধান্য, আপনার পদগৌরব, আপনার সম্পত্তি—সমস্ত বিষয়েই বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার জীবন—কেবল জীবনরক্ষার জন্য জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ পরিয়া আত্মগোপন করিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী অবস্থার বিষয় স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

মাজিষ্ট্রেটের পলায়নের পর বদায়ুনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত সিপাহীগণ কয়েদীদিগের অবরোধমোচন করিয়াছিল। বিমুক্ত কয়েদীগণ অপরের সম্পত্তিলুণ্ঠন ও ইউরোপীয়দিগের নিধনের আশায় চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উচ্ছৃঙ্খল লোকে দলবদ্ধ হইয়া, লুঠতরাজে ব্যাপৃত ছিল। গবর্ণমেন্টের ধনাগার সর্ব্বপ্রথম ইহাদের লক্ষ্য হইয়াছিল। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্বেই এ বিষয়ে সাবধান হইয়াছিলেন। ভাবী বিপদ বুঝিতে পারিয়া, তিনি জমীদারদিগের নিকট হইতে কিস্তির খাজানা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোকে এখন ধনাগারে অর্থের অল্পতা দেখিয়া, একান্ত হতাশ্বাস হইল। কিন্তু তাহারা

নানাস্থানে উৎপাত করিয়া, বেড়াইতে পরাঙ্মুখ হইল না। সমগ্র জেলা শৃঙ্খলাশূন্য, অশান্তিময় ও ঘোরতর বিপ্লবে অরাজক হইয়া পড়িল। নিম্নশ্রেণীর প্রায় সমস্ত লোকে স্বপ্রধান হইয়া, আপনাদের ক্ষমতাবিস্তারে উদ্যত হইল। সিপাহীরা দিল্লীতে প্রস্থান করিলেও জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঘোরতর বিপ্লবের ভয়ঙ্কর দৃশ্য তিরোহিত হইল না। খাঁ বাহাদুরের আধিপত্য প্রকাশ্যরূপে ঘোষণা করা হইল। নূতন রাজকীয় কার্য্যের জন্য কর্ম্মচারিগণ নিয়োজিত হইতে লাগিল। অভিনব অধিপতির নামে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল। সমগ্র বিভাগ সহসা যেন এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব শক্তিতে ইংরেজের অধিকারভ্রষ্ট হইয়া ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিল।

এই অবসরে খাঁ বাহাদুর খাঁ আপনার প্রাধান্য বদ্ধমূল করিতে সচেষ্ট হইলেন। রোহিলখণ্ডে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক ছিল। খাঁ বাহাদুর খাঁ সর্ব্বপ্রথম হিন্দুদিগকে যেরূপ আশ্বস্ত, সেইরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিদ্বিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যদি হিন্দুগণ এই সকল বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গিদিগকে নিহত বা দেশ হইতে তাড়িত করে, তাহা হইলে তাহাদের দেশহিতৈষিতার পুরস্কারস্বরূপ গোহত্যার প্রথা নিবারণ করা হইবে। যদি কোন হিন্দু উপস্থিত বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইবে; এবং যদি কোন হিন্দু এই ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার ছয় মাস কারাবাস ও জরিমানা হইবে। রোহিলখণ্ডের হিন্দুগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও, মুসলমানেরা ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় বা উদ্ধতপ্রকৃতি ছিল না। ইহাদের অনেকে প্রশান্তভাবে কৃষিকার্য্যে, শিল্পকর্ম্মে বা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত। ইহাদের আচারব্যবহারে কৃষাণজনোচিত নিরীহভাবের নিদর্শন লক্ষিত হইত। কিন্তু মুসলমানগণ ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ছিল। ইহারা যেরূপ উদ্ধত ও ভয়ঙ্করস্বভাব সেইরূপ অস্ত্রপ্রয়োগে সুদক্ষ ছিল। সুতরাং মুসলমানগণ তাদৃশ বিঘ্নবিপত্তির আশঙ্কা না করিয়া সর্ব্বত্র আপনাদের ঘোষণাপত্র প্রচার করিল।

কিন্তু খাঁ বাহাদুর খাঁ কেবল আপনার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিলেন না। তিনি শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া, কূট রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে চাতুরীর পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে কে সাহেব স্বপ্রণীত ইতিহাসে এই

ভাবে লিখিয়াছেন যে, তাহাদের উদ্বোধ হইয়াছিল যে, খৃষ্টানেরা হিন্দুদিগের নিকটে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়া মুসলমানদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারে, সুতরাং তাহারা হিন্দুদিগকে আপনাদের পক্ষে রাখিবার জন্য পুনর্ব্বার এইভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করিল, "যদি ইংরেজেরা হিন্দুদিগের সমক্ষে আমাদের ন্যায় অঙ্গীকার করিয়া, তাহাদিগকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য উত্তেজিত করে, তাহা হইলে অভিজ্ঞ হিন্দুগণ বিবেচনা করিবেন যে, ইংরেজেরা ঐরূপ করিলে হিন্দুগণ নিঃসন্দেহে প্রতারিত হইবে। ইংরেজেরা কখন আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে না। তাহারা প্রতারক ও ভণ্ড। এই সকল প্রতারক ইংরেজগণ আমাদের স্বদেশীয়গণ দ্বারা সর্ব্বদাই আপনাদের অভীষ্ট সাধন করিয়া লইতেছে। আপনাদের মধ্যে কাহারও উপস্থিত সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এই সুযোগে আমাদের অভীষ্টকর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য"। কে সাহেব স্বপ্রণীত ইতিহাসে এ বিষয়ে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "আমাদের ইংরেজী প্রথানুসারে যে সকল ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, তৎসমুদয়ের ভাব নিঃসন্দেহ এই সকল ঘোষণাপত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইংরেজদিগের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয়গণ মিথ্যাবাদী। ভারতবর্ষীয়গণ যে, এই মিথ্যাপবাদের বিনিময়ে আমাদিগকে ঐরূপ অপবাদে দূষিত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের অভিযোগ করিবার কোন কারণ নাই। অধিকন্তু ভারতবর্ষীয়গণ মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে যে, কেবল কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহা আমরা সর্ব্বদাই তাহাদের মনে করিয়া দিয়া থাকি, এবং নির্ব্বন্ধসহকারে বলিয়া থাকি যে, কেবল ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের উপরই তাহাদের যাবতীয় আশা ও সুখ নির্ভর করিতেছে। মুসলমানগণ যে, এবিষয়ে আমাদের পথানুসরণ করিয়া, হিন্দুদিগকে বলিবে যে ইংরেজদিগের নিষ্কাশন ও মুসলমানদিগের আধিপত্যরক্ষণের উপরই তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহা স্বাভাবিক ও মার্জ্জনীয়। আমাদিগকে বিবিধ বিষয়ে অপরাধী করা হইয়াছে। এই ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ইংরেজেরা অন্যান্য জাতির চিরন্তন রীতিনীতির বিলোপ করে। অনন্তর হিন্দুদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা হিন্দুবিধবার বিবাহের অনুমোদন করিয়াছি, জোর করিয়া সতীদাহপ্রথা তুলিয়া দিয়াছি; হিন্দুদিগকে উন্নতির

আশায় প্রলুব্ধ করিয়া আমাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি ; অধিকন্তু আমরা এই নিয়ম করিয়াছি যে, যখন কোন রাজার অপুত্রকাবস্থায় দেহত্যাগ হইবে, তখন তাহার বিধবা পত্নী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। তদীয় যাবতীয় সম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, রাজাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি ও রাজ্যে বঞ্চিত করিবার জন্যই ইংরেজদিগের এই নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। এইরূপে ইংরেজেরা নাগপুর এবং লক্ষ্ণৌ অধিকার করিয়াছে। রাজগণ! আপনাদের ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য তাহাদের অভিসন্ধি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আপনাদের সকলেরই জানা উচিত যে, যদি এই সকল ইংরেজকে ভারতবর্ষে থাকিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনাদের সকলকেই নিহত করিবে। এবং আপনাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ফেলিবে।”* মুসলমানগণ এই ভাবে ঘোষণা করিয়া সজাতির লোককে যেমন উত্তেজিত করিয়াছিল, সেইরূপ হিন্দুদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিল। অধিকন্তু তাহারা এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সকলকে এই কথা বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল যে, যাহারা এই কার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটি পয়সা দিবে, তাহারা শেষ বিচারের দিন ঈশ্বরের নিকট হইতে ৭০০শত পয়সা পাইবে, এবং যাহারা এই উদ্দেশ্যে এক টাকা দিবে, তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে ৭০০ সাত শত টাকা লাভ করিবে। † পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ঘোষণাপত্রসম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অভিনব শাসনকর্ত্তার আধিপত্যকালে অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, ধনাগারে টাকা মৌজুদ ছিল না, সুতরাং এ জন্য ঈশ্বরের হস্ত হইতে শেষ পুরস্কারপ্রাপ্তির আশা দিয়া সাধারণকে অর্থদানের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে অভীষ্ট ফললাভ হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে হেতু, সাধারণে ইহাতে সবিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠে নাই। ধনাগারে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। যাহা হউক, প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতিমাস, রোহিলখণ্ডে অভিনব শাসনপ্রণালীর অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ইংরেজদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন,

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 289-91.*

† *Ibid, p. 291.* কথিত আছে, এই ঘোষণাপত্র খাঁ বাহাদুর খাঁর দপ্তরে পাওয়া যায়। মোরাদাবাদের জজ উইলসন্ সাহেব উহার অনুবাদ করেন।

তাঁহারা ছদ্মবেশে এখানে ওখানে লুকায়িতভাবে থাকিয়া, এতদ্দেশীয়দিগের অসীম করুণায় আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফরক্কাবাদ।

ইহার মধ্যে ফরক্কাবাদে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিল। ফরক্কাবাদ আগরাবিভাগের অন্তর্গত। জাহ্নবীর জলপ্রবাহ এই জনপদকে রোহিলখণ্ড হইতে বিযুক্ত করিতেছে। কিন্তু ভৌগোলিক সীমা অনুসারে ইহা রোহিলখণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিভাগ অনুসারে ইহা রোহিলখণ্ডের অধীন না হইলেও, সামাজিক বিষয়ে ইহা রোহিলখণ্ডেরই অনুরূপ ছিল। রোহিলখণ্ডের ন্যায় ফরক্কাবাদ মুসলমানপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, রোহিলখণ্ডের মুসলমানদিগের ন্যায় ফরক্কাবাদের মুসলমানদিগের ক্ষমতাও অধিকতর ছিল, এবং রোহিলখণ্ডের ন্যায় ফরক্কাবাদেও মুসলমানগণ সর্ব্বদা আপনাদের উদ্ধতভাবের পরিচয় দিত। যখন ইংরেজের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়, তখন এই জনপদ সাতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ও গোলযোগপূর্ণ ছিল। চুরি, ডাকাতি ও সময়ে সময়ে নরহত্যাও হইত। ইংরেজের আধিপত্য বদ্ধমূল হইলে, এই সকল উপদ্রব নিরাকৃত হয়। কিন্তু অধিবাসীদিগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। উক্ত মুসলমানগণ স্বপ্রধানভাবে কার্য্য করিতে ভালবাসিত। সুতরাং তাহারা শ্বেতকায়ের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। স্বদেশ হইতে শ্বেতকায়দিগকে নিষ্কাশিত করিতে তাহাদের আগ্রহ পরিস্ফুট হইত। তাহারা আপনাদের অভীষ্টসাধনের জন্য সুসময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। এখন সেই সুসময় উপস্থিত হইল। মে মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র বিভাগ ভয়ঙ্কর বিপ্লবে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ফরক্কাবাদে প্রাচীন নবাববংশের অনেক লোক ছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে ইঁহাদের দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুরবস্থায় পতিত হইলেও, বিগত সম্মান, সমৃদ্ধি ও বংশগৌরবের বিষয় ইহাদের স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হয় নাই। ইঁহারা কুলমর্য্যাদায় এরূপ আত্মহারা ছিলেন যে, কোন কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করিতেন না, এবং এরূপ দরিদ্র ছিলেন যে, কিছুতেই ইঁহাদের সন্তোষলাভ হইত না। এই সকল নিশ্চেষ্ট, নিরবলম্ব ও সর্ব্বাংশে নিষ্কর্ম্মা লোক আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধির আশায় শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। ফরক্কাবাদে ১০ সংখ্যক সিপাহীদল অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা সর্ব্বপ্রথম গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়

নাই। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন উদ্ধত পরস্বাপহারিগণ পল্লী সকল দগ্ধ করিতেছিল, এবং সর্ব্বত্র লুঠতরাজে ব্যাপৃত ছিল, তখন সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই। সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণের এক মাস পূর্ব্বে উদ্ধত ও অশান্তপ্রকৃতি লোকে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল।

যেখানে বহুসংখ্যক অসংসাহসী ও দুর্বৃত্ত লোকের অধিবাস, সেখানে সামান্য সূত্রেই সাতিশয় গোলযোগ ঘটে। গোলযোগের সূত্রপাত হইলেই দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোকে আপনাদের কল্পনাবলে নানাবিধ অলীক বিষয়ের প্রচার পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে। যাহারা অপরের অর্থে আপনাদের উদ্দাম ভোগলালসার তৃপ্তিসাধনে ইচ্ছা করে, পূর্ব্বতন বিদ্বেষভাব বশতঃই হউক, জিঘাংসার পরিতৃপ্তির জন্যই হউক, বা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হউক, সমস্ত বিষয় উচ্ছৃঙ্খল ও সমগ্র জনপদ উপদ্রবময় করে, নানারূপ অলীক ও অদ্ভুত কথায় লোকের মন বিচলিত করাই তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। ফরক্কাবাদ এইরূপ দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম্মসাধনে কৃতহস্ত লোকের কল্পনার লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে এই বিভাগের অধিবাসীদিগের মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনার সঞ্চার হয়, এবং এই বিভাগে নিরতিশয় অদ্ভুত জনরব প্রচারিত হইতে থাকে। অশিক্ষিত, অদূরদর্শী ও সর্ব্বদা কৌতূহলপর মানব সাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করিবার জন্য আপনাদের কল্পনায় যতদূর বিস্ময়কর বিষয়ের অবতারণা করিতে পারে, ফরক্কাবাদে ততদূর বিস্ময়জনক কিংবদন্তীর প্রচার হইয়াছিল। সিপাহীযুদ্ধের প্রারম্ভে বাজারে, পল্লীতে, সাধারণের সম্মিলনস্থানে প্রথমেই গুজব উঠিয়াছিল যে, ফিরিঙ্গিগণ সাধারণের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য লোকের প্রধান খাদ্য ময়দার সহিত অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে, এবং প্রধান পানীয় কূপোদক গোরু ও শূকরের মাংসে অপবিত্র করিয়াছে। এই অপবিত্র খাদ্য ও পানীয়ের কথা ফরক্কাবাদের দুরাচার লোকের অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে যেরূপ কার্য্যকর হইয়াছিল, সমগ্র দেশের অন্য কোন স্থানে সেইরূপ হয় নাই। অধিকন্তু ফরক্কাবাদে ইহার উপর আর একটি অদ্ভুত জনরবের প্রচার হইয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রূপার হলকরা চাক্তার টাকা বাহির করিয়াছেন। ওয়েলার-

নামক এক জন ইঞ্জিনিয়ার মার্চ্চ মাসে ফতেগড়ে ছিলেন। এক জন মহাজন অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দা এবং ভারতবর্ষীয়দিগের জাতিনাশ সম্বন্ধে ইংরেজদিগের অন্যান্য কুঅভিসন্ধির বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার নিকটে গমন করেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে কহেন যে, এই সকল জনরব নিতান্ত অমূলক। কিন্তু ইহাতে মহাজনের বিশ্বাস হয় নাই। তিনি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত কহেন—"আপনি জানেন যে, গবর্ণমেণ্ট চামড়ার টাকা বাহির করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত রূপা সংগ্রহ করিয়া লইবার সঙ্কল্প করিতেছেন"। ওয়েলার সাহেব এই কথায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন, কিন্তু মহাজন ঘাড় নাড়িয়া কহেন যে, তিনি এই টাকা নিজে দেখিয়াছেন, এবং এইরূপ কতকগুলি টাকা তাঁহার নিকটেও আছে। মহাজনের এই কথা শুনিয়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কহেন—"আপনি উহা যত পারেন আনিয়া দিন। উহার প্রত্যেকটির জন্য আমি আপনাকে চৌদ্দ আনা করিয়া দিব।" মহাজন বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না। চামড়ার টাকা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দৃষ্টিগোচর হইল না*। এই জনরবের মূল নির্ণীত হয় নাই। ইহা যে বিপ্লবপ্রয়াসী লোকের অপূর্ব্ব কল্পনায় উৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনরবের মূল যাহাই হউক না কেন, কিন্তু ইহাতে উদ্ভাবনাকারীর কল্পনাচাতুরীর প্রশংসা করিতে হয়। লোকে এইরূপ জনরব প্রচার করিয়া বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতে মহাজনগণ যেরূপ ভীত হইয়াছিল, সাধারণ লোকেও সেইরূপ অপবিত্র দ্রব্যের ব্যবহারের আশঙ্কায় নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

আগরা বিভাগের অন্তর্গত আর একটি প্রধান নগরে এই সময় মহাবিপ্লবের পূর্ণ বিকাশ হয়। এই নগর শাজাহানপুরের ২১ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ-তটে অবস্থিত। ইহার ৬ মাইল দূরে পাঠাননবাবদিগের বাসস্থান ফরক্কাবাদ রহিয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ফরক্কাবাদের পাঠানগণ সাতিশয় উদ্ধত ও অশান্ত ছিল। ইহাদের ঔদ্ধত্য ও অশান্তভাব প্রবল হওয়াতে পার্শ্ববর্ত্তী নগরে ভয়াবহ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়।

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 293.*

ফতেগড় জেলায় দশ লক্ষের অধিক লোকের অধিবাস ছিল। ইহার দশ ভাগের এক ভাগ মুসলমান। এই মুসলমানগণই প্রধানতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপত্তির কারণ হয়। এই নগর কামানের গাড়ীর কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। গোলন্দাজ দলের এক জন ইংরেজ সৈনিক পুরুষ উপস্থিত সময়ে এই কারখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১০ সংখ্যক সিপাহীদল এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্য ফতেগড়ে অবস্থিতি করিতেছিল। কর্ণেল স্মিথ পদাতিদলের অধিনায়ক ছিলেন। কর্ণেল স্মিথের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার সৈনিকদল জাতিভ্রষ্ট হইয়া অপরাপর সিপাহীদলের নিকটে অবজ্ঞাত রহিয়াছে। যেহেতু তাহারা ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে যাইবার জন্য "কালাপানি" পার হইয়াছিল। আপনাদের সমাজের রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করাতে ইহারা সকল বিষয়ই অপরাপর সিপাহীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে। কিন্তু অধিনায়কের এইরূপ বিশ্বাস শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এ সময়ে আচারগত কোনরূপ পার্থক্য, কোনরূপ বৈষম্য, কোন মতভেদ, পরস্পরকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখিতে পারে নাই। কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব হেতু যেন সমস্ত পার্থক্যবন্ধনের উচ্ছেদ করিয়া সকলকে এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক মহাকেন্দ্রে সন্নিবেশিত করিয়াছিল। যাহারা জাতিগত, আচারগত ও ধর্ম্মানুশাসনগত বৈষম্য দেখিয়া সিপাহীদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবিয়াছিলেন, তাহারা এই বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়কে এক মহাক্ষেত্রে এক মহাদলে পরিণত দেখিয়া বিস্মিত হয়েন, এবং যে বিচ্ছিন্নভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা আশ্বস্তহৃদয়ে ছিলেন, তাহা এই অভাবনীয় কারণে পরস্পর সংযোজিত হইয়া, তাঁহাদিগকে গভীর বিপত্তিসাগরে নিমজ্জিত করে।

ফতেগড়।

১০ই মে মিরাটের ঘটনা ফতেগড়ের সিপাহীদিগের গোচর হয়। এই সংবাদ যেন তাড়িতবেগে তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। তাহারা সে সময়ে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেও বাহিরে উত্তেজনার কোনরূপ নিদর্শন দেখায় নাই। মে মাস এইরূপে অতিবাহিত হয়, ৩রা জুন তাহারা বেরেলী ও শাজাহানপুরের সংবাদ অবগত হয়। এই সংবাদে তাহাদের হৃদয় ক্রমে অস্থির হইতে থাকে। এদিকে তাহাদের অধিনায়ক দেখিলেন যে, সমগ্র অযোধ্যা বিপ্লবে বিশৃঙ্খল হইয়াছে। রোহিলখণ্ডও বিপ্লবের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ফরকা-

বাদের আশা কোথায়? এ সময়ে নিশ্চেষ্টভাবে থাকা কোনরূপে বিধেয় নহে। এইরূপ ভাবিয়া কর্ণেল স্মিথ মহিলা, বালকবালিকা এবং যুদ্ধে অসমর্থ লোকদিগকে নৌকায় করিয়া, কানপুরের প্রধান সৈনিকনিবাসে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। জানা গিয়াছিল যে, কানপুরের সৈনিকনিবাস নিরাপদ রহিয়াছে। ঐ স্থানে ইউরোপীয় সৈনিকগণ উপস্থিত হইয়াছে এবং আরও অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ ঐ স্থলে আসিতেছে। সুতরাং কর্ণেল স্মিথ অবিলম্বে আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। ছোট বড় বিভিন্ন রকমের বার তের খানি নৌকা প্রস্তুত হইল। অধিনায়ক রক্ষণীয় লোকদিগকে ঐ সকল নৌকা দ্বারা স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ৪ঠা জুন রাত্রি ১টার সময় ১৭০ জন নৌকায় আরোহণ করিলেন। গভীর নিশীথে—গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বালকবালিকা ও যুদ্ধানভিজ্ঞ নিরীহ জীব আপনাদের জীবনের জন্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয়লাভের আশায় বিপত্তিময় ফতেগড় পরিত্যাগ করিল।

এদিকে ফতেগড়ের সিপাহীগণ আপাততঃ নীরবে ও নিশ্চেষ্টভাবে রহিল। কিন্তু সকল দিক দেখিয়া, তাহাদের অধিনায়ক এইরূপ নিশ্চেষ্টভাবে অসাবধান বা যথোচিত কর্ত্তব্যসাধনে উদাসীন রহিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্তমধ্যেই সৈনিকদিগের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত হইতে পারে। মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহারা ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া, সংহারিণীশক্তির পরিচয় দিতে পারে। যে দিন নৌকাগুলি পলাতকদিগকে লইয়া ফতেপুর পরিত্যাগ করে, সেই দিন কর্ণেল স্মিথ গবর্ণমেণ্টের টাকা দুর্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিপাহীগণ বাধা দেওয়াতে এই কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে এই সকল সিপাহী বাহিরে আপনাদের সৌজন্য ও বিশ্বস্তভাব প্রকাশ করে। ১৬ই জুন তাহারা আপনাদের অধিনায়কের হস্তে একখানি পত্র সমর্পণ করে। এই পত্র অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর নামক স্থানের ৪১ সংখ্যক সিপাহীদলের সুবাদার তাহাদিগের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। সুবাদার এই পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তিনি এবং তাহার সৈনিকদল কোম্পানির অধীনতার উচ্ছেদ করিয়া, ফতেগড়ের কয়েক মাইল দূরে আসিয়াছেন। এখন ১০সংখ্যক সিপাহীদল যেন আফিসরদিগকে নিহত ও ধনাগারের অর্থ হস্তগত করিয়া,

তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয়। ১০ সংখ্যক সিপাহীদলের যে অফিসার এই পত্রের বিষয় কর্ণেল স্মিথের গোচর করেন, তিনি উক্ত ইংরেজ অধিনায়ককে স্পষ্টভাবে কহেন, উপস্থিত পত্রের উত্তর এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা বহু বৎসর কোম্পানির কার্য্য করিয়াছে, এখন বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে না। ৪১ সংখ্যক সিপাহীরা যদি অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহারা সদলে তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। ইহার পরক্ষণে কর্ণেল স্মিথ গঙ্গার নৌসেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়েন, এই সেতু দ্বারা অযোধ্যার সহিত ফতেগড়ের সংযোগ ছিল। অযোধ্যা উত্তেজিত সিপাহীদলে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং ঐ প্রদেশ হইতে ফতেগড়ের গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করাই সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। কর্ণেল স্মিথ যখন অযোধ্যার সহিত ফতেগড়ের সংযোগের প্রধান অবলম্বন নৌসেতুর ধ্বংসসাধনে উদ্যত হয়েন, তখন তদীয় সিপাহীদল তাঁহার যথোচিত সাহায্য করে। কিন্তু জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত হইলেই সমস্ত আশা অন্তর্হিত হয়। মহাবিপ্লবসাগরের প্রবল তরঙ্গ ক্রমে ফতেগড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। ১০ সংখ্যক সিপাহীদল এই তরঙ্গের গতিরোধ করা অসম্ভব মনে করিয়া উহার সহিত মিশিয়া যায়। নৌসেতুর ধ্বংস হইলেই উক্ত সিপাহীদলের এতদ্দেশীয় অফিসারগণ কর্ণেল স্মিথকে কহেন যে, সময় অতীত হইয়াছে, এখন তাঁহার এবং তদীয় অধীন লোকের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ।

সিপাহীগণ যখন স্পষ্টভাবে আপনাদের মনোগত কথা বলিল, তখন কর্ণেল স্মিথ আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, আপনার অধীন লোকের সহিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহাকে এই দুর্গে থাকিয়াই বহুসংখ্যক লোকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু দুর্গ দৃঢ় ছিল না। যথোপযুক্ত অস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল না। খাদ্যসামগ্রীও পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত ছিল না। বহুকষ্টে ১১ সংখ্যক দলের এক জন সিপাহীর সাহায্যে চল্লিশ, পঞ্চাশটি মেষ দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হইল। এক শত কুড়ি জন খ্রীষ্টান দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ অস্ত্রধারণে সমর্থ ছিল। অবশিষ্ট প্রধানতঃ মহিলা ও বালকবালিকা। কর্ণেল স্মিথ অস্ত্রধারণে সমর্থ লোকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন।

দুর্গস্থিত ইংরেজ অধিনায়ক যখন এইরূপে লোকের সন্নিবেশ, খাদ্যের আয়োজন ও অস্ত্রাদির সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ১০ সংখ্যক সিপাহীদল প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। ফরক্কাবাদের নবাব তফ্‌ফুজল হোসেন খাঁ পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন ১০ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। তাহারা সম্মানসূচক তোপধ্বনি করিয়া নবাবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহারা আপনাদের দল পরিপুষ্টির জন্য কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল। তাহারা উদ্দাম লালসার তৃপ্তির জন্য ধনাগারের অর্থরাশি আপনাদের অধিকারে রাখিল। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ দলীপ সিংহের মণিমুক্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য এই স্থানে ছিল। উহাও তাহাদের অধিকৃত হইল। এইরূপে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তাহারা নবাবের প্রাধান্য ঘোষণা করিল বটে, কিন্তু ধনাগারের একটি টাকাও নবাবকে দিতে সম্মত হইল না। এদিকে সীতাপুরের ৪১ সংখ্যক সিপাহীদল নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া, ফরক্কাবাদে উপস্থিত হইল। ১০ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ ইহাদিগকে আপনাদের অধিকৃত অর্থের অংশ দিতে সম্মত হইল না। ৪১ সংখ্যক দলের সিপাহীরা এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং ইউরোপীয় অফিসারদিগকে অক্ষতশরীরে ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিল। কিন্তু ১০ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ এই তিরস্কারবাক্যে কর্ণপাত করিল না। তাহারা অর্থের লালসায় অধিনায়কদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এখন অর্থলাভের সহিত তাহাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিল না, অধিনায়কদিগকে আক্রমণ করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। ইউরোপীয়দিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন বা ইউরোপীয়দিগের গৃহসমূহের ভস্মীকরণেও তাহারা দলবদ্ধ হইয়া উঠিল না। তাহারা টাকার জন্য ধনাগার আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিল, এখন টাকা পাইয়া অনেকে সন্তুষ্টচিত্তে আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। যাহারা রহিল, তাহাদের সহিত ঘটনাক্রমে কাওয়াজের ক্ষেত্রে ৪১ সংখ্যক দলের সিপাহীদিগের যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের কতিপয় ব্যক্তি নিহত হইল। ১০ সংখ্যক দলের হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ অতঃপর উপায়ান্তর না দেখিয়া,

৪১ সংখ্যক দলের মতানুবর্ত্তী হইল। এইরূপে উভয় দলের সিপাহীরা সম্মিলিত হইয়া, ইংরেজদিগের আশ্রয়দুর্গ আক্রমণের জন্য শুভকর দিন নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল। তাহাদের মতে ২৫শে জুন সর্ব্বাংশে শুভজনক দিন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। তাহারা ঐ দিনে ইংরেজদিগের দুর্গ আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ফরক্কাবাদে এখন ৪১ সংখ্যক দলেরই প্রাধান্য হইল। নবাব ইহাদের পরিপোষক হইলেন। তিনি ইহাদের বলবৃদ্ধির জন্য খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন, ইহাদের উৎসাহবৃদ্ধির জন্য অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, ইহাদের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে নবাবের ক্ষমতায় যাহা হইতে পারে, তৎসমুদয়ই সম্পন্ন হইল। কিন্তু সিপাহীরা দুর্গ আক্রমণে উদ্যত হইল না। তাহারা নির্দ্দিষ্ট শুভকর দিনের প্রতীক্ষায় রহিল। এইরূপ বিলম্ব দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের স্বকার্য্যসাধনের অনুকূল হইল। ইংরেজেরা এই সুযোগে আত্মরক্ষার জন্য যাহা কিছু হইতে পারে, তাহা সম্পন্ন করিলেন।

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। সিপাহীরা আপনাদের এই শুভকর দিনে, যে সকল কুলি দুর্গের সংস্কারকার্য্যে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি করিল। পরদিন প্রত্যূষে সিপাহীদিগের দুইটি কামান হইতে গোলা-বর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে কোন ফল না হওয়াতে কামানের গোলা-বৃষ্টি বন্ধ করা হইল। পর দিন প্রাতঃকালে আক্রমণকারিগণ মই দ্বারা দুর্গে উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা মই দুর্গপ্রাচীরের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইল না। তৎপরদিনেও তাহারা এইরূপ চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। এদিকে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়-দিগের কামান ও বন্দুকে তাহারা যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পঞ্চম দিনে তাহারা আপনাদের কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিল। ভিন্ন ভিন্ন উপায় ব্যর্থ হইল দেখিয়া, তাহারা অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিল। দুর্গের সন্নিকটে হোসেনপুর নামক একটি পল্লী ছিল। এই পল্লীস্থিত গৃহের ছাদের উপর উঠিলে দুর্গের অভ্যন্তরভাগের একাংশ ভালরূপে দেখা যাইত। সিপাহীগণ পঞ্চম দিনে এই সকল গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া লক্ষ্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক গুলি চালাইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলি সবিশেষ কার্য্যকর হইয়া

উঠিল। এই সময়ে তাহাদের দলের কতকগুলি লোক দুর্গের প্রায় ৭ গজ দূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গৃহ অধিকার করিল। এই স্থান হইতে তাহারা দুর্গ-প্রাচীরের সম্মুখে আসিল এবং উক্ত প্রাচীরে ছিদ্র করিয়া দুর্গস্থিত গোলন্দাজ-দিগের উপর গুলি চালাইতে লাগাইল। গোলন্দাজগণ তাহাদের গুলিবৃষ্টিতে একান্ত বিব্রত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। পরে আক্রমণকারিগণ কুল্যাখননে প্রবৃত্ত হইল। কুল্যা ফুটিয়া উঠাতে সমগ্র দুর্গ কম্পিত হইল এবং উহার বহিঃপ্রাচীরের ৫।৬ গজপরিমিত অংশ উড়িয়া গেল। সিপাহীরা অতঃপর দলবদ্ধ হইয়া দুই বার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের মধ্যে যাঁহারা আক্রমণকারীদিগের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদের এক জন সিপাহীদিগকে দুর্গের ভগ্নস্থানের নিম্নে সমবেত দেখিয়া গুলি চালাইতে থাকেন। এই সময়ে দুর্গস্থিত এক জন ইংরেজ যাজকের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে দুর্গাক্রমণকারীদিগের অধিনায়ক নিহত হয়। ইহার নাম মুলতান খাঁ। এই ব্যক্তি প্রথমে বদায়ুনের মাজিষ্ট্রেট এডওয়ার্ডস্ সাহেবের পলায়নসময়ে তাঁহার সহচর ছিল। কিন্তু ইহাতেও আক্রমণকারিগণ ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। তাহারা পুনর্ব্বার গুলিবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং পুনর্ব্বার কুল্যাখননের আয়োজন করে।

এদিকে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়গণ বিশিষ্ট সাহস ও পরাক্রমের সহিত আত্ম-রক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহারা সংখ্যায় কম হইলেও হতাশ্বাস হয়েন নাই, অস্ত্রাদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে না থাকিলেও আত্মসমর্পণের ইচ্ছা করেন নাই। বালকবালিকা, কুলমহিলাগণ নিকটে থাকিলেও অধৈর্য্য হইয়া সাহসিক কার্য্য-সাধনে উদাসীন থাকেন নাই। দিনের পর রাত্রি আসিয়াছে। প্রতিদিন প্রতি রাত্রিতেই তাহারা সমান উদ্যম, সমান উৎসাহ, সমান পরিশ্রমের সহিত কামানের পার্শ্বে থাকিয়া, সিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। জীবন যখন সঙ্কটাপন্ন হয়, প্রতি-মুহূর্ত্তে যখন নানা বিঘ্ন ঘটিতে থাকে, বিপদ যখন দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠে, চারি দিক যখন অন্ধকারময় হইয়া বিভীষিকা দেখাইতে থাকে, তখন ইংরেজ যেমন নির্ভীকতার সহিত বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, যেমন সাহসের

সহিত আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে থাকেন, যেমন তৎপরতার সহিত সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খল করিয়া তুলেন, জগতে তাহার দৃশ্য যেমন প্রশংসনীয়, সেইরূপ মানবের মহৎগুণের পরিচায়ক। উপস্থিত সময়ে ইংরেজ যেখানে বিপদাপন্ন হইয়াছেন, সেইখানে তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। ফতেগড়ের দুর্গে ইংরেজ ঘোরতর বিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহাদের রক্ষণীয় বালকবালিকা ও কুলকামিনীগণ তাঁহাদেরই সমক্ষে কাতরভাব দেখাইতেছিল। তাঁহাদের গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল। তাঁহাদের দুর্গ স্থানে স্থানে ভগ্ন, তাঁহাদের দুর্গদ্বার নানাস্থানে ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের দুইটি কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি তাঁহারা হতোদ্যম হয়েন নাই। তাঁহাদের গুলি নিঃশেষিত হইল। তাঁহারা হাতুড়ি, স্ক্রুপ, চাকা, লোহা প্রভৃতি কামানের কারখানার যন্ত্রাদি গনি ব্যাগের মধ্যে সেলাই করিয়া গুলির কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধকার্য্যে অভ্যস্ত সৈনিকপুরুষের সংখ্যা অল্প ছিল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের উদ্যম ভঙ্গ হইল না। শান্তির সময়ে যাঁহারা সংসারের অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা এখন সৈনিকব্রত অবলম্বন করিলেন। দেওয়ানি বিভাগের কর্ম্মচারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, বিপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মযাজক আপনার ধর্ম্মপুস্তক ও ধর্ম্মোপদেশ ছাড়িয়া, বন্দুক গ্রহণ করিলেন। অধিক কি, কুলমহিলা আপনার স্বাভাবিক কোমলতায় বিসর্জ্জন দিয়া, অস্ত্রপরিগ্রহপূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।* এইরূপে আক্রমণকারীদিগের সমক্ষে আক্রান্তগণ সাহস ও উদ্যমের একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ অসামান্য উদ্যম ও সাহস দেখাইয়াও, তাঁহারা দীর্ঘকাল দুর্গে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের আত্মরক্ষার সম্বল নিঃশেষিত হইল। কামানের কারখানার যন্ত্রাদিও ক্রমে গোলাগুলির কার্য্যে নিঃশেষিত

* সৈনিকদিগের কাপড়ের কারখানার এক ব্যক্তি নিহত হয়। ইহার স্ত্রী স্বামিবিয়োগে অধৈর্য্য না হইয়া যুদ্ধকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ইঁহার গুলিতে অনেক সিপাহী নিহত হয়। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই বিধবা নারী সিপাহীদিগের গুলিতে দেহত্যাগ করেন। অপরে কহিয়াছেন যে, ইনি কাণপুরে নিহত হয়েন। ইঁহার নাম বিবি অহারণ্।—*Kaye, Sepoy War. Vol III. p. 298, note.*

হইয়া গেল। এদিকে তাহাদের সাহসী সৈনিকগণ বিপক্ষদিগের গুলির আঘাতে দুর্গপ্রাচীরে দেহত্যাগ করিতে লাগিল। কর্ণেল স্মিথ সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য ফরাসি ভাষায় পত্র লিখিয়া আগ্রায় পাঠাইলেন। তাঁহার পত্র যথাস্থানে পঁহুছিল। আগ্রার সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। মেজর্ ওয়েলার এই সৈনিকদলের পরিচালনের ভারগ্রহণে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। কর্ণেল স্মিথ আশান্বিতহৃদয়ে আগ্রার পথ চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কোন সাহায্যকারী সৈনিক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিল না। কর্ণেল অতঃপর দুর্গরক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। তিনি ঐ স্থানে আত্মরক্ষার কোন অবলম্বন না পাইয়া, পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পলায়নের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বর্ষার আবির্ভাবে গঙ্গার জলবৃদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং কর্ণেল স্মিথ জলপথে কাণপুরে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিন খানি বড় বড় নৌকা সংগৃহীত হইল। ৩রা জুলাই নিশীথকালের গভীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বালকবালিকাসমেত ১০০ জন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী নৌকায় আরোহণ করিল। এইরূপে ফতেগড় হইতে পলাতকদিগের দ্বিতীয় দল যাত্রা করিল। প্রথম দলের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। অনেকে মনে করেন যে, কাণপুরের লোমহর্ষণকাণ্ডে ইহাদের প্রাণান্ত ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় দল ইহাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী হয় নাই। এই দলের অদৃষ্টে যাহা ঘটে, তাহা যেরূপ গভীর মর্ম্মবেদনার উদ্দীপক, সেইরূপ উপস্থিত ভয়ঙ্কর সময়ের ভয়ঙ্কর ভাবের উত্তেজক। রাত্রি ২টার সময়ে সকলে নৌকায় উঠিলে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কর্ণেল স্মিথ, কর্ণেল গোল্ডি এবং মেজর রবার্টসন্ এক এক খানি নৌকার অধ্যক্ষ হয়েন। পলাতকদলে পরিপূর্ণ তিন খানি নৌকা তিন জন ইংরেজ সৈনিকপুরুষের তত্বাবধানে ফতেগড় হইতে যাত্রা করে। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর কর্ণেল গোল্ডির নৌকা চড়ায় আবদ্ধ হইয়া যায় এবং উহার হাল নষ্ট হয়। আরোহিগণ নৌকার উদ্ধারে বৃথা চেষ্টা করে। এই সময়ে সুন্দরপুরনামক পল্লীর অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া আরোহীদিগকে আক্রমণ করে। কতিপয় ইউরোপীয়

নৌকা হইতে নামিয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কর্ণেল গোল্ডির নৌকার লোকে উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্ণেল স্মিথের নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ভয়াতুর ও নির্ব্বাক্ জীবে বোঝাই দুই খানি নৌকা ভাগীরথীর প্রবাহবেগে অগ্রসর হইতে থাকে।

কিন্তু অদৃষ্টদোষে আরোহিগণ শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারিল না। তাহারা জীবনরক্ষার জন্য ফতেগড়ের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে সহসা কালের করাল মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সিপাহীরা যখন জানিত পারিল যে, ফিরিঙ্গিগণ নৌকায় চড়িয়া ফতেগড় হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তখন তাহারা তাড়াতাড়ি খেয়াঘাটের নৌকা সংগ্রহ করিয়া পলাতকদিগের অনুসরণ করিল। এদিকে একটি কামান গঙ্গার দক্ষিণতটে স্থাপিত হইল। নদীর উভয়তীরস্থিত পল্লীর অধিবাসিগণ নিরতিশয় উত্তেজিত-ভাবে পলাতকদিগকে আক্রমণ করিল। মুসলমান পল্লীর লোকই এবিষয়ে অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। এই সকল আক্রমণকারীর সমক্ষে পলাতকদিগের নিষ্কৃতিলাভ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে মেজর রবার্টসনের নৌকা সিংহরামপুর পল্লীর নিকটে চড়ায় আবদ্ধ হইয়া গেল। ইহার মধ্যে অনুসরণকারী সিপাহীগণ উপস্থিত হইয়া আরোহীদিগকে আক্রমণ করিল। কাণপুরের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীর ঘাটে যাহা ঘটিয়াছিল, সিংহরাম-পুরের সমীপবর্ত্তিনী জাহ্নবীর জলপ্রবাহের মধ্যে তাহাই ঘটিল। কুলমহিলা-গণ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, শিশুসন্তানদিগকে লইয়া ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ইহাদের কেহ কেহ জলমগ্ন হইল, কেহ কেহ বিপক্ষ-দিগের গুলিতে দেহত্যাগ করিল, কেহ কেহ অসির আঘাতে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইল। রবার্টসন্ প্রভৃতি তিন ব্যক্তি কোনরূপে আত্মরক্ষা করি-লেন। ধর্ম্মযাজক ফিসার সাহেব ফতেগড়ের দুর্গে সবিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি গুরুতররূপে আহত হওয়াতে আপনার স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে বাহুতে লইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, এবং ঐ অবস্থায় জলমগ্ন হয়েন। তাঁহার বাহুদেশে তদীয় স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মৃত্যু হয়। তিনি কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়া, রাত্রিকালে লুক্কায়িতভাবে থাকেন, এবং প্রত্যূষে কর্ণেল স্মিথের নৌকায় উঠেন। নৌকায় উঠিয়াই তিনি প্রবলবেগে অশ্রুপাত করিতে

করিতে কহিয়াছিলেন যে, "আমার স্ত্রী ও শিশুসন্তান আমার ব্যূহদেশেই দেহত্যাগ করিয়াছে"। জীবনরক্ষা হইলেও রবার্টসন সাহেবের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী ও শিশুসন্তান তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলমগ্ন হইল। রবার্টসন স্বয়ং আহত হইয়াছিলেন। এক জন ইউরোপীয় নীলকর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আহত সহযোগীকে একটি দাঁড়ের উপর তুলিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। নিশীথকালে তাঁহারা তীরে উঠিয়া কোলহর নামক পল্লীতে লুক্কায়িতভাবে রহিলেন। এই স্থানের সরল-প্রকৃতি কৃষাণগণ তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে নিরতিশয় দয়ার্দ্র হইয়া, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল। পলাতকগণ আশ্রয়দাতাদিগের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রীতে তৃপ্তিলাভ করিলেন। রবার্টসন সাহেব সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গী নীলকর সাহেব তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। দুই মাস পরে সমুদয় শেষ হইল। রবার্টসন সাহেব গুরুতর আঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার সহযোগী নীলকর সাহেব তদীয় সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কাণপুরে উপনীত হইলেন। এদিকে যে সকল আরোহী উত্তেজিত সিপাহীদিগের বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে নবাবের আদেশে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে কর্ণেল স্মিথের নৌকা, অবশিষ্ট শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগকে লইয়া, কাণপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। পথে দয়ার্দ্র পল্লীবাসিগণ ইহাদের যথোচিত সাহায্য করে। পলাতক-গণ পল্লীবাসীদিগের সদয়ভাবে আশঙ্কাশূন্য হইয়া, তাহাদের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের প্রদত্ত খাদ্য ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সকল জীবের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, ইতিহাস সূক্ষ্মরূপে তাহার নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা কাণপুরে অন্যান্য ইউরোপীয়-দিগের সহিত বিনষ্ট হয়। কথিত আছে, পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালকবালিকাতে দুই শতেরও অধিক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী জুন মাসের প্রারম্ভে ফতেগড় ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ছিল। ইহাদের প্রায় সকলেই জলপথে বা যে স্থানে নিরাপদ হইবে ভাবিয়া যাইতেছিল, সেই স্থানে নিহত হয়।

এইরূপে ইংরেজেরা ফরক্কাবাদ হইতে তাড়িত হইলেন। ফরক্কাবাদে তাঁহাদের আধিপত্য, তাঁহাদের প্রাধান্য, তাঁহাদের ক্ষমতার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত

হইয়া গেল। পলায়নসময়ে তাঁহাদের অনেকের প্রাণান্ত ঘটিল, অনেকে ছদ্মবেশে ভারতবাসীর অসামান্য দয়াশীলতায় নির্জ্জন স্থানে লুক্কায়িতভাবে রহিলেন। নবাব তফফুজলহোসেন খাঁ ফরক্কাবাদের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ গুণ বা ক্ষমতা ছিল না। অমিতাচার ও অতিব্যয় প্রযুক্ত তাঁহার বৈষয়িক কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যত্নে উহা সুশৃঙ্খল হয়। নবাব তখন নিশ্চিন্তমনে আপনার ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধন করিতে থাকেন। ফরক্কাবাদের লোকে যাঁহাকে এক সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহপ্রার্থী ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পেন্সনগ্রাহী ভিন্ন আর কিছুই ভাবিত না, তিনি এখন স্বাধীন নবাব হইলেন। যাঁহাদের অনুগ্রহে ও যত্নে তাঁহার সম্পত্তিরক্ষা হইয়াছিল, তিনিই শেষে তাহাদিগকে নির্জ্জিত, নিষ্কাশিত ও নিহত করিলেন। এইরূপে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া, তিনি এখন ফরক্কাবাদের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন তাঁহার নামে আদেশপত্র প্রচারিত, তাঁহার নামে রাজস্ব সংগৃহীত এবং তাঁহার নামে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। জমাদার, রেসেলাদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষেরা অধিকতর ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশাতেই হউক, বা অর্থলোভেই হউক, তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। যাঁহারা দেওয়ানিবিভাগের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে নবাবের কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কথিত আছে, ছয় জন তহশীলদারের মধ্যে তিন জন এবং এগার জন প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীর মধ্যে ছয় জন নবাবের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। নয় জন পেস্কারের মধ্যে পাঁচ জন এবং এক জন ব্যতীত সমুদয় কাননগু নবাবের সরকারে নিয়োজিত হয়েন। এতদ্ব্যতীত মোহরের, নাজীর, বরকন্দাজ প্রভৃতিও অভিনব শাসনকর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু ফৌজদারী ও রাজস্ববিভাগের সেরেস্তাদারগণ এবং ফৌজদারীর নাজীর নবাবের সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। এই শেষোক্ত কর্ম্মচারী এজন্য নিপীড়িত হয়েন। তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ বিলুণ্ঠিত হয়। তিনি নিজে জরিমানা দিতে বাধ্য হয়েন।* যাহা হউক, ইংরেজেরা তাড়িত হইলেও এবং

* *Kaye, Sepoy War Vol. III. p. 305, note.*

আপাততঃ তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের কোন নিদর্শন না থাকিলেও, কোনও স্থানে দীর্ঘকাল শৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। যাঁহারা পূর্ব্বতন বংশ-গৌরব বা পূর্ব্বপুরুষের প্রাধান্য ও ক্ষমতার বলে স্বপ্রধানভাবে শাসনকার্য্য-নির্ব্বাহে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসনা সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা সকলকে জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ করিতে পারেন নাই, সুতরাং সকলের মধ্যে একপ্রাণতা ও সমবেদনার সঞ্চার হয় নাই। অনেকে কেবল দুর্নিবার ভোগলালসার পরিতৃপ্তির জন্য অভিনব শাসনকর্ত্তার নাম মাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহারা স্বপ্রধান হইয়া, আপনাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করিয়াছিল। সংযতচিত্ত, দূরদর্শী লোকে ইহাদের অনুবর্ত্তী হয় নাই। তাহারা কেবল ভয়প্রযুক্ত অভিনব শাসনকর্ত্তাদিগের অধীন হইয়াছিল। কিন্তু এই শাসনকর্ত্তাদিগের উপর তাহাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্যপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় ছিল। * ইংরেজ ইহাদেরই সদাশয়তায় আত্মরক্ষা করেন এবং প্রধানতঃ ইহাদেরই সাহায্যে আপনাদের বিলুপ্তপ্রায় ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে উদ্যত হয়েন।

ফতেপুরের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে বদায়ুনের মাজিষ্ট্রেট এড্ওয়ার্ডস্ সাহেবের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এড্ওয়ার্ডস্ সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া বদায়ুন হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও শিশুসন্তান নৈনিতালে প্রেরিত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তিনি হিন্দুস্থানীর বেশে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে গিয়া, আত্মগোপন করিয়াছিলেন। পথে সদাশয় ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহার যথোচিত সাহায্য করে। এক দিন তিনি প্রচণ্ড আতপতাপে ও ও পথের ধূলিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া একটি পল্লীতে উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে গবর্ণমেণ্টের পেন্সনপ্রাপ্ত একজন বৃদ্ধ সিপাহী বাস করিতেছিল। এই ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হয়। কালেক্টর সাহেব জল চাহিলেন, বৃদ্ধ সিপাহী দুগ্ধ ও চাপাটী দিয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিল। পলাতকগণ আতিথেয় সিপাহীর পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, এক ঘণ্টার পর সেই

* *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian revolt, p. 48.*

স্থান হইতে যাত্রা করেন। যাইবার সময়ে কালেক্টর সাহেব সিপাহীকে কিছু টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সিপাহী উহা গ্রহণ না করিয়া, দুঃখিতভাবে বলিয়াছিল—"এখন আমার অভাব অপেক্ষা আপনাদের অভাব বেশী। আমি বাড়ীতে বাস করিতেছি, আপনারা জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াইতেছেন। যদি আপনাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আমাকে এবং আমার এই সামান্য কার্য্যের বিষয় মনে রাখিবেন।" * এইরূপে নানা স্থানে নানা লোকের নিকটে সাহায্য পাইয়া, তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত ধরমপুরনামক স্থানে উপনীত হয়েন। এই স্থানে হরদেব বক্স্ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। তিনি বিপন্ন পলাতকদিগকে সবিশেষ আদর ও যত্নের সহিত আশ্রয় দেন। এডুওয়ার্ডস্ সাহেব ও তাঁহার সহযোগিগণ হরদেব বক্সের আশ্রয়ে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। সদাশয় ভূস্বামী আশ্রিতদিগের তৃপ্তিসাধনে ও শান্তিবিধানে কিছুমাত্র অমনোযোগী হয়েন নাই। ধরমপুরের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ ইঁহাদের সুখশান্তির জন্য সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করেন। যখন ফতেগড়ের সিপাহীরা প্রবল হইয়া হইয়া উঠে; ইংরেজেরা যখন আত্মরক্ষায় অসমথ হইয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক জলপথে আশ্রয়স্থানের প্রত্যাশায় যাত্রা করেন; ফরক্কাবাদের নবাব যখন ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত বা বিনষ্ট করিবার জন্য উত্তেজিত সিপাহীদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন; তখন হরদেব বক্স্ ইউরোপীয়দিগকে আশ্রয় দিয়াছেন ভাবিয়া, সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিপন্ন আশ্রিতদিগকে বিপক্ষদিগের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক আত্মমর্য্যাদার সহিত দয়া ও হিতৈষিতার সম্মান বিনষ্ট করেন নাই। পলাতকগণ ধরমপুর হইতে প্রতিদিন কামানের গভীর শব্দ শুনিতেছিলেন, প্রতিদিন এই গভীর শব্দে তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কা বা আশ্বাসের সঞ্চার হইতেছিল। ক্রমে কামানের ধ্বনির নিবৃত্তি হইল। পলাতকদিগের হৃদয় ক্রমে গভীর নৈরাশ্যে অভিভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে হরদেব বক্স্ বিপদের আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে অদূরবর্ত্তী কোন নির্জ্জন স্থানে পাঠাইয়া দেন। যেহেতু, ফরক্কাবাদের নবাব শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্রয়ে কতিপয় ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছে। নবাব এই

* *Edwards, Personal Adventures, p.* 37.

সংবাদ শুনিয়াই হরদেব বক্স্‌কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, ইউরোপীয়দিগকে যেন অবিলম্বে তাঁহার নিকটে পাঠান হয়। অন্যথা হরদেব বক্সের জীবন ও সম্পত্তি কখন নিরাপদ হইবে না। কিন্তু তেজস্বী হরদেব বক্স্‌ এই কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি আশ্রিতদিগের রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এই প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য এখন আপনার লোকদিগকে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। যে কয়েক দিন নবাবের প্রাধান্য ছিল, পলাতকগণ সেই কয়েক দিন পূর্ব্বোক্ত দুর্গম স্থানে দুর্গতির একশেষ ভোগ করেন। তাঁহাদের বাসস্থান নিরতিশয় অপরিষ্কৃত ছিল। কুটীর প্রায়ই গোরু ও মহিষের মলে পরিপূর্ণ থাকিত। ইউরোপীয়গণ এই সকল বাক্‌শক্তিশূন্য জীবের সহিত নির্ব্বাক্‌ ও নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে হরদেব বক্স্‌ বা তাঁহার প্রতিবাসী হিন্দুগণ নানারূপ আশঙ্কা করিয়া, ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না। যাহা হউক, তিনি কাহারও নিকটে পলাতকদিগের সন্ধান বলিয়া দেন নাই। শেষে ফরক্কাবাদের সংবাদ পাইয়া, এই দয়াশীল ভূস্বামী পলাতকদিগকে পুনর্ব্বার ধরমপুরে আনয়ন করেন। এইরূপে ভারতবাসীর অসীম করুণায় ও সদাশয়তায় বিপন্নদিগের জীবনরক্ষা হয়।

ফতেগড়ের বিপ্লবে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল। ইংরেজ এক সময়ে অপূর্ব্ব বীরত্বপ্রকাশপূর্ব্বক যে প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গভীর রাজনীতির পরিচয় দিয়া যে প্রদেশে শাসনশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, অকস্মাৎ অভাবনীয় শক্তিতে সেই প্রদেশে তাঁহারা ক্ষমতাভ্রষ্ট হইলেন। যাহারা এক সময়ে ইংরেজের পদানত ছিল, ইংরেজের সন্তুষ্টিসাধনে যত্ন প্রকাশ করিত, এবং ইংরেজের দেহরক্ষার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত, তাহারাই এক্ষণে ইংরেজের বিরোধী হইয়া উঠিল, এবং অস্ত্রপরিগ্রহপূর্ব্বক ইংরেজের শোণিতপাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গাযমুনার দোয়াবের বিপ্লব, কেবল শোচনীয় নরহত্যার বা জনসাধারণের অচিন্তনীয় শক্তির জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। উহা অভাবনীয় ব্যাপকতার জন্যও ঐতিহাসিকের গভীর বিস্ময়ের উদ্দীপক হয়। ঐতিহাসিক যদি উহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও স্থিতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্বোধ হইবে যে, এই মহা-

বিপ্লব কেবল সৈনিকনিবাসে আবদ্ধ থাকে নাই, যাহারা ইংরেজ সৈনিক-প্রধানের নিকটে ইংরেজী প্রণালী অনুসারে সামরিক কৌশলে অভ্যস্ত হইয়াছিল, ইংরেজের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, ইংরেজের ইঙ্গিতমাত্রে যুদ্ধস্থলে শূরত্ব প্রকাশ করিত, তাহারাই কেবল সহসা ইংরেজকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত করিতে অগ্রসর হয় নাই। সিপাহীগণ মারাত্মক কার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের উদ্যম দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই এবং উহা ইংরেজের প্রাধান্য ও আধিপত্যের মূলদেশও ক্ষয় করিতে পারে নাই। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, সিপাহীগণ যেখানে উত্তেজনার পরিচয় দিয়াছে, সেইখানেই তাহারা ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং সম্মুখে যে সকল ইউরোপীয়কে পাইয়াছে, তাঁহাদিগকে নিহত ও তাঁহাদের অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত করিয়া, অভীষ্ট অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, অথবা দিল্লীতে গিয়া, অপরাপর সিপাহীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া ইংরেজের প্রাধান্যনাশ এবং আপনাদের আধিপত্যরক্ষার চেষ্টা করে নাই, এবং ইংরেজকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। তাহাদের অনেকে এই বিপ্লবের সময়েও ধীরতার পরিচয় দিয়াছে। বেরেলীর অনিয়মিত সৈনিকগণ সহসা তাহাদের উত্তেজিত স্বদেশবাসীর সহিত সম্মিলিত হয় নাই। একদল যখন ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে সমুত্থিত হইয়াছে, অন্য দল তখন গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, তাহাদের পথানুসরণ করিয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছে যে, ইংরেজের ক্রোধে সকলেই সমভাবে বিনষ্ট হইবে। এক দলের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, অন্য দলের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিবে। তাহারা হয় নিরস্ত্রীকৃত ও ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, না হয়, তাহাদের দেহ কামানে বিচ্ছিন্ন বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ গভীর আশঙ্কায় তাহারা সন্তপ্তহৃদয়ে ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্রপরিগ্রহ করিয়াছিল। মীরাটের ঘটনার পর সিপাহীদিগের হৃদয় এইরূপে বিচলিত হইয়াছিল। এইরূপ মনোবেদনায় অধীর হইয়া, তাহারা ইংরেজের প্রদত্ত অস্ত্রই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু অস্ত্রপরিগ্রহ করিলেও তাহারা আপনাদের মনোবেদনা গোপনে রাখে নাই। ইংরেজ যখন দিল্লী

আক্রমণ করেন, দিল্লীর দুরারোহ প্রাচীর ও সিপাহীদিগের ব্যূহ যখন ইংরেজের দুশ্চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, তখন যে সকল সিপাহী ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারা কহিয়াছিল যে, অদৃষ্টক্রমে তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী হওয়া ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। গবর্ণমেণ্ট যখন তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে যে, কিরূপ শাস্তিভোগ করিতে হইবে, তাহা তাহারা জানে না।* উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর যাহাকে "দৌরাত্ম্য ও দাঙ্গাহাঙ্গামা পরিপূর্ণ" বলিয়াছিলেন, এবং গবর্ণর-জেনেরল যাহা "তাঁহাদের অধিকারভ্রষ্ট" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই বিস্তৃত প্রদেশ কেবল সিপাহীদিগের উত্তেজনার জন্য তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয় নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দূরদর্শিতার অভাবেই হউক, ভ্রান্তিতেই হউক, বা অনভিজ্ঞতাতেই হউক, আর একশ্রেণীর লোক সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা কয়েদীদিগের শৃঙ্খলমোচনের বিষয় ভাবে নাই, ধনাগারের লৌহ-সিন্দুক ভাঙ্গিবার বিষয় চিন্তা করে নাই, বা ইউরোপীয়দিগের গৃহ ও দ্রব্যাদিনাশের বিষয়ও মনে স্থান দেয় নাই। ইহারা কেবল ভাবিয়াছিল যে, ইংরেজ ক্রমে ইহাদিগকে সামান্য লোকের মত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাদের বংশের গৌরব ও সম্মান বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাদের চিরন্তন রীতি-নীতির, আচারব্যবহারের অবমাননা করিয়াছেন। ইংরেজের সম্মুখে ভারত-বাসিগণ অপমানিত হইতেছে।† তাঁহাদের রাজনীতির কৌশলে পররাজ্য গৃহীত ও পরস্বত্ব বিনষ্ট হইতেছে। তাঁহাদের আধিপত্যপ্রিয়তায় উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর অবস্থায় পাতিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের দুর্নিবার ভোগাকাঙ্ক্ষায় ক্ষমতাপন্ন ও বহুগুণবিশিষ্ট ভারতবাসী উচ্চতর রাজকীয় পদে বঞ্চিত রহিয়াছে। কোন দূরদর্শী ভারতবর্ষীয় এ সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভায় সদস্যরূপে বসিয়া, ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ও ভারতবাসীদিগের এইরূপ মনোগতভাব

* *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian Revolt, p, 53.*

† *Ibid, p. 43,* স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ লিখিয়াছেন, উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারিগণ কাছারির আমলাদিগকে আদালতের কাগজপত্র পড়িবার সময় যে, কটু কথা কহেন, তাহা অনেকেই জানেন। এ সকল আমলাদিগের অনেকে সম্রান্ত, তাঁহারা মনে মনে কহিয়া থাকেন যে, ইহা অপেক্ষা রাস্তার ধারে ঘাস কাটিয়া খাওয়া ইঁহাদের পক্ষে ভাল।

গবর্ণর-জেনেরল বা তাঁহার সহযোগিবর্গের গোচর করেন নাই। সুতরাং যাঁহার উপর সমগ্র রাজ্যের শাসন ও পালনভার সমর্পিত রহিয়াছিল, তিনি প্রজালোকের মনের কথা জানিতে পারেন নাই। শাসকের সমক্ষে শাসিতগণ অপরিচিতভাবেই ছিল।* বদ্ধমূল বৃক্ষ যেমন সহজে উৎপাটিত হয় না, জনসাধারণের এই দৃঢ়বদ্ধ ধারণাও সেইরূপ সহজে বিলুপ্ত হয় নাই। ইহা হইতে যে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নগরের পর নগরে, পল্লীর পর পল্লীতে আপনার অভাবনীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছে। যাঁহারা বংশগৌরবে সম্মানিত, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের বিষয় সাধারণের মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে, ভারত-বাসিগণ বিচারবিতর্ক না করিয়া দুর্ঘটনার সময়ে নামেই হউক, বা কার্য্যেই হউক, তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। তাহারা জানে যে, এইরূপ বংশ-গৌরব এবং এইরূপ প্রাধান্য অসময়ে শত শত ব্যক্তিকে এক উদ্দেশ্যের সাধনে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে। উপস্থিত সময়ে ভারতবাসীদিগের এইরূপ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বংশগৌরবে প্রসিদ্ধ এবং পূর্ব্বতন আধি-পত্যের মহিমায় গৌরবান্বিত ব্যক্তিগণ যখন এই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন উত্তেজিত লোকে দলে দলে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাদের আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইল, কেহ কেহ তাঁহাদের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়া, অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। কারাগারবিমুক্ত কয়েদীগণে সমগ্র স্থান পরিব্যাপ্ত হইল। পরস্বাপহারক গুজরগণ আপনাদের অভীষ্টসাধনে দলবদ্ধ হইয়া উঠিল। শৃঙ্খলা ও শান্তির সুখময় বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিদ্বেষী বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সর্ব্বস্বহরণে বা জীবনগ্রহণে উদ্যত হইল। অর্থলোলুপ দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে নিরীহ ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত ঘটিতে লাগিল। উত্তমর্ণের আক্রমণে অধমর্ণের জীবন ও সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। অত্যাচারপরায়ণ লোকে এইরূপে নানা দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। ইংরেজের ক্ষমতাত্যয়ে অনেক স্থানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ

* স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীদিগকে সদস্যরূপে গ্রহণ না করাই উপস্থিত বিপ্লবের মূল কারণ।—*Causes of the Indian Revolt*, *p. 11.*

আপনাদের বংশগৌরবের বলে অধিপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অনেক স্থানে তাঁহাদের আদেশে ইংরেজের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, অনেক স্থানে দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে নিরীহ লোকে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছে। বেরেলীর খাঁ বাহাদুর খাঁ, ফরক্কাবাদের তফফুজলহোসেন খাঁর বিবরণে এ বিষয়ের যাথার্থ্য পরিস্ফুট হইবে।

পক্ষান্তরে অনেক ভারতবাসী এই দুঃসময়েও ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। ইংরেজ কোন স্থান হইতে তাড়িত হইলেও, ইহারা সেই স্থানে ইংরেজের শাসনগৌরব অব্যাহত রাখিয়াছিল। ইহারা অর্থের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা কখনও বিচলিত হয় নাই। অধিকন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অনেকে কেবল ভয়প্রযুক্ত উত্তেজিত লোকের পক্ষে ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। ইংরেজের সর্ব্বনাশসাধনে ইহাদের উদ্যম দেখা যায় নাই। স্বদেশকে ইংরেজের শাসন হইতে বিমুক্ত করিতেও ইহাদের অধ্যবসায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। ইহারা ইংরেজের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় ছিল। যাহা হউক, ঘটনাচক্রে উপস্থিত সময়ে ইংরেজদিগের দুর্গতির একশেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা যখন আপনাদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করেন, তখন যে সকল ভারতবাসী এক সময়ে বিরুদ্ধাচারীর দলে মিশিয়াছিল, তাহারা উৎফুল্লভাবে সর্ব্বসাক্ষী ভগবানের নিকটে তাঁহাদের কুশলকামনা করিয়াছিল। ইংরেজ আপনার অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করিয়াছেন। নিরক্ষর ভারতবাসীও আপনাদের অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী হওয়াতে যথোচিত প্রতিফল পাইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

গোবালিয়র—ইন্দোর—রাজপুতনা।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের দুশ্চিন্তা—মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে—তাঁহার সৈন্য—তাঁহার রাজধানীর ঘটনা—তাঁহার সৈনিকদলের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণ—ইংরেজদিগের পলায়ন—মহারাজ তুকাজী রাও হোলকর—ইন্দোরের ঘটনা—রাজপুতনা।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ঘটনায় মহামতি কল্‌বিন্‌ সাহেবের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরেজ যে প্রদেশে অপ্রতিহতপ্রভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়াছিলেন, এবং ইংলণ্ড বা স্কটলণ্ডের ন্যায় যাহা সর্ব্বাংশে আপনাদের আয়ত্ত ও সর্ব্ববিষয়ে আপনাদের পদানত রাখিয়াছিলেন, সহসা তাহা অতর্কিতকারণে বিপ্লবময় ও বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সহসা তাহাতে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল, মহামতি কল্‌বিন্‌ সাহেব এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যাহারা এক সময়ে তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেন পরিচালিত হইত, তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইত, তাঁহার নিয়মানুসারে নিরীহভাবে সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিত, তাহারা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া যখন সমুদয় শৃঙ্খলার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিল, এবং সমুদয় স্থান অশান্তিময় করিয়া তুলিল, তখন সহায়সম্পন্ন ও অর্থশালী ভূপতিগণ বিরোধী হইলে কিরূপ বিপত্তি ঘটিবে, তাহা লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর মহোদয়ের চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল।

গোবালিয়র।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিদিগের মধ্যে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের রাজধানীর ৬৫ মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী গোবালিয়রে আধিপত্য করিতেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যখন ভিন্ন ভিন্ন ভূপতিগণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিলেন, ইংরেজের প্রাধান্য যখন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তখন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ যুবক গবর্ণর-জেনেরলের পদে নিয়োজিত হইয়া আইসেন। ভারতের সমগ্র-স্থানে ইংরেজের প্রাধান্য অপ্রতিহতভাবে রাখাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এই উদ্দেশ্যসাধনে তিনি যৌবনোচিত উদ্যম ও সাহসের পরিচয় দেন। লর্ড মর্ণিংটনের চেষ্টায় ইংরেজের অধিকার সম্প্রসারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভূপতিগণ ইংরেজের ক্ষমতার সমক্ষে মস্তক অবনত করেন, এবং ইংরেজের সাহায্যের জন্য আপনাদের ব্যয়ে স্বরাজ্যে ইংরেজ সেনানায়কদিগের তত্ত্বাবধানে এক এক দল সৈন্য রাখিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। ১৮৪৩ অব্দে মহারাজ শিন্দের রাজ্যে নানা গোলযোগ ঘটে। এই সময়ে জয়াজী রাও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং চক্রান্তকারিগণ সুযোগ বুঝিয়া রাজ্যের অবস্থা বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। লর্ড এলেনবরা এই সময়ে গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মহারাজ শিন্দের রাজ্যে ইংরেজ আফিসারদিগের তত্ত্বাবধানে একদল সৈন্য রাখেন। ঐ সৈনিকদলের ব্যয়ভার মহারাজের উপর সমর্পিত হয়।

মহারাজ শিন্দের রাজ্যে ৮,০০০ হাজারেরও অধিক সৈনিকপুরুষ এবং ২৬টি কামান ইংরেজ আফিসারদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। এতদ্ব্যতীত কেবল ভারতবর্ষীয় আফিসারদিগের অধ্যক্ষতায় ১০ হাজার সৈনিকপুরুষ ছিল। এই সকল সৈন্য যে, অপরাপর উত্তেজিত সৈনিকদলের পথানুসরণ করিবে না, তদ্বিষয়ে কল্‌বিন্‌ সাহেব উপস্থিত সময়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। মহারাজ জয়াজী রাও আপন সৈনিকদলের সাহায্যে স্বপ্রধান হইতে সমরেন, স্বাধিকার প্রসারিত করিতে পারেন, স্বকীয় বংশের পূর্ব্বতন গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজের অধীনতাপাশের উচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিতে পারেন এবং মহারাজপুর ও পনিয়ারের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ দিবার জন্য আপনার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন। এইরূপে চারি দিকেই তাঁহার প্রলোভনের বিষয় ছিল। সুতরাং মহারাজ শিন্দের বিষয় ভাবিয়া, আগরার কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ চিন্তিত হইলেন, লোকেও সেইরূপ সন্দেহসমাকুল হইয়া উঠিল। “মহারাজ শিন্দে এখন কি করিবেন?” ইহাই সকল স্থানে সকলে ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

উপস্থিত সময়ে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল। যাঁহাদিগের বংশ বীরত্বগৌরবে চিরপ্রসিদ্ধ, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বীরোচিত গুণগ্রামের জন্য বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয়, এই তরুণ বয়সে তাঁহাদের সমরানুরাগ বর্দ্ধিত হয় এবং তাঁহারা বীরত্বের পরিচয় দিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া থাকেন।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মহারাজ শিন্দের বয়োবৃদ্ধির সহিত এই অনুরাগ বর্দ্ধিত এবং তাঁহার শক্তিবিকাশের সহিত এই আগ্রহ বদ্ধমূল হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে সময়ে সংসারক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার উক্তরূপ আগ্রহপ্রকাশের অনুকূল ছিল না। উপস্থিত সময়ের ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ভিন্নরূপ ছিল। মহারাজ শিন্দে যদি পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হইত। কিন্তু উপস্থিত সময়ে ইংরেজের প্রাধান্যে ভারতীয় ভূপতিবর্গের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের যাবতীয় রাজকার্য্যের পরিদর্শনের জন্য ইংরেজ রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহাদের সৈনিকদলের পরিচালনার জন্য ইংরেজ সেনানায়কগণ নিয়োজিত হইতেন। সর্ব্বোপরি ভারতের ইংরেজ গবর্ণর-জেনেরল তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। এ সময়ে কেবল ইংরেজই অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজকীয় শক্তির বিনিয়োগ করিতেন। কেবল ইংরেজ সৈনিকপুরুষগণই যাবতীয় যুদ্ধসংক্রান্ত ক্ষমতার পরিচালক ছিলেন। রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, শিখ, পাঠান অথবা ভারতের অন্য কোন জাতি স্বাধিকার বৃদ্ধির জন্যই হউক, স্বকীয় ক্ষমতা বদ্ধমূল করিবার নিমিত্তই হউক, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন না। ইংরেজ ইঁহাদের ক্ষমতা সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়া আপনারাই সমগ্র সাম্রাজ্যের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সামরিক গুণে অলঙ্কৃত ও সামরিক কার্য্যে অনুরক্ত হইলেও, মহারাজ শিন্দে সমরসজ্জার আয়োজন ও সমরক্ষেত্রে গমনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি পুস্তক অধ্যয়নে, পরিচ্ছদপারিপাট্যে, বন্ধুগণের সহিত নানা আমোদে, এবং সৈনিকবর্গের সহিত সামরিক ক্রীড়াকৌশলে পরিতৃপ্ত থাকিতেন।

কিন্তু সামরিক ব্যাপারে অনুরাগ থাকিলেও, মহারাজ জয়াজী রাও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমরসজ্জার আয়োজন করেন নাই। পূর্ব্বপুরুষের বীরত্বগৌরব তাঁহার সাহসের উদ্দীপক ছিল। মহারাজপুর যুদ্ধক্ষেত্রের কথা তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশীয় বীরপুরুষগণ এক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই বাক্য সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ বিষয় তাঁহার কল্পনার উত্তেজক হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ উদ্দীপনা,

এইরূপ উত্তেজনা এবং এইরূপ পূর্ব্বস্মৃতির কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, উপস্থিত সময়ে তরুণবয়স্ক মহারাজ শিন্দের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। যদি তিনি উদ্ধত, অদূরদর্শী ও চঞ্চলপ্রকৃতি লোকের পরামর্শে পরিচালিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের ও তদীয় প্রজাবর্গের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে এক জন দূরদর্শী, প্রশান্তপ্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞ তাঁহার পরিচালক হইয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবর তরুণবয়সে বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। আবুলফজেল তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা হওয়াতে তদীয় সাম্রাজ্যের বলবৃদ্ধি হয়, শাসনশৃঙ্খলায় সমগ্রজনপদ সুব্যবস্থিত হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর ঘোরতর বিপত্তিময় সময়ে আবুলফজেলের অভাব ছিল না। মধ্যভারতবর্ষে দিনকর রাও যেমন মহারাজ শিন্দের পরিচালক ছিলেন, দক্ষিণাপথে সলারজঙ্গ সেইরূপ নিজামের রাজ্য সুশৃঙ্খলভাবে রাখিয়াছিলেন। রাজ্যশাসনে দিনকর রাওয়ের যেরূপ অভিজ্ঞতা, যেরূপ দূরদর্শিতা, সেইরূপ ক্ষমতা ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার যত্নে প্রজাবর্গের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তিনি প্রজালোকের দারিদ্র্যদশামোচন করেন, এবং মহারাজ শিন্দের রাজ্য এরূপ সুশৃঙ্খল করিয়া তুলেন যে, ব্রিটিশশাসিত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন জনপদ অপেক্ষা উক্ত রাজ্য কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। পলিটিকাল এজেণ্ট সাহেব তাঁহাকে ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ও সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহারাজশিন্দের রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম এই ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারীর কার্য্যকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মহারাজের দরবারে যে সকল কর্ম্মচারী ন্যায়মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট ছিলেন, তাঁহারা মন্ত্রিপ্রবর দিনকর রাওকে দেখিতে পারিতেন না। যেহেতু দিনকর রাও তাঁহাদের অবৈধ উপায়ে আয়ের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ অপকর্ম্মের প্রশ্রয়দাতাদিগের কুমন্ত্রণায় পরমবিশ্বস্ত মন্ত্রী ইন্দোরের দরবার হইতে অপসারিত হয়েন। কিন্তু তাঁহার অপসারণে রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় নাই। দিনকর রাও দুই বৎসরের মধ্যে রাজ্যে যে সকল সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অন্তর্হিত হয়। রাজ্যের যাবতীয় কর্ম্ম অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। মহারাজ শিন্দে নানারূপ গোলযোগে বিব্রত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন। তাঁহার উদ্বোধ হয় যে, বিশ্বস্ত

মন্ত্রীকে পদচ্যুত করাতে রাজ্যের এইরূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিয়াছে। দিনকর রাও অবিলম্বে প্রধান মন্ত্রীর পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। এ দিকে মেজর ম্যাকফারসন্ সাহেব ইন্দোরের দরবারের পলিটিকাল এজেন্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। মেজর ম্যাকফারসন্ খন্দদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, তাহাদের নরবলিপ্রথা তুলিয়া দিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে এই ভয়ঙ্কর প্রথা তিরোহিত হয়। তিনি এইরূপে মানবকুলের হিতসাধন করিয়া একটি প্রধান প্রদেশীয় ভূপতির শাসনশৃঙ্খলা পরিদর্শনার্থে নিয়োজিত হয়েন। তাঁহার সহিত তরুণ-বয়স্ক মহারাজ ও তদীয় অভিজ্ঞ প্রধান মন্ত্রীর সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়। তিনি দিনকর রাওকে বিপদকালে প্রধান সহায় ও সম্পদের সময়ে প্রধান আত্মীয় ভাবিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে স্বকীয় অভ্যস্ত কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েন।

এই সময়ে মহারাজ শিন্দে ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কানিঙের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি কলি-কাতায় ইংরেজের আধিপত্য ও ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের বিনয়সৌজন্য ও আতিথেয়তায় পরম পরিতোষ লাভ করেন। সুতরাং ইংরেজের উপর মহারাজ শিন্দের কোনরূপ বিরাগের কারণ ঘটে নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সিপাহীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উত্তেজনা পরিস্ফুট হইলে মহারাজ শিন্দে, গোবালিয়রের সৈন্য উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের সাহায্যার্থ প্রস্তুত রাখেন। কিন্তু এই সৈন্যের উপর রেসিডেণ্ট ম্যাকফারসন্ সাহেবের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। যেহেতু ইহারা কোম্পানির পদাতি সিপাহীদিগের সহিত এক শ্রেণীতে সমাবেশিত ও একবিধ উপকরণে সজ্জিত ছিল। এজন্য রেসিডেণ্ট সাহেব মহারাজ শিন্দের নিকটে তাঁহার নিজের শরীররক্ষক সৈনিকদল পাঠাইবার প্রার্থনা করেন। মহারাজ জয়াজী রাও এই প্রার্থনাপূরণে কিছুমাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সজাতীয়গণ তদীয় শরীররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি ইহাদের সাম-রিক কৌশলে আমোদিত হইতেন, ইহাদের অস্ত্রচালনার চাতুরী দর্শনে পরি-তোষ প্রকাশ করিতেন, ইহাদিগকে সুসজ্জিত করিতে মুক্তহস্ত হইতেন, এবং ইহাদের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। তাঁহার এইরূপ আদর ও প্রীতির পাত্রগণ যখন তদীয় রাজধানী হইতে যাত্রা করে,

তখন তিনি আত্মগৌরবে আমোদিত হইয়া, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহাদের অনুগমন করেন। গোবালিয়রে ইংরেজের যে সৈন্য ছিল, তাহাদের উপর মহারাজ বা রেসিডেণ্টের বিশ্বাস ছিল না। কোম্পানির সিপাহীদিগের প্রতি তাহাদের সমবেদনা ছিল। তাহারা ঔৎসুক্যসহকারে ঐ সকল সিপাহীর সংবাদ লইত। কথিত আছে, উপস্থিত সময়ে তাহারা রাত্রিকালে পরস্পর সমবেত হইত, পবিত্র গঙ্গাজল হস্তে লইয়া, ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার জন্য শপথ করিত, দিল্লী বা কলিকাতা হইতে আগত চরদিগকে আদরসহকারে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের সহিত নানারূপ পরামর্শে ব্যাপৃত থাকিত। তাহারা আপনাদের সনাতন ধর্ম্মের বিলোপের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল, সমভাবে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া ইংরেজের নিধন বা নিষ্কাশনের উপায় দেখিতেছিল। মহারাজ জয়াজী রাও তাহাদের চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছিলেন। রেসিডেণ্ট ম্যাকফারসন্ সাহেব তাহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপনে অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাপি তাহাদের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার রামজে এবং তদীয় আফিসারগণ এইরূপ সন্দেহ বা অবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েন নাই। কিন্তু রেসিডেণ্ট স্থির থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। রেসিডেণ্টের আবাসগৃহ এই উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট হইল। গোবালিয়রস্থিত কোম্পানির সৈনিকগণ উক্ত স্থানের রক্ষক ছিল। তাহাদের পরিবর্ত্তে দরবারের খাস সৈনিকদিগকে রাখিবার প্রস্তাব হইল। রেসিডেণ্ট যখন এই বিষয় ব্রিগেডিয়ার রামজেকে জানাইলেন, তখন ব্রিগেডিয়ার এতদ্দ্বারা সিপাহীদিগের উপর বিশ্বাসের হানি হইবে, সিপাহীগণ ইহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে বলিয়া, উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি প্রকাশ করিলেন।

মহারাজের প্রাসাদ লস্করে অবস্থিত। মোরারে সৈনিকনিবাস। লস্কর হইতে মোরার প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী। মহারাজ এই দূরবর্ত্তী সৈনিকনিবাসের ইউরোপীয়দিগকে নিরাপদ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ২৮শে মে সৈনিকনিবাসে সহসা গোলযোগ ঘটিল। লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় বালকবালিকা ও কুলমহিলারা সভয়ে আপনাদের জীবনরক্ষার জন্য রেসিডেন্সির অভিমুখে ধাবিত হইল। ইউরোপীয়গণ ভাবিয়া-

ছিলেন যে, গোবালিয়রের সৈন্য ঐ রাত্রিতে তাহাদের বিরুদ্ধে সমুখিত হইবে। কিন্তু এইরূপ ধারণা শেষে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সিপাহীগণ ঐ সময়ে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল না। সৈনিকনিবাস যুদ্ধোন্মুখ সৈনিকদিগের সমুত্থানে বিশৃঙ্খল হইল না। ইংরেজেরা আপনাদের অলীক আতঙ্কে আপনারাই লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক, যখন এই ঘটনার সংবাদ মহারাজ শিন্দের গোচর হইল, তখন তিনি অবিলম্বে কতিপয় সৈনিকে পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে রেসিডেন্টের আবাসগৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ স্থান রক্ষার জন্য উহার চারি দিকে সৈনিকদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া, রেসিডেন্টকে আপনার প্রাসাদসংলগ্ন সুবিস্তৃত গৃহে বালকবালিকা ও কুলমহিলাদিগকে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। পরদিন মহিলাগণ আপনাদের সন্তানদিগকে লইয়া মহারাজের নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সিপাহীগণ ইহাতে সাতিশয় আপত্তি করিতে লাগিল। তাহারা কহিতে লাগিল যে, কুলমহিলাদিগকে এইরূপে স্থানান্তরিত করাতে তাহাদের বিশ্বস্ততার উপর সন্দেহ করা হইয়াছে। তাহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আফিসারদিগের মতপরিবর্ত্তন হইল। আফিসারগণ আপনাদের পরিবারবর্গকে পুনর্ব্বার সৈনিকনিবাসে আনয়ন করিলেন। তরুণবয়স্ক মহারাজ আপনার রাজধানীস্থিত অসহায় ইংরেজগণ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তিনি তাঁহাদের অবস্থিতির জন্য আপনার প্রশস্ত প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের রক্ষার জন্য আপনার বিশ্বস্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও সন্তোষের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার যত্নে ও আগ্রহে যাহা হইতে পারে, তিনি তৎসমুদয়েরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সদাশয় হিতৈষী ভূপতির প্রতিও সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কুপলাণ্ডনামক এক জন খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচারক এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই সময়ে মহারাজ শিন্দের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কুপলাণ্ডপত্নী এইরূপ স্পষ্ট ভাষায় মহারাজের প্রতি অসন্তোষের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন— "দুর্ভাগ্যক্রমে মহারাজ হিন্দু, এজন্য গোরু তাঁহার নিকটে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। আমরা তাঁহার রাজ্যে গোমাংস খাইতে পারি না। উহা কখন

কখন কেবল আগরা হইতে আমাদের জন্য আইসে। এইরূপ বিরক্তিজনক কুসংস্কারের জন্য মহারাজের উপর আমার যে, কিরূপ আক্রোশ জন্মিয়াছে, তাহা তাঁহার জানা উচিত।” পত্নী চিরপ্রিয় গোমাংস না পাওয়াতে মহারাজের উপর এইরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল। পতি ভারতবাসীদিগের উপর অন্য ভাবে ক্রোধপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭ই মে গোবালিয়র হইতে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—“মিরাট এবং দিল্লীর সিপাহীদিগের সমুত্থানে পরমেশ্বর নির্জীব পৌত্তলিক এবং অতি নিকৃষ্ট কুসংস্কারে আচ্ছন্ন (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুরাজ্যে গোবধ নিষিদ্ধ) লোকদিগকে ঘোরতর শাস্তি দিবেন।” * যিনি খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তিনি এইরূপে সেই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমদর্শিতা, উদারতা ও সার্ব্বজনীন দয়া যে ধর্ম্মের ভিত্তি, সেই ধর্ম্মের প্রচারভার এইরূপ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, এবং এইরূপ ব্যক্তিই আপনাদের ভোগাভিলাষসিদ্ধির জন্য ভারতবাসীদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া, স্বকীয় ধর্ম্মের গৌরব দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রিগেডিয়ার রামজে উপস্থিত সময়ে আত্মরক্ষা-সম্বন্ধে কোনরূপ কার্য্য করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। গোবালিয়রের সৈনিকদলের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। রেসিডেন্ট সাহেব মহারাজ শিন্দের শরীররক্ষক সৈনিকদিগকে ফিরাইয়া পাঠাইতে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কল্‌বিন্ সাহেবের নিকটে টেলিগ্রাম করেন। এই টেলিগ্রামের বিষয় ব্রিগেডিয়ারের গোচর করা হয়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার ইহাতে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের নিকট লিখিয়া পাঠান যে, এখানে কোন গোলযোগ নাই। সৈনিকদিগের উপর বিশ্বাস ক্রমে বাড়িতেছে। শিন্দে বোধ হয়, সিপাহীদিগকে দূর করিয়া, আপনার বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই পত্রানুসারে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর গোবালিয়রে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন যে, সিপাহীগণ প্রকাশ্য-ভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইলে কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে যেন আগরায় পাঠান না হয়।

* *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 335, note.*

এইরূপে গোবালিয়রস্থিত ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্টচক্র আবর্ত্তিত হইল। ব্রিগেডিয়ার যাহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাহাদের ব্যবহারে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর মহোদয়ের নিকটে লিখিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সেই বিশ্বাসের পাত্র ও বিশ্বাসবৃদ্ধিকারিগণই বিরক্তি ও বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় দিতে উদ্যত হইল। প্রদেশীয় রাজাদিগের অধিকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সকল সৈনিকদল থাকিত, জুন মাসের প্রথমার্দ্ধে তাহাদের অনেকেই শত্রুতাচরণে উদ্যত হয়। ৪ঠা জুন নীমচে একদল সৈন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে। ৭ই একদল ঝাঁসিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। সিপ্রি এবং জব্বলপুরের দলের মধ্যেও শত্রুতাচরণের নিদর্শন লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশাধিকৃত জনপদ হইতে প্রত্যহ ভয়ঙ্কর সংবাদ লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের নিকটে উপস্থিত হইতে থাকে। অনেক স্থানেই ইংরেজদিগের কেহ কেহ নিহত হয়েন, কেহ কেহ বা প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। তাঁহাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য অনেক স্থানেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিলুণ্ঠপ্রিয় লোকের আক্রমণে অনেক স্থানই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে।

এই সময়ে অদূরদর্শী জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্ষমতা ও আধিপত্য অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে। গোবালিয়রে অনেকের মনে এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। ইহারা এজন্য উৎসাহিত হইয়া মহারাজ শিন্দেকে আপনাদের পক্ষে আনিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দূরদর্শী দিনকর রাও এই সময়ে রাজ্যরক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষগণ ইঁহার অভ্যুদয়ে চিন্তিত হইয়াছিল। ইঁহার প্রাধান্যদর্শনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একান্ত অনুরক্ত ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনকারী জানিয়া, ইঁহার প্রতি নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল। ইহারা এইরূপে চিন্তিত, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দিনকর রাও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বিপক্ষগণ মনে করিয়াছিল যে, ইহারা মহারাজকে এই বলিয়া বুঝাইবে যে, ইংরেজদিগের নিষ্কাশনে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাধান্য যখন বর্দ্ধিত হইবে, তখন বিজয়ী সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত না হওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত নির্বুদ্ধিতার কার্য্য। তাহারা তরুণবয়স্ক মহারাজকে এইরূপ নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। মহারাজ তাহাদের কথা

শুনিলেন। তাহাদের কথার যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। তাহাদিগকে স্থির-ভাবে থাকিতে কহিলেন। কিন্তু কোনরূপে তাহাদের পক্ষসমর্থন বা উৎসাহ-বর্দ্ধন করিলেন না। মহারাজের এইরূপ প্রশান্তভাবে দরবারের সৈনিকগণ সহসা কোনরূপ গোলযোগ ঘটাইল না। কিন্তু সৈনিকনিবাসে যে সকল সিপাহী ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের অধীন ছিল, মহারাজ এবং রেসিডেণ্ট সাহেব যাহাদের উপর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারা দীর্ঘকাল স্থিরভাবে থাকিল না। তাহারা জাতীয় ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এই উত্তেজনার পরিচয় দিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১৪ই জুন রবিবার—এই রবিবার ধর্ম্মনিষ্ঠ ইংরেজের নিকটে চিরপবিত্র বলিয়া পরিগণিত। উপস্থিত সময়ে এই পবিত্র দিনে নানা স্থানে ইংরেজদিগের দুর্গতির একশেষ হয়। ইংরেজেরা যখন উপাসনাগৃহে সমবেত হইয়া, ঈশ্বরের আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হয়েন, তখন উত্তেজিত সিপাহীগণ সুযোগ বুঝিয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। ১৪ই জুন রবিবার গোবালিয়রেও এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের আবির্ভাব হয়। ঐ দিন গোবালিয়রের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা উপাসনামন্দিরে গমনপূর্ব্বক আপনাদের পবিত্র কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। প্রাতঃকালে এক জন ইংরেজ সেনানায়কের একটি শিশুপুত্রের সমাধি হয়। গোবালিয়রের অনেক ইউরোপীয় সমাধিস্থানে গমন করেন। সৈনিকনিবাসের সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ইঁহাদিগকে সমাধিক্ষেত্রে যাইতে দেখে এবং প্রশান্তভাবে ইঁহাদের শোচনীয় ঘটনায় সমবেদনার চিহ্ন প্রকাশ করে। কিন্তু তাহাদের এই প্রশান্তভাব শীঘ্র অন্তর্হিত হয়, সমবেদনার চিহ্নও শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিনা গোলযোগে দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু সায়ংকালে সমগ্র সৈনিকনিবাস বিশৃঙ্খল ও গোলযোগে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইউরোপীয়গণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, এইরূপ জনরবে একান্ত অধীর হইয়া, তাহারা বিকট চীৎকার করিতে করিতে চারি দিকে ধাবিত হয়। গোলন্দাজেরা সসম্ভ্রমে আপনাদের কামান সজ্জিত করিতে থাকে। পদাতিগণ আপনাদের বন্দুক গ্রহণ করে। চারি দিকের ভয়াবহ কোলাহল, বন্দুকের শব্দ, ধূমোদ্গম সায়ন্তন শান্তি দূরীভূত করিয়া, ইউরোপীয়দিগকে যার পর নাই আতঙ্কগ্রস্ত করে। আফিসারগণ এই সময়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা সহসা

কলরবে ও অস্ত্রাদির শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া, সামরিক পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক সৈনিকনিবাসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ আবাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত বা স্বদেশীয়গণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলেন না। অধিনায়কদিগের মধ্যে অনেকেই নিহত হইলেন। মহিলা ও বালকবালিকারা নিরাপদ স্থান প্রাপ্তির আশায় তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইল। কিন্তু সিপাহীরা এই গভীর উত্তেজনার সময়ে হৃদয়ের সদ্‌গুণে এক বারে বিসর্জ্জন দেয় নাই। মেজর ব্লেকনামক এক জন অধিনায়ক দ্বিতীয় পদাতিদলের পরিচালক ছিলেন। এই দলের সিপাহীগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিল। তিনি অপর দলের সৈনিকগণকর্ত্তৃক নিহত হয়েন। ইহাতে তাঁহার দলের সৈনিকগণ এরূপ ক্ষুব্ধ হয় যে, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেয়। যাঁহাদের অদৃষ্ট অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন ছিল, তাঁহারা রেসিডেন্সিতে বা মহারাজ সিন্দের প্রাসাদে গিয়া আত্মরক্ষা করেন। এ সময়ে কোন কোন সিপাহী দয়া ও সৌজন্যের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। কতিপয় সিপাহী মৃত ও মুমূর্ষু অধিনায়কদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। ইহাদের পরামর্শে তিন জন ইউরোপীয় পলায়নে উদ্যত হয়েন। এক জন ইংরেজ অধিনায়ক পদব্রজে যাইতেছিলেন, সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিন জন সিপাহী তাঁহার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিল এবং মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া পলাতককে কহিল যে, তাহারা তদীয় জীবনরক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিবে। ইহা কহিয়াই, তাহারা বিপন্ন ইউরোপীয়ের টুপি ফেলিয়া দিল, পেণ্টুলুন ছিঁড়িয়া ফেলিল, জুতা দূরে নিক্ষেপ করিল, এবং তাহাকে ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশের কাপড়ে সম্পূর্ণরূপ আচ্ছাদিত করিয়া দুই জনে কাঁধে লইয়া চলিল। তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের অগ্রে যাইতে লাগিল। যে সকল উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকে কহিল যে, ইহারা আপনাদের এক জনের স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছে। এইরূপে ইহারা যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীদিগকে ছাড়াইয়া একটি নদী অতিক্রম পূর্ব্বক নিরাপদে আপনাদের বহনীয় পদার্থ আনিল। অতঃপর তাহারা বিপন্ন পলাতককে আগ-রায় যাইতে কহিল। কিন্তু পলাতক আপনার সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। সিপাহীগণ এই বিপত্তিকালে তাঁহাকে

কাহারও জন্য কোথাও প্রতীক্ষা না করিয়া সত্বর যাইতে কহিল। কিন্তু পলাতক কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না। তিন জন সিপাহী তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, নদীর যে তটে উত্তেজিত সিপাহীগণ পলাতক ইউরোপীয়দিগকে ধরিবার জন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার অপর তটে উক্ত ইউরোপীয়কে লইয়া গেল। অনন্তর এক জন সিপাহী তাহাকে কহিল, "যদি আপনার স্ত্রী জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমি এখনই তাঁহাকে আপনার নিকটে আনিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সিপাহী চলিয়া গেল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে উক্ত ইউরোপীয়ের পত্নী স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের গৃহ বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল; টাকাকড়ি যাহা কিছু এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্যের নিকটে ছিল, উত্তেজিত লোকে উক্ত ভৃত্যের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছিল। বিলুণ্ঠনপ্রিয় সিপাহীগণ উক্ত পলাতক ইউরোপীয়ের পত্নীর ঘড়ি ও চেন ছিনাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সমক্ষে তদীয় দেহ অক্ষতভাবে ছিল। উক্ত তিন জন সিপাহী এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দম্পতির প্রতি দয়া ও সৌজন্যের একশেষ দেখায়। তাহারা পূর্ব্বে ঘোড়ায় যে চাদরে পলাতককে আচ্ছাদিত করিয়াছিল, এখন সেই চাদর ব্যাগের মত করিয়া বন্দুকের সহিত বাঁধিল, এবং উহার মধ্যে পলাতকের পত্নীকে স্থাপন পূর্ব্বক দুই জনে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বিপন্ন ইউরোপীয় নগ্নপদে এই অপূর্ব্ব ডুলির পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ এইরূপে ৭ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইল। এই সময়ে আর তিন জন ইউরোপীয় পলাতক তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে একটি হাতী পাওয়া গেল। সকলে সেই হাতীতে চড়িয়া আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে মহারাজের বাসস্থান লস্করের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে ছয় খানি ঘোড়ার গাড়ি তীরবেগে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইল। মহারাজের কতিপয় শরীররক্ষক সৈনিকপুরুষ এই সকল গাড়ির সঙ্গে ছিল। পলাতকগণ নিরাপদ হইলেন। উৎকৃষ্ট যান ও দেহরক্ষক উৎকৃষ্ট সৈনিকপুরুষ পাইয়া, তাঁহারা নিরুদ্বেগে আশ্রয়স্থানে উপনীত হইলেন। আরও অনেকগুলি ইউরোপীয়, কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে

লইয়া, ইঁহাদের সহিত সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।* এইরূপে বিশ্বস্ত সিপাহী-দিগের সাহসে ও সৌজন্যে বিপন্ন বিদেশীয়দিগের জীবনরক্ষা হইল।

এই ঘটনায় মহারাজ শিন্দে যেমন উদ্বিগ্ন, সেইরূপ দুঃখিত হইলেন। উপস্থিত সময়ে কি করিতে হইবে, তিনি সহসা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। রেসিডেণ্ট মাক্‌ফারসন্ সাহেব তাড়াতাড়ি মহারাজ শিন্দের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। পথে কতিপয় গাজী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে এক জন মহারাষ্ট্রীয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিতে তিনি রক্ষা পাইলেন। উক্ত মহারাষ্ট্রীয়, আক্রমণকারীদিগকে কহিলেন যে, রেসিডেণ্ট সাহেবকে বন্দী করিয়া মহারাজের নিকটে লইয়া যাওয়া হইতেছে। গাজীগণ এই কথায় নিরস্ত হইল। মাক্‌ফারসন্ সাহেব প্রাসাদে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, মহারাজ ও তাঁহার মন্ত্রী এক স্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দরবারের সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, তাঁহাদের চারি দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মহারাজ ও তদীয় মন্ত্রী উভয়েই চিন্তাকুল হইয়াছেন। রেসিডেণ্ট সাহেব ইঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে স্থির হইল যে, পলাতকদিগকে চম্বলের দিকে অথবা যদি সম্ভব হয়, আগরায় পাঠাইয়া দিবার জন্য যথোপযুক্ত যান সংগ্রহ করা হইবে। মাক্‌ফারসন্ সাহেব একাকী মহারাজের নিকটে থাকিতে চাহিলেন, কিন্তু মহারাজ শিন্দে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে লাগিলেন। মহারাজ ভাবিলেন যে, রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার নিকটে থাকিলে, উত্তেজিত সিপাহীগণ অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিবে। তাহারা প্রাসাদ আক্রমণ করিবে এবং রেসিডেণ্ট সাহেবের নিধনের জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে থাকিবে। সুতরাং মহারাজ মাক্‌ফারসন্ সাহেবকে তাঁহার বহুমূল্য জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। ইংরেজের পরিচালিত সিপাহীগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। দরবারের সৈনিকগণ সম্বন্ধেও সন্দেহ করা হইয়াছিল। জনসাধারণ ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া, অসংসাহসিক কার্য্যসাধনে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল। এসময়ে ইংরেজদিগের গোবালিয়রে থাকা সঙ্গত বোধ হইল না।

* *Martin, Indian Empire, Vol II. p. 338-339.*

সুতরাং রেসিডেণ্ট সাহেব মহারাজের নিকট বিদায় লইলেন। মহারাজ যথোচিত অর্থ দ্বারা সিপাহীদিগকে সন্তোষিত করিয়া আপন আপন বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি সমগ্র সৈনিকদলকে গোবালিয়রে একত্র রাখিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন যে, যাবৎ সৈনিকগণ আপনাদের কর্ম্মস্থলে থাকিবে, তাবৎ তাহাদিগকে কর্ম্মে বহাল রাখা যাইবে। এইরূপ আশ্বাস দিয়া, মহারাজ সিপাহীদিগকে গোবালিয়রে রাখিবেন। মহারাজ শিন্দে রেসিডেণ্ট সাহেবের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সুতরাং ইংরেজদিগের নিষ্কাশনের পর দরবারের ও সৈনিকনিবাসের সিপাহীগণ কিছু কাল গোবালিয়রে থাকিল। সিপাহীগণ অর্থ পাইয়া গোবালিয়র পরিত্যাগ করিলে নানারূপ আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান থাকিবে। তাহারা হয় ত স্থানান্তরে গিয়া, অপরাপর সিপাহীর দল পরিপুষ্ট করিবে। যে পর্য্যন্ত আগরা সুরক্ষিত, অথবা দিল্লী অধিকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত মাক্‌ফারসন্ সাহেব ঐ সকল সিপাহীকে কোনরূপে গোবালিয়রে রাখা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে এইরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল।

পলাতকগণ গোবালিয়র হইতে চম্বলের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। পতিপ্রাণা কামিনী পতি হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। সুখোচিত ও সৌভাগ্যে বর্দ্ধিত বালকবালিকাগণ অনাথ হইয়াছিল। সৈনিকনিবাস পরিত্যাগকালে অনেকে নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু সিপাহীগণ গভীর উত্তেজনার আবেগে দয়াধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিলেও মহিলা বা বালকবালিকাদিগের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করে নাই। ধর্ম্মপ্রচারক কুপলাণ্ড্ এবং ও ডাক্তার কার্ক সাহেব সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বনিতারা অক্ষতশরীরে ছিলেন। স্ত্রীর সমক্ষে ডাক্তার সাহেব গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার পত্নী স্বামীর এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমাকেও মার"। সিপাহীগণ কহিল, "না"। ডাক্তার সাহেবের চারি বৎসর বয়সের পুত্র মাতার নিকটে ছিল। এক জন উত্তেজিত সিপাহী সহযোগীদিগকে কহিল, "বোচাকে (শিশুকে) মারিও না"। ডাক্তার সাহেব

প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহার পত্নী ও শিশুপুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। কয়েকটি কুলমহিলা সিপাহীদিগকে আসিতে দেখিয়া তাহাদিগকে যোড়হস্তে কহিলেন, "মাৎ মারো, মাৎ মারো" (আমাদিগকে মারিও না)। সিপাহীগণ কহিল, 'না, আমরা মেমসাহেবদিগকে মারিব না। কেবল সাহেবদিগকে মারিব"। কথিত আছে, সিপাহীগণ কুলমহিলাদিগের প্রতি অস্ত্রচালনা না করিলেও, তাহাদের টাকা বা অলঙ্কারাদি লইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। যাহা হউক, পলাতকগণ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়া ভীতচিত্তে আপনাদের অভাবনীয় দুরদৃষ্টের স্থান পরিত্যাগ করিলেন। পথেও তাঁহাদিগকে নানারূপ বিপন্ন হইতে হইল। চম্বলের দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটি পল্লীতে উপস্থিত হইলে, দুই শত গাজী পলাতকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। জাহাঙ্গীর খাঁ নামক এক জন হাবিলদার ইহাদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করে। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সৈনিকবিভাগে নিয়োজিত ছিল। পরে মহারাজ শিন্দের দরবারে কর্ম্ম গ্রহণ করে। জাহাঙ্গীর খাঁ সবুজ বর্ণের পরিচ্ছদ ধরিয়া মাকৃফারসন্ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি প্রথমতঃ ইউরোপীয়দিগের কোনরূপ অনিষ্ট করিবে না বলিয়া ভাণ করে, কিন্তু পলাতকগণ ইহাতে নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। সৌভাগ্যক্রমে দিনকর রাওর আদেশে ঠাকুর বলদেব সিংহ নামক এক জন বলিষ্ঠ যুদ্ধকুশল ব্রাহ্মণ আপনার সশস্ত্র অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া নিশীথকালে পলাতকদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার আগমনে ইউরোপীয়গণ অনেকাংশে নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হইলেন। ঠাকুর বলদেব সিংহ কতিপয় অনুচরকে জাহাঙ্গীর খাঁর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত করিলেন, এবং স্বয়ং অবশিষ্ট অনুচরদিগকে লইয়া ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে চলিলেন। ইঁহার সাহায্যে ইউরোপীয়েরা চম্বলনদ পার হইলেন। মাকৃফারসনের প্রার্থনা অনুসারে ঢোলপুরের অধিপতি হস্তী ও শরীররক্ষক সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চম্বলের অপর তটে এই সকল হস্তী ও সৈন্য সজ্জিত ছিল। পলাতকগণ হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন, শরীররক্ষক সৈনিকেরা ইঁহাদের সঙ্গে যাইতে লাগিল। ঢোলপুররাজ ইঁহাদের প্রতি দয়া ও সৌজন্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার প্রেরিত বাহনে পরিশ্রান্ত ও সর্ব্ববিষয়ে বিপন্ন পলাতকদিগের পথশ্রান্তি দূর হইল, তাঁহার সৈনিকগণের উপস্থিতিতে পলাতকদিগের সাহস বৃদ্ধি পাইল, তাঁহার যত্নে ও আগ্রহে

পলাতকগণের নিকটে গোবালিয়রের প্রকৃত সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৫ই জুন আগরার কর্তৃপক্ষ উপস্থিত বিপ্লবের সংবাদ অবগত হইলেন। পলাতকগণ এইরূপে নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক ১৭ই জুন আগরায় উপনীত হয়েন। ইঁহাদের অন্য দুইদল যথাক্রমে ১৯শে ও ২২শে জুন নিরতিশয় শোচনীয় অবস্থায় আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পদার্পণ করেন।

গোবালিয়রে সর্ব্বসমেত ২০ জন ইউরোপীয় নিহত হয়। ইঁহাদের কাহারও দেহ কোনরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় নাই। মহারাজ শিন্দের আদেশে যথানিয়মে ইঁহাদের সমাধি হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত সিপাহীগণ আপনাদের এক জন অধিনায়ককে সমাধিস্থ করে। এই অধিনায়কের নাম মেজর ব্লেক্। সিপাহীগণ ব্লেকের পত্নীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বিমুখ হয় নাই। মেজর ব্লেকের মীর্জ্জা নামক খিদ্‌মতগার এই সময়ে তদীয় বিধবা পত্নীর সহায় হয়। এইরূপ বিশ্বস্ততার জন্য গবর্ণমেণ্ট অতঃপর ইহাকে পুরস্কৃত করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রেসিডেণ্ট সাহেবের পরামর্শ অনুসারে মহারাজ শিন্দে উত্তেজিত সৈনিকদলকে কোনরূপে গোবালিয়রে রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং গোবালিয়রের সিপাহীগণ কর্ত্তৃক আপাততঃ আগরা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও, স্থানান্তরের ঘটনায় লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কলবিন সাহেব শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিয়াছিল যে, নীমচের সৈনিকদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া আগরার দিকে আসিতেছে। নীমচ মহারাজ শিন্দের রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত। উহা পূর্ব্বে শিন্দের অধিকৃত ছিল। পরে উহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রধান সৈনিকনিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ স্থান যেরূপ মনোরম্য, সেইরূপ স্বাস্থ্যকর। এই স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় স্থানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বহুসংখ্যক সৈনিকপুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের শাসনাধীন জনপদের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত হওয়াতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সৈনিকদলও বাঙ্গালার সিপাহীদিগের সহিত এই স্থানরক্ষায় নিয়োজিত থাকিত। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পদাতিদলের স্থলে বাঙ্গালার সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতে থাকে। উপস্থিত সময়ে নীমচে দুই দল পদাতি এবং প্রথম অশ্বারোহিদলের কতকগুলি

সৈনিক ছিল। নীমচের ১৫০ শত মাইল উত্তরদিক্‌বর্ত্তী নসীরাবাদে দুই দল পদাতি, এক দল গোলন্দাজ এবং বোম্বাইয়ের এক দল সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে পদাতি ও গোলন্দাজদিগের তাদৃশ প্রশান্তভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহারা কিছু দিনের মধ্যে উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল। ২৮শে মে অপরাহ্নকালে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহসা কামানের পার্শ্বে গমন করে, বন্দুক পুরিতে থাকে এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমরবেশে সজ্জিত হইয়া উঠে। পদাতি ও গোলন্দাজ সৈন্য এইরূপে পূর্ব্বতন প্রশান্তভাব ও বিশ্বস্ততা হইতে স্খলিত হয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের সৈনিকদল সহসা ইহাদের অনুবর্ত্তী হয় নাই। যখন ইহাদের প্রতি, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে আক্রমণ ও কামান অধিকার করিতে আদেশ দেওয়া হয়, তখন এই আদেশপালনে তাহারা ঔদাস্য দেখায়। সুতরাং পদাতি ও গোলন্দাজগণ উৎসাহসম্পন্ন হইয়া আফিসারদিগকে আক্রমণ করে। দুই জন আফিসার নিহত এবং দুই জন আহত হয়েন। ব্রিটিশ কোম্পানির সৈনিকদলের রীতিপদ্ধতি একরূপ ছিল না। উপস্থিত সময়ে এই পার্থক্য ও তৎপ্রযুক্ত অনিষ্টজনক ফল সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়। বাঙ্গালার সিপাহীগণ আপনাদের পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কর্ম্মস্থলে অবস্থিতি করিত, পক্ষান্তরে বোম্বাইয়ের সৈনিকদিগের পরিবারবর্গ তাহাদের সঙ্গে থাকিত। বোম্বাইয়ের যে সৈনিকদল নসীরাবাদে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের স্ত্রীপুত্ত্রাদিও ঐ স্থানে ছিল। সুতরাং এই সময়ে আপনাদের স্ত্রীপুত্ত্রাদি তাহাদের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। বাঙ্গালার সৈনিকদলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে পাছে তাহাদের প্রীতিভাজন পরিজনগণ আক্রান্ত হয়, এই আশঙ্কায় তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। ইউরোপীয়গণ নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া পড়েন। তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া, আপনাদের সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ত্রীপুত্ত্রাদির সহিত ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী বেওয়ারে পলায়ন করেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ তাহাদের অপরাপর উত্তেজিত স্বদেশীয়ের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—গৃহদাহ, সম্পত্তিলুণ্ঠন প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে।

নসীরাবাদের সৈনিকগণ যখন এইরূপে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়, তখন নীমচের সিপাহীরা যে, স্থিরভাবে থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। ইহাদের

উপর পূর্ব্বেই সন্দেহ করা হইয়াছিল। ৩রা জুন ইহারা প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়, এবং বিলুণ্ঠন, ভস্মীকরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক দিল্লীতে যাত্রা করে। ইহারা আফিসার ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের জীবনহানি করে নাই। ইহাদের অত্যধিক উত্তেজনার আবেগে কেবল এক জন ইউরোপীয় গোলন্দাজের স্ত্রী নিহত হয়। এই সময়ে মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহীদিগের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহারা সুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানী আগরা দিল্লীর পথে। সুতরাং আগরার কর্ত্তৃপক্ষ, নীমচের উত্তেজিত সিপাহীগণের দিল্লীতে অভিযানবার্ত্তা শুনিয়া, নিরতিশয় শঙ্কিত হয়েন। কিন্তু সিপাহীগণ এক পরামর্শে পরিচালিত হইত না। এক সময়ে তাহাদের যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইত, অন্য সময়ে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত। এইরূপ অব্যবস্থিত সমরব্যবসায়িগণ যে, সহসা দিল্লীতে যাইবার সময়ে আগরা আক্রমণ করিবে, তাহার সম্ভাবনা কম ছিল। নীমচ হইতে আগরা ৩০০ শত মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত। এজন্য উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের তাদৃশ আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান ছিল না। এই সময়ে মহারাজ শিন্দের ন্যায় আর এক জন মহারাষ্ট্রীয় অধিরাজের উপর সাধারণের দৃষ্টি ছিল। মহারাজ শিন্দের ন্যায় ইঁহার রাজ্যের সহিতও উত্তেজিত সিপাহীদিগের উত্তেজনামূলক কর্ম্মের সংস্রব ছিল। আগরা অপেক্ষা ইঁহার অধিকৃত স্থান উক্ত উত্তেজিত সিপাহীদলের নিকটবর্ত্তী ছিল। এই মহারাষ্ট্রীয় ভূপতির রাজ্যে উপস্থিত সময়ে কি ঘটিয়াছিল, তাহা এখন বর্ণিত হইতেছে।

ইন্দোর

ইন্দোর মহারাজ হোলকরের রাজধানী। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই কর্ত্তৃক এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। অহল্যাবাইয়ের সংস্রবে এবং প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় অধিরাজের প্রাধান্যে এই রাজধানী ভারতে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইন্দোর মহারাজ হোলকরের রাজ্যের পশ্চিমাংশে ও আগরার চারি শত মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে বোম্বাই ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী। রাজনৈতিক বিষয়ে ইন্দোর মধ্যভারতবর্ষের প্রধান স্থান। এই

স্থানে রেসিডেন্সি অবস্থিত। রেসিডেন্সিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি বৎসরের অধিকাংশ সময় যাপন করেন। রাজধানীর ১৩ মাইল দূরে মৌ-নামক স্থানে সৈনিকনিবাস। ১৮৫৭ অব্দের গ্রীষ্মকালে সৈনিকনিবাসে ২৩ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতি, প্রথম সংখ্যক এতদ্দেশীয় অশ্বারোহিদলের একাংশ, এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। পদাতিদলে ১৬ জন ইউরোপীয়, ১,১৭৯ এতদ্দেশীয়; অশ্বারোহিদলে ১৩ জন ইউরোপীয়, ২৮২ জন এতদ্দেশীয়; গোলন্দাজদলে ৯১ জন ইউরোপীয়, ৯৮ জন এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। বিপত্তিকালে ইউরোপীয়দিগকে স্বদেশীয় গোলন্দাজদিগের উপরে সর্ব্বাংশে নির্ভর করিতে হইত। ২৩ সংখ্যক পদাতিদলের অধিনায়ক কর্ণেল প্লাটের উপর সৈনিকনিবাসের কর্ত্তৃত্ব ছিল।

রেসিডেন্সি ইন্দোরের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। রেসিডেণ্টের আবাসগৃহ দ্বিতল, প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বৃক্ষবাটিকায় পরিবেষ্টিত। বাজার ও সহকারী রেসিডেণ্টের আবাসগৃহ রেসিডেন্সির সুবিস্তৃত অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত। উহার পশ্চিমদিকে মৌতে যাইবার পথ। পথের দক্ষিণপূর্ব্ব দিক উদ্যান ও বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। উহার ঠিক পশ্চিমে বাজার এবং বিভিন্ন প্রকারের অনেকগুলি গৃহ। এই দিকে রেসিডেন্সিরক্ষার জন্য মহারাজ হোলকরের সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। উত্তর দিকে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস এবং ধনাগার। এই দিকে ভূপালের অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। স্যার রবার্ট হামিণ্টন ইন্দোরের রেসিডেণ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতাপ্রযুক্ত স্বদেশে গমন করেন। তৎপদে কর্ণেল হেন্‌রি ডুরাণ্ড প্রতিনিধিস্বরূপ নিয়োজিত হয়েন। সামরিক কর্ম্মে কর্ণেল ডুরাণ্ডের নৈপুণ্য ছিল। প্রথম আফগানযুদ্ধে গজনির প্রবেশদ্বার ভগ্ন করিয়া, তিনি সৈনিকসমাজের প্রশংসনীয় হয়েন। ইহার পর তিনি স্বদেশে গমন করেন। লর্ড এলেনবরা গবর্ণর-জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, কর্ণেল ডুরাণ্ড তাঁহার খাসমুন্সী হয়েন। ডুরাণ্ড অভিনব গবর্ণর-জেনেরলের সহিত ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া, অভিনব কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি রাজনৈতিক ও দেওয়ানি বিভাগের অন্যান্য কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ অব্দে তিনি মধ্যভারতবর্ষে গবর্ণর-জেনেরলের এজেণ্ট হয়েন। স্যার রবার্ট হামিণ্টন এবং কর্ণেল ডুরাণ্ড বিভিন্ন প্রকৃতির লোক

ছিলেন। একের অভিমতের সহিত অপরের অভিমেতর সামঞ্জস্য ছিল না। যে সকল ভূপতি এক সময়ে ক্ষমতায় ও প্রাধান্যে অপ্রতিহতভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া, শেষে আপনাদের অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছেন, সেই পরানুগত ও পরানুগ্রহপ্রার্থী ভূপতিদিগের প্রতি স্যার রাবার্ট হামিল্টটনের যথোচিত সমবেদনা ছিল। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় হামিল্টন বুঝিয়াছিলেন যে, সহিষ্ণু না হইলে সিদ্ধির পথ সুগম হয় না। বিশেষতঃ যাহাদের সহিত ভাষা, ধর্ম্ম, রীতিনীতি, দেশাচার প্রভৃতি বিষয়ে একতা নাই, তাহাদের মধ্যে কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। স্যার রবার্ট হামিল্টন এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, ধীরভাবে মহারাজ হোলকরের দরবারের কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন, এবং কোনরূপ অসঙ্গত বিষয় লক্ষিত হইলে, ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত উহার প্রতীকারে উদ্যত হইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি কর্ণেল ডুরাণ্ড এইরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, কর্ত্তব্যসম্পাদনে কঠোরতা না দেখাইলে কোন কর্ত্তব্যই সম্পন্ন হয় না। তাঁহার নিকটে কোন বিষয় অনিষ্টজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, তিনি কঠোরভাবে উহার প্রতীকার করিতেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ছিল না, অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া, ধীরভাবে কার্য্য করিতেও তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি কল্পনাপ্রিয় ছিলেন, নিজের কল্পনায় প্রমত্ত হইয়া, উদ্ধতভাবে কার্য্য করিতেই ভালবাসিতেন। তিনি যে কার্য্যে অভ্যস্ত ছিলেন, যদি সেই কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গুণগৌরব অধিকতর প্রকাশিত হইত, এবং তিনি এক জন প্রধান ও সাহসী যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়সম্পাদনের জন্য তাঁহার তাদৃশ গুণ ছিল না। যে হেতু এতদ্দেশীয় অধিরাজবর্গের প্রতি তাঁহার সমবেদনা ছিল না, এতদ্দেশীয়দিগের সহিত ব্যবহারে তাঁহার সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইত না। যে ভূপতির দরবারে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত ছিলেন, সেই ভূপতিকে তিনি মোগলদরবারের সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা অধিকতর রাজভক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। এই ধারণা তাঁহাকে উপস্থিত সময়ে হঠকারিতাপ্রদর্শনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। এখন যে ঘটনা বর্ণিত হইতেছে, তাহাতে এই বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

উপস্থিত সময়ে মহারাজ তুকাজী রাও হোলকর একবিংশ বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি ধীরপ্রকৃতি, সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। রেসিডেণ্ট স্যার রবার্ট হামিণ্টন তাঁহার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। উমেদ সিংহ নামক একজন অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহার শিক্ষক হয়েন। মরাঠা প্রভৃতি অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় ভাষায় উমেদ সিংহের অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত উমেদ সিংহ ইংরেজী ভাষা বিশুদ্ধরূপে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। এই বহুদর্শী ব্রাহ্মণ আপনার প্রসিদ্ধ ছাত্রকে সুশিক্ষিত করিতে যথোচিত যত্ন করেন। তাঁহার যত্ন কোন অংশে নিষ্ফল হয় নাই। মহারাজ তুকাজী রাও ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের শিক্ষার গুণে সুশীল, শাস্ত্রানুরাগী এবং বিনয়ী হইয়া উঠেন। ইন্দোরের সর্দ্দারদিগের পুত্রগণও মহারাজ তুকাজী রাওয়ের সহিত শিক্ষালাভ করিতেন। এই সকল সমবয়স্ক সহাধ্যায়ীর সহিত একত্র থাকাতে তুকাজী রাওর শিক্ষানুরাগের সহিত প্রীতি, স্নেহ ও সমবেদনা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

স্যার রবার্ট হামিণ্টন যত দিন ইন্দোরের দরবারে ছিলেন, তত দিন মহারাজের কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা ঘটে নাই। কোন বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, রেসিডেণ্ট সাহেব ধীরভাবে উহা শুনিতেন, এবং সঙ্গত বোধ হইলে, উহার প্রতীকার করিতেন। হামিণ্টনের প্রতিনিধি যখন কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখনও এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইত। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ণেল ডুরাণ্ড ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। সমবেদনার অভাবপ্রযুক্ত তিনি ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। এক জন মরাঠা ভূপতি যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির সমক্ষে আপনার অভিমত প্রকাশ বা কোন অভিনব প্রস্তাবের উত্থাপন করিবেন, তাহা তিনি সহিতে পারিতেন না। সুতরাং মহারাজ হোলকরের ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকলের প্রভুর প্রভু। এই সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রস্থল প্রভুর প্রভুর সম্মুখীন হওয়া কাহারও উচিত নহে। মহারাজ হোলকর যত বড় লোকই হউন না কেন, অহংজ্ঞানী ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট তাঁহাকে সামান্য বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং তরুণবয়স্ক মহারাজের প্রতি তাঁহার সমবেদনা রহিল না। মহারাজ তুকাজী রাও এই কঠোরপ্রকৃতি রেসিডেণ্টের ব্যবহারে দুঃখিত হইলেন।

উপস্থিত সময়ে চারি দিকে বিপদের সূচনা হইতেছিল। গোবালিয়রের সৈনিক-নিবাসে বিপ্লবের বিকাশ হইয়াছিল। নসীরাবাদ ও নীমচের সিপাহীগণ আপনাদের প্রতিপালক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। দিল্লী ইংরেজের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজসৈন্য দিল্লীর পুরোভাগে দুর্দ্ধর্ষ সিপাহীগণ-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইংরেজের প্রাধান্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ইন্দোরের চারি দিকেই করাল বহ্নি-শিখার বিস্তার হইতেছিল। উদ্ধত লোকে ইংরেজের নিষ্কাশনে এবং ইংরেজের সাম্রাজ্যের বিধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ তুকাজী রাও চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সূচনা দেখিয়া যেরূপ দুঃখিত, সেইরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন। রেসিডেণ্টের ব্যবহারে তাঁহার অধিকতর বিরক্তি ও দুশ্চিন্তা জন্মিয়াছিল। কিন্তু রেসিডেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইলেও, তিনি সমগ্র ইংরেজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। বয়সের অল্পতায় তাঁহার ধীরতা ও অভিজ্ঞতা বিপর্য্যস্ত হয় নাই। ইংরেজের ক্ষমতার উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ এই বিপত্তিকালে আপনার ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন। ইংরেজের দৃঢ়তা, ইংরেজের চরিত্রবল, ইংরেজের সাহস ও সহায়সম্পত্তি কিরূপ, তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং কর্ণেল ডুরাণ্ডের চরিত্রের অনুপাতে তিনি সমগ্র ইংরেজের চরিত্রের পরিমাণ করেন নাই। তিনি ডুরাণ্ডকে ভাল না বাসিলেও, ইংরেজজাতির প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ইংরেজের বিরোধী হইতে চাহেন নাই বা ইংরেজের সমক্ষে আপনাকে কলঙ্কিত করিতেও ইচ্ছা করেন নাই।

মহারাজ তুকাজী রাও আর এক বিষয়ে নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্রাগার প্রায় শূন্য ছিল। উত্তেজিত সিপাহীদিগকে বাধা দিবার জন্য যথোপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত ছিল না। ইন্দোরের দরবার, রেসিডেণ্ট দ্বারা বোম্বাই গবর্ণর লর্ড এলিফিন্‌ষ্টোনের নিকটে দুই হাজার বন্দুক, তিনশত জোড়া পিস্তল এবং চারি লক্ষ ক্যাপের জন্য প্রার্থনা করেন। বোম্বাই গবর্ণর ইহার উত্তরে কর্ণেল ডুরাণ্ডের নিকট লিখিয়া পাঠান যে, প্রার্থিত বিষয়ের অর্দ্ধাংশ দিলেই বোধ হয়, মহারাজের সন্তোষ জন্মিতে পারে। কর্ণেল ডুরাণ্ড যখন মহারাজ হোলকরের প্রার্থনা বোম্বাইয়ের গবর্ণরের গোচর করেন, তখন তিনি হোলকরের

বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন নাই। ইন্দোরের দরবার যে, গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিবেন, তাঁহার মনে এইরূপ ধারণার আবির্ভাব হয় নাই। তিনি মহারাজ হোলকরকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের শক্রগণের সমক্ষে তাঁহার বলবৃদ্ধির জন্য তদীয় অস্ত্রাগারে পর্য্যাপ্তপরিমাণে যুদ্ধোপকরণ রাখা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সিপাহীদিগের উত্তেজনা ও তৎপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের শক্রতা পরিলক্ষিত হয় নাই। নসীরাবাদ ও নীমচে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। ডুরাণ্ড পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের প্রশান্তভাব দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু জুন মাস শেষ হইতে না হইতেই দুশ্চিন্তার গভীর আবেগে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয়। আশ্বস্তভাবের স্থলে ঘোরতর অশান্তিতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। নসীরাবাদ ও নীমচের সিপাহীগণ প্রকাশ্যভাবে শক্রতা প্রকাশ করে, এবং আপনাদের অবস্থিতির স্থলে ভয়াবহ বিপ্লবের নিদর্শন রাখিয়া মোগলের রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু এ সময়ে মৌতে সিপাহীদিগের উত্তেজনা ঘটে নাই। কর্ণেল প্লাট সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে যথোচিত চেষ্টা করিরাছিলেন। তিনি ৩০ বৎসর কাল আপনার ২৩ সংখ্যক সৈনিকদলে ছিলেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে সহসা কোনরূপ আশঙ্কাপ্রদর্শনে নিরস্ত রাখিয়াছিল। জুন মাসের মধ্যভাগে আফিসারগণ সিপাহীদিগের প্রতি বিশ্বস্ততাপ্রদর্শন ও অমূলক আশঙ্কার নিবারণের জন্য রাত্রিকালে সৈনিকনিবাসে শয়ন করিয়া থাকিতেন। জুন মাস এইরূপে বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। কিন্তু জুন মাসের সহিত শান্তি ও আশ্বস্তভাবের তিরোধান ঘটিল। ১লা জুলাই বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার পর কর্ণেল ডুরাণ্ড প্লাটের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন—"যত শীঘ্র পারেন, ইউরোপীয় গোলন্দাজদিগকে প্রেরণ করুন; আমরা হোলকরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি"।

সিপাহীদিগের এই আকস্মিক সমুত্থানসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করাতে এ পর্য্যন্ত ইতিহাসে এই বিপ্লবের সূক্ষ্ম বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে স্থূলতঃ এইরূপ জানা গিয়াছে যে, ১লা জুলাই প্রাতঃকালে সিপাহীগণ এবং তাহাদের আফিসারবর্গের মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। সে সময়ে সকলেই নিশ্চিন্তভাবে ছিল।

সিপাহীরা সামরিক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। কেহ কেহ স্নান করিতেছিল, কেহ কেহ রন্ধনে ব্যাপৃত ছিল। এতদ্দেশীয় আফিসারগণ প্রাতঃকালের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিশ্চিন্তচিত্তে ও প্রশান্তভাবে পরস্পর সমবেত হইয়াছিলেন। কর্ণেল ট্রাবার্স নামক এক জন সেনানায়ক তাঁহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহসা কামানের ধ্বনিতে সকলে চমকিত হইলেন। হোলকরের অশ্বারোহিদলের সাদত খাঁ নামক একজন সৈনিক এবং আট জন সওয়ার সাতিশয় উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল—"সকলে প্রস্তুত হও, সাহেবদিগকে মার, মহারাজের এইরূপ আদেশ।" দেখিতে দেখিতে তাহার পশ্চাতে বহুসংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল লোক সমবেত হইল। দরবারের সৈনিকদল সাদত খাঁর কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদের অধিনায়ক বংশগোপাল তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে পারিলেন না। তাহারা কাহারও নিষেধ না মানিয়া, ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। গোলন্দাজেরাও আপনাদের কামানগুলি সজ্জিত করিয়া গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ১লা জুলাই প্রাতঃকালে কর্ণেল ডুরাণ্ড বোম্বাইয়ের গবর্ণরের নিকটে তারযোগে পাঠাইবার জন্য কোন সংবাদ লিখিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি এই কামানের ধ্বনি শুনিয়াই, চমকিত হইয়া উঠিলেন। কর্ণেল ডুরাণ্ড রেসিডেন্সি ও ধনাগার রক্ষার জন্য মহারাজ হোলকরের নিকট হইতে যে সকল কামান আনাইয়াছিলেন, সেই সকল কামান হইতে গোলাবৃষ্টি হইতেছে শুনিয়া, তিনি গভীর বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার সময়ে হোলকরের দুই শত পদাতি গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। হোলকরের ৩টি কামান হইতে সর্ব্বপ্রথম ভূপালের অশ্বারোহী ও পদাতিদলের শিবিরে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ হইল। কর্ণেল ট্রাবার্স ভূপালের সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র তিনি সামরিকবেশে সজ্জিত ও স্বকীয় অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া, বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ছয় জন অশ্বারোহী ব্যতীত কেহই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল না। বিপক্ষগণ অনবরত গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। এই গুলিবৃষ্টির মধ্যে ভূপালের পদাতি সৈন্য নিকর্ম্মা হইয়া রহিল। যাহারা তাহাদের উপর গুলি চালাইতেছিল, তাহারা তাহাদিগকে

প্রতিপ্রহার করিতে অসম্মত হইল। কর্ণেল ট্রাবার্স এই বিসদৃশ ঘটনা দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব আহত হইল। তাঁহার হস্তস্থিত তরবারির বাঁটের ছিলা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিপক্ষদিগের নিক্ষিপ্ত গুলি এবং নিষ্কোশিত তরবারির মধ্যে অতি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। ভূপালের অধিকাংশ অশ্বারোহী ও সমগ্র পদাতিদল কর্ণেল ট্রাবার্সের আদেশ পালন না করিলেও, ভূপালের দুইটি কামান হইতে বিপক্ষদিগের প্রতি গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ গোলাবর্ষণ তাদৃশ কার্য্যকর হইল না। সুতরাং এই সময়ে প্রায় সমুদয় বিষয়ই ইউরোপীয়দিগের প্রতিকূল হইয়া উঠিল।

উপস্থিত ঘটনা সম্ভবপর হইলেও সহসা যে, উহার সূত্রপাত হইবে, তাহা কি ইউরোপীয়, কি এতদ্দেশীয় প্রধান কর্ম্মচারী, কাহারও উদ্বোধ হয় নাই। উত্তেজিত সিপাহীগণ যখন কামান সজ্জিত করিয়া, গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল, তখন কেহ কেহ অতিমাত্র বিস্ময়ে, কেহ কেহ বা অতিশয় ভয়ে অভিভূত হইলেন। অনিয়মিত সৈনিকদল সন্ত্রস্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। উত্তেজিত সিপাহীদিগের উপর ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় আফিসারদিগের কোনরূপ ক্ষমতা রহিল না। সকলেই আকস্মিক গোলযোগে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। সিপাহীগণ রেসিডেন্সিতে গোলাবর্ষণের নিমিত্ত যখন ঐদিকে কামান স্থাপন করিল, তখন শিবলাল নামক এক জন সুবাদার তাহাদের আক্রমণ নিরস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি আপনাদের কামান হইতে এমন তীব্রবেগে গোলা চালাইতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারিগণ দূরীভূত হইল। তাহাদের একটি কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল।

কর্ণেল ডুরাণ্ড এখন ঘোরতর মানসিক যাতনায় একান্ত অবসন্ন হইলেন। যেন শত শত কালভুজঙ্গ তাঁহাকে তীব্রভাবে দংশন করিতে লাগিল, অথবা যেন নিদারুণ তুষানল তাঁহার শরীরের প্রতিস্থানে প্রসারিত হইল। তিনি যাহাদের উপর সন্দিগ্ধ ছিলেন, যাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন, যাহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ পদানত করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন, তাহাদের এই রূপ অভাবনীয় ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। তিনি পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, আপনাদের রক্ষণীয় লোকদিগকে একত্র করিলেন এবং যানবাহনাদি যাহা পাওয়া গেল, তৎসমুদয় এক স্থানে আনিলেন।

এই কার্য্যে ডুরাণ্ডের দুঃসহ মনোযাতনার একশেষ ঘটিল। তিনি উপস্থিত ঘটনা প্রসঙ্গে এই ভাবে নিজের মানসিক অবস্থার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন—"জীবিতকালের মধ্যে আমার যতরূপ বিরক্তি ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে এই ঘটনাই সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্তিজনক। যেহেতু, আমি কখনও রক্ষণীয় স্থান ত্যাগ করিতাম না। স্থানত্যাগ করাত দূরের কথা, নিজে স্থান ত্যাগ করিতেও আদেশ দিতাম না। এ সময়ে যদি স্বস্থানে থাকিতাম, তাহা হইলে যাহাদিগকে এইরূপ দশাগ্রস্ত করিতে আমার কোন অধিকার নাই, তাহারা নিঃসংশয়ে নিহত হইত। তথাপি আমি সৈনিক পুরুষ বলিয়া যে, গর্ব্ব করি, ইহাতে যে সেই গর্ব্ব কতদূর খর্ব্ব হইয়াছে, বলিতে পারি না। যদি কেহ এই সময় গুলি করিয়া আমার প্রাণ নাশ করিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিতাম।" এইরূপ সন্তপ্তহৃদয়ে, এইরূপ বিরক্তিসহকারে কর্ণেল ডুরাণ্ড পলায়নে উদ্যত হইলেন। কুলমহিলা ও বালকবালিকাগণকে কামানের গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। পুরুষেরা হস্তী ও অশ্বে আরোহণ করিলেন। ৩০০ শত ভীল সৈন্য, ভূপালের কতিপয় পদাতি এবং প্রায় ২০০ শত অশ্বারোহী পলাতকদিগের রক্ষক হইয়া চলিল। কর্ণেল ট্রাবার্স এই সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়া ইহাদের পার্শ্ব-ভাগে যাইতে লাগিলেন। পলাতকগণ রেসিডেন্সি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাপদে অগ্রসর হইলেন। পশ্চাদ্ভাগে প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা ও নিবিড় ধূমস্তূপ, তাঁহাদের সম্পত্তি ও অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত হওয়ার নিদর্শন সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিল। পলাতকগণ ভূপালে উপনীত হইয়া দয়াশীলা বেগমের আশ্রয়ে তদীয় দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেগম পলাতকদিগকে কহিলেন যে, তাঁহারা দীর্ঘকাল ঐ স্থানে থাকিলে তদীয় রাজ্যের অনিষ্ট হইবে। সুতরাং পলাতকগণ ভূপাল পরিত্যাগপূর্ব্বক আবার আশ্রয়স্থান পাইবার জন্য পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জুন মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে অগ্রগামী ব্রিটিশ সৈন্যের আগমনে এবং দরবারের দৃঢ়তায় তাঁহারা ইন্দোরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে সমর্থ হইলেন।

ইহার মধ্যে মৌর ব্রিটিশ সৈনিকনিবাসের সিপাহীদিগের ভাবান্তর ঘটিতে লাগিল। ইহারা কর্ণেল প্লাটের একান্ত বিশ্বাসের পাত্র ছিল। কর্ণেল এই

বিশ্বস্তদিগের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। গোলন্দাজ সৈনিকদলের অধ্যক্ষ কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সিপাহীদিগের উপর সর্ব্বাংশে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, আপনার কামানগুলি খোলা জায়গায় সাজাইয়া রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কর্ণেল প্লাট তাঁহাকে প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে অনুমতি দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড অতঃপর আপনাদের কুল-মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আর একটি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু কর্ণেল প্লাট সেই পুরাতন হেতুবাদ—বিশ্বাসের পাত্রদিগের প্রতি অবিশ্বস্তভাব প্রদর্শনের নিদর্শন দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। সৈনিক-নিবাসের পুরোভাগে কামান সকল সজ্জিত হইল, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্য কিছুই করা হইল না। বিশ্বাসপ্রদর্শনের যুক্তি এ স্থলে প্রবল হইল। হোলকরের সৈনিকদল প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে শুনিয়া, কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড ১লা জুলাই আপনার কামান লইয়া ইন্দোরে যাত্রা করেন। কিন্তু অর্দ্ধ-পথ অতিক্রম করিতে না করিতে ভূপালের অশ্বারোহিদলের এক জন সওয়ারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সওয়ার কর্ণেল ট্রাবার্সের নিকট হইতে এই সংবাদ আনিয়াছিল যে, কর্ণেল ডুরাণ্ড এবং অন্যান্য ইউরো-পীয় রেসিডেন্সি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীহোরের অভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন। হাঙ্গারফোর্ড এই সংবাদ পাইয়া ইন্দোরে গেলেন না; আপনার কামান লইয়া সৈনিকনিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

হাঙ্গারফোর্ড একবারে সেনাপতির নিকটে গিয়া রেসিডেন্সির সংবাদ জানা-ইলেন। তিনি দুর্গে কামান সাজাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। কর্ণেল প্লাট আবার সেই পুরাতন যুক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তন করিলেন। ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু হাঙ্গার-ফোর্ড অভীষ্ট বিষয়সম্পাদনে অনুমতি পাইলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হইলেও নিরস্ত না হইয়া, আগ্রহসহকারে সেনাপতির নিকটে আপনার প্রস্তাবা-নুসারে কার্য্য করিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন। হাঙ্গারফোর্ডের আগ্রহাতিশয় দর্শনে সেনাপতির হৃদয় বিচলিত হইল। সায়ংকালে তিনি অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড আপনার কামান দুর্গে লইয়া

গেলেন। এ সময়ে অশান্তি ও আশঙ্কিত বিপদের সূচনা দেখা যাইতে লাগিল। ২৩ সংখ্যক দলের সৈনিক পুরুষদিগের সাধারণ ভোজনগৃহ অকস্মাৎ দগ্ধীভূত হইল। সৈনিক-নিবাসের অন্যান্য গৃহ অগ্নিসংযুক্ত হইয়া রাত্রির গভীর অন্ধকারের মধ্যে চারি দিক আলোকিত করিয়া তুলিল। পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানে বিপ্লবের প্রাক্কালে গৃহদাহ হইয়াছিল, এ স্থলেও সেইরূপ গৃহদাহ দেখিয়া, ইউরোপীয়গণ চমকিত হইলেন। রাত্রি ৯টার সময়ে কর্ণেল প্লাট ডুরাণ্ডের নিকটে লিখিলেন—"সমস্ত মঙ্গল; পদাতি এবং অশ্বারোহী, উভয় দলেই সন্তুষ্টচিত্ত ও আজ্ঞাবহ রহিয়াছে।" ১ ঘণ্টার মধ্যেই এই সন্তোষময় ও শান্তিময় দৃশ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিল। রাত্রি ১০টার সময়ে সন্তুষ্টচিত্ত ও আজ্ঞাবহ সৈনিকগণ উচ্ছৃঙ্খল, স্বপ্রধান ও ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। অধিনায়কের বিশ্বাস দূরীভূত হইল। আশ্বাসময়ী কল্পনার বিলয় ঘটিল। অধিনায়ক এখন কালবিলম্ব না করিয়া, অশ্বে আরোহণ করিলেন, দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন, হাঙ্গারফোর্ডকে কামান সকল সজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। নিমিষের মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইল। অতঃপর তিনি অন্য এক জন সৈনিকপ্রধানের সহিত সৈনিক-দিগের আবাসস্থানের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। রসদখানার নিকটে তিনি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া আপনার লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বস্ত সৈনিকদলের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তদীয় বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। কর্ণেল প্লাট এবং তাঁহার সহচর, উভয়েই গুলিতে আহত ও ভূপতিত হইলেন। আর তাঁহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না। প্রথম অশ্বা-রোহিদলের এক জন অধিনায়কের প্রতি ঠিক ঐ সময়ে গুলি নিক্ষিপ্ত হইল। প্রথম গুলিতে তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্বের দেহপাত হইল। তিনি উঠিয়া অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তিনি গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অতঃপর তৎপরিচালিত দলের লোকের তরবারির আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। সেই রাত্রিতে এই কয়েক জন অধিনায়ক নিহত হইলেন। অপরাপর আফিসারের আশ্চর্য্য-রূপে প্রাণরক্ষা হইল।

এদিকে কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না। তিনি আপনার কামান-

গুলি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল না। তিনি দুর্গের অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী সৈনিকনিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার দিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু সিপাহীগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। এদিকে ইংরেজ আফিসারদিগের অধ্যুষিত বাংলা ভস্মীভূত হইতে লাগিল। কিন্তু সৈনিক-নিবাস অনলের ক্রীড়া-ক্ষেত্র হইল না। যাহা হউক, হাঙ্গারফোর্ড সৈনিক-নিবাসের দিকে কামানের গোলা চালাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ কামানের বিকট শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া, দলে দলে ইন্দোরের পথে অগ্রসর হইল। ইন্দোরের উত্তেজিত সিপাহীগণ ইহাদের কার্য্যে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সিপাহীদল আপনাদের কাপড়, তৈজসপত্র, বন্দুক প্রভৃতি ফেলিয়া মৌর সৈনিক-নিবাস পরিত্যাগ করিল। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড এখন স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। তিনি সৈনিকদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণপূর্ব্বক নিহত আফিসারদিগের যথাবিধানে সমাধির বন্দোবস্ত করিলেন, সামরিক আইনের প্রচারে মনোযোগী হইলেন, এবং আশঙ্কিত বিপদের প্রতীকারের জন্য যাহা করা আবশ্যক, তৎসমুদয় সম্পন্ন করিয়া, মহারাজ হোলকরের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, মহারাজ উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহযোগী হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে অনেক বেনামী পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া, তৎসমুদয়ের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক, তিনি মহারাজ হোলকরের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখিলেন—"আমি আপনার দেশীয় অনেক ব্যক্তির নিকটে শুনিলাম যে, আপনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী সিপাহীদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিয়াছেন। ইহাও আমার গোচর হইয়াছে যে, আপনি তাহাদিগকে কামান দিয়াছেন এবং আপনার অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈনিক দিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সংবাদ অতিরঞ্জিত হইতে পারে। আমি ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিব কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। অতিরঞ্জিত সংবাদ আমার বিশ্বাসযোগ্য নহে। আপনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণী। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলে, আপনার সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। আপনি যে, ব্রিটিশ

গবর্ণমেণ্টের শত্রুদিগের সাহায্য করিয়া এবং তাহাদের প্রতি মিত্রতা দেখাইয়া, আপনার স্বার্থহানি করিবেন, তাহাতে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।” হাঙ্গারফোর্ডের পত্র প্রাপ্তিমাত্র তরুণবয়স্ক মহারাজ এই ভাবে উহার উত্তর দিলেন,—“আপনি যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহা কেবল অতিরঞ্জিত নয়—সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইন্দোর এবং মৌতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আমি যেরূপ ব্যথিত হইয়াছি, বোধ হয়, আর কেহ সেরূপ হয়েন নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্বসূত্র হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইব, ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি না। আমি তাঁহাদের ন্যায়পরতার বিষয় অবগত আছি। যে বন্ধু অধিপতি তাঁহাদের সহিত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং তাঁহাদের নিকটে সেই কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে সর্ব্বদা উদ্যত, সেই ভূপতির প্রতি সন্দেহপ্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাদের আত্ম-সম্মানই তাঁহাদিগকে নিরস্ত রাখিবে।” এই ভাবে পত্র লিখিয়া, মহারাজ হোলকর কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডকে ১ জুলাইয়ে সমস্ত ঘটনা জানাইবার জন্য দুই জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে মৌতে পাঠাইয়া দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড তাঁহাদের নিকটে সমস্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন।

এইরূপে ইন্দোরে রাজকীয় প্রাধান্য বিলুপ্তপ্রায় হইল। গোলন্দাজদলের সাহসী সৈনিকপুরুষ এখন আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্গরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত লোক-নিয়োগ ও খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহ করিলেন। তিনি সৈনিক-নিবাসের অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিলেন। তিনি দুর্গপ্রাচীরে কামান সকল স্থাপিত করিলেন। তিনি এক মাস কালের উপযোগী যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। এখন তিনি ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিলেন; কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কোন আদেশলিপি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল না। তিনি কর্ণেল ডুরাণ্ডের নিকটে পত্র লিখিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্রের কোন উত্তর আসিল না। অগত্যা তিনি গবর্ণর-জেনেরলের প্রতিনিধিরূপে বোম্বাই গবর্ণর লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের সহিত পত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন। এই রূপে কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সাহসসহকারে সমগ্র বিষয়ের কর্তৃত্বগ্রহণপূর্ব্বক গুরুতর কর্ত্তব্যপালনে প্রস্তুত হইলেন। যে কার্য্যে তাঁহার কোন অধিকার নাই, তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কর্ণেল ডুরাণ্ড “অনধিকার-চর্চ্চার”

দোহাই দিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু এ সময়ে যাঁহারা এইরূপে "অনধিকার-চর্চ্চা" করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্যরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এ বিষয়ের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে বিমুখ হইবে না।*

এই সঙ্কটকালে মহারাজ তুকাজীরাও হোলকরের মানসিক শান্তি তিরোহিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ কামানের গভীর শব্দে কর্ণেল ডুরাণ্ডের ন্যায় মহারাজও চমকিত এবং বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিকেরাই কামান দাগিতেছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইংরেজের কি তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, ইহা তাঁহার উদ্বোধ হয় নাই। তাঁহার প্রাসাদে নিরতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার অনুচরবর্গ সন্ত্রাসের আতিশয্যে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছিল। তাঁহার সংবাদবাহকেরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ দিয়া, তাঁহাকে অধিকতর উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। সুতরাং উপস্থিত সময়ে কি কর্ত্তব্য, কোন্ পথ অবলম্বনীয়, কাহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক, তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই। এক বার এক রূপ সংবাদ তাঁহার গোচর হইল; পরক্ষণেই আর এক রূপ সংবাদ উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বতন সংবাদ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। এইরূপে কোন বিষয়েরই স্থিরতা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তরুণবয়স্ক মহারাজ যখন কিয়দংশে প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন আর একটি বিষয় তাঁহাকে নিরতিশয় অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি শুনিলেন যে, গবর্ণর-জেনেরলের প্রতিনিধি—বীরত্বসম্পন্ন ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষ রেসিডেন্সি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপর হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন্ স্থানের অভিমুখে গিয়াছেন, তাহা প্রাসাদের কেহই বলিতে পারিল না। এক জন রাজনীতিজ্ঞ ও সাহসী ব্রিটিশ কর্ম্মচারী যে, বিপত্তির সূত্রপাতমাত্রেই স্বকীয় কর্ম্মস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মগোপনে উদ্যত হইবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাপারে তাঁহার যেরূপ বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না,

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 338.*

সেইরূপ দুশ্চিন্তারও অবসান হইল না। তরুণবয়স্ক মহারাজ এখন আপনার চারি দিকে ঘোরতর বিপদ দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঘোরতর বিপন্ন, গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষাদে একান্ত অভিভূত হইলেও, মহারাজ হোলকর নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট যখন পলায়ন করিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহার সৈন্য যখন রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মুখে কলঙ্কের চিহ্ন পড়িয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে এই কলঙ্ক ক্ষালন করা, তিনি সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বেলা ৮টার মধ্যে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। ১০॥০টার সময়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট প্রভৃতি রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করেন। এই দুই ঘণ্টার মধ্যে মহারাজ হোলকরের সমক্ষে নানারূপ সংবাদ উপস্থিত হয়। পরক্ষণে তরুণবয়স্ক মহারাজ কিয়দংশে সুস্থির হইয়া, আপনার কর্ত্তব্যসাধনে উদ্যত হইলেন। ইন্দোরে যে কয়েকটি ইউরোপীয় এখন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছিলেন, মহারাজ তাঁহাদিগকে আপনার প্রাসাদে লুকাইয়া রাখিলেন। বেলা ৯টার পূর্ব্বে সাদত খাঁ আহত ও রুধিরে রঞ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং মহারাজকে কহিল যে, সে রেসিডেন্সি আক্রমণপূর্ব্বক একজন সাহেবকে আহত করিয়াছে। মহারাজ অবিলম্বে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। ১লা জুলাই এইরূপে অতিবাহিত হইল। ইহার পর দুই দিন ইন্দোরে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। সিপাহীদিগের ন্যায় সাধারণ লোকেও অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শান্তি ও শৃঙ্খলার মঙ্গলময় নিয়ম সর্ব্বাংশে অন্তর্হিত হইল। উত্তেজিত লোকে নানা স্থানে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। নানাস্থানে সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইল। মহারাজের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা যেন কোন অচিন্তনীয় শক্তিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। মহারাজ দুই দিন প্রতীক্ষা করিলেন। এই দুই দিনের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল না। উত্তেজিত লোকে অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। তাহারা মহারাজের নিকটে আশ্রিত খৃষ্টানদিগকে চাহিল। মহারাজের শিক্ষক উমেদ সিংহকেও তাঁহার নিকটে পাঠাইতে কহিল। এইরূপে প্রতি কার্য্যে তাঁহাদের বলবতী জিঘাংসার

পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। চারি দিকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিয়া, মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ৪ঠা জুলাই কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণপূর্ব্বক এক হস্তে শাণিত বড়শা ধরিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে জনকোলাহল-ময় শিবিরে অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। যাহারা মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে উচ্ছৃঙ্খল-ভাবের একশেষ দেখাইতেছিল, তাহারা সহসা প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল, এবং গম্ভীরভাবে গভীর ঔৎসুক্যসহকারে মহারাজের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। মহারাজের নবকিশলয়দলের ন্যায় সুগঠিত সুন্দর দেহ, দীপ্তিময় লোচনযুগল এবং অসামান্য দৃঢ়তার পরিচয়সূচক মুখমণ্ডল দর্শনে তাহাদের বলবতী জিঘাংসা ও বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইল। মহারাজ ধীরভাবে, যথোচিত গাম্ভীর্য্যসহকারে, সুস্পষ্টস্বরে তাহাদিগকে কহিলেন—"প্রাসাদে যে সকল ইউরোপীয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিব। তাহারা লোকান্তরিত হইলেও তাহাদের দেহ কাহাকেও দেওয়া হইবে না। আমি নিজের জীবন দিব, তথাপি আশ্রিতদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব না। তোমরা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া, আমার আদেশের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছ। ধর্ম্মের নামে কাহাকেও আক্রমণ করা কোন শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম এক জনকে অপরের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেয় না। এখন তোমরা ধর্ম্মের নামে বিলুণ্ঠনে নিরস্ত হও, নচেৎ আমি রাজার কর্ত্তব্যপালনের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব"। উত্তেজিত সিপাহীগণ আপনাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল না। তাহারা এই ভাবে মহা-রাজের কথার উত্তর দিল—"আপনি আপনার পূর্ব্বতন মহারাজ যশোবন্ত রাও হোলকরের বীরত্বের কথা মনে করিয়া দেখুন, অধিক গর্ব্ব ও কৃতঘ্নতা প্রযুক্ত ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের সৌভাগ্যতারকা অস্তমিত হইয়াছে। এখন আপনি হস্তধৃত বড়শা কাঁধে লইয়া, আমাদিগকে দিল্লীর অভিমুখে পরিচালিত করুন। আপনি এ বিষয়ে বিমুখ হইয়া, স্বকীয় কাপুরুষত্বের পরিচয় দিবেন না।" কিন্তু মহারাজ হোলকর এই কথার যথোচিত উত্তর দিতে বিমুখ হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে এবং গম্ভীর ও উন্নত স্বরে কহিলেন যে, তিনি পূর্ব্ব-

পুরুষদিগের ন্যায় সাহসী ও ক্ষমতাশালী নহেন, অধিকন্তু তিনি মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে বধ করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহারা ইহা করে, তিনি তাহাদের উপযুক্ত সহচর নহেন। মহারাজের এই কথায় উত্তেজিত হিন্দু সিপাহীগণের অনেকে বুঝিল যে, এই সকল নৃশংসজনক কর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা শিবাজী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে গাভী, কৃষক এবং স্ত্রীলোকের অনিষ্ট করা কোন-ক্রমে বিধেয় নহে।

মহারাজ হোলকর অতঃপর প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। উত্তেজিত সিপাহী-গণ কিয়দংশে প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল। জনসাধারণ নগরবিলুণ্ঠনে নিবৃত্ত হইল। সিপাহীরা সংগৃহীত কামান ও অর্থাদি লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। মহারাজ ব্রিটিশ কোম্পানির যত টাকা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সহিত আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে বিশ্বস্ত অনুচরগণ দিয়া, মৌর দুর্গে কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মণিমুক্তা ও কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি নিরাপদে রাখার জন্য ঐস্থানে প্রেরিত হইল। যে দিন সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে, সেই দিনেই মহারাজ, বলবন্ত রাও নামক এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর হাত দিয়া রেসিডেন্সিতে কর্ণেল প্লাটের নিকটে এক খানি পত্র পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিকদল এখন তদীয় আদেশ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। ইহাদের উপর এখন তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই। ইহারা গবর্ণমেন্টের বিরোধী সৈনিকদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে অসম্মত হইয়াছে। ঐ দিন তিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের নিকটেও এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রেও তিনি ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়া, আপনার বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করেন, এবং সেনাপতি উড্‌বরণকে যত শীঘ্র সম্ভব, ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিবার জন্য লিখেন। কর্ণেল ডুরাণ্ডের নিকটেও তিনি এই ভাবে পত্র পাঠাইতে বিমুখ হয়েন নাই। এইরূপে তিনি সকল বিষয়েই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি সৌহৃদ্য ও বিশ্বস্তভাবের পরিচয় দেন।

ইহার মধ্যে মহারাজ এক বিষয়ে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কাপ্তেন হাচিন্‌সন মালবের অন্তর্গত আমঝীরার

অধিকন্ত কর্ত্তৃক তদীয় দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। আমজীরা মহারাজ শিন্দের একটি করদ জনপদ। কাপ্তেন হাচিন্‌সন্ ইন্দোরের রেসিডেন্টের অধীনে ভীলদিগের মধ্যে গবর্ণমেন্টের এজেন্টের কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি স্যার রবার্ট হামিল্টনের একটি দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। মহারাজ হোলকর হামিল্টনের পরিবারবর্গকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং তিনি কাপ্তেন হাচিন্‌সনের বিপদে স্থির থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু কাপ্তেন এবং তাঁহার সহচরগণ বন্দীভাবে ছিলেন না। তাঁহারা ভুপাবরনামক স্থানে ভীল সৈনিকদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভুপাবর আমজীরার একটি নগর। এই স্থানের রাজপুত রাজার এক হাজার পদাতি ছিল। ইনি মালবের ভীল সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিতেন। ২রা জুলাই ভুপাবরে এই সংবাদ পহুঁছে যে, মহারাজ হোলকরের সৈন্য ইন্দোরের রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছে এবং মহারাজ স্বয়ং আক্রমণকারী সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই সংবাদে মালবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতিগণ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠেন। কাপ্তেন হাচিন্‌সন্ ভুপাবরে ছিলেন; তিনি শুনিতে পাইলেন যে, আমজীরার সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভুপাবরে দুই শত ভীল সৈন্য ছিল। হাচিন্‌সন্ এই সৈনিকদল লইয়া, আপনাদের অধ্যুষিত স্থানরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ২রা জুলাই নিশীথকালে তাঁহাদের নিকটে আমজীরার নিকটবর্ত্তী ধারনামক এক ক্ষুদ্র জনপদ হইতে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, কতকগুলি মুসলমান সৈনিক উত্তেজিত হইয়া ভুপাবরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই সময়ে কেবল ৩০ জন ভীল সৈনিক মাত্র হাচিন্‌সনের নিকটে ছিল। অবশিষ্ট ভীলগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এজন্য কাপ্তেন হাচিন্‌সন্ এবং তাঁহার এক জন ইউরোপীয় সহচর রক্ষণীয় মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে লইয়া ছদ্মবেশে পলায়নের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে বলিয়া দিলেন যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই যেন, তাহারা বরদাগামী পারসীক বণিক বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। কাপ্তেন হাচিন্‌সন প্রভৃতি এইরূপ বণিকের বেশে জবুয়ানামক স্থানের অভিমুখে প্রস্থান করেন।

জবুয়া ইন্দোর এবং আমজীরার মধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র করদরাজ্য। এই

জনপদের অধিপতি যোধপুরের রাঠোর ভূপতিদিগের বংশসম্ভূত। জবুয়া রাজ্যে প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত সভ্যতাসম্পন্ন ভীলের অধিবাস। পলাতকগণ জবুয়ার সমীপবর্ত্তী হইয়া ,আপনাদের রক্ষার্থে কতিপয় সৈনিককে পাঠাইয়া দিবার জন্য তত্রত্য তরুণবয়স্ক ভূপতির নিকটে এক জন সওয়ার প্রেরণ করেন। পলাতকেরা জবুয়াতে পদার্পণ করিতে না করিতেই শুনিতে পাইলেন যে, আমজীরার একদল সৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। যাহা হউক, যথাসময়ে জবুয়া হইতে এক শত ভীল সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদের আশঙ্কা দূর হইল। তাঁহারা নিরাপদে একটি গ্রামে উপনীত হইলেন। গ্রামাধ্যক্ষ আপনার আহারীয় দিয়া তাঁহাদিগকে পরিতোষিত করিলেন। তাঁহারা রাত্রিকালে এক জন মদ্যব্যবসায়ীর বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া পরদিন জবুয়ার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ৫ই জুলাই প্রাতঃকালে তাঁহারা অক্ষতশরীরে নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপনীত হইলেন।

জবুয়ার অধিপতি ষোড়শবর্ষীয় বালক। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়াতে ইঁহার পিতামহী রাজ্যশাসন করিতেন। ইনি আশ্রিত পলাতকদিগকে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুত এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইল। রাজসরকারে কতকগুলি আরব ছিল। ইহারা কাফেরের আগমনে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রক্ষক রাজপুতগণ ইহাদিগকে পলাতকদিগের আশ্রয়-স্থানের নিকটে আসিতে দিল না। পলাতকগণ এইরূপে রাজপিতামহীর অসামান্য দয়ায় ও সৌজন্যে নিরাপদে রহিলেন। জবুয়ার অধিপতি পলাতকদিগকে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন শুনিয়া, মহারাজ হোলকর তাঁহাদের উদ্ধারার্থে এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু যখন প্রকৃত সংবাদ তাঁহার গোচর হইল, তখন তিনি প্রেরিত সৈনিকদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিয়া, পলাতকদিগকে আনিবার জন্য কতিপয় রক্ষক পাঠাইলেন। রক্ষকগণ ১০ই জুলাই জবুয়ায় উপস্থিত হইল। পলাতকগণ ১২ই আপনাদের আশ্রয়দাত্রী সদাশয়া রাজপিতামহীর নিকটে বিদায় লইলেন। মহারাজ হোলকর লেফ্‌টেনেণ্ট হাচিন্‌সনকে ইন্দোরে আসিতে লিখিয়াছিলেন। হাচিন্‌সন এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহারাজ হোলকরের বন্ধুত্বের উপর তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তিনি তদীয় সৈনিকদিগের হস্তে আপনার পরিবার-

বর্গের রক্ষার ভার দিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। কিন্তু মৌতে যে সকল ইউ-রোপীয় ছিল, তাঁহারা উপস্থিত সময়ে এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের মধ্যে উত্তেজনার নিদর্শন দেখিয়া, লেফ্‌টেনেণ্ট হাচিন্‌সনকে ইন্দোরে থাকিতে পরামর্শ দিলেন না। যাহা হউক, হাচিন্‌সন উপস্থিত বিপত্তিকালে মহারাজকে সুপরামর্শ দিবার জন্য রেসিডেন্সির কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সবিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাতিশয় দক্ষতার সহিত যাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, এই-রূপে তাহা কাপ্তেন হাচিন্‌সনের উপর সমর্পিত হইল।

উপস্থিত সময়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ডুরাণ্ড যে ভাবে মহারাজ হোল-করকে দেখিয়াছিলেন এবং মহারাজ স্বয়ং যে ভাবে কার্য্য করিয়া, রেসিডেণ্টের নিকটে আপনার প্রতি আরোপিত কলঙ্কের ক্ষালন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। এক পক্ষ ডুরাণ্ডের অনুষ্ঠিত কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন; অপর পক্ষ সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বক মহারাজকে সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ ও রেসিডেন্সি আক্রমণসংক্রান্ত ব্যাপারে নির্লিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন মহারাজ ও রেসিডেণ্ট, উভয়েই কালের পরাক্রমে সংসারক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন। উভয়েই এখন নিন্দা বা প্রশংসার অতীত হইয়া পড়িয়াছেন। উভয়ের কার্য্যই এখন বহু বৎসরের অতীত ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখন অপক্ষপাতে উভয়ের কার্য্যের আলোচনা করিলে উদ্বোধ হইবে যে, কর্ণেল ডুরাণ্ড সবিশেষ বিচারবিতর্ক না করিয়া, মহারাজকে মিথ্যাপবাদে দূষিত করিয়াছেন। মহারাজ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দরবারের যে সকল সৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা স্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদিগের উপর এখন তাঁহার কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই। তিনি কর্ণেল ডুরাণ্ডকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ধনাগারের অর্থ এবং আপনার রত্নাদি নিরাপদে রাখিবার জন্য মৌতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য সেনাপতি উড্‌বরণকে যত শীঘ্র সম্ভব, পাঠাইয়া দিতে বোম্বাই গবর্ণর লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ইহা অপেক্ষাও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের

সমক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, নির্ভয়ে কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন, তথাপি আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে উত্তেজিত সিপাহী-দিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন না। তাঁহার এই সকল কার্য্য ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের প্রতি তদীয় অপরিসীম অনুরাগের পরিচয় দিতেছে। তদীয় পদাতি-দলের অধ্যক্ষ বংশগোপালকে তিনি কোনরূপে উৎসাহ দেন নাই। সাদত খাঁকেও তিনি কোনরূপ প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হয়েন নাই। তাঁহার আদেশে সাদত খাঁ অবরুদ্ধভাবে ছিল। সে ১৮৭৪ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ধৃত হইলে বিচারের পর তাহার ফাঁসি হয়। বিচারকালে সাদত খাঁ স্বীকার করিয়াছিল যে, হোলকরের দরবারের কাহারও নিকট হইতে সে রেসিডেন্সি আক্রমণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার সহযোগীদিগের মধ্যে সকলেই মুসলমান ছিল। পদাতিদিগের অধ্যক্ষ বংশগোপাল ইহার মধ্যে ছিলেন না।* পাছে তাঁহার উপস্থিতিতে উত্তেজিত সিপাহীগণ উৎসাহিত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় মহারাজ হোলকর ১লা জুলাই আক্রমণের সংবাদ শুনিয়াই, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েন নাই। ইহার পর তিনি যখন দেখিলেন যে, দুই দিন অতীত হইল, ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল না, এদিকে লোকে যখন অধিকতর অত্যাচারপরায়ণ হইয়া উঠিল, তখন তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া, সিপাহীদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের উপকারসাধনে কখনও বিমুখ হয়েন নাই। ইহাতে তাঁহার ধীরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ যাঁহারা ধীরভাবে ও সূক্ষ্মরূপে উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা মহারাজ হোলকরের কোন দোষ দেখিতে পান নাই। বোম্বাইয়ের গবর্ণর মহারাজকে নির্দ্দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড মহারাজের বিশ্বস্ততাসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত মহারাজের বিশ্বস্ত-ভাবের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।†

* *John Dickinson, Last Counsels of an Unknown Counsellor, pp. 72, 162.*

† *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 337, 345-346.*

আর কর্ণেল ডুরাণ্ড? ডুরাণ্ড অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, সহসা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া, রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে হেতুবাদ এই যে, আক্রমণকারী সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল; তাঁহার বাসগৃহ আত্মরক্ষার উপযোগী ছিল না; মৌতে গবর্ণমেণ্টের যে সৈন্য ছিল, তাহারা আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিল না; যাহারা এই সময়ে বিশ্বস্তভাবে ছিল, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল; মহারাজ হোলকর ইচ্ছা করিয়াই হউক, বা ক্ষমতা না থাকাতেই হউক, আক্রমণকারী সৈনিকদিগকে শাসনে রাখিতে সমর্থ ছিলেন না। এই সকলে কারণে ডুরাণ্ড পলায়ন করেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মৌতে সাহসী ও সাহায্যকারী সৈনিকের অভাব ছিল না। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড আপনার কামান ও গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত সুসজ্জিত ছিলেন। তিনি কাহারও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, একাকী যেরূপে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, তাহাতে তাঁহার সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতার যথোচিত প্রশংসা করিতে হয়। কর্ণেল ডুরাণ্ড স্বয়ং সৈনিকপুরুষ; তিনি যুদ্ধকার্য্যে অভ্যস্ত; যুদ্ধস্থলে কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিতে কৃতহস্ত। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডের সহিত সম্মিলিত হইলে, তিনি অনায়াসে গোলযোগ নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু ইহা না করিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি রেসিডেন্সি পরিত্যাগপূর্ব্বক মহারাজ হোলকরের উপর অযথারূপে কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি যে সহৃদয়গণের নিকটে নিজেই কলঙ্কিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার উদ্বোধ হয় নাই। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আকস্মিক পলায়নসম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিচার্য্য হইয়া উঠে,—হয়, মহারাজ বিশ্বাসঘাতক, না হয়, ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বিনা কারণে ইন্দোর হইতে পলায়নে তৎপর। গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া, শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ গবর্ণর-জেনেরলের এজেণ্ট বিনা কারণে ইন্দোর হইতে পলাইয়াছিলেন, এই বিষয় স্থির করিয়াছিলেন।* কর্ণেল ডুরাণ্ড কেবল মহারাজ হোলকরের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। এই প্রসঙ্গে ধার নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যেহেতু ধারের রাজা যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক, তখন তাঁহার বেতনভোগী

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 346.*

সৈনিকগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু কোম্পানির ডিরেক্টরগণ বিরোধী হওয়াতে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ডিরেক্টরগণ ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকটে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"আমরা এ বিষয়ে শাস্তি-বিধান করিতে পারি না। যখন সমগ্র জগতের বিদিত হইয়াছে যে, গোবালিয়র ও ইন্দোরের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজ্য, অধিক কি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও আপনাদের সৈন্যশাসনে সমর্থ হয়েন নাই, তখন ধার অথবা অন্য কোন ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল রাজ্য আপনার সৈনিকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে নাই বলিয়া, আমরা কোনরূপ শাস্তিবিধান করিতে পারি না। আপনার ঘরে আপনি আগুন দিবার পর, যখন অনলশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং যখন উহা পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসীদিগের গৃহে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন ঐ সকল প্রতিবাসীকে অপরাধী স্থির করা যেরূপ ন্যায়সঙ্গত, কর্ণেল ডুরাণ্ডের উপস্থিত কার্য্যও সেইরূপ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে।" ফলতঃ কর্ণেল ডুরাণ্ডের অবৈধ কার্য্যের অনুমোদনপ্রযুক্ত যে, মহারাজ হোলকরের বৈধকার্য্যের অবমাননা এবং তজ্জন্য তাঁহার স্বার্থহানি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। *

ডুরাণ্ড মহারাজকে যে জালে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, মহারাজ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সম্মান-রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রবিভাগের কর্ম্মচারী এই কার্য্যে বাধা দিতে বিমুখ হয়েন নাই। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড ষ্টান্‌লি (পরে লর্ড ডার্ব্বি) ১৮৫৮ অব্দের ৮ই জুলাই গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—"যে সকল ভূপতি ও সর্দ্দার প্রভৃতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্তভাব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে, ভূসম্পত্তি দান করিয়াই হউক, বা অন্য কোনরূপেই হউক, সম্মানিত করিবার জন্য যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা ঐ সকল বিশ্বস্ত ভূপতিদিগের নামের তালিকার সহিত অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন। আমাদের বিশ্বাস যে, আপনি এই তালিকায় সর্ব্বাগ্রে মহারাজ শিন্দে, হোলকর এবং নেপালরাজের নাম স্থাপন করিবেন। কিন্তু গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কানিং মহারাজ হোলকরকে পুরস্কৃত

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 346.*

করিতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি ইন্দোরের ঘটনার উল্লেখপূর্ব্বক বোর্ডের সভাপতির নিকটে মহারাজকে পুরস্কার দানের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৮৬৪ অব্দের ৪ঠা জুলাই ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী স্যার্ চার্লস্ উড্ (পরে লর্ড হালিফাক্স্), মহারাজ হোলকর কি জন্য অন্যান্য ভূপতিদিগের সমক্ষে সম্মানের অযোগ্য হইলেন, তাহা তদানীন্তন গবর্ণর-জেনেরল স্যার্ জন্ লরেন্সের (পরে লর্ড্ লরেন্স্) নিকটে জানিতে চাহেন। এই সময়ে কর্ণেল ডুরাণ্ড পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি কারণ নির্দ্দেশস্থলে সেই পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ করেন। লর্ড মেয়ো গবর্ণর-জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মহারাজের এইরূপ অসম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এ সময়েও পররাষ্ট্রবিভাগে পর্ব্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। ঐ বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী এচিসন্ সাহেব (পরে স্যার্ চার্লস্ এচিসন্) আবার সেই ১৮৫৭ অব্দের ১লা জুলাইয়ের ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করেন যে, মহারাজ ৫ই জুলাই পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ঔদাস্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।* এইরূপে এক ষ্টেট সেক্রেটারীর পর অন্য এক ষ্টেট সেক্রেটারী, এক গবর্ণর-জেনেরলের পর অন্য এক গবর্ণর-জেনেরল মহারাজ হোলকরের বিষয় অনুসন্ধান করেন। কর্ণেল ডুরাণ্ডের নির্দ্দিষ্ট এক পুরাতন ও যুক্তিবহির্ভূত কথাতে সকলকে নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু ইতিহাস এই আরোপিত কলঙ্কের প্রক্ষালনে উদাসীন থাকে নাই। কে, মালিসন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মহারাজ হোলকরের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "ভারতনক্ষত্র" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এদিকে কর্ণেল ডুরাণ্ডও উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে নিয়োজিত হইতে থাকেন। তিনি পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী, গবর্ণর-জেনেরলের কৌন্সিলের সদস্য এবং শেষে পঞ্জাবের লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণর হয়েন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, তিনি দীর্ঘকাল আপনার প্রাধান্য ও উচ্চ আশার ফল ভোগ করিতে পারেন নাই। নিয়তি এ বিষয়ের বিরোধী হইয়া উঠে। রাজকীয় সম্মান ও উচ্চপদের মধ্যে স্যার্ হেন্‌রি ডুরাণ্ড দেহত্যাগ করেন।

* *Evans Bell, A letter to H. M. Durand, Notice, p. VI-VII.*

উত্তরপশ্চিমের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কল্‌বিন্‌ সাহেব মধ্যপ্রদেশের মহারাষ্ট্র ভূপতিদিগের শাসিত জনপদসম্বন্ধে যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আর একটি বিস্তৃত জনপদও তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। রাজপুতনা-প্রদেশের রাজপুত ভূপতিগণ আপনাদের অধিকৃত ভূখণ্ডে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে তাদৃশ ঐক্য বা সমবেদনা ছিল না। সুতরাং উপস্থিত সময়ে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন জনপদগুলি একসূত্রে গ্রথিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। রাজপুত ভূপতিগণ সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহাদের কোন বিষয়ে বিরক্তি জন্মে নাই। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমান, মরাঠা ও পিণ্ডারীদিগের হস্তে কিরূপ নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন নাই। ইংরেজের অধিকারে এই উপদ্রব নিরাকৃত হইয়াছিল। সিপাহী-বিপ্লবের পূর্ব্বে এক বার জনরব উঠিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট রাজপুতরাজ্য আপনাদের অধিকারভুক্ত করিবেন। এই জনরব যে, সর্ব্বাংশে অলীক, তাহা বিলাতের ডিরেক্টর-সভা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু অন্য একটি বিষয়ে রাজপুতনার অধিবাসীদিগের হৃদয় নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সিপাহী-যুদ্ধের প্রারম্ভে অন্যান্য স্থলে যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ রাজপুতনাতেও লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্মনাশ ও জাতিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। কেহ কেহ দিল্লীর বাদশাহের আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেছিল। এইরূপ বিশ্বাস, এইরূপ ধারণা লোকের অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা হইতে সহসা যে, কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বোধ হয় নাই। কিন্তু আগরার কর্ত্তৃপক্ষ বীরত্বপ্রসিদ্ধ রাজপুতদিগের বিষয় ভাবিতেছিলেন। আশঙ্কিত বিপদের ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও অমূলক গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই।

রাজপুতনা মিবার, জয়পুর, মাড়বার প্রভৃতি ১৮টি রাজ্যে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ১৭টি রাজ্যে রাজপুত হিন্দু নৃপতিগণ শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ রাজ্যটি মুসলমান নৃপতির শাসনাধীন। বিখ্যাত পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁর বংশধরেরা এই রাজ্যে আধিপত্য করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে রাজপুতনার অন্তর্ব্বর্ত্তী উক্ত অষ্টাদশ রাজ্য—টঙ্কের কর্ত্তৃত্ব

পাইয়া ইঁহারা টঙ্কের নগর বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। যাহা হউক, এই আঠারটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টি রাজ্যের শাসনকার্য্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত এজেণ্ট কর্ত্তৃক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজপুতনার অনেক স্থান বৃক্ষলতাপরিশূন্য মরুভূমিতে সমাবৃত। কোন কোন স্থান উন্নত পর্ব্বতমালায় ও হরিদ্বর্ণ বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত, দূর হইতে দেখিলে উহা সুচিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় রমণীয়ভাবে দর্শকের হৃদয় উৎফুল্ল করিতে থাকে। এই সকল উন্নত শৈলশিখরে রাজপুতদিগের অসামান্য গৌরবের সাক্ষী, অপূর্ব্ব মহত্ত্বের পরিচয়-স্থল, অনন্যসাধারণ বীরত্বের বিস্ফুরণ-ক্ষেত্র দুর্গ সকল নির্ম্মিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজপুত ভূপতিগণ ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রাজপুতনার ঠাকুরগণ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যেহেতু ইহাতে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী থাকাতে তাঁহারা সম্পত্তিসংগ্রহের জন্য রাজপুত রাজাদিগের সহিত বিবাদ করিতে অসমর্থ ছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজপুতনার খণ্ড রাজ্যগুলিতে গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট থাকিতেন। সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য গবর্ণর-জেনেরলের এক জন রেসিডেণ্ট অবস্থিতি করিতেন। উপস্থিত সময়ে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের অন্যতম ভ্রাতা কর্ণেল জর্জ্জ্ লরেন্স্ রাজপুতনার এজেণ্টের পদে নিয়োজিত ছিলেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের ন্যায় জর্জ্জ্ লরেন্স্ও সাহসী, নির্ভীক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। যখন মিরাটের গোলযোগের সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়, তখন তিনি আবু পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়াই, তিনি আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিতে পারিলেন। এক লক্ষ ত্রিশ হাজারেরও অধিক পরিমাণের বিস্তৃত ভূখণ্ড এখন তাঁহার রক্ষণীয় হইল। তিনি এই সুবিস্তৃত জনপদের শান্তিবিধানে অমনোযোগী হইলেন না। মিরাটের সংবাদ-প্রাপ্তির চারি দিবস পরে তৎকর্ত্তৃক ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হইল। তিনি এই ঘোষণা-পত্রে সমগ্র ভূপতিকে আপনাদের সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাখিতে, এবং সাধারণের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে তাঁহার সহযোগীরাও আগ্রহসহকারে তদীয় পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইলেন। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কল্‌বিন্ সাহেব, কর্ণেল লরেন্স্‌কে

যাবতীয় ইউরোপীয় সৈন্য ও আফিসার এবং কোম্পানির টাকা লইয়া আগরা-রক্ষার জন্য আসিতে অনুরোধ করিলেন। কর্ণেল লরেন্স্ এই অনুরোধে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিলে রাজপুতনায় সাতিশয় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। রাজপুতনার কেন্দ্রস্থলে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত আজমীর অবস্থিত। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মধ্যে যেরূপ দিল্লী, রাজপুতনার মধ্যেও সেইরূপ আজমীর। এই স্থানে বিবিধ যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ অস্ত্রাগার ছিল। এই স্থানের ধনাগারে বহু অর্থ রক্ষিত হইতেছিল। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে এই স্থান পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাজপুতনার মহাজন ও কুঠীওয়ালাদিগের সঞ্চিত অর্থ এই স্থানে রাশীকৃত রহিয়াছিল। কর্ণেল লরেন্স্ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি এই লোভজনক স্থান উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তগত হয়, তাহা হইলে সমগ্র রাজপুতনায় করাল বিপ্লববহ্নির বিকাশ হইবে। সুতরাং তিনি আপনার ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দৃঢ়তাসহকারে স্বকীয় দায়িত্ব বুঝিয়া, কর্ত্তব্যসম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। এদিকে কল্‌বিন্ সাহেবও আপনার অনুরোধের অযৌক্তিকতা বুঝিয়া, কর্ণেল লরেন্স্‌কে আর কোন কথা বলিলেন না। বরং তিনি কর্ণেল লরেন্সের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা সমর্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে ব্রিগেডিয়ার-জেনেরলের পদ দিয়া, রাজপুতনার সমগ্র সৈনিকদলের অধ্যক্ষ করিলেন। এদিকে ব্রিগেডিয়ার লরেন্স্ সর্ব্বাগ্রে আজমীররক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আজমীরে এক দল সিপাহী এবং এক দল মাহীর নামক নিম্নশ্রেণীর সৈনিক ছিল। মাহীরগণ পূর্ব্বে তাদৃশ সভ্যতাসম্পন্ন ছিল না। আজমীরের কমিশনার লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেল ডিক্‌সনের যত্নে ইহাদের অবস্থা উন্নত হয়। মাহীরগণ গবর্ণমেণ্টের সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করে। দেওয়ার নামক স্থানে ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। কর্ণেল ডিক্‌সন উপস্থিত সময়ে দেওয়ারে মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন। নিয়তির পরাক্রমে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। কিন্তু তৎপ্রদত্ত শিক্ষায় উন্নত মাহীরদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম অসম্পন্ন রহিল না। সিপাহীদিগের উপর মাহীরদিগের তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। এই জন্য ব্রিগেডিয়ার্ লরেন্স্ কোনরূপ অনিষ্টসংঘটনের পূর্ব্বেই সিপাহীদিগকে আজমীর হইতে সরাইয়া তৎস্থলে মাহীর সৈন্য রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। তদীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল।

তাঁহার আদেশে লেফ্‌টেনেণ্ট কার্ণেল নামক এক জন সৈনিকপুরুষ মাহীর সৈনিকদল লইয়া দেওয়ার হইতে আজমীরে উপস্থিত হইলেন। আজমীর রক্ষা পাইল। সেই সঙ্গে সমগ্র রাজপুতনাও উপস্থিত ভীষণ বিপ্লবের সম্মুখে রক্ষিত হইল।

রাজপুত ভূপতিদিগের মধ্যে উদয়পুরের মহারাণাগণ সর্ব্বপ্রধান। ইঁহারা অসামান্য বংশগৌরবে যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অপরিসীম বীরত্ব-কীর্ত্তি ও অতুল্য স্বার্থত্যাগে সকলের বরণীয়। যখন অন্যান্য রাজপুত ভূপতি মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতকর্ম্মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তখন উদয়পুরের মহারাণা তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করেন নাই। তিনি মোগলের সহিত এইরূপ সম্বন্ধস্থাপনে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা এইরূপ সম্বন্ধ আপনাদের গৌরবজনক মনে করিয়া, আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সমুদয় সামাজিক সংস্রব উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই আভিজাত্যগৌরব এবং জাতীয়ভাবের সম্মানরক্ষার জন্য তিনি কোনরূপ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। ভীষণ সংগ্রামে তাঁহার সহস্র সহস্র সৈন্য দেহত্যাগ করিয়াছে, তিনি স্বয়ং পর্ব্বতে পর্ব্বতে, অরণ্যে অরণ্যে বেড়াইয়া, কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেন, তথাপি আভিজাত্যগৌরবে ও জাতীয়-ভাবে বিসর্জ্জন দেন নাই। এইরূপ স্বার্থত্যাগ সমগ্র রাজস্থানের অনন্ত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। রাজপুত এক মুহূর্ত্তের জন্য এই গৌরবের কথা বিস্মৃত হয় নাই এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য দেবতুল্য প্রতাপসিংহের মহত্ত্বঘোষণায় বিরত থাকে নাই।

উপস্থিত সময়ে এইরূপ সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বমান্য রাজপুত ভূপতির প্রতি ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কাপ্তেন সাওয়ার্স এই রাজদরবারে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এজেণ্ট ছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে মিবারের কতিপয় সর্দ্দারের কার্য্যে স্যার্ হেন্‌রি এবং তৎসহোদর কর্ণেল লরেন্সের অসন্তোষ জন্মে। ইঁহারা উভয়েই এই সকল অবাধ্য সর্দ্দারের দমনের জন্য ইংরেজ-সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। মিবারের মহারাণার প্রাধান্যরক্ষার জন্যই ইঁহাদিগকে ঐরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দে যখন চারি দিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটে, তখন মিবারের মহারাণার সহিত ব্রিগেডিয়ার্ লরেন্সের সদ্ভাব বা সম্প্রীতির

কোনরূপ ব্যত্যয় হয় নাই।* যাহা হউক, এই সময়ে মহারাণা একটি সুদৃশ্য হ্রদের তীরে তাঁহার গ্রীষ্মাবাসের জন্য মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত রমণীয় প্রাসাদে কাপ্তেন সাওয়ার্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি এই সঙ্কটকালে আপনার বিশ্বস্ত সৈনিক-পুরুষ দিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। দরবারের প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে এই উদ্দেশ্যে কাপ্তেন সাওয়ার্সের নিকটে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অধীন সর্দ্দারদিগের মধ্যে আদেশপত্র পাঠাইয়া দেন। এইরূপে তিনি সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে প্রস্তুত হয়েন।

ইহার মধ্যে কাপ্তেন সাওয়ার্সের নিকটে সংবাদ পহুঁছে যে, নীমচের এবং নসীরাবাদের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। ৪০টি পলাতক ইউরোপীয় কুলমহিলা, বালকবালিকা প্রভৃতি নিরতিশয় শোচনীয় অবস্থায় পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিতি করিতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র কাপ্তেন সাওয়ার্স দুই জন সহযোগীর সহিত মিবারের কতিপয় সওয়ার লইয়া ঐ শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করেন। মহারাণা এ বিষয়ে যথোচিত সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন নাই। তিনি বেদলা নামক জনপদের সর্দ্দারকে পলাতক-দিগকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। সাওয়ার্স্ তাহাদিগকে এই সর্দ্দারের তত্ত্বাবধানে রাখিতে বিমুখ হয়েন নাই। সাহসী রাজপুতবীর নিরাপদে একটি রমণীয় দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সুরম্য প্রাসাদে পলাতকদিগকে আনয়ন করেন।

এদিকে জয়পুররাজও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়েন। তাঁহার সৈনিকদল আগরার সীমান্তভাগরক্ষায় নিয়োজিত হয়। মাড়বারের অধিপতিও এ সময়ে আপনার বিশ্বস্ততাপ্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই। সাহসে ও বীরত্বে মাড়বার চিরপ্রসিদ্ধ। মরুস্থলীর বীরপুরুষগণের বীরত্বে এক সময়ে দিল্লীর ভূপতি-

* কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, মিবারের দরবারের সহিত জর্জ্জ্ লরেন্সের বিবাদ ছিল। লরেন্স্ মিবারে ইংরেজ সৈন্য স্থাপিত, মহারাণাকে গদীচ্যুত এবং তাঁহার কতিপয় প্রধান সর্দ্দারকে নির্ব্বাসিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 355.* কিন্তু জর্জ্জ্ লরেন্স্ ইহা পড়িয়া কে সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি কখনও মহারাণাকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন নাই। মহারাণার সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। তিনি এবং তদীয় ভ্রাতা স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ কেবল মিবারের কতিপয় সর্দ্দারের ক্ষমতারোধের জন্য ব্রিটিশ সৈন্য রাখিবার এবং আবশ্যক হইলে এক জন প্রধান সর্দ্দারকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মহারাণার প্রাধান্যরক্ষার জন্যই এইরূপ করিতে হইয়াছিল।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III. Appendix p. 683.*

গণও বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই স্থানের এক জন সেনানায়কের অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততাসহকৃত অসামান্য বীরত্বের পরিচয় পাইয়া, মাড়বারের অনুর্ব্বরতার নির্দ্দেশপূর্ব্বক তেজস্বী শের শাহ এক সময়ে কহিয়াছিলেন—"আমি একমুষ্টি ভূট্টার জন্য এখনি ভারতসাম্রাজ্য হারাইতেছিলাম।" কিন্তু উপস্থিত সময়ে অন্তর্বিদ্রোহে যোধপুররাজ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কতিপয় প্রধান ঠাকুর তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। তথাপি তিনি গবর্ণমেণ্টকে অশ্বারোহী ও পদাতিতে দুই হাজার সৈন্য এবং ৬টি কামান দিয়া বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন। এইরূপে জুন মাসের মধ্যে রাজপুতনার সমুদয় কার্য্য সুশৃঙ্খল হয়। কর্ণেল জর্জ্জ লরেন্স এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—"এইরূপে জুন মাসে—বিপ্লবের সংবাদপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে ভরতপুর, জয়পুর, যোধপুর এবং উলবারের সৈন্য আমাদের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।" * রাজপুতনায় আপাততঃ কোন গোলযোগ না ঘটিলেও, এবং রাজপুত ভূপতিগণ দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের সহিত কোনরূপ সংস্রব না রাখিলেও, কল্‌বিন্ সাহেব একবারে নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব এই প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা এক সময়ে মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, মোগলের কার্য্যসাধনে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, মোগলের নাম মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের সূক্ষ্মদর্শী লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। উপস্থিত সময়ে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা হইতে কিরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

* এস্থলে জর্জ্জ্ লরেন্স্ মিবারের মহারাণা এবং তাঁহার দরবারের এজেণ্ট কাপ্তেন সাওয়ার্সের নাম উল্লেখ করেন নাই বলিয়া, কে সাহেব প্রতিবাদ করিয়াছেন। জর্জ্জ্ লরেন্স্ ইহার উত্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি উক্তস্থলে মিবারের মহারাণার নাম নির্দ্দেশ করেন নাই বটে, কিন্তু স্বকীয় বিজ্ঞাপনীর স্থানান্তরে মহারাণার বিশ্বস্ততা এবং নীমচের ইউরোপীয় পলাতকদিগের প্রতি তাঁহার সৌজন্যপ্রকাশের কথার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই জন্য যে, ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাপ্তেন সাওয়ার্সের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, কাপ্তেন তাঁহার আদেশপালন করেন নাই বলিয়া, গবর্ণর-জেনেরল কর্ত্তৃক ভৎসিত হইয়াছিলেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III. Appendix pp. 683, 684.* যাহা হউক, জর্জ্জ্ লরেন্স্ অন্যান্য রাজপুত ভূপতিদিগের নামের সহিত মিবারের মহারাণার নাম নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয়, সমীচীন হইত।

চতুর্থ অধ্যায়।

আগরা।

আগরা—নীমচের সিপাহী—কলবিন্ সাহেবের অসুস্থতা—শাসনকার্য্যের বন্দোবস্ত—কোটার সিপাহী—আগরার নিকটে যুদ্ধ—ইংরেজ্‌সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন—সৈনিকনিবাসের ধ্বংস—আগরার দুর্গবাসীদিগের অবস্থা—কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ।

আগরার সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। তাহারা টাকার থলিয়া কোমরে বাঁধিয়া, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কাঁধে লইয়া, প্রশান্তভাবে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। কেহ কেহ বাড়ীতে না গিয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং তত্রত্য সিপাহীদিগের সহিত মিশিয়া, বাদশাহের প্রাধান্যরক্ষার জন্য অভিনব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছিল। এই সকল নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীর মধ্যে কেহই আগরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। কল্‌বিন্ সাহেব ইহাদের বিষয় ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হয়েন নাই। কিন্তু ইহাতেও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের রাজধানী শান্তিপূর্ণ হয় নাই, বিপদের চিহ্ন সর্ব্বাংশে দূরীভূত হইয়া যায় নাই, ইউরোপীয়দিগেরও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে নাই। আগরা যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। জুন মাসের মধ্যে এই তীরস্থিত প্রায় সমগ্র জনপদ ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য হইতে স্খলিত হইয়াছিল। বামতীরস্থিত জনপদের অবস্থাও তাদৃশ আশাজনক ছিল না। জুন মাসের শেষে অনেকে আগরা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। ঝটিকার প্রাক্কালে প্রকৃতি যেমন প্রশান্তভাবে থাকে, আগরাও সেইরূপ প্রশান্ত ও নিস্তব্ধভাবে ছিল। কিন্তু এই প্রশান্তভাবের স্থলে তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত হইল। তৎপ্রযুক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নীমচের সিপাহীগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। জুলাই মাসে এই উত্তেজিত সৈনিকদল আগরার অভিমুখে অগ্রসর হয়। এদিকে গোবালিয়র হইতে পলাতক ইউরোপীয়গণ আসিয়া আগরার দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করে। যাঁহার উপর

যাবতীয় কর্ম্মের কর্তৃত্ব সমর্পিত হইয়াছিল, যিনি এই সুবিস্তৃত জনপদে শান্তিস্থাপন, বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের বিপত্তিনিবারণ এবং উচ্ছৃঙ্খল লোকের নিষ্কাশনে ব্রতী হইয়াছিলেন, এই সঙ্কটকালে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। কল্‌বিন্ সাহেব সুগঠিত ও সবলদেহ ছিলেন বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা ও অতিশ্রমে তাঁহার শক্তির অপচয় ঘটিল। ইহার উপর পরকীয় বিরুদ্ধভাব ব্যতীত আত্মকলহেও তাঁহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হইল। অধীন লোকের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণে তিনি যখন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহযোগিগণ তাঁহার প্রতিকূলতাসাধনে উদ্যত হইলেন। কেহ কেহ তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, উহাতে সহজেই লোকের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। তাঁহারা আপনাদের অধ্যক্ষ ও পরিচালকের উপর নানা দোষের আরোপ করিয়া, পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই সকল পত্রে তাঁহাদের অপরিসীম বিদ্বেষভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কেহ কেহ অকথ্য ভাষায় তাঁহার নিন্দা করিয়া, গবর্ণর-জেনেরলের নিকটেও পত্র লিখিতে লাগিলেন। এমন কি ঐ সকল পত্রে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার প্রার্থনাও হইতে লাগিল। কেহ কেহ পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এ বিষয়ের উত্থাপনের জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। লর্ড কানিং অপবাদকারীদিগের এইরূপ অপবাদরটনাকে "আগরার বিকট পেচকরব" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপ কতকগুলি পত্র দিল্লীতে প্রেরিত হয়। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এই সকল পত্র পাইয়া বলিতেন যে, আগরাওয়ালারা পুনর্ব্বার চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। অতিশ্রম, অনিদ্রা প্রভৃতিতে কল্‌বিন্ সাহেবের যেরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, এই বিকটরবে সেইরূপ তাঁহার মানসিক শান্তিও তিরোহিত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি ইহাতেও ধীরতায় বিসর্জ্জন দিলেন না। এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তিনি ধীরভাবে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে জনরব উঠিল যে, নীমচ এবং নসীরাবাদের উত্তেজিত সিপাহীগণ চারি দিকের উচ্ছৃঙ্খল লোকের সমবায়ে বহুলসংখ্যক ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া আগরার অভিমুখে আসিতেছে। এই জনরবের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। আগন্তুক সৈনিকদলের সংখ্যা তখন দুই হাজার ছয় শত এবং তাহাদের কামানের সংখ্যা ১২ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

জনরব যখন সত্য হইল, তখন কলবিন্ সাহেব স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জুন মাসের শেষে নিরস্ত্র ও যুদ্ধানভিজ্ঞ খৃষ্টানদিগকে দুর্গে যাইতে আদেশ দিলেন। কেবল নির্দিষ্ট দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ হইল। এই আদেশে শেষে যাবতীয় পুস্তক, তৈজসপত্র, নথী কাগজপত্রাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। * ২রা জুলাই নীমচের সিপাহীগণ আগরার ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী ফতেপুরসিক্রীতে উপস্থিত হইল। কর্তৃপক্ষ এখন আগরা-রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। কোটারাজ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সৈনিকদল ছিল, তাহা আগরায় উপস্থিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত নবাব সৈয়ফ্-উল্লা খাঁ নামক এক জন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের অধীনে কেরৌলীর ছয় শত পদাতি, ভরতপুরের তিন শত অশ্বারোহী এবং দুইটি কামান ছিল। এক জন ইংরেজ সৈনিকপুরুষ লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণরের এজেণ্ট স্বরূপ এই সৈন্যের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন।

যখন জানা গেল যে, বিপক্ষগণ ফতেপুরসিক্রীতে উপস্থিত হইয়াছে, তখন উক্ত দুইদল সৈন্যকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইল। কোটার সৈন্য আগরার সৈনিকনিবাসরক্ষার জন্য সন্নিবেশিত হইল। সৈয়ফ্‌উল্লা খাঁর সৈন্য আগরার ৪ মাইল দূরে ফতেপুরসিক্রীর পথের পার্শ্বে শাহগঞ্জ নামক পল্লীর নিকটে রহিল। এইরূপে ২রা জুলাই আগন্তুক বিপক্ষদিগকে বাধা দিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে ব্যবস্থা হইল।

পর দিন কলবিন্ সাহেব সাতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি অগত্যা একটি সমিতির উপর চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আবশ্যক কার্য্যনির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করিলেন। রেবিনিউ বোর্ডের প্রাচীন কর্ম্মচারী রিড্ সাহেব, ব্রিগেডিয়ার পলহোয়েল এবং লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের সেক্রেটরী কাপ্তেন মাকলিয়ড্ এই সমিতির সদস্য হইলেন। তৎপর-দিন (৪ঠা জুলাই) ব্রিগেডিয়ারের গৃহে এই সমিতির অধিবেশন হইল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর তাঁহার চিকিৎসককে নিকটে রাখিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমিতি নগররক্ষা ও আগন্তুক বিপক্ষদিগের

* *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 54.*

গতিরোধের উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কারাগারে বহুসংখ্যক কয়েদী ছিল, ইহারা বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত হইলে, বিপক্ষদিগের দল পরিপুষ্ট ও শক্তি বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য সমিতি, কয়েদীদিগের মধ্যে যাহারা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, তাহাদিগকে নদীর অপর পারে লইয়া গিয়া, ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। দুর্গের নিকটে যমুনার উপর যে সেতু ছিল, সমিতি উহা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণকে দুর্গে আনিবার এবং নবাব সৈয়ফ্‌উল্লা খাঁর দুইটি কামান অস্ত্রাগারে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইল। এতদ্ব্যতীত কোটার সৈনিকদলের অধ্যক্ষকে অগ্রসর হইয়া আগন্তুক বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ দেওয়ার বিষয় ধার্য্য হইল।

প্রথম তিনটি প্রস্তাব বিনা বাধায় ও বিনাবিপত্তিতে কার্য্যে পরিণত হইল। শেষ দুইটি প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবার সময়ে ঘোরতর বিঘ্নবিপত্তি ঘটিল। কোটার সৈনিকদলের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার উক্তরূপ কঠোর কার্য্যসাধনে ইচ্ছা করেন নাই, শেষে যখন বুঝা গেল যে, ইহারা নিকটে থাকিলে সবিশেষ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তখন বিপক্ষদিগের গতিরোধের জন্য ইহাদিগকে ৪ঠা জুলাই ফতেপুরসিক্রীর পথে পাঠাইয়া দেওয়ার আদেশ হইল। কিন্তু ইহারা বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে না গিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইল। এক জন ইউরোপীয় সৈনিকপ্রধান ইহাদের গুলিতে ভূপতিত হইলেন। ইংরেজ আফিসারদিগের উপরেও ইহাদের গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহারা নীমচের সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু এই সময়ে ইংরেজ সেনানায়কেরা নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। এক জন সেনানায়ক কতিপয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈনিক লইয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ইহাদের কতকগুলি লোক নিহত এবং যুদ্ধের দ্রব্যাদি বোঝাই কতকগুলি উট অবরুদ্ধ হয়। এই দিন সন্ধ্যাকালে নবাব সৈয়ফ্‌উল্লা খাঁ প্রকাশ করেন যে, তাহার অধীন সৈনিকগণ বিশ্বস্ত নয়, তিনি ইহাদের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। ভরতপুরের অশ্বারোহিগণ তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার দলের কামান অপসারিত হওয়াতে কেরৌলীর সৈনিকেরা নিরুৎসাহ হইয়াছে। ইহাতে অবিলম্বে সৈয়ফ্‌উল্লা খাঁর

সৈনিকগণ শাহগঞ্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেরৌলীতে যাইতে আদিষ্ট হইল। ঐ রাত্রিতেই সৈয়ফ্‌উল্লা খাঁ এই আদেশ অনুসারে সৈনিকদল লইয়া কেরৌলীতে যাত্রা করিলেন।

কোটার সৈনিকদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলে, পীড়িত লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদস্থল—দুর্গে লইয়া যাওয়া আবশ্যক হয়। ব্রিগেডিয়ারের গৃহ তাদৃশ নিরাপদ ছিল না। বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক উহা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। এ জন্য কতিপয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকপুরুষ গৃহরক্ষার জন্য উহার পুরোভাগে সন্নিবেশিত ছিল। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর অনিচ্ছার সহিত দুর্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রক্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তিনি যথাস্থানে উপনীত হইলেন। কিন্তু পরে যখন শুনিলেন যে, কোটার সৈনিকেরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া চারি দিকে ধাবিত হইয়াছে, তখন তিনি আবার ব্রিগেডিয়ারের গৃহে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার ইহাতে সম্মত হইলেন না। তৎপরদিন কলবিন্‌ সাহেবের অবস্থা এরূপ মন্দ হইল যে, তাঁহার বন্ধু ও সহযোগিগণ উহাতে নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি এ অবস্থাতেও স্বকীয় কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া চিকিৎসকগণ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে কহিলেন।

এই দিন (৫ই জুলাই) প্রাতঃকালে সংবাদ আসিল যে, বিপক্ষগণ আগরার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এক জন ইংরেজ অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ারকে, আগন্তুক বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। শেষে যখন বিপক্ষদিগের উপস্থিতিসংবাদ তাঁহার নিকটে পঁহুছিল, তখন তিনি ভাবিলেন যে, এই সময়ে দুইটি উপায় অবলম্বনীয় হইতে পারে। এক উপায় দুর্গে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা, অন্য উপায় অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করা। সাহসী সেনানায়কদিগের পক্ষে শেষোক্ত উপায়ই প্রশস্ততর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সাহসী ব্রিগেডিয়ারের নিকটেও এই শেষোক্ত উপায়ই প্রশস্ততর বোধ হইল। সুতরাং তিনি অবিলম্বে বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

ব্রিগেডিয়ারের আদেশে বেলা এক টার সময়ে ইংরেজসৈনিকেরা কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। বিপক্ষদলে দুই হাজারের অধিক সৈন্য ছিল। ইংরেজ অধিনায়কগণ যাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে এই দলভুক্ত ছিল। কোটার সৈনিকদলও ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ইংরেজের পক্ষে ৮০০ শত সৈনিক পুরুষ সজ্জিত ছিল। বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার পল্‌হোয়েল্‌ ইহাদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ সৈনিকদল শাহগঞ্জ নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলে, ব্রিগেডিয়ার তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতির জন্য আদেশ দিয়া, বিপক্ষদিগের গতিবিধিপর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রায় ১ মাইল দূরবর্ত্তী শানিয়া নামক পল্লীর নিকটে বিপক্ষদল তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। বিপক্ষদিগের পদাতিকগণ পল্লীর পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত ছিল। গোলন্দাজ সৈন্য আপনাদের কামান লইয়া পল্লীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের পুরোভাগে উন্নত ভূখণ্ড ও ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। ইংরেজসৈন্য সম্মুখীন হইলে, সিপাহীদিগের বামপার্শ্বস্থ কামান হইতে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ হইল। ইংরেজসৈন্যাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ পদাতিদিগকে শয়ানভাবে থাকিতে আদেশ দিয়া, কামানগুলি বিপক্ষদিগের কামানের ন্যায় দুই ভাগে স্থাপন করিলেন এবং বিপক্ষদিগের ন্যায় আপনাদের কামান হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে কহিলেন। কিন্তু বিপক্ষদলের গোলন্দাজগণ প্রাকৃতিক পদার্থে সুরক্ষিত ছিল। ইংরেজপক্ষের কামানের গোলায় তাহাদের তাদৃশ ক্ষতি হইল না। সিপাহীদলের গোলন্দাজেরা বৃক্ষশ্রেণী ও উন্নত ভূখণ্ডের অন্তরালে থাকিয়া, গোলাবর্ষণপূর্ব্বক প্রতিপক্ষের বিস্তর ক্ষতি করিতে লাগিল। তাহাদের দুইখানি কামানের গাড়ী পুড়িয়া গেল। বাম ভাগেরও একটি কামান অকর্ম্মণ্য হইল। অবশেষে আপনাদের গোলা বারুদ ইত্যাদি নিঃশেষপ্রায় দেখিয়া, ইংরেজ অধিনায়কগণ অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন। যে সকল পদাতি শয়ানভাবে ছিল, তাহারাও উঠিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ আগরার এই অল্পমাত্র রক্ষকদিগের ক্ষয় হইবার আশঙ্কা করিয়া, এ বিষয়ে সম্মত হইলেন না। এ দিকে ইংরেজ অধিনায়কগণ প্রকৃত বীর-

পুরুষের ন্যায় বিপক্ষের সমক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যুদ্ধোপকরণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সৈন্য বিপক্ষের সংখ্যাধিক্যে ক্রমে অল্প হইয়া পড়িতেছিল, তাঁহাদের জয়াশা, প্রবলপরাক্রান্ত, যথোচিত-যুদ্ধোপকরণসম্পন্ন ও বলবহুল শত্রুর রণকৌশলে ক্রমে অন্তর্হিতপ্রায় হইতেছিল। তথাপি তাঁহারা সাহসে বিসর্জ্জন দিলেন না, আপনাদের শৃঙ্খলারক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না, বা বীরত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হইলেন না। গোলন্দাজ সেনানায়ক কাপ্তেন ডয়লি অশ্বারূঢ় হইয়া অধীন সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব বিপক্ষের গুলির আঘাতে তাঁহাকে লইয়া ভূপতিত হইল। বাহন নিহত হওয়াতে কাপ্তেন যুদ্ধস্থলে দাঁড়াইয়া সময়োপযোগী আদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অবস্থা দীর্ঘকাল থাকিল না। বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তিনি পার্শ্বদেশে সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। কাপ্তেন ডয়লি কামানের গাড়িতে স্থাপিত হইলেন। সেই গাড়িতে শয়ান থাকিয়া, কামানপরিচালকদলের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ধীরতাসহকারে, পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে আদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার যাতনা এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি দীর্ঘকাল ঐ অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না। গুরুতর আঘাতে তাহার তেজস্বিতার অপচয় ঘটিল। মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া তিনি কহিলেন—"আমার কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, আমার সমাধির উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে ক্ষোদিত করিবে যে, আমি আমার কামানের পার্শ্বে থাকিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছি"। সাহসী কাপ্তেন যুদ্ধস্থল হইতে দুর্গে নীত হইলেন এবং তাহার পরদিন পুনর্ব্বার ঐ কথাই বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিলেন। আর এক জন যুদ্ধকুশল অধিনায়কও আপনার অধীন সৈন্যের পরিচালনাকালে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে রণক্ষেত্রে ইংরেজপক্ষের বহু অশ্ব নিহত এবং বহু সৈন্য দেহত্যাগ করিল। যে দুই ভাগে কামানগুলি সজ্জিত হইয়াছিল, তাহার এক ভাগের কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। এই সকল বিপত্তি দেখিয়া, ব্রিগেডিয়ার পদাতিদিগকে শত্রুদল আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু এ সময়ে কেবল পদাতির সাহায্যে আত্মপক্ষ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। যেহেতু কামানগুলি অকর্ম্মণ্য হওয়াতে তৎসমুদয় দ্বারা পদাতিদিগের পক্ষ

প্রবল করার সুবিধা হইল না। এ দিকে অশ্বারোহী সৈনিকদল তাদৃশ পটু ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোকে এই দল গঠিত হইয়াছিল। উহাতে সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী ছিলেন। বেতনভোগী কেরাণী উহার পরিপুষ্টির জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাদ্যকর ও গায়কেরা উহাতে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময় ফরাসী দেশ হইতে কতকগুলি দড়িবাজীকর আপনাদের ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে আসিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ উক্ত দলে সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। এই দড়িবাজীকরদিগের সাত জন যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে। ঈদৃশ বিচিত্র অশ্বারোহিদলকর্ত্তৃক আশানুরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন হইল না। বিপক্ষ অশ্বারোহীদিগের আক্রমণে এই অল্প সংখ্যক অশ্বারোহিদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। বিপক্ষগণ শাহগঞ্জ পল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সমাগত হইয়া, যাঁহাদের নিকটে রণকৌশলে অভ্যস্ত ও অভিনব অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল, তাঁহাদেরই ক্ষমতানাশে উদ্যমের একশেষ দেখাইতে লাগিল। বর্ষীয়ান্ ইংরেজ সেনাপতির সমক্ষে বিপক্ষের বলহ্রাসের জন্য আর কোন উপায় রহিল না। তাঁহার গোলন্দাজদলের গোলাবারুদ প্রভৃতি নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাঁহার অশ্বারোহীদিগের বলহ্রাস হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার কামানগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, শেষে কেবল পদাতি দ্বারা আত্মপক্ষসমর্থনের সুবিধা ঘটিল না। বৃদ্ধ সেনাপতি হতাশ্বাস হইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা ও ক্ষোভের সহিত পশ্চাৎ হটিয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

সেনাপতির আদেশে হতাবশিষ্ট সৈন্য দুর্গে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহাদের মধ্যে কোন রূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিল না। এক জন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"যদিও সৈনিকেরা শৃঙ্খলার সহিত প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল, তথাপি এইরূপ প্রত্যাবর্ত্তন যেরূপ ক্ষতিজনক, সেইরূপ অবমাননাকর। অশ্বারোহী সৈনিকের অভাবই এইরূপ দুরদৃষ্টের কারণ। আমরা আপনাদের ভ্রান্তির জন্যই উৎসন্ন হইয়াছি। গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি যাহা বান্ধিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা আমাদের সৈনিকদলের সহিত বা সৈনিকদলের গমনের পরে প্রেরিত হয় নাই এবং যাবৎ আমাদের কামানগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া না পড়িয়াছে, তাবৎ আমাদের পদাতিদিগকেও যুদ্ধ করিতে

দেওয়া হয় নাই। ইহা নিরতিশয় বাতুলতার কার্য্য। এই বাতুলতার জন্যই ডয়েলি আপনার জীবন সমর্পণ করিয়াছেন এবং পল্‌হোয়েল্‌ আপনার অবলম্বিতব্রতোচিত সম্মান হারাইয়াছেন।”*

যাহারা দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা ঔৎসুক্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিয়াছিল। কামানের ধ্বনিতে প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ আশঙ্কা ও আশা, হর্ষ ও বিষাদের আবির্ভাব হইতেছিল। দুর্গস্থিত কুলমহিলাগণ অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের উপর তাঁহাদের বিপদ ও সম্পদ নির্ভর করিতেছিল। যাঁহাদের স্বামিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডলে অধিকতর অশান্তির অভিব্যক্তি হইতেছিল। তাঁহারা তিন ঘণ্টা কাল সমান ব্যাকুলতা ও সমান উদ্বেগের সহিত কামানের গভীর গর্জ্জন শুনিলেন, তিন ঘণ্টা কাল, সমান ঔৎসুক্যের সহিত ধূমাচ্ছাদিত রণস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। কেহ কেহ ঔৎসুক্যের আবেগে দুর্গের উচ্চ চূড়ায় গিয়া, উভয় সৈনিকদলের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে তাহাদের আশা নির্ম্মূল হইল, ভয় শতগুণে বৃদ্ধি পাইল, গভীর নৈরাশ্যে দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহারা দূর হইতে আপনাদের সাহসের অবলম্বন, আশার আশ্রয়স্থল সৈনিকদলকে বিপক্ষগণের তাড়নায় নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে দুর্গে ফিরিয়া আসিতে দেখিলেন। যাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত সৈনিকদলের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন যে, এরূপ শোচনীয়, এরূপ ভীতিপ্রদ, এরূপ মনঃকষ্টের উদ্দীপক দৃশ্য যেন আর কখনও তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত না হয়। সিপাহীগণ তীরবেগে ইংরেজ সৈনিকদিগের অনুসরণ করিয়াছিল। এই সকল সৈনিকের মুখ ধূলিতে সমাবৃত ও ধূমে বিবর্ণ হইয়াছিল। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদের দেহনিঃসৃত রুধিরস্রোতে ধূলিপটল পরিলিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সকলেই পিপাসায় কাতর, সকলেই পানীয়ের জন্য ব্যাকুল, সকলেই যাতনায় অবসন্ন। ইহাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। ইহাদের কামান সকল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিবার সুবিধা হয় নাই ইহাদের সহযোগীদিগের গতাসু দেহও সঙ্গে আনিবার সুযোগ

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 391.*

ঘটে নাই। দুইটি হস্তী আগরা হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা দ্বারা কেবল আহত সৈনিকগণই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিতে পারিয়াছিল। যুদ্ধাস্ত্র, নিহত সৈনিকগণের দেহ, রণক্ষেত্রে অরক্ষিত অবস্থাতেই পড়িয়া রহিয়াছিল। প্রত্যাবৃত্ত সৈনিকেরা, দুর্গে প্রবেশ করিয়াই, শশব্যস্তে পানীয়ের আধারের দিকে ধাবিত হইল। মহিলাগণ আপনাদের যাবতীয় দুঃখ বিস্মৃত হইয়া, এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অবিলম্বে চা ও সুরা দিয়া, ইহাদের পিপাসাশান্তি করিলেন। ইহাদের যাতনা দূর করিতে ইহাদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিতে, তাঁহাদের কোনরূপ ঔদাস্য বা যত্নের ক্রটি লক্ষিত হইল না। স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, প্রীতিময়ী কন্যার ন্যায়, শান্তিময়ী ধাত্রীর ন্যায়, ইঁহারা আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ অসামান্য স্নিগ্ধভাব দেখিয়া, এক জন পরিদর্শক ক্রিমিয়াযুদ্ধে আহত-দিগের শুশ্রূষাকারিণী জগদ্বিখ্যাত ফ্রোরেন্স নাইটিঙ্গেলের শ্রেণীতে ইঁহাদিগকে স্থান দিয়াছেন। সৈনিকেরা এইরূপ পরিচর্য্যায় পরিতোষিত হইল বটে, কিন্তু যাহাদের সহিত ইহারা এক গুরুর নিকটে শিক্ষিত হইত, এক স্থানে অবস্থিতি করিত, একবিধ ক্রীড়াকৌতুকে উৎফুল্লভাবে থাকিত, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ-ত্যাগ করাতে ইহাদের যাতনার অবধি রহিল না। ইহারা নিহত বন্ধুদিগের নাম করিয়া, দুঃসহ শোকে হাহাকার করিতে লাগিল।* এদিকে উদ্ধত লোকে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইহারা এই সময়ে আপনাদের উদ্দাম প্রকৃতির পরিচয় দিতে বিমুখ হইল না। ফিরিঙ্গী ও পর্ত্তুগীজেরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। আপনাদের বাসস্থানের প্রতি মমতা প্রযুক্তই হউক, বা নগরবাসী-দিগের প্রতি বিশ্বাসবশতঃই হউক, ইহারা আবাসগৃহে থাকিয়াই, আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়াছিল। কিন্তু হতভাগ্যদিগের বিঘ্নবিপত্তির শান্তি হইল না। যে বাসগৃহে থাকিলে তাহারা নিরাপদ হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিল এবং যে গৃহকে তাহারা সর্ব্বপ্রকার সুখশান্তির আশ্রয়স্থল মনে করিয়াছিল, সেই গৃহেই তাহাদের অনেকের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল। কুড়িটির অধিক অসহায় জীব উত্তেজিত লোকের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিল। ইউরোপীয়গণ

* *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 62.*

দুর্গে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গৃহ সকল পরিত্যক্তভাবে ছিল। এখন ঐ সকল গৃহ সর্ব্বভুক্ অনলের একান্ত আয়ত্ত হইল। ইউরোপীগণ দুর্গ হইতে আপনাদের অধ্যুসিত গৃহ, আপনাদের ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহ, আপনাদের আমোদজনক ও তৃপ্তিকর গৃহসজ্জাদি ভস্মীভূত হইতে দেখিলেন। জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি—সুনীল যমুনাতীরবর্ত্তী তাজের তুষারবর্ণ প্রদীপ্ত পাবকশিখার সহিত সম্মিলিত হওয়াতে অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিস্তার করিল। সরকারি কাগজপত্রের অধিকাংশ পুড়িয়া গেল। প্রায় ছয় মাইল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সমুদয় গৃহ করাল-হুতাশনে পরিব্যাপ্ত হইল। এই দৃশ্য যেরূপ ভয়ঙ্কর, সেইরূপ শোচনীয়, যেরূপ গভীর ভাবের উদ্দীপক, সেইরূপ বিস্ময়জনক। ইউরোপীয়গণ এই বিচিত্র দৃশ্যে ক্ষণকালের জন্য একান্ত বিস্ময়রসে পরিপ্লুত ও উদ্বেলভাবসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

সাশিয়ার যুদ্ধের পর সিপাহীগণ ইংরেজ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা আগরার দুর্গ আক্রমণ করে নাই। গোলা, গুলি, বারুদ প্রভৃতি অল্প হওয়াতে তাহাদিগকে শাহগঞ্জে ফিরিয়া যাইতে হয়। ৫ই জুলাই রাত্রিতে তাহারা দিল্লীতে প্রস্থান করে এবং ৮ই জুলাই তথায় উপনীত হয়। সাশিয়ার যুদ্ধে জয়শ্রীলাভ হওয়াতে দিল্লীস্থিত সিপাহীগণ মহোল্লাসে কামানধ্বনি করিয়া, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। *

কথিত আছে, যুদ্ধের পর দিন প্রাতঃকালে কোতয়াল মোরাদআলির অনুমতিক্রমে, সমগ্রনগরে দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলভূপতির আধিপত্য ঘোষণা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সশস্ত্র লোকে দলবদ্ধ হইয়া, রাজপথে পরিভ্রমণ করে। দলের মধ্যে পুলিশের অধিকাংশ মুসলমান কর্ম্মচারী ছিল। কোতয়াল স্বয়ং দলপতি হইয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল লোকও এই দলে মিশিয়াছিল। † সিপাহীরা দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেও নগর শান্তিপূর্ণ হয় নাই; দুর্গস্থিত ইউরোপীয়গণও আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করেন নাই। নগরে এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহে যে সকল বদমায়েস অবস্থিতি করিতেছিল,

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I. p. 276-277.*
† *Ibid, p. 277, note.*

তাহারা সর্ব্বত্র অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলভাব অব্যাহত রাখে। সম্পত্তিলুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি ভয়াবহ কর্ম্ম দুই দিন পর্য্যন্ত তাহাদের কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিতে থাকে।

কিন্তু এই দুঃসময়ে আগরার অধিবাসীদিগের মধ্যে ইংরেজের সাহায্যকারী ও ইংরেজের হিতৈষী লোকের অভাব হয় নাই। পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, ভারতের সম্ভ্রান্ত লোক হইতে নিরক্ষর কৃষকগণ পর্য্যন্ত উপস্থিত সঙ্কটকালে ইংরেজের উপকারসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। আগরার বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রেও এইরূপ লোকের অভাব লক্ষিত হয় নাই। ইংরেজ যখন আগরার দুর্গে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন, দুর্গের বহিঃস্থ ভূখণ্ডে যখন তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত-প্রায় হইয়াছিল, মহাবিপ্লবের ভয়ঙ্কর দৃশ্য যখন প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাদিগকে গভীর আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, যথোচিত অবলম্বন ও সাহায্যের অভাবে যখন তাঁহারা চারি দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন, তখন আগরার লোকে তাঁহাদের উপকারসাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। ৭ই জুলাই, রাজারাম নামক এক ব্যক্তি অতিকৌশলে দুর্গে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে, আগরায় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ সিপাহীসৈন্য নাই। দুর্গের বহির্ভাগে কেবল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত লোক দ্বারা নানা গোলযোগ ঘটিতেছে। মাজিষ্ট্রেট্ যদি যথোপযুক্ত সৈন্য লইয়া, দুর্গের বাহিরে আইসেন, তাহা হইলে শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনঃস্থাপিত হইতে পারে। মাজিষ্ট্রেট্ এই সংবাদ পাইয়া, আশ্বস্ত হইলেন। তিনি যে বিষয়ের প্রত্যাশা করেন নাই, এখন সেই বিষয় তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হওয়াতে তদীয় অন্তঃকরণে যুগপৎ বিপুল উৎসাহ ও গভীর আশার সঞ্চার হইল। পর দিন প্রাতঃকালে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক ও কামান লইয়া, দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন এবং প্রধান প্রধান পথে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও শান্তি স্থাপিত হইল বলিয়া, সাধারণের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন। *

কিন্তু ইহাতেও ইংরেজেরা দুর্গের বহির্ভাগে বাস করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের ভয়ে দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I. p. 278.*

এ সময়ে ঐ সকল সিপাহীকে আক্রমণ করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য ছিল না। নানা বর্ণের, নানা শ্রেণীর প্রায় ছয় হাজার লোক দুর্গে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশ ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছিল। বালকবালিকা, যুবকযুবতী, বর্ষীয়ান্ বর্ষীয়সী, সকলেই একবিধ অদৃষ্টের ভাগী হইয়া, এক স্থানে রহিয়াছিল। দুর্গে হিন্দু ও মুসলমানেরও অভাব ছিল না। ২৭শে জুলাই যে লোকগণনা হয়, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ পনর শত স্থির হইয়াছিল। প্রথমে ইহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। ইউরোপীয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও এতদ্দেশীয়পরিচ্ছদধারী লোক দেখিলেই সন্দিহান হইতেন। এ সময়ে কৃষ্ণবর্ণ তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব বিভীষিকার উদ্দীপক ছিল। এইরূপ সন্দিগ্ধ এবং এইরূপ বিভীষিকায় বিচলিত হইলেও, শেষে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইউরোপীয়গণ মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আপনাদের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম আপনারাই সম্পন্ন করিবেন, অথবা এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের দ্বারা তৎসমুদয় সম্পাদন করাইয়া লইবেন। কিন্তু এক পক্ষের বিরক্তি ও অপর পক্ষের অযোগ্যতা এইরূপ সঙ্কল্পসিদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল। স্বাবলম্বন একটি প্রধান গুণ। বিশেষতঃ বিপত্তিকালে এই গুণ স্বকীয় প্রয়োজন-সাধনের পক্ষে নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া থাকে। ইউরোপীয়গণ স্বাবলম্বনে অনভ্যস্ত নহেন। কিন্তু স্থানভেদে তাঁহাদের প্রকৃতিভেদ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে ভারতবর্ষে সমাগত হইয়াছিলেন। সহসা তাঁহাদের অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিলেও তাঁহারা ভারতবাসীর করণীয় কর্ম্ম সম্পাদনে বিরক্তি বোধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু বিদেশের জলবায়ু এ বিষয়ে তাঁহাদের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। আষাঢ়শ্রাবণের ধারাসম্পাত ও গ্রীষ্মাতিশয্যের মধ্যে উষ্ণপ্রধান দুর্গে অবরুদ্ধভাবে থাকিয়া, তাঁহারা গৃহকর্ম্মসম্পাদন সাতিশয় কষ্টকর বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টানদিগের সংখ্যা একে অল্প, তাহার উপর, তাহারা উপস্থিত কর্ম্মের একান্ত অযোগ্য ছিল। রন্ধন, পরিবেশন ও গৃহমার্জ্জন করিতে পারে, পাখা টানিতে পারে, স্নানের আয়োজন, খাদ্য দ্রব্যাদির সংগ্রহ এবং বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতে পারে, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এরূপ লোকের একান্ত অভাব হইয়াছিল। সুতরাং ইউরোপীয়গণ বাধ্য হইয়া, আপনাদের নিত্যপ্রয়ো-

জনীয় কর্ম্মসম্পাদনার্থ অস্মদ্দেশীয়দিগের প্রবেশের জন্য দুর্গদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নগরপরিভ্রমণের পর উচ্ছৃঙ্খল লোকের দৌরাত্ম্য তিরোহিত হইলে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, প্রায় পনর শত পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকিলেও আপনাদের প্রভুদিগের তাদৃশ বিশ্বাসভাজন হইতে পারে নাই। অবলম্বিত কর্ম্মসম্পাদনে ইহাদের ত্রুটি ছিল না। ইহারা ইউরোপীয়দিগের ক্ষুধার সময়ে আহার্য্য আনিত, তৃষ্ণার সময়ে পানীয়ের আহরণ করিত, গ্রীষ্মজনিত অবসাদের সময়ে পাখা টানিত, বাসস্থানের আবর্জ্জনা ফেলিয়া দিত, পরিধের বস্ত্রাদি পরিচ্ছন্নভাবে রাখিত। এইরূপে প্রতিক্ষণেই এই পরিচারকগণ দ্বারা ইউরোপীয়দিগের নানা অভাবের মোচন হইত। তথাপি ইউরোপীয়গণ সন্দিগ্ধচিত্তে ইহাদের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন। এই সকল কর্ম্মনিষ্ঠ ভৃত্য ব্যতীত সর্ব্বসমেত আট শত আটান্ন জন এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টান ছিল। ইহাদের মধ্যে কেবল দুই শত সাতষট্টি জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। জুলাই মাসে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়ের সংখ্যা এক হাজার নয় শত উননব্বই স্থির হইয়াছিল। প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার সংখ্যা ছয় শত কুড়ি। ইহাদের সহিত প্রায় পনর শত বালকবালিকা অবস্থিতি করিতেছিল।

কিন্তু কেবল ইউরোপীয়, এতদ্দেশীয় বা ইউরেশীয়গণে দুর্গ পরিপূর্ণ হয় নাই। সুদূর নূতন মহাদ্বীপের লোকও ঘটনাচক্রে পড়িয়া, দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজ সিবিলিয়ান, ইংরেজ সৈনিক, ইংরেজ বণিক্ প্রভৃতির সহিত লয়ার নদীর তীরবর্ত্তী স্থলের চিরকুমারী তপস্বিনীগণ, সিসিলি ও রোমের পুরোহিতগণ, ওহিয়োর ধর্ম্মপ্রচারকগণ, পারী নগরীর দড়িবাজীকরগণ, আর্ম্মেনিয়ার ব্যবসায়িগণ এক কেন্দ্রে আবদ্ধ রহিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী ও পারসীক বণিকগণও ইহাদের মধ্যে ছিল।* এইরূপে ভীষণ বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের লোককে বিভিন্ন দিক্ হইতে ঠেলিয়া এক স্থানে রাশীকৃত করিয়াছিল।

সদর কাছারি প্রভৃতি হইতে তিন মাইল এবং সৈনিকনিবাস হইতে এক মাইল দূরে, সুনীল যমুনার দক্ষিণ তটে আগরার দুর্গ অবস্থিত। উহা রক্তবর্ণ

* *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 66.*

প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত। ১৫৭০ অব্দে সম্রাট্ আকবর শাহ কর্ত্তৃক এই দুর্গ পুনর্নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হয়। আকবর দুর্গের সৌন্দর্য্য-সাধনে ও পরিপাট্যবিধানে উদাসীন থাকেন নাই। তিনি উহা যেমন দুরাক্রম্য ও দুর্জ্জেয় করেন, সেইরূপ বহুমূল্য উপাদানে উহার শ্রীসম্পাদন করিয়া তুলেন। দুর্গপ্রাচীরের অন্তর্ভাগে স্বর্ণখচিত, সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। শ্বেত প্রস্তরের সুপ্রসিদ্ধ মতিমসজিদ তাজের গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া উঠে। অস্ত্রাগার এবং অন্যান্য গৃহও স্থানে স্থানে আপনাদের সৌন্দর্য্যগৌরবের পরিচয় দিতে থাকে। সৌভাগ্যের সময়ে ইংরেজ এই সুদৃশ্য দুর্গে থাকিয়া, যমুনার সুখস্পর্শ সমীর সেবন পূর্ব্বক পুলকিত হইতেন, প্রাসাদাবলীর রমণীয়তায় তৃপ্তিলাভ করিতেন, মতিমসজিদের সৌন্দর্য্যদর্শনে ভারতের পূর্ব্বতন মহিমময় সম্রাটের বৈভব মনে করিয়া, বিস্মিত হইয়া উঠিতেন। অপরের অধিকৃত বিষয় যে, তাঁহাদের অধিকারে আসিয়া, ভোগাভিলাষ পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, ইহা ভাবিয়াও তাঁহারা গর্ব্বিত হইতেন। কিন্তু এই দুর্গেই যে, এক দিন তাঁহাদের স্বদেশেরও সজাতির ব্যক্তিগণ স্তূপীকৃতভাবে অবস্থিতি করিবেন, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে তাঁহাদের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। যে স্থানে থাকিয়া, তাঁহারা এক সময়ে বিলাসতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেন, এখন সেই স্থানই তাঁহাদের বিপত্তিকালের—তাঁহাদের জীবনরক্ষার—তাঁহাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ হইয়াছিল।

কেবল আগরার নিরাশ্রয় ও বিপন্ন প্রবাসিগণ দুর্গে অবস্থিতি করে নাই। স্থানান্তর হইতে অনেক পলাতকগণও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা নিঃসম্বল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। ইহাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বিনষ্ট বা বিলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। পরিহিত বস্ত্রমাত্র লইয়া, ইহারা নানাকষ্ট নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে আপনাদের অমূল্য জীবন—কেবল জীবন রক্ষার জন্য সাতিশয় কাতরভাবে দুর্গপ্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আগরার অধিবাসীদিগের সম্পত্তি বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোকের হস্তগত বা ভস্মীভূত হইয়াছিল। গৃহস্বামীর গৃহ গিয়াছিল, বণিকের অর্থ অপহৃত হইয়াছিল, দোকানদারের বাণিজ্যদ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত, বিচূর্ণিত বা অপরের উদ্দামভোগাভিলাষ-সিদ্ধির জন্য স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেকে

কেবল পরিধেয় বস্ত্র ও এক একটি ব্যাগমাত্র লইয়া দুর্গে গিয়াছিল। সর্ব্ব-প্রথম ইহাদের বাসস্থাননির্দ্দেশ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংস্থানের জন্য সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ক্রমে নগরের উপদ্রবের অন্তর্দ্ধানের সহিত সকল বিষয়ের শৃঙ্খলা হইতে থাকে। দুর্গের সকলকে সমভাবে উৎকৃষ্ট স্থান দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপ দুঃসময়েও ইউরোপীয়দিগের কেহ কেহ আপনাদের স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নির্দ্দিষ্ট স্থানের অপকর্ষ দেখিয়া, অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রবল বিপক্ষের পরাক্রমে যে সময়ে জীবন সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হয়, সকলের অদৃষ্ট-চক্র যে সময়ে সমানভাবে নিম্নাভিমুখে যাইতে থাকে, সে সময়ে বিলাসিতা ও আত্মসুখেচ্ছা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এইরূপ সঙ্কটকালেও উদ্ধত ইউ-রোপীয়ের বলবতী আত্মম্ভরিতা শ্রেয়ঃপথের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল। যাহা হউক, ক্রমে এই গোলযোগ দূরীভূত হইল। উপস্থিত ক্ষেত্রে একের স্বার্থ-পরতার পার্শ্বে অপরের নিঃস্বার্থভাবও পরিস্ফুট হইয়া, সকলকে সহৃদয়তার উপদেশ দিতে লাগিল। রেবিনিউ বোর্ডের প্রধান কর্ম্মচারী রীড সাহেব পদগৌরবে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের অব্যবহিত পরেই গণ্য হইতেন। সুতরাং তাঁহার জন্য উৎকৃষ্টতর স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পরিবার-বর্গ ইংলণ্ডে থাকাতে তিনি ঐ সুখজনক স্থান গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার স্থান কতিপয় আহত আফিসরকে দেওয়া হয়। তিনি স্বয়ং দুর্গস্থিত প্রাসাদের মার্ব্বলহলের মেজেতে বেহালার এক খানি পুরাতন আচ্ছাদন এবং দরমা বা খড়ের শয্যাতেই পরিতৃপ্ত হয়েন।

যাহারা পীড়িত এবং যুদ্ধে আহত হইয়াছিল, সুরম্য মতিমস্‌জিদ তাঁহাদের আরামস্থান হয়। সম্রাট্ আকবর যাহার নির্ম্মাণে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, এক সময়ে ধর্ম্মনিষ্ঠ পীর ও ফকীরগণ যাহাতে অবস্থিতি করিতেন, তাহা এখন রোগার্ত্ত ও আহতদিগের বাসস্থল হয়। এতদ্ব্যতীত দুর্গের অভ্যন্তরে যতগুলি গৃহ ছিল, তৎসমুদয় ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য বর্ণানু-ক্রমে সজ্জিত হয়। সিবিলিয়ানগণ এক খণ্ডে বাস করিতে থাকেন। সৈনিক-পুরুষদিগের জন্য অন্য খণ্ড নির্দ্দিষ্ট হয়। যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারী বিবাহিত ও পরিবারপরিবৃত ছিলেন, তাঁহারা খণ্ডান্তরে অবস্থিতি করেন। দুর্গে যে সকল

গৃহ ছিল, কেবল তৎসমুদয়ই যাবতীয় লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। দুর্গস্থিত প্রাসাদের বহির্ভাগে তাড়াতাড়ি খড়ের ঘর প্রস্তুত করা হয়। সম্রাট্ আকবরের সময়ে প্রাসাদের মার্ব্বলের বারেন্দায় পারস্যদেশীয় রেসমী এবং বারাণসীর স্বর্ণখচিত কাপড়ের পর্দ্দা থাকিত, এখন সেই সকল স্থানে মাদুরের পর্দ্দা করিয়া দেওয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকে এই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আতপতাপ বা বৃষ্টিপাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে থাকে। পাদরিদিগের জন্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় বণিক্ ও দোকানদারগণ এরূপ সৌভাগ্যবান্ হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের বাসের জন্য ছাদের উপর তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মিত হয়। ফিরিঙ্গীদিগের অদৃষ্টে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ঘটিয়া উঠে নাই। তাহারা ইউরোপীয় সমাজ হইতে যেমন চির-কাল বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে, উপস্থিত ক্ষেত্রেও গৃহের কোণে, বারেন্দার নীচে, যেখানে যে সুবিধা পাইয়াছে, সেইখানে সে সেইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ইহারা কোন কালে গর্ব্বিত ইউরোপীয়দিগের নিকটে আদৃত হয় নাই, হিন্দু বা মুসলমান প্রভৃতির সহিতও মিশিতে পারে নাই। ইহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ যাহাই থাকুক না কেন, ইহাদের গুণাংশ কোন কালে ইহা-দিগকে সমাজের উচ্চ স্তরে স্থাপন করিতে পারে নাই। ইহারা সাধারণতঃ দোষাংশেরই ফলভোগী হইয়াছে। উপস্থিত সঙ্কটকালেও ইহাদের এইরূপ অদৃষ্ট-ফল—এইরূপ পার্থক্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মতিমস্‌জিদ হাসপাতালে পরিণত হইয়াছিল। যাহারা অতিশ্রম বা অনিয়মে অথবা অনভ্যস্ত জলবায়ুর পরাক্রমে রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, যুদ্ধে যাহাদের দেহাংশ বিক্ষত, বিচূর্ণিত বা নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থান দেওয়া হয়। তাহাদের শুশ্রূষায় কোনরূপ ঔদাস্য বা ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। এক দিকে ইউরোপীয়দিগের আত্মম্ভরিতা বা আত্মসুখবাসনা যেরূপ অপ্রীতিকর দৃশ্যের বিস্তার করিয়াছিল, অপর দিকে নারীর কোমলতা, পরার্থপরতা ও বলবতী দয়া সেইরূপ দুর্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজ মহিলাগণ যেরূপ যত্ন ও আগ্রহের সহিত যুদ্ধাহত-দিগের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা রোগীদিগের জন্য লেপ, বালিশ, তোষক প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। এদিকে

তাড়াতাড়ি খাট নির্ম্মিত হইতে থাকে। মহিলারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েন। প্রত্যেক দল নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে থাকেন। ইঁহারা চিকিৎসকের নিদেশানুসারে রোগীদিগের আহত স্থান পরিষ্কার এবং উহাতে ঔষধলেপন ও পটিবন্ধন করিতেন, তাহাদের সেবনের জন্য ঔষধ আনিয়া দিতেন, যথানিয়মে পথ্য দিয়া, তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সুখে ও শান্তিতে রাখিতেন। এইরূপে প্রতি কার্য্যেই ইঁহাদের অপরিসীম কোমলভাবের নিদর্শন পরিস্ফুট হইত। রুগ্ন ও আহত সৈনিকগণও তাহাদের শুশ্রূষাকারিণী মহিলাদিগের সমক্ষে কোমলভাবের পরিচয় দিত। যাহাতে হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, এরূপ কোন শ্রুতিকঠোর কথা তাহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইত না। গোলযোগ নিরাকৃত এবং আপনারা নীরোগ হইলে তাহারা শুশ্রূষাকারিণীদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতে ঔদাস্য প্রকাশ করে নাই। তাজের মনোহর উদ্যানে তাহারা শুশ্রূষাকারিণী মহিলাদিগের সহিত নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করে। এই মনোরম্য স্থানে তাহাদের উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। তাহারা অতুলনীয় শ্বেত হর্ম্ম্যের পার্শ্বে—উদ্যানের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজির মধ্যে গানবাদ্য প্রভৃতিতে নানারূপ আমোদ করিয়া, যাহারা, পীড়ার সময়ে, তাহাদিগকে পরিধানের জন্য বস্ত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, রোগশান্তির জন্য যথানিয়মে ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন, আহারের জন্য পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, শান্তিসুখে রাখিবার জন্য সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এ দিকে সৈনিকদিগের মধ্যে বস্ত্রাদি যোগাইবার বন্দোবস্ত হয়। দরজীগণ ক্রমে দুর্গে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়া, জামা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে থাকে। এক জন ভারতবাসীর ক্ষমতায় ইংরেজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংগ্রহচিন্তা দূরীভূত হয়। লালা জ্যোতিঃপ্রসাদ আফগানিস্তান, পঞ্জাব এবং গোবালিয়রের যুদ্ধে কমিশরিয়টবিভাগে কণ্ট্রাক্টরের কার্য্যে সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। দুর্গরক্ষক সৈনিকদল—তিন হাজার ইউরোপীয় এবং পনর শত এতদ্দেশীয়ের ছয় মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ জুন মাসের শেষে আদেশ প্রচার করেন। এই অত্যাবশ্যক কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার

রেবিনিউ বোর্ডের রীড সাহেবের উপর সমর্পিত হয়। কমিশরিয়েটের এক জন কর্ম্মচারী দ্রব্যাদির আয়োজনে ব্যাপৃত হয়েন। লালা জ্যোতিঃপ্রসাদ ইঁহাদের সাহায্য না করিলে ইঁহারা কখনও এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিতেন না। জ্যোতিঃপ্রসাদের কার্য্যপ্রণালীর গুণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রসদ সংগৃহীত হয়। দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে খোলা জায়গা ছিল। উহা পরিষ্কৃত হইলে ইংরেজদিগের পক্ষে সাতিশয় কার্য্যকর হইয়া উঠে। সৈনিক-নিবাস ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত হইবার সময়ে যে সকল গাড়ি ইত্যাদি রক্ষা পাইয়াছিল, তৎসমুদয় ঐ স্থানে রাখা হয়। ক্রমে উহাতে লোকে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির বিক্রয় আরম্ভ করে। এইরূপে ক্রমশঃ উহা একটি উৎকৃষ্ট বাজারে পরিণত হয়। দুর্গস্থিত লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রায় সমস্তই ঐ বাজারে পাওয়া যাইতে থাকে।

যখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বসতিস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, খাদ্য ও পরিধেয় সংগৃহীত এবং রোগীর পরিচর্য্যার সুবন্দোবস্ত হয়, গোলযোগ দূরীভূত ও সমগ্রবিষয়ের শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তখন কর্তৃপক্ষ আপনাদের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থান—সুবিস্তৃত দুর্গের রক্ষায় উদাসীন থাকেন নাই। শাসিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর ব্রিগেডিয়ার পল্‌হোয়েল্ গবর্ণর্-জেনেরলের আদেশ অনুসারে সৈনিকদলের অধ্যক্ষতা হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। কর্ণেল কটন তাঁহার স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই নবনিয়োজিত অধ্যক্ষ আপনার গুরুতর কর্ম্মসম্পাদনে কিছুমাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের আশ্রয়স্থল বহু লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা অনেক অসহায় ও অসমর্থ জীবের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে তাঁহাদের সাহস বা সামর্থ্য ছিল না। তাঁহারা, সুশিক্ষিত সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ, উভয়েই ক্ষীণবল ছিলেন। সুতরাং দুর্গের বহির্ভাগে যাইতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। তাঁহারা দুর্গে থাকিয়াই যে কোনরূপে হউক, আত্মরক্ষার আয়োজনে তৎপর হয়েন। এই সময়ে সকল বিষয়ে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের কর্তৃত্ব থাকিলেও দুর্গ রক্ষা এবং খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতির সংগ্রহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম্ম সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এখন এই সৈনিকপ্রধানগণ আশ্রয়দুর্গ সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। দুর্গ-

প্রাচীরে বহুসংখ্যক কামান সন্নিবেশিত হইল। গোলন্দাজদিগের সংখ্যা অল্প ছিল। সবলকায় ফিরিঙ্গীদিগকে এই দলে গ্রহণ করা হইল। এই শ্রেণীর লোকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদলে প্রবেশপূর্ব্বক কামানপরিচালকের কার্য্যভার গ্রহণ করিল। দুর্গের চারি পার্শ্বে যে সকল উন্নত ভূখণ্ড ছিল, বিপক্ষগণ তৎসমুদয়ের অন্তরালে থাকিয়া, দুর্গ আক্রমণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহা পরিষ্কৃত ও সমভূমিতে পরিণত হইল। গোলাগুলি প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ বারুদখানারক্ষার জন্য সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, দুর্গপ্রাচীরের অন্তর্ভাগে তাঁহাদের শত্রুগণ অলক্ষ্যভাবে বিচরণ করিতেছে। ফকীরের বেশেই হউক, ভ্রমণকারী পথিকের ভাবেই হউক, ইহারা দুর্গস্থিত ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয় উত্তেজিত এবং দুর্গের যাবতীয় গোপনীয় বিষয় জানিতে চেষ্টা করিতে পারে। দুর্গে ছয় সাতটি অস্ত্রাগার ছিল। এগুলি মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইল। গৃহের ছাদ পুরু এবং মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া গেল। ইউরোপীয় রক্ষকের সংখ্যা দ্বিগুণ হইল। যে সকল আফিসর অস্ত্রাগারগুলির রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বদা তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং যে সকল লোকের উপর সন্দেহ হইতে লাগিল, তাহাদিগকে অস্ত্রাগারের সমীপবর্ত্তী দেখিলে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে লাগিলেন।

ইংরেজেরা যখন এইরূপ আয়োজন করিতেছিলেন, এইরূপ সতর্কভাবে সমস্ত বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত হইতেছিলেন, এইরূপ শ্রমশীলতা ও যত্নপরতার পরিচয় দিতেছিলেন, তখন গোবালিয়রের উত্তেজিত সিপাহীদল বহুসংখ্যক ছোট ও বড় কামান লইয়া, আগরার সত্তর মাইল অন্তরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইংরেজের সমক্ষে ইহাদের প্রাধান্যস্থাপন-বাসনা অন্তর্হিত হয় নাই, বরং উহা বলবতী হইয়া ইহাদিগকে কঠোর কার্য্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। ইহাদের অধিনায়কগণ আগরা আক্রমণ করিবে বলিয়া, অভিমত প্রকাশ করিতেছিল। মহারাজ শিন্দে অনেক কষ্টে ইহাদের প্রবল জিগীষা কিয়দংশে সংযতভাবে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ফলজনক হইবে, ইংরেজেরা এরূপ আশা করেন নাই। গোবালিয়রের সিপাহীদল সাতিশয় পরাক্রান্ত ছিল। সংখ্যাধিক্য তাহাদের বলবৃদ্ধি করিয়াছিল, উৎকৃষ্ট যুদ্ধোপকরণ

তাহাদের সাহসিক কার্য্যসাধনের সহায় হইয়াছিল, ইহার উপর ইংরেজের প্রদত্ত সামরিক শিক্ষা তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিতে সর্ব্বদা উৎসাহযুক্ত করিয়া তুলিতেছিল। এইরূপ পরাক্রমশালী, এইরূপ সহায়সম্পন্ন, এইরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় আগরার দুর্গস্থিত ইংরেজেরা বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব, দুর্গ সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

যাঁহারা এক সময়ে গঙ্গাযমুনার তীরবর্ত্তী শস্যশ্যামল ও সম্পত্তিসম্পন্ন সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য করিতেছিলেন, লোকে যাঁহাদিগকে দেখিলে সম্মানপ্রদর্শনে অগ্রসর হইত, যাঁহাদের কথায় মস্তক অবনত করিত, যাঁহাদের সন্তুষ্টিসাধনে সর্ব্বদা উদ্যত থাকিত, তাঁহারা এইরূপে আপনাদের অধীন ব্যক্তিদিগেরই আক্রমণভয়ে আগরার দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দুর্গে তাঁহাদের যে নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমে অনেক বিষয়ের শৃঙ্খলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অত্যধিক লোকসংখ্যার জন্য গোলযোগ একবারে দূর হয় নাই। এক দিকে মলমূত্র পরিত্যাগের স্থান, অপর দিকে বিশুদ্ধ বায়ুর গমনাগমনের জন্য বিমুক্ত স্থল, এই উভয় বিষয়ের নিমিত্তই নানা অসুবিধা হইয়াছিল। প্রথমটির অভাবপূরণের জন্য চেষ্টা করিলে দ্বিতীয়টির অভাবের জন্য কষ্টানুভব হইত। সমভাবে দুই দিক রক্ষা করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক স্থান মশামাছিতে পরিপূর্ণ ছিল। দেওয়ানি ও সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারীরা বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ারগণ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দুর্গস্থিত লোকসমষ্টির নানা অভাবমোচন এবং অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণনিবারণের জন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু যাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র তাদৃশ বিস্তৃত ছিল না,—যাঁহারা কেবল জীবনের জন্য স্থানান্তর হইতে দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সকল সুখোচিত নরনারীদিগকে কষ্টে কালযাপন করিতে হইত। শান্তির সময়ে তাঁহাদের আমোদে কোনরূপ অন্তরায় ঘটিত না। তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শকটে বা অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাতবায়ু সেবনে বহির্গত হইতেন, সূর্য্যাস্তসময়ে সায়ন্তন সমীরে পুলকিত হইতেন। দুর্গে তাঁহাদের এরূপ সুযোগ ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যরূপ সুবিধা ছিল। দুর্গপ্রাচীর উন্নত। উহার পাদদেশ দিয়া যমুনা তরঙ্গরঙ্গে বহিয়া যাইতেছে। ইউরোপীয়গণ এই উন্নত দুর্গপ্রাচীরে পরিভ্রমণ করিতেন। বিশুদ্ধ বায়ু যমুনা-

প্রবাহে পরিষিক্ত হইয়া, স্পর্শে স্পর্শে তাঁহাদিগকে পুলকিত করিত। এইরূপ ভ্রমণ ব্যতীত তাঁহারা পুস্তকাদি পাঠে আমোদিত হইতেন। সন্ধ্যার পর তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভোজনস্থলে সমবেত হইয়া, বিবিধ আলাপে সুখানুভব করিতেন। কখন কখন আতঙ্কজনক বাজারগুজব প্রচারিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে উহার আন্দোলন হইত। কেহ কেহ কল্পনাবলে উহা অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতেন, কেহ কেহ উহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিতেন, কেহ কেহ বা দৃঢ়তাসহকারে নানা যুক্তি দেখাইয়া, উহার অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইতেন। জনরব প্রায়ই অলীক হইত। তখন যাঁহারা শঙ্কিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা দৃঢ়তাসহকারে কল্পনার লীলা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৌতুকের সহিত হাস্যরসের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস দেখা যাইত। আশঙ্কাকারিগণ আপনাদের ভীরুতায় লজ্জিত হইয়া, বিষয়ান্তরের আলাপে প্রতিপক্ষদিগকে ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আততায়ীর সমক্ষে আত্মরক্ষার জন্য অনেকে সৈনিকব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। সেনাবিভাগের প্রধান ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেন। বিপদ যখন অনিবার্য্য হয়, তখন সকল দিকেই উদ্যমশীল ব্যক্তিদিগের যত্ন ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ নিদর্শন অপরিস্ফুটভাবে থাকে নাই। এ সময়ে সমগ্র দুর্গ যেন অদৃষ্টচর সজীবভাবে স্বকীয় অভূতপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

এইরূপে জুলাই মাস অতিবাহিত হইল। আগষ্ট মাসও ক্রমে অতীতের সহিত মিশিয়া গেল। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণর আশ্বস্ত হইলেন না। তিনি যে ঘোর অন্ধকারে পরিবেষ্টিত ছিলেন, তাহা অপসারিত হইল না; সমুজ্জ্বল আলোকের আবির্ভাবে তাঁহার চারি দিক প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। তিনি দিল্লীর সংবাদ জানিবার জন্য সর্ব্বদা উক্ত স্থানের কমিশনর গ্রিথেড্‌ সাহেবের সহিত পত্র লেখালেখি করিতেছিলেন। কিন্তু কমিশনর এরূপ কোন সংবাদ পাঠাইতে পারিলেন না যে, যাহাতে লেফটেনেণ্ট্‌-গবর্ণরের হৃদয় উৎফুল্ল হইতে পারে। মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে ছিল। নবাব ওয়াজিদ আলির প্রিয় বাসভূমিতে সিপাহীগণ আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং এই দুই প্রধান স্থান হইতে কলবিন্ সাহেবের কোনরূপ সাহায্য-

প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। যদি দিল্লী অধিকৃত এবং লক্ষ্ণৌর সিপাহীগণ পরাজিত ও দূরীভূত হইত, তাহা হইলে সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইংরেজের প্রাধান্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত ঘটিত। কিন্তু ইংরেজ যাহা ভাবিয়াছিলেন, অদৃষ্ট তাহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্গে সময়ে সময়ে নানাবিধ জনরব উঠিত; নানা প্রকারের বহুসংখ্য অধিবাসী থাকাতে ঐ জনরব ক্রমে পল্লবিত এবং লোকের মুখে মুখে নানাভাবে পরিকীর্ত্তিত হইত। ইহাতে আশঙ্কাবৃদ্ধি ও মনের অস্থিরতা ব্যতীত আর কোন ফল হইত না। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নীরবে থাকিতেন। তাঁহারা এ বিষয়ের আন্দোলনে ব্যাপৃত হইতেন না বা অপরকে এ বিষয় বলিয়াও তাহার আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতেন না।

সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছিল। আগরার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ক্ষমতাশালী লোকে স্বপ্রধান হইয়া, দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিল। আলীগড়ে ঘাউস্ খাঁ নামক এক ব্যক্তি আপনাকে দিল্লীর বাদশাহের সুবাদার বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক জনপদশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কর্ণেল কটন ইহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যাহারা ইচ্ছা করিয়া, অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি এই অভিযানে নিয়োজিত হইল। মৈনপুরীর প্রসিদ্ধ সাহসী অধিনায়ক ডি কাণ্ট্‌জো এই সৈনিকদিগের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। সমগ্র সৈনিকদলের কর্ত্তৃত্ব মেজর মণ্টগোমরির উপর সমর্পিত হইল। বিপক্ষদিগের দমন ব্যতীত হাত্রাস্‌নগর রক্ষা করা এবং স্থানীয় তালুকদারদিগকে আশ্বাস দেওয়া, এই সৈন্যপ্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। মেজর মণ্টগোমরি সৈন্য লইয়া, ২০শে আগষ্ট আগরা হইতে যাত্রাপূর্ব্বক ২৪শে তারিখ আলীগড়ে উপনীত হয়েন। ঠাকুর গোবিন্দ সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী দিয়া, ইঁহার সাহায্য করেন। ঘাউস্ খাঁর মুসলমান সৈন্য ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া, এমন বেগে ইংরেজের পদাতি সৈন্যকে আক্রমণ করে যে, ইংরেজ অধিনায়ককে তাহাদের সম্মুখে কামান সন্নিবেশ করিতে হয়। গাজীগণ তরবারি হস্তে করিয়া, "দীন দীন্" রবে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ বিচলিত হইল না। কয়েক ঘণ্টা কাল উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ইংরেজসৈন্য সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র লইয়া, সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এ দিকে ধর্ম্মোন্মত্ত গাজীগণও সাহস ও

পরাক্রমের পরিচয় দিতে বিমুখ হইল না। তাহারা কাফেরের শোণিতপাত করা আপনাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিল, এই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাহাদের উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাহারা কামানের মুখে বুক পাতিয়া, নির্ভীকচিত্তে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। শেষে তাহাদের বলক্ষয় হইল। তাহারা ইংরেজের অসীম শক্তিসম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে স্থির থাকিতে না পারিয়া, আলীগড় পরিত্যাগ করিল। টেলিগ্রাফবিভাগে যে সকল ইউরোপীয় বালক কর্ম্ম করিত, তাহারা এই যুদ্ধের সময়ে সবিশেষ সাহস ও কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিয়াছিল। এই বালকদিগের চেষ্টায় আলীগড় ও আগরার মধ্যে টেলিগ্রাফের তার ঠিক ছিল। একটি বালক পাল্‌কীগাড়িতে বসিয়া, যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ আগরার দুর্গে পাঠাইয়াছিল।

আগরার কর্ত্তৃপক্ষ দুর্গে অবস্থিতি করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আত্মপ্রাধান্য-স্থাপন ও গোলযোগনিবারণের জন্য এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলীগড়ের অভিযান তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশেষ চেষ্টা। তাঁহারা দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে সাহসী না হইলেও, আপনাদের বসতিস্থানের চারি দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, অযোধ্যা এবং দিল্লীর বিষয় তাঁহাদের চিন্তনীয় হইয়াছিল। তাঁহারা বৃদ্ধ মোগল এবং নবাব ওয়াজিদ আলির রাজধানীতে কি ঘটিতেছে, জানিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। কিরূপে তাঁহাদের প্রগাঢ় ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তি হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী বিবরণে পরিস্ফুট হইবে।

এই সময়ের মধ্যে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কল্‌বিন্ সাহেবের শারীরিক শক্তির সহিত মানসিক শক্তির ক্রমেই হীনতা ঘটিতেছিল। ৫ই জুলাই শাসিয়ার যুদ্ধে আপনাদের সৈনিকদলের পরাজয় এবং আগরার দুর্গে গমনের পর তিনি যেরূপ ভগ্নহৃদয়, সেইরূপ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহার রোগজীর্ণ দেহের উপর সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল। তিনি আগরার দুর্গে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দিল্লী উত্তেজিত সিপাহীদিগের অধিকারে ছিল, তাঁহার পার্শ্বভাগে লক্ষ্ণৌ তাঁহাদের প্রাধান্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার চারি দিকে প্রবল বিপক্ষগণ সংখ্যাধিক্যে ও যুদ্ধোপকরণে বল-সম্পন্ন হইয়া ইংরেজের শোণিতপাতের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইরূপে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের দক্ষিণে ও বামে, অগ্রে ও পশ্চাতে বিপক্ষতার নিদর্শন

পরিলক্ষিত হইতেছিল। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর ইহাতে ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু তিনি যে সকল সহযোগীতে পরিবেষ্টিত ছিলেন, যে সকল বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহাদের সমক্ষে আপনার কোনরূপ অবসন্নতা, কোনরূপ দুশ্চিন্তা বা কোনরূপ ঔদাস্য দেখাইতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশে প্রচণ্ড বিপ্লবের অভিঘাতে তদীয় সজাতিদিগের জীবন যেরূপ সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, দুশ্চিকিৎস্য রোগের আক্রমণে তাঁহার নিজের জীবনও সেইরূপ সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হইয়াছিল। ইহাতেও তাঁহার উদ্যমভঙ্গ হয় নাই, উৎসাহ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই বা শ্রমশীলতা অন্তর্দ্ধান করে নাই। তিনি প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতেন। কর্ত্তব্যসম্পাদনে তাঁহার কখনও আলস্য দেখা যায় নাই। কোনরূপ অনুরোধ, কোনরূপ প্রার্থনা, কোনরূপ হেতুবাদ, তাঁহার অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য, তাঁহাকে এইরূপ পরিশ্রম হইতে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার সহযোগিগণ যেরূপ কর্ম্মপটু যেরূপ দূরদর্শী, সেইরূপ বিশ্বস্ত ছিলেন, তথাপি তিনি কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন না। অতি সামান্য বিষয়েও তাঁহাকে সমান উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে দেখা যাইত। আগরার জজ রেইক্‌স্ সাহেব জুলাই মাসে লিখিয়াছিলেন যে, যদি তিনি অস্ত্রাগার হইতে একখানি তরবারি বা একটি পিস্তল আনিতে চাহিতেন, তাহা হইলেও অনুমতিপত্রে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইত। এইরূপ সকল বিষয়েই কল্‌বিন্ সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। কোন বিষয় তাঁহার নিকটে অপরিজ্ঞাতভাবে থাকিত না বা কোন বিষয় তাঁহার বিনা অনুমতিতে সম্পন্ন হইত না। তিনি কোন বিষয়ের সম্পাদনভার অপরের হস্তে দিতেন না এবং স্বয়ং কোন বিষয় সম্পাদনে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখাইতেন না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইত। প্রতিদিন তাঁহার রক্ষণীয় সুবিস্তৃত প্রদেশের কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে কখনও ফরাসী, কখনও বা গ্রীক্ ভাষায় লিখিত সাহায্যপ্রার্থনার পত্র আসিত। এই সকল অস্পষ্টলিপির উদ্ধার করিতে অনেক কষ্ট হইত। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কষ্টস্বীকারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি যত্ন ও ধীরতার সহিত উক্ত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিতেন এবং যত্ন ও ধীরতার সহিত সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া যথাযোগ্য আদেশ দিতেন।

রোগজনিত অবসাদের সহিত এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম এবং এইরূপ গভীর দুশ্চিন্তায় কল্‌বিন্‌ সাহেব ক্রমে জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা এই বিপ্লবের সময়ে প্রধান রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন, সুবিস্তৃত জনপদ, বহুসংখ্য প্রজা, যাঁহাদের শাসন ও পালনের বিষয়ীভূত ছিল, তাঁহাদের কেহই উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের ন্যায় দুরদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে নিষ্পেষিত হয়েন নাই। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর একে রোগজীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহার উপর তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশে বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছিল। তিনি এক বিভাগের পর অন্য বিভাগ আপনার হস্ত হইতে স্খলিত হইতে দেখিতেছিলেন, তিনি সজাতির ও স্বধর্ম্মের শত শত স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকার নিধনের বিষয় অবগত হইতেছিলেন, তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে অধীন লোককে অসংসাহসিক কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহার কোনরূপ প্রতীকারের সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার অধিকৃত জনপদ বিপক্ষের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হয় নাই। তাঁহার সজাতির বা স্বধর্ম্মের লোকেও বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনেকে জীবনরক্ষার জন্য নিরতিশয় শোচনীয় ভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সকল বিষয়ই তাঁহার অনন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছিল। তিনি দুই এক বার আফিসরদিগের সমাধির সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসালয় দেখিতে যাইতেন, দুর্গপ্রাচীরে পরিভ্রমণ করিতেন, সকলের প্রতি সদয়ভাব প্রদর্শন এবং সকলের সহিত শিষ্টতাসহকারে আলাপ করিতেন, কিন্তু এইরূপ পরিদর্শন, পরিভ্রমণ ও কথোপকথনকালে তিনি যথোচিত আদরলাভ করিতেন না। অনেকে তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ না করিলেও, অসৌজন্য প্রদর্শন করিত, অনেকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার নিকটে পত্র লিখিত। তাঁহার বাক্স এইরূপ কুৎসাপূর্ণ পত্রসমূহে প্রায়ই পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি যাঁহাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন, যাঁহারা তাঁহার আদেশে পরিচালিত হইতেন, তাঁহার ইচ্ছায় পদচ্যুত হইতেন বা পদলাভ করিতেন, তাঁহারাই এইরূপ অসৌজন্য প্রকাশ ও ভর্ৎসনা করিয়া, এই দুঃসময়ে তদীয় মানসিক শান্তি বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর আপনার অধীন

কর্ম্মচারীদিগের কঠোর ভৎর্সনায় স্বকীয় প্রশান্তভাবে বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি অসামান্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। শারীরিক শক্তির সহিত মানসিক শক্তি সম্মিলিত হওয়াতে তিনি কোন বিষয়েই অবনত, কোন বিষয়েই পরাঙ্মুখ এবং কোন বিষয়েই অস্থির হইতেন না। এখন নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে এই শক্তিসম্পন্ন পুরুষের শক্তিহ্রাস হইল। তিনি আগরার প্রান্তভাগে দুর্গাভ্যন্তরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। স্থানান্তর হইতে তাঁহার সাহায্যপ্রাপ্তির কোন আশা রহিল না। অধীন কর্ম্মচারিগণ তৎপ্রতি অসন্তোষ ও বিরক্তির একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার চারি দিকে যে করালকাদম্বিনী বিভীষিকাময়ী ছায়া বিস্তার করিতেছিল, তাহা ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি সদ্যপ্রসূত সন্তানের ন্যায় একান্ত নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া সেই সর্ব্বলোক-পালক ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার শারীরিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই অনুরোধ রক্ষিত হইল না। লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণর পরিশ্রমে বিরত হইলেন না। তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য দুর্গ হইতে সৈনিকনিবাসে লইয়া যাওয়া হইল, এইরূপ পরিবর্ত্তনে কিয়দংশে উপকার হইল বটে, কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট্-গবর্ণর পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার অন্তিম কাল আসন্ন হইয়াছে। তিনি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মানসপটে যে দেশের মনোমোহন দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া পুলকিত হইতেন, সেই প্রিয়তম স্বদেশের সন্দর্শনলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। তিনি ইহা জানিয়াই স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মশীল পুরুষশ্রেষ্ঠের ন্যায় দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে তিনি রেইকস্ সাহেবকে উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের পুলিশের সংস্কার সম্বন্ধে নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে আদেশ দেন। ৭ই তারিখ রেইকস্ সাহেব এ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তিনি যাইয়া দেখেন যে, লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর সাতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। কল্‌বিন্ সাহেব রোগের এই আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি সর্ব্বদর্শী ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ করেন। যিনি গঙ্গাযমুনার তীরবর্ত্তী সুবিস্তৃত জনপদের শাসন ও পালনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, অন্তিমশয্যায় থাকিবার

জন্য দুর্গের বহির্ভাগে একটুকু স্থানলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ১০ই সেপ্টেম্বর দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে তাঁহার সমাধি হয়। লর্ড কানিং তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রিটিশ জাতির চিরজয়ী পতাকা অবনত এবং সতর বার তোপধ্বনি করিতে আদেশ দেওয়া হয়*। এইরূপে ইংলণ্ডের এক জন প্রধান কর্ম্মবীরের দেহত্যাগ হয়। ইতিহাস তাঁহার সম্মানরক্ষায় উদাসীন থাকে নাই। যিনি অন্তিমকালে সজাতির অনেকের নিকটে ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, ইতিহাস তাঁহাকে বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় রণবিজয়ী বীরপুরুষ অপেক্ষাও উচ্চাসনে স্থাপিত করিয়া, তদীয় গৌরবঘোষণায় প্রবৃত্ত হয়।

---

* *Calcutta Gazette, Extraordinary. Notification, September 19, 1857.*

পঞ্চম অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ—অযোধ্যা।

অযোধ্যার অবস্থা—লোকের দুশ্চিন্তা—ভূস্বামিসম্প্রদায়—নবাববংশীয়দিগের দুর্দ্দশা—সৈনিকদল—জনসাধারণের অবস্থা—লক্ষ্ণৌ রক্ষার বন্দোবস্ত—সৈনিকনিবাসে সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণ—অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে গোলযোগ—সীতাপুর—মুলাওন—মোহমদী—শাহজাহানপুরের পলাতকদিগের নিধন—ফৈজাবাদ—সুলতানপুর—বহরইচ্—সিক্রোরা—গণ্ডা—মোল্লাপুর—দরীয়াবাদ—কাচানীর পলাতকদিগের অবস্থা।

উপস্থিত সময়ে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের মধ্যে বহুবিস্তৃত ও বহুসমৃদ্ধিপন্ন অযোধ্যা ব্যতীত আর কোন প্রদেশ ব্রিটিশরাজপুরুষদিগের অধিকতর দুশ্চিন্তা বা অধিকতর আশঙ্কার উৎপত্তি করে নাই। অযোধ্যা বাঙ্গালার সিপাহীদিগের বসতিস্থল। সিপাহীগণ ইংরেজ বীরপুরুষদিগের নিকটে শিক্ষিত হইয়া, ইংরেজের কার্য্যসাধনে রণক্ষেত্রে অসঙ্কুচিতচিত্তে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে। তাহারা যখন দেশান্তরে অবস্থিতি করে, ইংরেজের বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যখন প্রস্তুত হইতে থাকে, ইংরেজ অধিনায়কের আদেশ অনুসারে যখন দুর্গম অরণ্য, দুরারোহ পর্ব্বত, দুস্তর তরঙ্গিণী অতিক্রম করে, তখন গরীয়সী জন্মভূমির বিষয় তাহাদের মানস-পট হইতে অন্তর্হিত হয় না। তাহারা স্বদেশের কথায় পুলকিত হয়, আত্মীয় স্বজন স্বদেশে নিরাপদে সুখশান্তিতে অবস্থিতি করিতেছে শুনিয়া, নিশ্চিন্ত হয়, এবং আপনাদের বহুপরিশ্রমলব্ধ যৎসামান্য সম্পত্তি স্বদেশে সুরক্ষিত রহিয়াছে জানিয়া, বিদেশী প্রভুর আদেশপালনে অধিকতর উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উঠে।

বাঙ্গালার সিপাহীদিগের এই প্রিয়তম বাসভূমি—ধনধান্যে পরিপূর্ণ এই সুবিস্তৃত প্রদেশ কিরূপে ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে, ইহার অধিপতি নবাব ওয়াজিদ আলি কিরূপে আপনার দুরদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছেন, তাহা উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিবৃত হইয়াছে। ইংরেজ, অযোধ্যা অধিকার করিবার যে কোন হেতু প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহাদের শাসনে অযোধ্যার

সুখশান্তি ও সমৃদ্ধির যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, অযোধ্যা পূর্ব্বতন অধিপতি-দিগের আধিপত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়াতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। এই ঘটনায় হিন্দু ও মুসলমান, সমভাবে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে ভারতের অধিপতিগণ বিরক্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি যতই অনুরাগ প্রকাশ করা যাউক না কেন—ঋণস্বরূপ অর্থ দিয়াই হউক, যুদ্ধের সময়ে সৈন্য দিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন রূপেই হউক, যে ভাবেই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করা হউক না কেন, গবর্ণমেণ্ট আপনাদের সুবিধা বুঝিয়া, অপরকে চিরন্তন সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিতে বা অপরের অধিকৃত জনপদ স্বকীয় অধিকারে আনিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। ইহা ভূসম্পত্তিশালীদিগের বিরাগের কারণ হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের অভিনব বিধান অনুসারে তাঁহারা সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ বা উহা অপেক্ষা অধিক ভাগ হইতে সহসা পরিভ্রষ্ট হইতে পারেন। ইহা সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের বিরাগের হেতু হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাঁহাদের সজাতির ও স্বদেশের ভূপতিগণ এইরূপে পদভ্রষ্ট হইলে, ঐ সকল ভূপতির আধিপত্যকালে তাঁহাদের যে সকল অধিকার ছিল, তৎসমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা নবাবের সৈনিক-দিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যে হেতু তাহারা দেখিয়াছিল যে, তাহাদের পরিবারবর্গ নবাবের সরকার হইতে যে সাহায্য পাইত, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অযোধ্যাবাসী সিপাহীগণ একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যেহেতু তাহারা দেখিয়াছিল যে,এত দিন নবাব যত্নসহকারে তাহাদের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তাহারা বিদেশে থাকিলেও আত্মীয়স্বজনের ভাবনায় ব্যাকুল হইত না, কোনরূপ অনিষ্টের প্রতী-কার করিতে হইলে তাহারা ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট দ্বারা আপনাদের আবেদনপত্র লক্ষ্ণৌর দরবারে পাঠাইত; গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাহেতু নবাব, গবর্ণমেণ্টের সিপাহীদিগের প্রার্থনাপূরণে অধিকতর মনোযোগী হইতেন; এখন তাহাদের এইরূপ সুবিধা অন্তর্হিত হইল। ইহা অযোধ্যার কৃষকসম্প্রদায় ও শ্রমজীবি-গণের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল, যেহেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, নবাবের শাসনপ্রণালী যেরূপই হউক না কেন, এত দিন তাহারা করভারে নিপীড়িত

হয় নাই, এখন ইংরেজের অধিকারে তাহাদিগকে নানারূপ কর দিতে হইবে। সংক্ষেপে অযোধ্যাধিকারে উচ্চ হইতে নিম্নশ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত, সকলেই একরূপ অসন্তোষ ও অশান্তির তীব্র জ্বালায় দগ্ধ হইতেছিল*।

ইংরেজ বিনা বাধায় একটি বহুবিস্তৃত ও বহুসম্পত্তিপূর্ণ প্রদেশের অধিপতিকে যখন আপনাদের ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীর প্রান্তভাগে নির্ব্বাসিত করিলেন, তখন অযোধ্যাবাসাদিগের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাহারা ব্রিটিশসিংহের অসীম প্রতাপ ও অনন্ত প্রাধান্য মনে করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পক্ষান্তরে নবাবের পদচ্যুতিতে তাহাদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। নবাব অযোধ্যাবাসীদিগের প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দুর্ব্বলতা, তাঁহার স্বার্থপরতা, তাঁহার অমিতাচার যাহাই হউক না কেন, প্রজাবর্গ রাজা বলিয়া, তৎপ্রতি ভক্তিসহকৃত অনুরাগের পরিচয় দিত। নবাবের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচারমূলক হইলেও তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই এবং উহাতে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধাও ঘটে নাই। তাহারা এইরূপ শাসনপ্রণালীর বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল, এবং অভ্যাস অনুসারে উহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। অধিকন্তু নবাবের আধিপত্যকালে অনেকের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরূপ কষ্ট ছিল না। যাঁহারা নবাবের আশ্রিত অনুগত বা নবাবের সহিত কোনরূপ আত্মীয়তাসূত্রে সম্বদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা লক্ষ্ণৌর দরবার হইতে নিয়মিতরূপে অর্থ পাইতেন। নবাবের পদচ্যুতির সহিত এই সকল লোকের অদৃষ্টচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। ইঁহাদের কোনরূপ সাহায্যদাতা রহিল না। ইঁহাদের কষ্টমোচনে কেহই চেষ্টা করিল না। সহসা দুরবস্থার ভয়ঙ্কর আবর্ত্তে নিপতিত ও ঘূর্ণ্যমান হওয়াতে, ইঁহাদের শোচনীয়ভাবের অবধি থাকিল না। ইঁহারা নিদারুণ দারিদ্র্যে নিপীড়িত, দুঃসহ কষ্টে মর্ম্মাহত, শোচনীয় মলিনভাবে একান্ত অবসন্ন হইয়া, আপনাদের অমূল্য জীবনরক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বন—অন্ন—কেবল একমুষ্টি অন্নের জন্য কাতরভাবে নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। যে সকল স্ত্রীপুরুষ বংশমর্য্যাদায় সম্মানিত ছিলেন, সুখসৌভাগ্যে কালযাপন করিতেন,

* সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কর্ণেল মালিসন্ এ সম্বন্ধে এই ভাবে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—*Malleson, Indian Mutiny. Vol. I. p. 348-349.*

সর্ব্বদা নানারূপ বিলাসদ্রব্যে পরিবৃত থাকিতেন, তাঁহারা সহসা দারিদ্র্যতরঙ্গ-সঙ্কুল ভয়াবহ সংসারসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। তাঁহারা কাতরভাবে চারি দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনরূপ অবলম্বন তাঁহাদের হস্তগত হইল না। তাঁহাদের কেহ কেহ শাল, বনাত ও অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য বিক্রয়-পূর্ব্বক অন্ন সংস্থান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ উদরজ্বালায় অস্থির হইয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। * ইঁহাদের দুরবস্থা দর্শনে সদাশয় ইংরেজ রাজ-পুরুষের হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়াছিল। অযোধ্যার রাজস্বসংক্রান্ত কমিশনর গাবিন্‌স্ সাহেব এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—"বোধ হয় অযোধ্যার সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ এবং নবাবের বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন অধিকতর সমবেদনার পাত্র ছিলেন। ইঁহারা নবাবের সরকার হইতে বৃত্তি পাইতেন। আমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বৃত্তির লোপ হয়। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের সাহায্যের জন্য অর্থদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান-পূর্ব্বক দানের প্রকৃত পাত্রদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়াছিল। এইরূপ প্রয়োজনের অনুরোধে অযথা বিলম্ব ঘটে। এ দিকে উপায়হীন সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ আপনাদের ভরণপোষণের জন্য নিরতিশয় কষ্টে নিপতিত হয়েন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যাঁহারা কখন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হয়েন নাই, তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আত্মগোপনপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়াছেন"। † রাজস্বকমিশনর এইরূপ স্পষ্টবাদিতা এইরূপ সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন এবং অপরের শোচনীয় অবস্থায় একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া, আত্ম-শ্লাঘার বাসনা এইরূপে সংযত রাখিয়াছেন। ফলতঃ ইংরেজের আধিপত্যে এই সকল লোকের অধঃপতন ও অবমাননার একশেষ ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে দরিদ্র লোকেরও সাতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর অবরোধের ইতিহাসলেখক রীড সাহেব এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—"তাহাদের (অযোধ্যাবাসীদের) অনুরাগপ্রাপ্তির জন্য আমরা অতি অল্প কার্য্যই করিয়াছি। বিরাগবৃদ্ধির জন্যই অনেক করা হইয়াছে। নবাবের রাজত্বে সহস্র সহস্র লোকে সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও নবাব বংশীয়দিগের ব্যবহারের নিমিত্ত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিত।

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 419.*
† *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 78.*

কারুকার্য্যখচিত পাগড়ী, হুকা, জুতা প্রভৃতি সর্ব্বদা বিক্রীত হইত। নবাবের আধিপত্যলোপের সহিত এই নিরীহ শিল্পীদিগের কার্য্য বন্ধ হয়। জনসাধারণ বিশেষতঃ দরিদ্রগণ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, যেহেতু তাহারা সকল দিকে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে করভারে নিপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে*"। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যাবাসীদিগের এইরূপ দুরবস্থার মোচনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে যথোপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। যত দিন নবাবের আধিপত্য ছিল, এক নবাবের পর অন্য নবাব যত দিন শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন,ততদিন আশ্রিত ও অনুগত লোকে বৃত্তি-ভোগ করিত। এই বৃত্তিভোগীদিগের সংখ্যার স্থিরতা ছিল না; বৃত্তিদানের ধারাবাহিক কোন নিয়মও বিধিবদ্ধ ছিল না। নানা লোকে নানারূপে বৃত্তি ভোগ করিত। ইংরেজ যখন অযোধ্যা অধিকার করেন, তখন তাঁহারা সবিশেষ সত্বরতাসহকারে এ বিষয়ের শৃঙ্খলা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাঁহারা নবাধিকৃত প্রদেশের শাসনসংক্রান্ত কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন, সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ সমবেদনা পরিলক্ষিত হয় নাই। তাঁহারা বোধ হয় অযোধ্যার পেন্সনের তালিকার বিষয় কেবল কাগজেই আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, উহা যে কার্য্যে পরিণত হইয়া নিঃসহায় নিরবলম্বদিগের অন্নবস্ত্র-সংস্থানের সম্বল হইবে, ইহা তাঁহাদের উদ্বোধ হয় নাই। যাহারা কার্য্যে অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিল, ভিক্ষা করিতে লজ্জিত ছিল, নৈরাশ্যে মর্ম্মাহত হইয়াছিল, তাহাদের জীবনমরণ সম্বন্ধে ইংরেজ রাজপুরুষগণ সর্ব্বপ্রথম নিশ্চেষ্ট-ভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স, ১৮৫৭ অব্দের ২০শে মার্চ্চ অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক এ বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। উদারতায় তাঁহার প্রকৃতি উন্নত ছিল, সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় কোমলতর হইয়াছিল, কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তাঁহার উৎসাহসহকৃত সৎকার্য্য প্রবৃত্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা এক সময়ে সুখসৌভাগ্যে কালযাপন করিতেন, সহসা তাঁহাদের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, তিনি উহার প্রতীকারে উদ্যত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণের পরেই তিনি

* *Rees, Seige of Lucknow, p. 34. Comp. Gubbins, p. 78.*

এ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে উদ্যত হয়েন, এবং সদয়ভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া, আশ্বাস দেন। কিন্তু অযোধ্যা অধিকারের প্রায় চৌদ্দ মাস পরে তিনি অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবিত মহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় অধঃপতনের ফলভোগ করিয়াছিলেন, দুঃসহ কষ্টে নিপীড়িত হইয়াছিলেন এবং ইংরেজকে আপনাদের এইরূপ অধঃপতনের কারণ মনে করিয়া, তাঁহাদের উপর বিরক্ত ও বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন।*

পদচ্যুত নবাবের আত্মীয়স্বজন কেবল দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন নাই। অযোধ্যার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় কেবল আপনাদের দুঃসহ কষ্টের ফল ভোগ করেন নাই। জনসাধারণ কেবল দারিদ্র্যে মর্ম্মাহত ও করভারে অবসন্ন হইয়া উঠে নাই। ইহারা যখন শোচনীয় ভাবে দিনপাত করিতেছিল, নবাবের পদচ্যুতিতে যখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিনব শাসনকর্ত্তার প্রতি একান্ত বিদ্বিষ্ট হইয়াছিল, তখন আর এক সম্প্রদায়ও ইহাদের ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্তিপ্রকাশে উন্মুখ হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় ইঁহাদের প্রভূত সম্মান ছিল,। ভূসম্পত্তি ও অর্থের বলে ইঁহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পুরুষানুগত স্বত্বে ইঁহাদের প্রগাঢ় ক্ষমতা ও আস্থা ছিল। ইঁহারা যেরূপ ক্ষমতাপন্ন, যেরূপ সম্পত্তিশালী, যেরূপ সম্মানিত, সেইরূপ তেজস্বী, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও জনসাধারণের আদরণীয় ছিলেন। চিরপ্রসিদ্ধ রাজপুত জাতি হইতে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। ক্রমে লক্ষ্ণৌদরবারের উচ্চপদস্থ হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারীদিগের বংশধরগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।

অযোধ্যার এই সম্মানিত সম্প্রদায় তালুকদার নামে প্রসিদ্ধ। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন তালুকদারী স্বত্ব তাঁহাদের মনোযোগের বিষয়ীভূত হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এই সময়ে সকলকে এক সমভূমিতে আনয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার তালুকদারগণ ইঁহাদের উদ্যমের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। অযোধ্যার সম্ভ্রান্ত

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 421.*

ভূস্বামীদিগের উপর ইঁহাদের কিছুমাত্র মমতা বা শ্রদ্ধা ছিল না। ইঁহারা সাম্যবাদের বশবর্ত্তী হইয়া, এই ভূস্বামিগণের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ইঁহারা তালুকদারগণকে অত্যাচারকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। কর্ণেল স্লিমান্ অযোধ্যাভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থে তালুকদারদিগের দৌরাত্ম্য ও উচ্ছৃঙ্খলভাবের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।* এই ভূস্বামিসম্প্রদায়ের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ইংরেজ রাজপুরুষগণ প্রশংসা করেন নাই। সুতরাং ইঁহাদের স্বত্বনাশকালেও কেহ কোনরূপে ক্ষুব্ধ হয়েন নাই। যাহারা ইঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া যথানিয়মে কর দিত এবং উহার বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট ভূসম্পত্তি ভোগ করিত, গবর্ণমেণ্ট সেই পল্লীসমাজের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূমির বন্দোবস্ত করেন। তালুকদারগণ স্বত্বচ্যুত হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের উপর নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহারা রাজার শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন। আপনাদের তালুকে তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। অধিকৃত পল্লীসমূহ হইতে তাঁহাদের প্রচুর অর্থাগম হইত। সহসা তাঁহাদের এইরূপ ক্ষমতা, এইরূপ অর্থাগমের উপায় বিলুপ্ত হয়।†

তালুকদারগণ ক্ষমতাভ্রষ্ট হইলেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আশঙ্কার কারণ অন্তর্হিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের সমক্ষে তালুকদারগণ দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্মচারিগণ এই দৌরাত্ম্যদমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তালুকদারদিগকে অধিকারভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তালুকদারগণ বহুসংখ্যক অনুচরে পরিবৃত থাকিতেন। এই সকল অনুচর সশস্ত্র ও যুদ্ধকর্ম্ম অভ্যস্ত ছিল। অযোধ্যার চিরপ্রসিদ্ধ ও চিরমান্য ভূস্বামিগণ ইঁহাদের সাহায্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে অসমর্থ ছিলেন না। সশস্ত্র অনুচরব্যতীত ইঁহাদের জঙ্গলপরিবেষ্টিত, মৃণ্ময় দুর্গ ছিল। দুর্গপ্রাচীরে কামান সকল মারাত্মক কার্য্যসাধনের জন্য স্থাপিত রহিয়াছিল। এই সকল কামান দমদমা ও মীরাটের সুশিক্ষিত গোলন্দাজদিগের তাদৃশ ভীতিজনক না হইলেও, অনিষ্টকর কর্ম্মের অনুপযোগী ছিল না। ইংরেজ এখন এই আশঙ্কার

* *Sleeman, Journey, through the kingdom of Oude. 2 Vols.*

† *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian Revolts, p. 30.*

কারণের উচ্ছেদে উদ্যত হইলেন। দুর্গ হইতে কামান সকল অপসারিত, দুর্গের চারি দিকের জঙ্গল পরিষ্কৃত, সশস্ত্র অনুচরগণ নিরস্ত্রীকৃত ও দলভ্রষ্ট হইল। ইহাতে তালুকদারদিগের অধিকতর বিরাগ ও বিদ্বেষের উদ্রেকের সহিত প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিল। এইরূপে বহুসংখ্য অনুচরগণে, একটি বিদ্বেষপর সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্থূলদৃষ্টিতে, নিরস্ত্রীকরণ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিপদের উন্মূলন হইল বলিয়া, বোধ হইতে পারে। কিন্তু যাহারা সমধিক কার্য্যদক্ষ, তাহারা নিরস্ত্রীকৃত হইলেও প্রতিপক্ষের বিঘ্নশান্তি হয় না। আজ যাহারা নিরস্ত্র হইল, সময়ান্তরে তাহারাই সশস্ত্র হইয়া বিপক্ষের শোণিতপাতে উদ্যম ও সাহস দেখাইতে পারে। সর্ব্বংসহা ধরিত্রী কোন দ্রব্যই আপনার বক্ষোদেশে গুপ্তভাবে রাখিতে কাতর হয়েন না। ভয়ঙ্কর লৌহাস্ত্রগুলি পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে গোপনে রাখিয়া, প্রয়োজন অনুসারে তৎসমুদয় উঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সকল অস্ত্র অবনীর বায়ুরহিত ও আলোকশূন্য অন্তর্দ্দেশে দীর্ঘকাল থাকিলেও মারাত্মক কার্য্যসাধনের তাদৃশ অযোগ্য হয় না। সুতরাং যে সকল যুদ্ধবীর নিরীহভাবে হলচালনায় প্রবৃত্ত হয়, সুযোগ বুঝিয়া পরক্ষণে তাহারাই মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে অস্ত্রাদি বাহির করিয়া, ভয়াবহ কার্য্যসাধনে উদ্যত হইতে পারে। অযোধ্যার তালুকদারদিগের নিরস্ত্র অনুচরগণের সকলেই কৃষাণজনোচিত শান্তিময় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে নাই। কেহ কেহ বোধ হয়, এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশই নিষ্কর্ম্মা রহিয়াছিল। তাহারা যে অনিষ্টের ফলভোগ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের বিদ্বেষভাব তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে ছিল। তাহারা এইরূপ প্রগাঢ় বিরক্তির সহিত প্রতিহিংসাপরিতৃপ্তির জন্য সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল।

অধিকারচ্যুত সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়, স্বত্বভ্রষ্ট ভূস্বামিগণ, তাঁহাদের নিরস্ত্র অনুচরসমূহই কেবল অযোধ্যায় বিপ্লবের মূলীভূত কারণস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে নাই। ইহারা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোকে উত্তেজনা ও তন্মূলক উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইহারা যেরূপ সমরকুশল, সেইরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি ছিল। বহুসংখ্য সৈনিক অযোধ্যার নবাবের সরকারে থাকিত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সকল শ্রেণী হইতে লোক নির্ব্বাচনপূর্ব্বক

তাহাদিগকে সৈনিকদল ভুক্ত করিতেন, নবাবের সরকারেও সেই সকল শ্রেণী হইতে লোক নির্ব্বাচিত হইত। কিন্তু শিক্ষা ও নিয়মাদিতে এই উভয় সৈনিক-দলের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির সৈন্য ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। নবাবের সরকারে এরূপ শৃঙ্খলা বা পারিপাট্য ছিল না। সৈনিকগণ যথানিয়মে বেতনও পাইত না। সুতরাং অনেকে উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিত। যখন ইংরেজ অযোধ্যা অধিকারে উদ্যত হয়েন, তখন তথায় এইরূপ ৬০,০০০ ষাটি হাজার সৈনিকপুরুষ ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশকে আপনাদের সৈনিক-দলে গ্রহণ করেন, অবশিষ্ট লোকদিগকে কিছু কিছু টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দেন। ইহারা কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে অসন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু টাকা পাওয়াতে এক-বারে হতাশ্বাস হইল না। সুতরাং ইহাদের মধ্যে সহসা কোনরূপ বিরাগের চিহ্ন দেখা গেল না। ইহারা টাকা লইয়া আপনাদের আবাসপল্লীতে উপস্থিত হইল, পিতামাতা স্ত্রীপুত্রাদির নিকটে লাভলোকসানের কথা বলিতে লাগিল, আপনাদের যৎসামান্য অর্থে কিছুকাল শান্তভাবে রহিল। এই সকল লোক স্বভাবতঃ অযোধ্যার অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনার জন্য এবং অযোধ্যায় কি ঘটিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারে। যে স্থানে ইহারা যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিত, আপনাদের গ্রাসাচ্ছা-দনের সংস্থান করিতে সচেষ্ট থাকিত, সেই স্থানের বিষয় ইহাদের স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সুতরাং ইহারা ঔৎসুক্যের সহিত অযোধ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল এবং ঔৎসুক্যসহকারে উহার অবস্থাপরিবর্ত্তনের সহিত ঘটনাবলীপরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ইংরেজ অযোধ্যা অধিকার করিয়া, আপনাদের অভিনব প্রণালী অনুসারে উক্ত রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের অভিমত ব্যবস্থা অনুসারে শাসন-দণ্ডের পরিচালনা করিতে গেলে, নানারূপে ব্যয়বাহুল্য ঘটে। করস্থাপন ব্যতীত এই ব্যয়নির্ব্বাহের অন্য উপায় তাঁহাদের অবলম্বনীয় হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ অযোধ্যা গ্রহণ করাতে প্রজালোককে নানারূপ কর দিতে হয়। তাহারা এতদিন অল্পব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, এখন ইংরেজী সভ্যতার অনুমোদিত উৎকৃষ্টতর রাজ্যশাসনের ফলভোগ করিতে

গিয়া অর্থের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ইংরেজ অহিফেনের উপর অধিক হারে কর নির্দ্দেশ করিলেন। এ দিকে অভিনব ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়াতে আবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইল। বিচারস্থলে অর্থিপ্রত্যর্থীদিগের বহুপরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি পাইল। মোকদ্দমাগুলিরও বহুবিলম্বে নিষ্পত্তি হইতে লাগিল। এইরূপে অভিনব শাসনপ্রণালীতে অনভ্যস্ত প্রজালোকের নানারূপ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। লক্ষ্ণৌতে অহিফেনসেবীদিগের অভাব ছিল না। পিকিন এবং কাণ্টনের ন্যায় অযোধ্যার রাজধানীতেও বহুসংখ্য লোকে এই চিরপ্রসিদ্ধ মাদক দ্রব্যে আসক্ত ছিল। উহার উপর কর স্থাপিত হওয়াতে লোকের অসন্তোষের অবধি রহিল না। কথিত আছে, অনেকে যখন বর্দ্ধিতমূল্যেও উহা পাইল না, তখন একান্ত নৈরাশ্যে হতজ্ঞান হইয়া আপনাদের গলা কাটিয়া ফেলিল।* এই ঘটনা সত্য হউক, নাই হউক, এইরূপ করস্থাপনে যে, লোকের বিরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অযোধ্যায় যেরূপ শাসনপ্রণালী ছিল, ইংরেজের প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, ইংরেজ যে, নবাধিকৃত রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয়েও ভিন্নমত নাই। কিন্তু ইংরেজের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা, ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত শাসনশৃঙ্খলা ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন রুচির লোকের মনঃপূত হইতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। লোকে দীর্ঘকাল যে শাসন-প্রণালীতে অভ্যস্ত ছিল, সহসা সেই শাসনপ্রণালী বিপর্য্যস্ত করিয়া ভিন্নরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে, তাহাদের অভ্যাস ও রুচি অনুসারে শাসকবর্গের কিছুকাল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। অরণ্যবিহারী জন্তু বা আকাশবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় অনভ্যস্ত মানবও ধীরে ধীরে অপরের পোষ মানিয়া থাকে। যাঁহারা আপনাদের প্রবর্ত্তিত প্রণালী উৎকৃষ্ট মনে করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র ইহাদিগকে আবদ্ধ ও বশীভূত করিতে চাহেন, তাঁহারা বোধ হয় মানবপ্রকৃতির পরিজ্ঞানে সমর্থ নহেন। ইংরেজ বোধ হয়, আপনাদের নিয়মের প্রচলন সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা সভ্যতা ও সদাশয়তার দোহাই দিয়া, আপনাদের অজ্ঞতা গোপনে রাখেন এবং অনভ্যস্ত

* রীজ সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।—*Siege of Lucknow, p. 35.*

লোক তাঁহাদের মঙ্গলময় নিয়মে শীঘ্র শীঘ্র অভ্যস্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ না করাতে তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।* ফলতঃ তাঁহারা তাড়াতাড়ি আপনাদের অভিমত প্রণালীর সুফল দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। যেহেতু, আপনাদের বিষয়গুলি তাঁহাদের নিকটে ভাল বোধ হয়। পরদেশে পরের অনুষ্ঠিত বিষয়গুলি মন্দ বলিয়া, তাঁহারা তৎসমুদয়ের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন বিষয়ের সংস্কার করিতে গেলে লোকের রুচি সংস্কৃত হইতে যে, কিছু সময় আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের উদ্বোধ হয় না। অযোধ্যার ইংরেজ সিবিলিয়ানগণ বোধ হয়, এইরূপ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাড়াতাড়ি আপনাদের অভিমত বিষয়গুলির প্রচলনে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অভিনব নিয়মের জন্য দায়ী না হইতে পারেন, যেহেতু কলিকাতা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু কালবিলম্ব করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হয় নাই। তাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে সুসময়ের প্রতীক্ষা করেন নাই। কিছুকাল পরে একজন সমদর্শী, অভিজ্ঞ রাজপুরুষ প্রধান কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত ও অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই হঠকারী রাজকর্ম্মচারিগণ সকল বিষয়ের সংস্কার করিতে গিয়া, এরূপ বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন যে, তাহার নিবারণের জন্য বহুসংখ্য সৈনিকবলের প্রয়োজন হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌতে ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানদিগের অভাব ছিল না। গাজী ও ফকীরগণ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়া, ধর্ম্মের জন্য সজাতিদিগকে আত্মজীবনের উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিত। এইরূপ এক জন ফকীর বক্তৃতাকালে ধৃত হয়। দণ্ডস্বরূপ তাহাকে ১০০ ঘা বেত মারা হয়। লক্ষ্ণৌনিবাসী মুসলমানগণ ইতঃপূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্বতন স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, করভারে তাহাদের কষ্টের একশেষ ঘটিয়াছিল, ইহার উপর যখন তাহারা আপনাদের শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। ফিরিঙ্গীর শাসনে তাহাদের চিরপবিত্র ধর্ম্মের অবমাননা ঘটিবে, তাহাদিগকে অস্পৃশ্য

* কে সাহেব এই ভাবে উপস্থিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 427.*

দ্রব্য স্পর্শ ও অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, উক্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণ যখন তাহাদিগকে ইহাই বুঝাইতে লাগিলেন, তখন তাহারা অধিকতর অস্থির হইয়া উঠিল। নিদারুণ বিদ্বেষ-বহ্নি তাহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা ইহার জ্বালাময়ী যাতনায় উত্তেজিত হইয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ দেখিতে লাগিল।

ইংরেজ যাহাদের উপর প্রধান প্রধান কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী ছিল। এই-রূপ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি ইংরেজের প্রিয়পাত্র হইয়া নানারূপে অত্যাচার করিত। লক্ষ্ণৌয়ের কোতয়াল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিত, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিত। কিন্তু লোকের মধ্যে ইহার কিছুমাত্র প্রতিপত্তি ছিল না। ইংরেজ রাজপুরুষগণ ব্যতীত আর কেহ ইহার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করিত না। রাজপুরুষগণ বোধ হয়, ইহার প্রকৃতি জানিতেন না। এই ব্যক্তি যেরূপ দুরাচার, সেইরূপ কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ ছিল। ইহার অত্যাচারে পিতা দুহিতার সম্ভ্রমরক্ষার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত, স্বামী স্ত্রীর সম্মাননাশের আশঙ্কায় উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিত।* এইরূপ দৌরাত্ম্যে লোকে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের প্রতি প্রথমে তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করে নাই।

অযোধ্যা যখন ইংরেজ রাজপুরুষদিগের শাসনদণ্ডের পরিচালনায় এইরূপ তরঙ্গায়িত হইয়াছিল, তখন স্যার হেন্‌রি লরেন্স তথায় উপস্থিত হয়েন। তিনি ২০শে মার্চ্চ প্রধান কমিশনরের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রধান রাজপুরুষ অনেক প্রধান গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি ভারত-বর্ষীয়দিগের সহিত মিশিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মনের ভাব জানিতেন, ভারত-বর্ষীয়দিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগের উপকারসাধনে ও অসন্তোষনিবারণে উদ্যত থাকিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইউরোপীয়গণ সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়াই, তাড়াতাড়ি আপনাদের শাসনপ্রণালীর অভিঘাতে ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালীর গৌরব নষ্ট করেন। ভারতবর্ষীয়দিগের যে, নানা-

* *Rees, Siege of Lucknow, p. 35-36.*

রূপ অসন্তোষের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, আপনাদের শাসনপ্রণালীর শৃঙ্খলাসাধনে এবং অযোধ্যাবাসীদিগের অসন্তোষনিবারণে যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন।* তিনি এই সময়ে গবর্ণর-জেনেরল এবং আপনার আত্মীয়বর্গের নিকটে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে অযোধ্যার অবস্থা সম্বন্ধে তদীয় মনোগত ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। রাজপুরুষগণ যে, তাড়াতাড়ি সংস্কার করিতে গিয়া, বিপ্লবের বীজ রোপণ করিতেছিলেন, ইহা তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল। এপ্রিল মাসে তিনি গবর্ণর জেনেরলের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে এই ভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন—"অতি শীঘ্র এবং অতি কঠোরভাবে নগরের উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। বাড়ীগুলি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলাতে লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্ম্মমন্দির, অন্যান্য গৃহ এবং খালিজমী গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করাতেও এইরূপ অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে। আমি এই সকল স্থানের অধিকাংশ নিজে দেখিয়াছি, এতৎসংসৃষ্ট লোকদিগকে শান্ত করিয়াছি এবং কর্ত্তৃপক্ষের উপযুক্ত আদেশ ব্যতীত এইরূপ সম্পত্তিগ্রহণ ও বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলার প্রতিষেধ করিয়া দিয়াছি। রাজস্বগ্রহণের প্রণালীও সাতিশয় অসন্তোষজনক হইয়াছে। গত বৎসর এরূপ বর্দ্ধিতহারে কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, মোটের উপর শতকরা ১৫, ২০, ৩০ এমন কি ৫৫ টাকা পর্য্যন্ত খাজানা বাদ দিতে হইয়াছিল। তালুকদারদিগের সহিতও সাতিশয় কঠোর ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। এক ফৈজাবাদবিভাগে তালুকদারগণ আপনাদের অধিকৃত পল্লীর অর্দ্ধাংশ, কেহ কেহ সমুদয় পল্লীর স্বত্বচ্যুত হইয়াছেন।" † স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স এইরূপে অযোধ্যাবাসীদিগের অসন্তোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এইরূপ অসন্তোষের প্রতীকারে তাঁহার যত্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু বহুবিলম্বে তিনি অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধূমায়মান বহ্নি ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল, বহুবিলম্বে চেষ্টা হওয়াতে উহা নির্ব্বাপিত হয় নাই।

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, p.* 3.

† *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p.* 429.

স্যার হেন্‌রি লরেন্সের বিশ্বাস ছিল যে, যতদিন প্রজাবর্গকে সরলভাবে বিশ্বাস করা যায়, সরলভাবে প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনে উদ্যত থাকা যায়, ততদিন রাজ্যের শান্তি নষ্ট হইবার বা প্রজাবর্গ হইতে কোনরূপ বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। তিনি এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত সৈনিকদিগের প্রতি সদয়-ভাবপ্রকাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় ইউরোপীয় পদাতি সৈন্য অধিক ছিল না। সমগ্র প্রদেশের মধ্যে লক্ষ্ণৌতে কেবল ৩২ সংখ্যক ইউরোপীয় পদাতি সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। যাহা হউক, এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই নবাধি-কৃত প্রদেশে অশান্তির কোনরূপ নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। যে বিস্তৃত জলরাশি আস্তরণপটের ন্যায় স্থিরভাবে ছিল, প্রকৃতির কোনরূপ চাঞ্চল্যে তাহা আলোড়িত বা তরঙ্গসমাকুল হয় নাই। ইংরেজের প্রবর্ত্তিত রীতি অনুসারে রাজ্যের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহ হইতেছিল। ইংরেজ আপনার অভ্যস্ত কর্ম্ম-পটুতার সহিত রাজ্যশাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পন্ন করিতেছিলেন। সমগ্র প্রদেশ চারি বিভাগে এবং বার জেলায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রতি বিভাগে এক এক জন কমিশনর এবং প্রতি জেলায় এক এক জন ডেপুটি কমিশনর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন। সমগ্র বিভাগের উপর প্রধান কমি-শনর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ দীর্ঘকাল হইতে ইংরেজের অধিকারে ছিল। ইংরেজও দীর্ঘকাল হইতে উহার সুশাসনের জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন। এই সুশাসিত প্রদেশের তুলনায় অযোধ্যায় গুরুতর অপরাধের সংখ্যা অধিক ছিল না। ইংরেজ এই সম্পত্তিবহুল প্রদেশ অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। অধিবাসীদিগের প্রশান্তভাব দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় উদ্বেল সাগরের ন্যায় প্রফুল্লভাবে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই-রূপ প্রফুল্লতা দীর্ঘকাল থাকিল না। মে মাসের প্রারম্ভে স্থানে স্থানে অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। নবাধিকৃত প্রদেশও উচ্ছৃঙ্খলভাবের অভিঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মে মাসের প্রারম্ভে অযোধ্যার ৭ সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিদল টোটার ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করিল। অধিনায়কেরা তাহাদিগকে আপনাদের আদেশানুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল না। তাহাদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করা হইল। ব্রিগেডিয়ার অনেক

বুঝাইলেন, কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। যখন সিপাহীগণ বশীভূত হইল না, তখন স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ বলপ্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন। উক্ত সিপাহীদলকে যখন টোটার কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহারা কহিয়াছিল যে, অন্যান্য সৈনিকদল টোটার ব্যবহারে আপত্তি করিয়াছে। তাহাদেরও ঐরূপ আপত্তি আছে। এই সকল সিপাহী ৪৮ সংখ্যক পদাতিদলকে আপনাদের সহায়তা করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিল। ঘটনা-ক্রমে এই পত্র অন্য একজন তরুণবয়স্ক সিপাহীর হস্তগত হয়। উক্ত সিপাহী উহা আপনাদের সুবাদারকে দেখায়। সুবাদার সেবক তেওয়ারি, হাবিলদার হীরালাল দোবে এবং রামনাথ দোবে, ৪৮ সংখ্যক দলের এই তিন সৈনিক পুরুষ ঐ পত্র ইউরোপীয় অধিনায়কের নিকটে সমর্পণ করেন। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ এই ঘটনায় আর কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। ১০ মে রাত্রিকালে উক্ত সিপাহীগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। এই সময়ে চারি দিক নিস্তব্ধ ছিল। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। অপরাধী সৈনিকদলের সমক্ষে গোলাপূর্ণ কামান সকল সজ্জিত ছিল। ইউরোপীয় পদাতিদল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ সন্নিবেশিত কামান ও সিপাহীদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোলন্দাজগণ প্রজ্বলিত বর্ত্তী হস্তে লইয়া কামানের পার্শ্বে ছিল। এই দৃশ্যে সিপাহীগণ মনে ভাবিল যে, তাহাদিগকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না, অবিলম্বে উদ্ভ্রান্তভাবে কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ১২০ জন মাত্র আপনার স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। ইহাদিগকে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। ইহারা তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ করিল। ইহার পর স্যার হেন্‌রি লরেন্স এই সিপাহীদিগের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে নগরের তিন ব্যক্তি সৈনিকনিবাসে গিয়া ১৩ সংখ্যক দলকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে পরামর্শ দিয়াছিল। ঐ দলের হুশেন বক্‌স নামক একজন সিপাহী ইহাদিগকে ধরাইয়া দেয়। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ প্রকাশ্য দরবারে এই বিশ্বস্ত সিপাহীদিগকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন।

স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এই সময়ে মরিয়াওন্ সৈনিকনিবাসে ছিলেন। ১২ই মে সূর্য্যাস্তসময়ে তাঁহার গৃহের সম্মুখে দরবার হইল। দরবারের দৃশ্য যেরূপ চিত্তাকর্ষক, সেইরূপ গভীরভাবের উত্তেজক হইয়াছিল। উপবেশনের স্থান কার্পেটে আচ্ছাদিত ছিল। দর্শকদিগের জন্য আসনগুলি দরবারের স্থানের তিন দিকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উহার পশ্চাদ্ভাগে সিপাহীগণ আপনাদের বিনয়-নম্রতা দেখাইবার জন্য প্রশান্তভাবে, প্রধান কমিশনরের কথা শুনিবার জন্য ঔৎসুক্যসহকারে, দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। যে সকল সিপাহী বিশ্বস্ততার জন্য পুরস্কারযোগ্য হইয়াছিল, তাহাদের পুরস্কারের দ্রব্যাদি সকলের সমক্ষে স্থাপিত ছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রধান কমিশনর দেওয়ানি ও সৈনিকবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত দরবারের স্থানে উপস্থিত হইয়া, সিপাহীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক সরল হিন্দীভাষায় এইভাবে বক্তৃতা করিলেন যে, অপরের ধর্ম্মে হস্ত ক্ষেপ করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি নয়। গত এক শত বৎসরে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অত্যাচার হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই অত্যাচার নিবারণ করিয়া, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমদর্শিতা দেখাইতেছেন। গবর্ণমেণ্টের যেরূপ সৈনিকবল, সেইরূপ অর্থবল আছে। গবর্ণমেণ্ট অল্প সময়ের মধ্যে বিলাত হইতে বহুসংখ্যক সৈনিকপুরুষ আনিতে পারেন। সৈনিকবলে এইরূপ সহায়-সম্পন্ন, অর্থবলে এইরূপ ক্ষমতাপন্ন গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদে চেষ্টা করা বাতুলতার লক্ষণ। ইনি (প্রধান কমিশনর) নিজের লাভের জন্য এখানে আইসেন নাই। এই প্রদেশের অধিবাসীদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য তাঁহাকে এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সিপাহীরা বহু বৎসর হইতে নিমক খাইতেছে, বহু বৎসর হইতে তাহারা বংশপরম্পরায় কোম্পানির কার্য্যসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং বহুযুদ্ধে আপনাদের বিশ্বস্ততা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া, কোম্পানির প্রাধান্য বদ্ধমূল করিয়াছে। ইহারা যুদ্ধের সময়ে আপনাদের আফিসারদিগের সহিত নানা কষ্ট সহিয়া, যেরূপ অকৃত্রিম সৌহৃদ্য দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা ইহাদের মনে রাখা উচিত। * এই ভাবে বক্তৃতা করিয়া, স্যার হেন্‌রি লরেন্স্ বিশ্বস্ত সিপাহীদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক

* *Cave-Browne, Punjab and Delhi. Vol. I. Ep. 2-36.*

দিলেন। তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ ওজস্বিনী, সেইরূপ মনোহারিণী হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক কথা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। দরবার সাঙ্গ হইল। প্রধান কমিশনর আপনার কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিলেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও দর্শকগণ সন্তুষ্ট হইলেন। ইংরেজ এবং এতদ্দেশীয় আফিসারগণ আত্মীয়ভাবে পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। শেষোক্ত আফিসারগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৌজন্য ও সদাশয়তায় পরিতুষ্ট হইয়া,আপনাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে দরবারস্থল পরিত্যাগ করিল। এসময়ে সকলের মুখেই প্রসন্নতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সকলের ব্যবহারে, সকলের কথাতে, সকলের মুখভঙ্গীতে এসময়ে স্পষ্টতঃ সারল্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই সরলভাব দীর্ঘকাল থাকিবে কি না, ইহাই তখন কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচ্য হইয়াছিল। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ কহিয়াছিলেন যে, এক পক্ষকাল তাঁহাদিগকে সাতিশয় চিন্তাযুক্ত থাকিতে হইবে। এই এক পক্ষের মধ্যেই, তাঁহারা যাহার জন্য চিন্তিত ছিলেন, তাহাই ঘটিল। বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে, যুক্তিপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে, কর্ত্তৃপক্ষের সদ্ব্যবহারে, সিপাহীগণ দীর্ঘকাল বিমুগ্ধ রহিল না। যে উত্তেজনা তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাই শেষে তাহাদিগকে সংহারক কার্য্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিল।

লক্ষ্ণৌ গোমতীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। নগরের দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ মাইল। উহার অট্টালিকা প্রভৃতি উপস্থিত সময়ে প্রায় সাত মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছিল। নগরে প্রায় দুই লক্ষ সৈনিক এবং বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী লোক অবস্থিতি করিতেছিল।* নদীর উভয়তীরে মরিয়াওন, মুদ্‌কিপুর প্রভৃতি স্থানে এতদ্দেশীয় সৈনিকনিবাস ছিল। অপর তটবর্ত্তী সৈনিকনিবাস হইতে নগরে আসিবার জন্য লৌহসেতু ছিল; এই সেতুর নিকটে আর একটি পাথরের সেতু ছিল,† এবং নদীর কিয়দ্দূর ভাটিতে নৌসেতু রহিয়াছিল। লৌহসেতুর নিকটে উন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, মচ্ছিভবননামক পুরাতন, বিস্তৃত অট্টালিকা ছিল। এক সময়ে এই অট্টালিকায় অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনার আবির্ভাব

* *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 104.*

† নাম পাথরের সেতু বটে কিন্তু উহা পাকা ইটে প্রস্তুত হইয়াছিল।

ও তিরোভাব হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে উহাতে দ্রব্যাদি থাকিত। এই অট্টালিকা যেরূপ স্থলে অবস্থিত এবং উহার আয়তন যেরূপ বৃহৎ, তাহাতে উহা একটি দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত। কিন্তু অট্টালিকার অবস্থা ভাল ছিল না। কাল উহার ক্ষয়সাধন করিতেছিল। বিপক্ষের আক্রমণে এই পুরাতন বাড়ী যে, দীর্ঘকাল অক্ষতভাবে থাকিবে, তদ্বিষয়ে সংশয় ছিল। স্থানীয় লোকে প্রথমে উহার ক্ষণস্থায়িত্ব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। সীতাপুরের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর কুতল্‌আলি খাঁ এক সময়ে মচ্ছিভবন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, যদি ইংরেজের কামান এই বাড়ী ফেলিয়া না দেয়, তাহা হইলে বিপক্ষের গোলা উহার ধ্বংসসাধন করিবে। এই বিস্তৃত অট্টালিকা রাখা হইবে কি পরিত্যাগ করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। অবশেষে উহাতে নানাবিধ দ্রব্য ও অস্ত্রাদি রাখা হইল। চারি পার্শ্বে যে সকল বাড়ী ছিল, তৎসমুদয় পাছে বিপক্ষদিগের আশ্রয়স্থল হয়, এই আশঙ্কায় বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সাতিশয় উদারপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি অধিকারীদিগকে না জানাইয়া এবং সমুচিত মূল্য না দিয়া, বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সম্মত হইলেন না। অধিকারীদিগের আবাসগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলা নিঃসন্দেহ কঠোরতার কর্ম্ম। বিশেষতঃ সমুচিত মূল্য না দিলে এই কঠোরতা অধিকতর মর্ম্মপীড়ার কারণ হইয়া থাকে। প্রধান কমিশনর সহযোগীদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। কিন্তু আবাসগৃহ ব্যতীত স্থানে স্থানে ধর্ম্মমন্দির ছিল। বিপক্ষেরা মসজিদের চূড়ার অন্তরালে থাকিয়া ইংরেজদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান ছিল। ইহাতেও ধর্ম্মভীরু প্রধান কমিশনর ধর্ম্মমন্দিরের সম্মান বিনষ্ট করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি সহযোগীদিগকে মন্দিরগুলি রাখিতে বলিলেন। সুতরাং পবিত্র স্থানগুলি অক্ষতভাবে রহিল। উত্তরকালে এই পবিত্র স্থান যে, মারাত্মক কার্য্যসাধনের সহায় হইবে, ধর্ম্মপ্রাণ শাসনকর্ত্তা ইহা ভাবিয়াও প্রজাবর্গের চিরন্তন ধর্ম্মে আঘাত করিতে সাহসী হইলেন না।

ইউরোপীয় সৈনিকদলের বাসগৃহগুলি নগরের কিয়দ্দূরে রেসিডেন্সির প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বে গোমতীর বাঁকের দিকে ছিল, একটি পাহাড় গোমতীর

দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। গোমতীর তটে এই পাহাড়ের উপর সুদৃশ্য ত্রিতল বাটী—রেসিডেন্সি অবস্থিত। রেসিডেণ্টের বাসের জন্য ১৮০০ অব্দে নবাব সাদত আলি কর্ত্তৃক এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। রেসিডেন্সিতে কতকগুলি তয়খানা অর্থাৎ ভূমধ্যস্থ কুঠরী আছে। অবরোধের সময়ে এই গৃহগুলি ৩২ সংখ্যক পদাতিদিগের মহিলা এবং বালকবালিকাদিগের আশ্রয়স্থান হয়। * রেসিডেন্সি এবং উহার সীমার মধ্যস্থিত যাবতীয় গৃহ সাধারণের মধ্যে বেলিগার্ড নামে পরিচিত। † সহরে অযোধ্যার নিয়মিত সিপাহীগণের অধিকাংশ অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে অনিয়মিত সিপাহীদলের অনেকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়ের পাহারার জন্য নিয়োজিত ছিল।

এই সকল সিপাহী সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। প্রধান কমিশনর সর্ব্বপ্রথম এই সিপাহীদিগের বলহানি করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রহরীদিগের সংখ্যা কমাইয়া উহাদিগের মধ্যে ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে রাখা হইল। সৈনিকনিবাস, ধনাগার প্রভৃতির রক্ষার ভার প্রধানতঃ সিপাহীদিগের উপর সমর্পিত ছিল। ইউরোপীয়দিগের জীবন ও সম্পত্তি এ সময়ে একরূপ সিপাহীদিগের উপর নির্ভর করিতেছিল। রেসিডেন্সির সীমার মধ্যে ধনাগার ছিল। ধনাগারে নগদ ৩০ লক্ষ টাকা এবং উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজপ্রভৃতি রক্ষিত হইতেছিল। ধনাগাররক্ষক সিপাহীদিগকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইল। গাবিন্স্ সাহেব প্রথমতঃ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু এক দিকে যেরূপ প্রস্তাবের অনুকূলযুক্তি ছিল, সেইরূপ প্রতিকূলযুক্তিও উহার বিরুদ্ধপক্ষ সমর্থন করিতেছিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ প্রতিকূলযুক্তির কথা বলিলেন। সিপাহীগণ ধনাগাররক্ষার কর্ম্ম হইতে অপসারিত হইলে তাহারা ভাবিবে যে, তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছে। এইরূপ মনোগতভাব হইতে উত্তেজনার উৎপত্তি হইবে, এবং তৎসঙ্গে মহাবিপ্লবের সূত্রপাত ঘটিবে। কিন্তু যখন সৈনিকনিবাসের প্রধান

* *J. Browne, Lucknow and its Memorial of the Mutiny, p. 1.*

† কর্ণেল বেলি যখন অযোধ্যার রেসিডেণ্ট ছিলেন, তখন তিনি সর্ব্বপ্রথম এই গৃহের বহির্দ্বারে প্রহরীদিগকে রাখেন। একজন সুবাদার উহাদের অধ্যক্ষ হয়। এই জন্য বেলি গার্ড নাম হইয়াছে।—*Malleson, Indian Mutiny, Vol. I. p. 361, note.*

কর্ম্মচারিগণ অনুকূল প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন, তখন স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সকে প্রতিকূলপক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইল। রেসিডেন্সিতে ইউরোপীয় সৈন্য রাখিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। যে সকল কাগজপত্র ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ছিল, তৎসমুদয় স্বতন্ত্র স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। এইরূপে কতকগুলি ঘর খালি হইলে, ইউরোপীয় সৈন্য এবং রক্ষণীয় ইউরোপীয় আতুর এবং বালকবালিকাদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার মধ্যে তাড়িতবার্ত্তাবাহ লক্ষ্ণৌতে আতঙ্কজনক বার্ত্তা আনিয়া দিতে লাগিল। প্রথম দিন যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অতিরঞ্জিত বোধ হইল। দ্বিতীয় দিনের সংবাদ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ হইল। মীরাট ও দিল্লীর ঘটনায় স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ চমকিত হইলেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানেও সংবাদ আসিল যে, দিল্লী মোগলের অধিকৃত হইয়াছে। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই আতঙ্কজনক সংবাদ পাইয়া, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সৈনিকবিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকারপ্রাপ্তির জন্য গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম্ করিলেন। লর্ড কানিং সন্তোষসহকারে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এইরূপে বিগ্রেডিয়ার-জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সৈনিকবিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে উদ্যত হইলেন।

নানাস্থানে নানারূপ সংবাদে সিপাহীগণ ক্রমে বিচলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর স্থিরতা ছিল না। তাহাদের মধ্যে একতাও ছিল না। অনৈক্য ও পরস্পরের বিভিন্ন মতে তাহাদের বলক্ষয় হইয়াছিল। একপক্ষ অবিলম্বে যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে চাহিলেও, অপরপক্ষ কিছুকাল প্রতীক্ষা করিবার প্রস্তাব করিল। এইরূপ দোলায়মানচিত্ত সিপাহীগণ দীর্ঘকাল যে, প্রশান্তভাবে থাকিবে, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সিপাহীদিগের প্রকৃতি ভালরূপে বুঝিতেন। অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, ইনি তদ্বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন। পঞ্জাবের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌতেও অনায়াসে সিপাহীদিগকে নিরস্ত্রীকৃত করিতে পারা যাইত, কিন্তু স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ কেবল লক্ষ্ণৌর শাসনকর্ত্তা ছিলেন না, সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। এক

স্থানের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইলে অন্য স্থানের সশস্ত্র সিপাহীদিগের উত্তেজনা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং প্রধান কমিশনর সহসা সিপাহীদিগের নিরস্ত্রী-করণে উদ্যত হইলেন না। সিপাহীদিগের যে সকল অসন্তোষ ও বিরক্তির কারণ ছিল, তৎসমুদয়ের উন্মূলন হইতে পারে কি না,তিনি তাহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, সিপাহীদিগের বিরক্তির কারণ রহিয়াছে। অন্ততঃ তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কোম্পানি বাহাদুর তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। বেতন সম্বন্ধে অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিকদলের অভি-যোগ ছিল। তলব তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত। তাহারা তলবের বিনিময়ে কোম্পানির কার্য্যসাধনে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানির নির্দ্দিষ্ট তলব তাহাদের আশানুরূপ ছিল না। নিয়মিত সৈনিকদলের বেতন অপেক্ষা অনিয়মিত সৈনিকদলের বেতন অনেক কম ছিল। এজন্য উভয় দলের বেতন সমান করিবার প্রস্তাব হইল। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। অনিয়মিত সৈনিকদলের বেতন নিয়মিত সৈনিকদলের বেতনের সমান করিবার আদেশ প্রচারিত হইল।

এইরূপে সিপাহীদিগকে সন্তোষে ও শান্তভাবে রাখিবার জন্য বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু সিপাহীগণ সন্তুষ্ট বা শান্ত হইল না। প্রতিদিনই তাহাদের উত্তেজনাসম্বন্ধে নানা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সকল জনরবে কোনরূপ নূতনত্ব ছিল না। ইউরোপীয় সৈনিকগণও তদ্বিষয়ে কোনরূপ মনোযোগ দিল না। তাহারা সিপাহীদিগের কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। সিপাহীগণ বাহিরে প্রশান্ত ভাব দেখাইয়া, আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, লক্ষ্ণৌ নগরে বহুসংখ্য অট্টালিকা ও মস্‌জিদ্ প্রভৃতি ছিল। এই সকল অট্টালিকার মধ্যে ফরিদবক্স, ছত্রমঞ্জিল, শাহ নজীফ্, সেকেন্দর বাগ, এমামবারা, বেগম কুঠী, কৈশর বাগ প্রভৃতি প্রধান। নগরের দক্ষিণ এবং পূর্ব্বভাগে একটি খাল আছে, এই খালের দক্ষিণ ভাগে অনেকগুলি স্থান উপস্থিত ঘটনার জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে আলমবাগ নামক স্থান প্রধান। আলমবাগ একটি প্রাচীন, সুবিস্তৃত উদ্যান, উহা নগরের দুই মাইল অন্তরে কাণপুরে যাইবার পথের পার্শ্বে অবস্থিত। এই

পথেই চারবাগ নামক আর একটি স্থান। যে স্থানে খালের সহিত গোমতীর সংযোগ ঘটিয়াছে, সেই স্থানের কিয়দ্দূর দক্ষিণে দিলকোশা নামক প্রাসাদ অবস্থিত। উহার নিকটে মার্টিনিয়ার কলেজ রহিয়াছে। রেসিডেন্সির উপরে দণ্ডায়মান হইলে নগরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। উহার সঙ্কীর্ণ গলি, প্রশস্ত প্রাসাদ, সুদৃশ্য মস্‌জিদ প্রভৃতি দর্শকের নিকটে রমণীয় আলেখ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

এই সুদৃশ্য নগরে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সুখে ও শান্তিতে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে সুখ ও শান্তি তিরোহিত হইল। দুঃসহ দুঃখ ও অপ্রতিহতবিধেয় অশান্তির জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র নগর পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

ইউরোপীয়গণ এতদিন সিপাহীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু এই পর্য্যবেক্ষণে সিপাহীদিগের সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ রহিল না। মে মাসের শেষে তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। ৩০মে রাত্রিকালে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ মরিয়াওনের সৈনিকনিবাসে, রেসিডেন্সিগৃহে, আপনার সহচরবর্গের সহিত আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে তদীয় অন্যতম সহচর তাঁহাকে কহিলেন যে, আজ ৯টার তোপ হইবামাত্র সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। এই কথা বলিবার পরেই ৯টার তোপ হইল, কিন্তু সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণের কোন নিদর্শন লক্ষিত হইল না। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ হাসিয়া সহচরকে কহিলেন—“আপনার বন্ধুগণ ঠিক সময়মত কার্য্য করে না।” এই কথা যেমন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, অমনি সিপাহীদিগের আবাসগৃহের দিকে ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। প্রধান কমিশনর ও তাঁহার সহচরবর্গ সসম্ভ্রমে ভোজনস্থান হইতে উঠিলেন, ঘোটকগুলি সজ্জিত করিয়া আনিবার আদেশ দিলেন এবং বাহিরে আসিয়া আপনাদের বাহনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাঁহারা গৃহের বহির্ভাগের সোপানে দণ্ডায়মান ছিলেন। চন্দ্রের কিরণে চারি দিক অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহাদের নিকটে একদল সশস্ত্র সিপাহী প্রহরীর কার্য্যের জন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে ছিল। এই দলের অধিনায়ক, সেনাপতির নিকটে বন্দুক ভরিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। অবিলম্বে অনুমতি দেওয়া হইল। ৩০ জন

সিপাহী বন্দুক ভরিয়া এবং উহাতে ক্যাপ সংযোগ করিয়া দণ্ডায়মান ইংরেজদিগের নিকটে রহিল। স্যার হেন্‌রি অবিচলিত সাহস ও নির্ভীকতার সহিত তাহাদিগকে কহিলেন—"আমি দুষ্টদিগকে সৈনিকনিবাস হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য চলিলাম। যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তোমরা কর্ম্মস্থানে উপস্থিত থাকিবে। কাহাকেও আমার বাড়ীর অনিষ্ট করিতে এবং আমার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। অন্যথা তোমাদিগকে ফাঁসী দিব।" প্রহরী সিপাহীগণ গুলিভরা বন্দুক কাঁধে লইয়া গৃহদ্বাররক্ষার জন্য রহিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের কথার অবমাননা হইল না। সেই রাত্রিতে যখন সৈনিকনিবাসের গৃহগুলি বিনষ্ট হইতেছিল, তখন কেবল রেসিডেন্সিগৃহ বিলুণ্ঠিত বা ভস্মীভূত হইল না।

সজ্জীভূত অশ্ব সকল আনীত হইল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এবং তাঁহার সহচরগণ সৈনিকদিগের আবাসগৃহের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈনিকনিবাস হইতে একটি বিস্তৃত পথ নগরের অভিমুখে গিয়াছিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সর্ব্বপ্রথম এই পথরক্ষায় উদ্যত হইলেন। তিনি অবিলম্বে ৩২ সংখ্যক দলের কতিপয় সৈনিক পুরুষকে কয়েকটি কামানের সহিত পথরক্ষার জন্য নিযুক্ত করিলেন। এ দিকে উত্তেজিত সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের জীবন ও সম্পত্তির বিনাশে বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, সায়ংকালে ফিরিঙ্গিগণের ভোজনগৃহে উপস্থিত হইলেই, সকলকে ভোজনস্থলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। সুতরাং তাহারা অবিলম্বে ভোজনগৃহে উপস্থিত হইল, কিন্তু ইউরোপীয়েরা পূর্ব্বে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া, কাওয়াজের ক্ষেত্রের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সিপাহীদিগের আশা ফলবতী হইল না। সিপাহীরা ভোজনস্থান শূন্য দেখিয়া, সেই গৃহে অগ্নি দিল। তাহাদের ব্রিগেডিয়ার উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে কহিলেন। তাহারা ব্রিগেডিয়ারকে গুলি করিল। এ দিকে তাহাদের সহযোগিগণ দলে দলে বিকট চীৎকার করিতে করিতে আফিসরদিগের বাংলার অভিমুখে প্রধাবিত হইল। গৃহ সকল বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। সহরের ইউরোপীয়েরা আপনাদের আবাসগৃহের ছাদে উঠিয়া, যখন দূরে ধূমস্তূপের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা আপনাদের সজাতির ও স্বদেশীয়ের শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া, আতঙ্কে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু সিপাহীদিগের সমগ্র দল সহসা এইরূপ ভয়াবহ বিপ্লবে ব্যাপৃত হয় নাই, সহসা আপনাদের শিক্ষাদাতা ও প্রতিপালনকর্ত্তার বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করে নাই, সহসা তাঁহাদের সম্পত্তিতেও আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে নাই। যখন কেহ কেহ সম্পত্তিলুণ্ঠনে প্রমত্ত ছিল, গৃহদাহে ব্যাপৃত হইয়াছিল, ফিরিঙ্গির জীবননাশে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন অনেকে তাহাদের পক্ষসমর্থনে উদ্যত না হইয়া, নিমকের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। ইহারা আপনাদের বিশ্বস্ততায় বিসর্জ্জন দেয় নাই। স্বজাতি ও সতীর্থদিগের উৎসাহবর্দ্ধনে উদ্যত হয় নাই, বা যাঁহাদের আদেশে এতদিন পরিচালিত হইয়াছিল, যাঁহাদের শিক্ষায় বীরপুরুষদিগের মধ্যে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল, যাঁহাদের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে ও অস্ত্রাদিতে গৌরবান্বিত ছিল, তাঁহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হয় নাই। ৭১ সংখ্যক দলের সিপাহী-রাই গবর্ণমেণ্টের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই দলের মধ্যেও অনেকে শান্তভাবে রহিয়াছিল। ৭১ সংখ্যক দলের অনেক সিপাহী আপনাদের উত্তেজিত সতীর্থদিগের সহিত না মিশিয়া, ৩২ সংখ্যক ইউরোপীয় পদাতিদলের পার্শ্বে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। ১৩ সংখ্যক দলের ৩০০ শত সিপাহী আপন দলের পতাকা এবং টাকার বাক্স লইয়া ইউরোপীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ৪৮ সংখ্যক দল যদিও কাওয়াজের ক্ষেত্রে নিশ্চেষ্টভাবে ছিল, এবং যদিও অধিনায়কদিগের আদেশে উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে অসম্মত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা প্রকাশ্যভাবে সেই উত্তেজিত সিপাহী-দিগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। ইহাদের অধিনায়ক ইহাদিগকে ৩২সংখ্যক দলের বাসস্থানে লইয়া যাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া, সহরের রেসিডেন্সিতে যাইতে কহিলেন। এই প্রস্তাবে ইহারা মুখে সম্মতি প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকে দল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অধিনায়ক পতাকা ইত্যাদি লইয়া লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন। ৪৮সংখ্যক দলের এক শতেরও কম লোক সহরের অভিমুখে যাত্রা করিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, একজন উত্তেজিত সিপাহীর গুলির আঘাতে ব্রিগেডিয়ার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ৭১ সংখ্যক দলের আর একজন অধি-নায়কও এইরূপে নিহত হয়েন। একজন সুবাদার এবং কতিপয় সৈনিক

পুরুষ এই হতভাগ্য শ্বেতকায়কে রক্ষা করিবার জন্য বিছানার নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রয়াস সফল হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে সৈনিকনিবাসে ইউরোপীয় বালকবালিকা বা কুলমহিলা বেশী ছিল না। সুতরাং এই অসহায়দিগের শোণিতপাতে সৈনিকনিবাস কলঙ্কিত হয় নাই।

পরদিন রবিবার। এইবারে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ উপাসনাগৃহে উপাস্য ভগবানের আরাধনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন। ৩১শে মের এই রবিবার ইউরোপীয়-দিগের পক্ষে সর্ব্বধ্বংসের বার বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই বারে বিভিন্ন স্থানের সিপাহীগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, এইবারে ইউরোপীয়দিগের উপাসনামন্দিরগুলি উপাসকদিগের শোণিতস্রোতে রঞ্জিত করিবার প্রস্তাব ছিল, এইবার, যে কোন ইউরোপীয়, যেখানে যে ভাবে থাকুন না কেন, তাহারই মানবলীলাসংবরণের দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌতে এই দিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হয় নাই। ৩০শে মে রাত্রিকালে উত্তেজিত সিপাহীগণ ঘোড়দৌড়ের মাঠে সমবেত হয়। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ ইহাদের সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য তথায় গমন করেন। ইহারা ঐ স্থানে দীর্ঘকাল থাকিতে পারে নাই, অবিলম্বে ইহাদের দলভঙ্গ হয়। কর্ত্তৃপক্ষ ৬০ জনকে অবরুদ্ধ করেন। সহরে কতকগুলি মুসলমান উত্তেজিত হইয়া উঠে। কিন্তু পুলিসের চেষ্টায় ইহাদের দলভঙ্গের সহিত উৎসাহ ভঙ্গ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অযোধ্যা।

বিপ্লবের প্রকৃতি—সীতাপুর—মুলাওন—মোহমদী—শাহজাহানপুরের পলাতকদিগের নিধন— ফৈজাবাদ—সুলতানপুর—বহ্‌রইচবিভাগ—সিক্রোরা— মোল্লাপুর—দরীয়াবাদ—পলাতকদিগের দুর্দ্দশা—লক্ষ্ণৌ—স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের স্বাস্থ্যহানি—লক্ষ্ণৌরক্ষার বন্দোবস্ত—চিনহাটে ইংরেজসৈন্যের পরাজয়—মচ্ছিভবনের কিয়দংশের বিধ্বংস—লক্ষ্ণৌর অবরোধ—স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের দেহত্যাগ—সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের উপস্থিতি।

আপাততঃ লক্ষ্ণৌ নগরে গোলযোগের নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু ইউরোপীয়গণ দীর্ঘকাল শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। লক্ষ্ণৌর প্রশান্তভাব অবিলম্বে দূরীভূত হইল, সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশ সহসা বিচলিত হইয়া উঠিল, কর্ত্তৃপক্ষ সহসা ভয়ঙ্কর বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। কেবল কতিপয় সৈনিকদলমাত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল না। সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহাবিপ্লবের আবির্ভাব হইল। অস্ত্রধারী বীরপুরুষদিগের সহিত উত্তেজিত জনসাধারণ, পরস্বাপহারক দুর্বৃত্তগণ সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের গৌরব বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল।

যে বিপ্লবে সমগ্র জনপদের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, সকলের জীবন ও সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল হয়,সর্ব্ববিষয়ে গভীর আতঙ্ক ও বিপদের সঞ্চার হয়,সে বিপ্লব কেবল ব্যক্তিবিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ থাকে না। ফরাসীদেশের একজন প্রসিদ্ধ লেখক (বিক্তর হুগো) এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, যাহারা কোনরূপ দুরভিসন্ধিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়, যাহারা কোন বিষয়ে প্রতিহিংসাপর হইয়া উঠে, যাহারা অপরের সম্পত্তিতে আপনাদের দুঃখদারিদ্র্যমোচনের চেষ্টা করে, তাহাদের সকলেই বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হয়। এইরূপ বিপ্লব তাড়িতবেগে সহসা চারি দিকে প্রসারিত হয় এবং সহসা পবনসহায় প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় সমস্ত দগ্ধ করিতে থাকে। যাহারা নানা ভাবে কথা বলে, যাহারা কল্পনাবলে নানা বিষয়ের স্বপ্ন দেখে, যাহারা আপনাদের প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে, যাহারা মানসিক উত্তেজনায় একান্ত অধীরতা

প্রকাশ করে, যাহারা দুঃখদারিদ্র্যজনিত মনঃকষ্টে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, এইরূপ মহাবিপ্লব তাহাদের উত্তেজনায় উদ্ভূত হয়, তাহাদিগের দলবৃদ্ধির সহিত প্রবর্দ্ধিত হয় এবং তাহাদের বলবতী হিংসার সহিত যেরূপ ভয়ঙ্কর, সেইরূপ মারাত্মক হইয়া উঠে। সুতরাং মানবজাতির নিম্নস্তর হইতে এই বিপ্লবের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। যে সকল নিরক্ষর লোক নিম্নশ্রেণীর কৌতূহলবৃদ্ধির জন্য তৎপর হয়, যে সকল অনামা ব্যক্তি চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে সকল পরস্বাপহারক প্রকাশ্য পথের পার্শ্বে অবস্থিতি করে, যাহারা রাত্রিকালে যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে, গৃহের প্রাচীর ও ছাদের পরিবর্ত্তে কঠিন মৃত্তিকা, বিমুক্ত বায়ু, অনন্ত আকাশ যাহাদের সুষুপ্তিসুখের বৃদ্ধি বা বিধ্বংসের একমাত্র অবলম্ব হয়, যাহারা পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে কেবল অদৃষ্টের উপর আপনাদের প্রতিদিনের অন্নসংগ্রহের আশা করে, আত্মীয়স্বজন বা সম্মানপ্রতিপত্তির সহিত যাহাদের কোন সংশ্রব নাই, ভবিষ্যৎ ভাবনার সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহাদের দেহরক্ষার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কোন সংস্থান নাই, তাহারাই প্রধানতঃ এই বিপ্লবের পরিপোষক হয়। এই প্রকার লোকের প্রত্যেকেই আপনাদের দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনের জন্য রাজ্যের যাবতীয় শৃঙ্খলা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বাতাবর্ত্ত যেমন বস্তুগুলিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলে, ইহাদের অত্যাচারপ্রবাহ সেইরূপ সুশাসনের বন্ধন উচ্ছেদ পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য সুখ ও শান্তিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, দূরে ফেলিয়া থাকে।

অযোধ্যা প্রদেশেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। অযোধ্যার অন্যান্য স্থানের সিপাহীগণ যখন জানিতে পারিল যে, রাজধানীর সিপাহীরা ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধী হইয়াছে, তখন তাহারা কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার অন্যান্য শ্রেণীর লোকেও বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হইল। প্রতিদিন লক্ষ্ণৌ সহরে নানা স্থান হইতে বিপ্লবের সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতিদিনই লক্ষ্ণৌর কর্ত্তৃপক্ষ ইংরেজদিগের নিধন, দ্রব্যাদির বিলুণ্ঠন বা গৃহাদির ভস্মীকরণের সংবাদ পাইয়া, নিরতিশয় চিন্তিত হইতে লাগিলেন। ইংরেজ অল্পদিন মাত্র অযোধ্যা অধিকার করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের সহিত

শাসনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা, প্রাধান্য ও শৃঙ্খলা কাগজের ঘরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইয়া উঠিল। যে স্থানে যাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা আছে, সে-ই তথায় স্বপ্রধান হইল। তাহার ইচ্ছা অবারিত, তাহার কার্য্য অপ্রতিহত, তাহার ক্ষমতা ও প্রাধান্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। জুন মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে এই মহাবিপ্লব সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইল। ইংরেজ বিনা যুদ্ধে অযোধ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সেই আধিপত্যের পুনঃস্থাপন জন্য যুদ্ধ করিতে বহুসৈনিকবল আবশ্যক হইল।

সীতাপুর।

খয়রাবাদবিভাগের সদর ষ্টেশন সীতাপুরে সিপাহীরা প্রথমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। এই স্থানে ৪১ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদল এবং অযোধ্যার ৯ ও ১০ সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। জর্জ্জ ক্রিশ্চিয়ান এই বিভাগের কমিশনর ছিলেন। কতিপয় ইউরোপীয় আফিসর ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত সীতাপুরের কমিশনর কোনরূপ গোলযোগের আশঙ্কা করেন নাই। তিনি ৩০শে মে আগরার জজ রেইক্‌স্ সাহেবের নিকট এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—"এই স্থানে সমুদয় শান্তভাবে রহিয়াছে। আমার অধীন বিভাগের লোকের মধ্যে কোন গোলযোগ নাই। ৪১ সংখ্যক সিপাহীদলের মধ্যেও কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। আমার অধীনে সাড়ে নয় শত লোক আছে। যদি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, লোকের মধ্যে যদি উত্তেজনার নিদর্শন দেখা যায়, তাহা হইলে আমি ঐ লোক দ্বারা এক ঘণ্টার মধ্যেই গোলযোগের দমন করিতে পারিব।" কমিশনর সাহেব অযোধ্যার অনিয়মিত সিপাহী এবং পুলিশের সৈনিকপুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন। এই সকল লোকের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, গোলযোগ ঘটিলে তিনি ইহাদের সাহায্যে উহার নিবারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিনব শাসননীতি সমুদয় আশার উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল। ধনী, দরিদ্র, সকলেই এক অবস্থায় পাতিত হইয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের গৌরব ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বতন লেফটেনেণ্ট-গবর্ণর রবার্ট্‌সন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী এখন ফলোন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল। নিয়মিত ও অনিয়মিত, সকল শ্রেণীর সিপাহীরা এক সঙ্গে

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়াছিল। যদি এই সময়ে ভূস্বামিগণ ইংরেজদিগের পক্ষে থাকিতেন, তাহা হইলে ইংরেজদিগকে অসহায় বালকের ন্যায় কাতরভাবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইত না। তাঁহারা উক্ত ভূস্বামীদিগের সাহায্যে অবিলম্বে এই বিপ্লবের গতিরোধে সমর্থ হইতেন।

সীতাপুরের নিয়মিত ও অনিয়মিত, উভয় শ্রেণীর সৈনিকেরাই কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আপনাদের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল যে কর্ত্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মিলে, তাহাদের মনে নিদারুণ কষ্ট হইবে। একজন এতদ্দেশীয় বৃদ্ধ আফিসর গলদশ্রুলোচনে তাঁহার ইউরোপীয় সহযোগীদিগকে কহিলেন, যাহারা এতদিন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে, শিবিরেই হউক, সৈনিকনিবাসেই হউক, বা যুদ্ধক্ষেত্রেই হউক, তাঁহাদের কষ্টে কষ্ট বোধ, এবং তাঁহাদের বিপদে বিপদ বোধ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যেন এখন কোনরূপেই অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করা না হয়। কিন্তু সিপাহীদিগের কথা ঠিক রহিল না, বৃদ্ধ আফিসরের কাতরোক্তিও শেষে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। ৩রা জুন সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে ৪১ সংখ্যক দলের লোক চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল যে, ১০ সংখ্যক অনিয়মিত দলের সৈনিকেরা ধনাগার লুণ্ঠন করিতেছে। ৪১ সংখ্যক দলের, কর্ণেল বার্চ্চনামক একজন অধিনায়ক ঐ স্থানে গমন করিয়া দেখেন যে, গোলযোগের শান্তি হইয়াছে। ফিরিয়া আসিবার সময়ে ধনাগাররক্ষক একজন সিপাহীর গুলির আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।* অপরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যখন সিপাহীদিগের কেহ কেহ উত্তেজিতভাবে ধনাগারের দিকে এবং কেহ কেহ কামানের দিকে গমন করে, তখন কর্ণেল বার্চ্চ গোলযোগ থামাইতে গিয়া, গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একজন সহযোগী আহত হয়েন।† কমিশনর সাহেবের গৃহে ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা সমবেত হইয়াছিল, সশস্ত্র পুলিশ তাঁহার গৃহরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এই রক্ষকগণই শেষে ভক্ষক

* *Gubbins, Mutinies in Oudh. p. 136.*

† *Hutchinson, Narrative of the Mutinies in Oude. p. 57. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 455.*

হইয়া উঠে। কমিশনর সাহেব গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী নদীতটের অভিমুখে পলায়ন করেন, তদীয় সহধর্ম্মিণী একটি শিশুকে বাহুতে রাখিয়া, তাঁহার অনুগামিনী হয়েন। কমিশনর সাহেব যখন নদীর অপর তটে উত্তীর্ণ হয়েন, অথবা উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করেন, তখন বিপক্ষের বন্দুকের গুলিতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী এবং শিশুটিও মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। অপরাপর ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ নদীতটে গতাসু হয়েন, কেহ কেহ নদীর মধ্যে দেহত্যাগ করেন, কেহ কেহ আপনাদের অদৃষ্টবলে কোনরূপে এই ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েন। ৪১ সংখ্যক দলের ৩০ জন সিপাহী অসামান্য বিশ্বস্ততা দেখাইয়া, এই সকল পলাতককে রক্ষা করিয়াছিল। এই বিশ্বস্ত সিপাহীগণ পরদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌতে সীতাপুরের সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। অবিলম্বে লক্ষ্ণৌ হইতে কতিপয় শিখ অশ্বারোহী বগি প্রভৃতি লইয়া পলাতকদিগকে আনিতে যাত্রা করে। এইরূপে পলাতকগণ আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়। যে সকল সিপাহীর বিশ্বস্ততায় ইহাদের জীবনরক্ষা হইয়াছিল, তাহারা লক্ষ্ণৌ হইতে আগত রক্ষকদিগের হস্তে ইহাদিগকে সমর্পণ পূর্ব্বক আপনাদের বাসগ্রামে গমন করে। তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে থাকা এখন আপনাদের পক্ষে বিপত্তিজনক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। তাহারা বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিলেও আপনাদের উত্তেজিত সহযোগীদিগের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হয় নাই। সুতরাং তাহারা আপনাদের প্রতিপালনকর্ত্তা প্রভুদিগের জীবনরক্ষারূপ পবিত্র কর্ম্ম সম্পাদন-পূর্ব্বক এখন গরীয়সী জন্মভূমিতে গমন করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল।

মূলাওন।

খয়রাবাদবিভাগের অন্তর্গত দুইটি ছোট ষ্টেশনে বিপ্লব ঘটে। অন্যতর ষ্টেশন মূলাওনে একজন ডেপুটি কমিশনর ছিলেন। এই স্থানে ৪১ সংখ্যক দলের কতিপয় সিপাহী এবং অযোধ্যার ৪ সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। মে মাসে ইহাদের উপর ডেপুটি কমিশনরের সন্দেহ হয়। কিন্তু সন্দেহ হইলেও, ডেপুটি কমিশনর সহসা কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করেন নাই। যখন সীতাপুরে গোলযোগ ঘটে, তখনও তিনি কর্ম্মস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শেষে চারি দিকে যখন বিপ্লবের অঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, ইউরোপীয়গণ যখন সীতাপুর হইতে পলায়ন করেন, মূলাওনের

সৈনিকদল যখন অধিকতর উত্তেজনার আবেগে স্বপ্রধান হইতে চেষ্টা করে, তখন ডেপুটী কমিশনর আর কোন উপায় না দেখিয়া, অশ্বারোহণপূর্ব্বক অক্ষতশরীরে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়েন।

মোহমদী।

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ষ্টেশন মোহমদীতে শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাব হয়। যে টমাসনবংশের লোক রাজকীয় কর্ম্মে আপনাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়া, ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই বংশেরই এক ব্যক্তি এই স্থানে ডেপুটি কমিশনরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। কাপ্তেন অর্ নামক একটি সৈনিকপুরুষ ইঁহার সহকারী ছিলেন। নবাবের আধিপত্য-কালে ইনি যে সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন, উপস্থিত সময়ে অযোধ্যার সেই ৯ সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিকদল মোহমদীতে অবস্থিতি করিতেছিল। এই স্থান রোহিলখণ্ডের সীমান্তভাগে এবং শাহজাহানপুরের অতি নিকটে অবস্থিত। শাহজাহানপুরের বিপ্লবের সংবাদ পাইয়া, মোহমদীর কর্ত্তৃপক্ষ নিরতিশয় চিন্তিত হয়েন। ১লা জুন শাহজাহানপুরের পলাতক ইউরোপীয়গণ মোহমদীতে উপস্থিত হওয়াতে তথাকার ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। পলাতক-দিগের উপস্থিতির দুই দিন পরে অন্যান্য স্থানের ন্যায় মোহমদীও ঘোরতর বিপ্লব-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠে। ৪ঠা জুন সৈনিকেরা ধনাগার লুণ্ঠন করে, কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দেয় এবং ইংরেজের প্রবর্ত্তিত যাবতীয় শাসনশৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাপ্তেন অর্ দীর্ঘকাল হইতে মোহমদীর সৈনিকদলের সুপরিচিত ছিলেন। সৈনিকেরা পূর্ব্বতন পরি-চয়ের জন্য প্রথমতঃ কাপ্তেন অরের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করিতে আগ্রহ দেখায় নাই। তাহারা কাপ্তেনের সমক্ষে ইউরোপীয়দিগের জীবন রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করে। ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া, ৪ঠা জুন সন্ধ্যাকালে কাপ্তেন অর্ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ অক্ষতদেহে আওরঙ্গাবাদে প্রস্থান করেন। কুল-মহিলারা ও বালকবালিকাগণ বগীতে এবং দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার গাড়িতে চড়িয়া যাত্রা করেন। কিন্তু পলাতকেরা অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পর দিন সিপাহীরা আপনাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে আক্র-মণ করিল। এই আক্রমণে বাধা দিবার আর কোন উপায় রহিল না। সিপাহীদিগের গুলির আঘাতে পলাতকদিগের প্রায় সকলেই দেহত্যাগ করিল।

কাপ্তেন অর্ও মৃত্যুমুখে পাতিত হইতেন, গুরুদীন নামক একজন সিপাহী এই ঘোরতর সঙ্কটকালে কাপ্তেনকে কহে যে, তিনি হাতের পিস্তল ফেলিয়া দিলেই সে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে। এই কথায় কাপ্তেন অর্ পিস্তল ফেলিয়া দিলেন। গুরুদীন তদ্দণ্ডেই কাপ্তেন অর্ও আক্রমণকারীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার সাহায্যে কাপ্তেনের জীবনরক্ষা হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উপস্থিত সিপাহীবিপ্লব অযোধ্যার ন্যায় সুবিস্তৃত প্রদেশে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকে নাই। উহা প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একে একে সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সহসা এই জ্বালাময়ী পাবকশিখার গতিরোধে ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা যখন ইহার প্রচণ্ডভাব দেখিলেন, তখন আশঙ্কা ও উদ্বেগে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া, সর্ব্বক্ষণ আপনাদের সমক্ষে সর্ব্বসংহারক কালের বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। সীতাপুর, মোহমদী প্রভৃতি স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, ফৈজাবাদ প্রভৃতি বিভাগেও তাহাই ঘটিল।

ফৈজাবাদ, অযোধ্যার পূর্ব্বভাগ। এই বিভাগ ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, সালোনি, এই তিন জেলায় বিভক্ত। ফৈজাবাদ ঘর্ঘরার তীরে অবস্থিত। এই স্থানে একজন কমিশনর এবং একজন ডেপুটি কমিশনর ছিলেন। একদল গোলন্দাজ সৈন্য, ২২ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদল অযোধ্যার ৬ সংখ্যক অনিয়মিত পদাতি এবং ১৫ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদল অবস্থিতি করিতেছিল। ২২ সংখ্যক পদাতিদলের অধ্যক্ষ সমগ্র সৈনিকদলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই সকল সৈনিকদল আপনাদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও কমিশনর কর্ণেল গোলড্নে তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। মে মাসে মীরাট ও দিল্লীর ঘটনা যখন তাঁহাদের গোচর হইল, তখন তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদিগকেও এই ভীষণ বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইবে। যে প্রচণ্ড বাত্যায় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, অনেকের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, অনেক সম্পত্তি অধিকারীর হস্তভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যাত্যার অভিঘাতে তাঁহাদের জীবনেরও অনিষ্ট ঘটিবে,তাঁহাদের সম্পত্তিও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িবে এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শৃঙ্খলাও বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চেষ্ট রহিলেন

ফৈজাবাদ।

না। আশঙ্কিত বিপ্লবের সমক্ষে তাঁহারা আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যে সকল জমীদারের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত কি না এখন তদ্বিষয় বিচার্য্য হইল। আত্মরক্ষার স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে লক্ষৌতে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু এই সকল প্রস্তাব, এই সকল সঙ্কল্প, এই সকল ব্যবস্থা সর্ব্বাংশে কার্য্যে পরিণত হইল না। বিশ্বস্ত জমীদারগণ যে, সুশিক্ষিত সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইল। লক্ষৌ যাইবার পথে নানারূপ বিঘ্নবিপত্তি ছিল, সুতরাং ঐ বিপত্তিময় পথ দিয়া, বালকবালিকা ও কুলমহিলাদিগকে পাঠানও অসঙ্গত বোধ হইল। সুতরাং ফৈজাবাদের ইউরোপীয়গণ আপনাদের কুলনারী ও শিশুসন্তানগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মহাবিপ্লবের আশঙ্কায় নিরতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইংরেজ অযোধ্যা অধিকারপূর্ব্বক যে শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এখন তৎসমুদয়ের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যদি এই সময়ে অযোধ্যার সমুদয় তালুকদার ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহা হইলে ইংরেজের অনেকাংশে বলবৃদ্ধি হইত। কিন্তু সমুদয় তালুকদার এই সময়ে ইংরেজের সহিত সমবেদনাসূত্রে সম্বদ্ধ হয়েন নাই। ইংরেজের রাজস্বগ্রহণ-প্রণালী এইরূপ সমবেদনা স্থাপনের প্রতিকূল হইয়াছিল। অভিনব ব্যবস্থায় অযোধ্যার এই প্রভাবশালী ও সম্পত্তিশালী তালুকদারগণ সামান্য লোকের অবস্থায় পাতিত হইয়াছিলেন। সমবেদনাপর স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ ইঁহাদের এইরূপ অধঃপতনে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তালুকদারগণ আপনাদের অধঃপতনে ইংরেজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন নাই। তাঁহাদের হৃদয়গত বিদ্বেষবহ্নি প্রচণ্ড প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও উহা একবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। উপযুক্ত সময়ে উহা যে, স্বকীয় প্রখরতার পরিচয় দিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না। এখন সেই সময় উপস্থিত হইল। তালুকদারদিগের অনেকে এখন আপনাদের প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহাদের হৃদয়গত বিদ্বেষবহ্নির প্রচণ্ড শিখায় এখন ইংরেজ যেরূপ বিস্মিত, সেইরূপ শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তালুকদারদিগের মধ্যে

শাহগঞ্জের রাজা মানসিংহ প্রধান ছিলেন। ইংরেজের বন্দোবস্তে তিনি তদীয় বিস্তৃত জমিদারীর স্বত্বচ্যুত হইয়াছিলেন। অভিনব গবর্ণমেণ্টের নিকটে রাজা মানসিংহকে রাজস্বের জন্য অনেক টাকার দায়ী হইতে হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজস্বের জন্য অন্যায়রূপে দায়ী করিতেছেন। যথানিয়মে রাজস্ব না দেওয়ার জন্য ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তিনি অবরুদ্ধ হইতে পারিতেন, কিন্তু সে সময়ে তাঁহাকে লক্ষ্ণৌতে পাওয়া যায় নাই। সুবিচারের জন্যেই হউক, বা আইন-ব্যবসায়ীদিগের পরামর্শ-গ্রহণের জন্যই হউক, তিনি ব্রিটিশ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তিনি কি করিয়াছেন, অযোধ্যায় তিনি কি ভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা ভালরূপে জানা যায় নাই। কিন্তু অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেই তাঁহাকে আটক করা হয়। কেহ কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্টের আদেশে তিনি নজরবন্দী হইয়াছিলেন, কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, তিনি দেনার দায়ে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। সহকারী কমিশনর অর্ সাহেবের সহিত তাঁহার সবিশেষ আলাপপরিচয় ছিল। অর্ সাহেব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।* ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর এই কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানসিংহ যাহাই করুন না কেন, তিনি কখনও গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল হইবেন না। যাহা হউক, মে মাসের শেষ ভাগে এবং জুন মাসের প্রারম্ভে অযোধ্যার কর্ত্তৃপক্ষ রাজা মানসিংহের প্রতি যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মানসিংহ সহকারী কমিশনরকে কহিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাকে নজরবন্দী না করা হয়, তাহা হইলে তিনি সহকারী কমিশনরকে সপরিবারে শাহগঞ্জ নামক স্থানের দুর্গে আশ্রয় দিয়া, রক্ষা করিবেন। সহকারী কমিশনর সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। প্রধান কমিশনরও ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও, মানসিংহ, যাবতীয় কুলমহিলা ও বালকবালিকাকে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না, ভাবিতে লাগিলেন। তিনি কেবল সিবিল কর্ম্মচারীদিগের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন, কিন্তু এই প্রস্তাব ডেপুটি কমিশনরের মনঃপূত হইল না। অবশেষে

*Hutchinson. Narrative of the Mutinies in oude, p. 71, note.

মানসিংহ ভাবিয়া কহিলেন, তিনি সকলকেই আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অতিগোপনে ষ্টেশন হইতে আশ্রয়গৃহে যাইতে হইবে। রাজা মানসিংহের এই প্রস্তাব সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে জানান হইল। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ উহাতে অমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা মানসিংহ অপেক্ষা আত্মবলের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিলেন। কেবল একজন মাত্র আফিসর আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে সিবিল কর্ম্মচারীদিগের পরিবারবর্গের সহিত শাহগঞ্জে পাঠাইতে সম্মত হইলেন।

৭ই জুন রাত্রিকালে কুলমহিলারা নিরাপদে আশ্রয়স্থলে উপনীত হইলেন। তাহার পরদিন সায়ংকালে সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা প্রথমে কামানগুলি অধিকার করিতে গেল। এই সকল কামানে গোলা ভরা হইয়াছিল। গোলন্দাজেরা প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া, উহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু তাহারা কামান ছুঁইতে না ছুঁইতে পদাতিকেরা আসিয়া পড়িল। আফিসরদিগের আদেশপালনে তাহারা যত্ন প্রকাশ করিল না। আফিসারদিগের অনুনয়বাক্যেও তাহারা বিচলিত হইল না। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল যে, কামান গুলি তাহাদের। তাহারা কামান অধিকার করিলেও আফিসরদিগের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইল না। তাহারা রক্ষকস্বরূপ হইয়া আফিসরদিগকে সৈনিকনিবাসে আনিল।

পদাতিগণ এইরূপে আফিসরদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু অশ্বারোহিগণ উহাতে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ১৫ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের একজন রেসেলাদার এই বিপ্লবের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিল। এই ব্যক্তি ইংরেজ আফিসরদিগকে বধ করিবার জন্য সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু গোলন্দাজগণ ও পদাতিকেরা দৃঢ়তার সহিত ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। ইংরেজ আফিসরেরা সমস্ত রাত্রি বন্দিভাবে রহিলেন। পদাতি ও গোলন্দাজেরা তাঁহাদিগকে কেবল রক্ষা করিল না, তাঁহাদের পলায়নেরও সুবিধা করিয়া দিল। তাহারা নৌকা সংগ্রহ করিল, আফিসরদিগকে টাকা দিল। ২২ সংখ্যক দলের সৈনিকেরা আফিসরদিগকে সঙ্গে লইয়া নদীর তটে উপস্থিত হইল। নৌকা সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু মাঝি মাল্লা কেহই ছিল না।

সুতরাং পলাতকেরা আপনারাই হাল ও দাঁড় ধরিয়া নিরাপদে ফৈজাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

ইউরোপীয়গণ অক্ষতশরীরে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু সকলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। এই সিপাহীযুদ্ধঘটিত অন্যান্য বিবরণের ন্যায় ফৈজাবাদের ইউরোপীয়দিগের পলায়নবৃত্তান্তও নানারূপ বিসদৃশ ঘটনায় পরিপূর্ণ। উপস্থিত বিপ্লবের সাধারণ ঘটনা—লুটতরাজ করা, ঘরদ্বার জ্বালাইয়া দেওয়া প্রভৃতির মধ্যে, পরস্পর বৈষম্য নাই। কিন্তু অন্যান্য ঘটনার মধ্যে একটির সহিত আর একটির সাদৃশ্য দেখা যায় না। অন্যান্য স্থানের ন্যায় ফৈজাবাদেও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য স্থানের উত্তেজিত সিপাহীদিগের ন্যায় ফৈজাবাদের সিপাহীগণ সমভাবে তাহাদের আফিসরদিগের প্রতি নির্দ্দয়তা বা অবিশ্বস্ততা দেখায় নাই। তাহারা কমিশনর এবং তদীয় সঙ্গীদিগকে কেবল অক্ষতদেহে যাইতে দেয় নাই, অধিকন্তু যাহাতে পলাতকেরা নিরাপদে ফৈজাবাদ হইতে পলায়ন করিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেয়। ইংরেজেরা এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহীদিগের একান্ত আয়ত্ত হইয়াছিলেন। সিপাহীদিগের ইচ্ছার উপর তাঁহাদের জীবন নির্ভর করিতেছিল। সিপাহীরা দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ না হইলে সকলকেই মেষপালের ন্যায় মৃত্যুমুখে পাতিত হইতে হইত। তাঁহাদের কোনরূপে বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সিপাহীদিগের মধ্যে সকলেই এই নিঃসহায়, নিরবলম্ব ও নিরতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত মেষপালের নিধনে আগ্রহযুক্ত হয় নাই। কথিত আছে যে, ২২ সংখ্যক দলের সিপাহীরা পলাতকদিগকে বধ করিবার জন্য আজিমগড়ের ১৭ সংখ্যক দলের সিপাহীদিগের নিকটে লোক পাঠাইয়াছিল। * যাহা হউক পলাতকগণ নদীপথে গমন করিয়াও পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহাদের নিকটে স্নিগ্ধকর জলপথও মৃত্যুপথ স্বরূপ হইল। তাঁহারা ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে বেমগঞ্জের নিকটে দেখিলেন যে,তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে পদাতি ও অশ্বারোহী সিপাহীগণ শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা গেল। এইখানে নদীর পরিসর অধিক ছিল না। সুতরাং পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইল।

* *Gublins, Mutinies in Oudh. p. 150.*

আজিমগড়ের ১৭ সংখ্যক পদাতিগণ আরোহীদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। আরোহীরা আত্মরক্ষার জন্য নদীর অপর তটে যাইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে সিপাহীগণ নৌকায় নদীপার হইল। সুতরাং নদীতটে উঠিয়া পলায়ন করা ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না। কর্ণেল গোলড্‌নে নিহত হইলেন। প্রথম দুইখানি নৌকার আরোহীরা পলায়ন করিতে গিয়া, অনেকে মৃত্যুমুখে পাতিত হইল। কেহ কেহ জলমগ্ন হইলেন। অবশিষ্ট পলাতকেরা কোনরূপে আমোরা নামক স্থানে গিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। এই থানে চতুর্থ নৌকার আরোহীরা ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সর্ব্বসমেত আট জন পলাতক একত্র হইয়া নিরাপদে কাপ্তেনগঞ্জে উপনীত হইলেন। তেজআলি খাঁ নামক ২২ সংখ্যক দলের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী ইঁহাদের মধ্যে ছিল। অতঃপর ইঁহারা যাবতীয় বিভিন্ন বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় কাপ্তেনগঞ্জ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারা যে সকল পল্লী দিয়া যাইতে লাগিলেন, তৎসমুদয়ের প্রধানেরা ইঁহাদের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ইঁহাদেব অসুবিধা দূর করিবার জন্য টাকা এবং ঘোড়া দিল। কিন্তু ইহাতেও পলাতকদিগের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। কোন পল্লীর অধিবাসিগণ সৌজন্য ও দয়ার ভাণ করিয়া, ইঁহাদের সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইল। এই পল্লীতে মুসলমানের সংখ্যা অধিক ছিল। পল্লীবাসিগণ বন্দুক ও তরবারি লইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। এই মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে উক্ত আট জনের প্রায় সকলেই দেহ ত্যাগ করিলেন। কেবল এক জন মাত্র ঘটনাক্রমে আপনাদের নিরতিশয় দুর্দ্দশার ও দুরদৃষ্টের পরিচয় দিবার জন্য জীবিত রহিলেন।

৮ই জুন ফৈজাবাদ হইতে যে চারি খানি নৌকা যাত্রা করিয়াছিল, তাহার তিন খানির আরোহীদিগের অদৃষ্টে এইরূপ দশা ঘটিল। অযোধ্যার প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যার প্রান্তভাগে অবশিষ্ট নৌকাখানি ঘটনাক্রমে অন্তরালে থাকাতে আক্রমণকারী সিপাহীদিগের লক্ষ্যের বহির্ভূত হইয়াছিল। এই জন্য উক্ত নৌকার আরোহীদিগের জীবনরক্ষা হইল। ফৈজাবাদ হইতে যাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুরবস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই। যাঁহারা কোনরূপে আপনাদের জীবনরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ

কেহ এই শোচনীয় ঘটনার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন,তাঁহাদের পলায়নবৃত্তান্তের সহিত এই বিবরণের তাদৃশ পার্থক্য নাই। পলাতকেরা কোন স্থানে প্রচণ্ড আতপতাপে অবসন্ন হইয়াছেন। কোন স্থানে পল্লীবাসীদিগের যত্নে আহার্য্য ও পানীয় পাইয়াছেন। কোন স্থানে আশ্রয়গৃহের অভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহচর বা বন্ধু, তাঁহাদের নিকটে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে এই মর্ম্মভেদী, শোচনীয় দৃশ্য নিস্তব্ধভাবে দেখিতে হইয়াছে। তাঁহাদের পরমস্নেহের ধন, বাৎসল্যের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রাণাধিক শিশুসন্তান তাঁহাদের ক্রোড়ে দুঃসহ যাতনা পাইয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। তাঁহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ইহা দেখিয়া, আবার বিপত্তিপূর্ণ পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পলাতকদিগের পলায়নবৃত্তান্ত এইরূপ শোচনীয়ভাবে পরিপূর্ণ। যাঁহারা ফৈজাবাদ হইতে নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি কুলমহিলা আপনার কতিপয় শিশুসন্তানের সহিত নৌকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। ইনি আপনার পলায়নবৃত্তান্তের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনাতেও পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। ইনি কখনও অনাবৃত স্থলে রাত্রিযাপন করিয়াছেন, কখনও অনলকণাসদৃশ রৌদ্রতাপে নিপীড়িত হইয়াছেন,কখনও পানীয় বা আহার্য্যের অভাবে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহার সন্তানগুলি পীড়িত হইয়া, ইঁহাকে অধিকতর কষ্ট দিয়াছে। পল্লীবাসীদিগের কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহীদিগের ভয়ে ইঁহার সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছে। কেহ কেহ বলবতী দয়ার আকর্ষণ পরিহার করিতে না পারিয়া, সভয়চিত্তে ইঁহাকে উপযুক্ত আশ্রয়স্থল, সুখাদ্য আহারীয় ও সুশীতল পানীয় দিয়াছে। ইঁহার শিশুসন্তানদিগকে একান্ত অবসন্ন দেখিয়া, দয়াবতী ধাত্রী উহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছে। রাজা মানসিংহ ইঁহার সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ নানা কষ্ট ভোগ করিয়া, ইনি ভারতবাসীর অনন্ত দয়ায় এবং সৌজন্যে প্রাণ রক্ষা করেন। কোন কোন পলাতক গোরক্ষপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। পথে ইঁহারা অবরুদ্ধ হয়েন। অবরোধকারিগণ ইঁহাদিগকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে মহম্মদ হোসেন খাঁ নামক এক ব্যক্তির অনুচর-

গণ ইঁহাদিগকে রক্ষা করেন। মহম্মদ হোসেন খাঁ ইঁহাদিগকে আশ্রয় দেন, পরে গোরক্ষপুরের মাজিষ্ট্রেট ইঁহাদিগকে আনিবার জন্য রক্ষক পাঠাইয়া দেন। ফৈজাবাদ হইতে যে মহিলা শিশুসন্তান লইয়া পলাইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আরও কতিপয় পলাতক সম্মিলিত হয়েন। ইঁহাদেরও দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। ইঁহাদের একজনের একটি সন্তানের মৃত্যু হয়। ইঁহাদের নিকটে সমাধি দিবার কোনরূপ উপকরণ ছিল না। ইঁহারা হাত দিয়া গর্ত্ত করিয়া, কোনরূপে এই শিশুর সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। যাঁহারা উপস্থিত বিপ্লবে প্রাণের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, আশ্রয়স্থানপ্রাপ্তির আশায় নানা দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে এইরূপ কষ্ট, এইরূপ যাতনা, এইরূপ শোকতাপ ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই।

ফৈজাবাদের দেওয়ানিবিভাগের চারি জন ইংরেজ কর্ম্মচারী আত্মরক্ষার জন্য নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বিপ্লবের সময়ে ইঁহারা, অনুচর এবং কুলকামিনী ও বালকবালিকাদিগের সহিত মানসিংহের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় ১১ই জুন শাহগঞ্জে উপনীত হয়েন। এই সময়ে মানসিংহ শাহগঞ্জে ছিলেন না, সিপাহীদিগের উত্তেজনায় কি ঘটিতেছে, জানিবার জন্য অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, কুলকামিনী ও বালকবালিকারা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি পুরুষদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। পুরুষেরা যেন শীঘ্রই প্রস্থান করেন, যেহেতু সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের অনুসন্ধানের জন্য কল্য তাঁহার বাড়ীতে যাইবে। সিপাহীদিগের আসিবার দিনেই নৌকা সংগৃহীত হইল। ৩৮ জন নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের উনত্রিশ জন নৌকায় চড়িয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে ফৈজাবাদের নয় মাইল দূরে গমন করিলেন। নদীতটে আসিবার সময়ে অপর নয় জনের গাড়ি ভাঙ্গিয়া গেল। সুতরাং ইঁহারা নৌকা ধরিতে না পারিয়া, শাহগঞ্জে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর ইঁহাদিগকে গোরক্ষপুরে পাঠান হয়। এ দিকে নৌকারোহিগণ গোপালপুরের রাজার সাহায্যে নিরাপদে দানাপুরে উপনীত হয়েন।

ইউরোপীয়দিগের পলায়নবিবরণে, ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ে ভারতের দুঃখিনী নারীরাও আপনাদের জীবন

সঙ্কটাপন্ন করিয়া বিপন্নদিগের উদ্ধারসাধনে যত্নবতী হইয়াছে। এক দিকে যেমন নরহত্যা, নরশোণিতপ্রবাহের ভয়ঙ্কর ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ অসামান্য দয়া, অপরিসীম কোমলতা এবং অপরিমেয় সমবেদনার দৃশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকারের একটি ঘটনা এ স্থলে বিবৃত হইতেছে।

ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন, সেনানিবাসের সিপাহীগণ যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাসী দ্বারা, আপনার স্ত্রীকে, অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, নদীতটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাসী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইবার জন্য আদিষ্ট হইল। সহধর্ম্মিণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া, ডেপুটি কমিশনর কার্য্যানুরোধে সেনানিবাসে গমন করিলেন। এদিকে কমিশনরের পত্নী শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত নদীকূলের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ এই সময়ে সম্পত্তিলুণ্ঠনের নিমিত্ত চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও অসহায়া ইংরেজমহিলা সন্ধ্যাসমাগমে কোন এক পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, তাঁহাকে স্বকীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্য্য তুন্দুরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীকূলে রাখিয়া প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী ভয়বিহ্বলচিত্তে সমস্ত রাত্রি, সেই তুন্দুরের মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে সিপাহীরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারি দিকে পলায়িত ইংরেজপুরুষ ও ইংরেজরমণীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পলায়িত ও আশ্রিতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণসংহার করা হইবে বলিয়া,গ্রামবাসীদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা জানিয়াও, কোমলহৃদয়া আশ্রয়দাত্রী নিরাশ্রয়া ইংরেজমহিলাকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করিল না। যখন ঐ রমণী গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের পুরুষেরা কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাহাদের অনেকে ঐ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ মহিলা ঐ বিষয় জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই উহা প্রকাশ করিল না। ভয়ব্যাকুলা বিদেশী, দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি

যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহলের শান্তি হইল, সিপাহীগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটি কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য, মহারাজ মানসিংহের নিকটে গিয়া, একখানি নৌকা প্রার্থনা করিল। মানসিংহ বিপন্নের উদ্ধারার্থে ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমিশনরের পত্নী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা আপনাদের সন্তানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বহির্ভাগে সমভিব্যাহারী কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহী বসিয়া রহিল, এবং উহা তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া, সাধারণের নিকটে ভাণ করিতে লাগিল। দুই এক স্থানে ইহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা সিপাহীগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েক জন ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটীর জন্য, নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গমন করিল। এস্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগের সাহায্য করিতে বিমুখ হইল না। একটি দয়াবতী রমণী শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া, দ্রুতগতি গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া, নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ আহ্লাদসহকারে ইহাদিগকে নৌকায় উঠাইলেন; ইহারা আপনাদের স্তন্যদানে শিশুদিগের তৃপ্তিসাধন করিল। সিপাহীগণ জানিতে পারিলে, এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্যকারিণী মহিলাদিগের প্রাণসংহার করিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও, উক্ত রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাশক্তি সাহায্য করে। এইরূপ সাহায্য পাইয়া, উক্ত কুলকামিনীগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। ডেপুটি কমিশনর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই মহদুপকার বিস্মৃত হয়েন নাই। যুদ্ধের অবসান হইলে, তাঁহারা উক্ত দয়াবতী মহিলাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

সুলতানপুর।

সুলতানপুর জেলার প্রধান নগর সুলতানপুর গোমতীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত। এই স্থানে ১৫ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের শিবির ছিল। এতদ্ব্যতীত ৮ সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিদল এবং কতকগুলি অস্ত্রধারী পুলিশপ্রহরী অবস্থিতি করিতেছিল। কর্ণেল ফিসার্ ইঁহাদের অধিনায়ক ছিলেন। ৫ই জুন সুলতানপুরের দেওয়ানিবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী

সংবাদ পাইলেন যে, স্থানান্তরের উত্তেজিত সিপাহীগণ সুলতানপুরের সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের নিধনের চেষ্টা করিতেছে। তৎপরদিনেও এইরূপ আতঙ্কজনক সংবাদ সুলতানপুরে পঁহুছিল। কর্ণেল ফিসার্ ৭ই তারিখে দুই জন আফিসরকে সঙ্গে দিয়া, কুলমহিলাদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইলেন। ৯ই জুন প্রাতঃকালে সৈনিকেরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। কর্ণেল ত্বরিতগতিতে সৈনিকবাসে গিয়া, সিপাহীদিগকে প্রশান্তভাবে ও স্নেহসহকারে আপনাদের কর্ত্তব্যসাধনের জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে একজন নজীব কর্ণেলের পৃষ্ঠদেশে গুলির আঘাত করিল। কর্ণেল আপনার সৈনিকদিগের সম্মুখে সাজ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। যাহারা তাঁহার স্নেহের পাত্র ছিল, যাহাদিগকে তিনি কর্ত্তব্যসম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার জন্য ধীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, তাহারা এইরূপে তদীয় উপদেশের সম্মান রক্ষা করিল। তাহাদের কেহই এ সময়ে আসন্নমৃত্যু অধিনায়কের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল না। টুকার নামক একজন সেনানায়ক কর্ণেলকে ডুলীর মধ্যে স্থাপন করিলেন। এই ডুলীর পার্শ্বেই আর একজন সেনানায়ক নিহত হইলেন। এদিকে কর্ণেল ফিসারেরও মৃত্যুযাতনার অবসান হইল। সিপাহীরা এইরূপে আপনাদের অধিনায়কদিগের শোণিতপাত করিয়া, টুকার সাহেবকে পলাইতে হইল। টুকার অশ্বারোহণপূর্ব্বক প্রাণের দায়ে গোমতীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। গোমতীতটে দড়িয়ানামক স্থানে রোস্তম শাহ নামক একজন তালুকদারের একটি দুর্গ ছিল। চারি দিকে বহুবিস্তৃত নিবিড় জঙ্গলে এই দুর্গ পরিবেষ্টিত ছিল। ভূমির অভিনব বন্দোবস্তে রোস্তম শাহ নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার অনেক জমী অন্যায়পূর্ব্বক আধকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজপুরুষদিগের অন্যায়াচরণেও এই ধীরপ্রকৃতি তালুকদারের হৃদয়ে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাব উদ্দীপিত হয় নাই। যাঁহাদের বিচারে তাঁহার ক্ষতি হইয়াছিল, দয়া ও সৌজন্যের বশীভূত হইয়া,তিনি এ সময়ে তাঁহাদেরই উপকারসাধনে উদ্যত হয়েন। নিরাশ্রয় ও বিপন্ন টুকার সাহেব তাঁহার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহার সহিত আরও কতিপয় পলাতক সম্মিলিত হয়েন। আশ্রয়দাতা তালুকদারের সদয়ব্যবহারে আশ্রিতদিগের সর্ব্ববিষয়ে শান্তিলাভ হয়। বারা-

ণসার কমিশনর হেন্‌রি টুকার অতঃপর ইঁহাদিগকে আপনার নিকটে আনয়ন করেন। কিন্তু সুলতানপুরের দেওয়ানিবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের অদৃষ্ট এইরূপ প্রসন্ন হয় নাই। দুইজন কর্ম্মচারী সুলতানপুরের জাসিন্ খাঁ নামক একজন জমীদারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাসিন্ খাঁ বাহিরে ইঁহাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও সদয়ভাব প্রকাশে ক্রটি করে নাই। কিন্তু শেষে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা পরিস্ফুট হয়। আশ্রয়দাতা আশ্রিতদিগকে আপনার গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। তাহার ইচ্ছানুসারে উভয় কর্ম্মচারী বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েন। অযোধ্যার ভূস্বামীদিগের পক্ষে এইটি কেবল বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র দৃষ্টান্ত, রাজপুরুষদিগের গোচর হইয়াছিল।

এইরূপে সুলতানপুরে ইউরোপীয়দিগের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল। অন্যান্য স্থানের উত্তেজিত লোকে আপনাদের কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া যেরূপ উৎসব করিয়াছিল, ইউরোপীয়দিগের নিধনে ও অপসারণে সুলতানপুরেও তাহার অনুষ্ঠান হইল। ইংরেজদিগের বাসগৃহ ভস্মীভূত এবং দ্রব্যাদি বিলুণ্ঠিত হইল। গৃহদাহজনিত প্রজ্বলিত অনলস্তূপ কিয়ৎকালের জন্য উত্তেজিত সিপাহীদলের আমোদ বর্দ্ধন করিল। এইরূপ আমোদের পর সিপাহীরা নবাবগঞ্জের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

ফৈজাবাদবিভাগের আর একটি স্থানে সৈনিকনিবাস ছিল। অযোধ্যার

সলোনি। ১ সংখ্যক পদাতিদলের প্রধান অংশ সলোনিতে অবস্থিতি করিতেছিল। মে মাস এবং জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত এ স্থলে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ছিল। লোকে ধীরভাবে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতেছিল। জমীদারগণ নিয়মিতরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য খাজানা দিতেছিলেন। প্রগাঢ় শান্তির সময়ে লোকে যে ভাবে থাকে, যেরূপে কর্ম্ম করে, যে নিয়মে সংসারযাত্রানির্ব্বাহে অগ্রসর হয়, সালোনির অধিবাসীদিগের মধ্যে তাহাই পরিলক্ষিত হইতেছিল। সুতরাং কর্তৃপক্ষ সহসা কোনরূপ বিপ্লবের আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, ফৈজাবাদ ও সুলতানপুরের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের স্পষ্ট বোধ হইল যে, সলোনির সিপাহীগণ দীর্ঘকাল বিশ্বস্তভাবে থাকিবে না। ৯ই জুন এই সিপাহীদিগের মধ্যে

উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়। ১০ই জুন ইহারা প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ কোম্পানির বিপক্ষ হইয়া উঠে। কিন্তু উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিপক্ষতায় অন্যান্য স্থানে যে ভয়াবহ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সলোনিতে তাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই স্থানে কোন ইউরোপীয়ের জীবনহানি ঘটে নাই। কোন ইউরোপীয় আপনার সমক্ষে প্রীতিভাজন বন্ধুজনকে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিতে দেখেন নাই। এই স্থানের সিপাহীগণ আপনাদের প্রাধান্যঘোষণা করে। কারাগারের কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাহারা আফিসরদিগের অমূল্য জীবন রক্ষা করিতে ত্রুটি করে নাই। তাহারা আফিসরগণের রক্ষকস্বরূপ হইয়া নগরের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত গমন করে। ২০ জন বিশ্বস্ত সিপাহী এই সময়ে আপনাদের অধিনায়ককে পরিত্যাগ করে নাই। ইউরোপীয়গণ এইরূপে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, দরাওপুর নামক স্থানের দুর্গে উপনীত হয়েন। এই দুর্গ রাজা হনুমন্ত সিংহ নামক একজন তালুকদারের অধিকৃত ছিল। রস্তম শাহের ন্যায় রাজা হনুমন্ত সিংহও ভূমিঘটিত বন্দোবস্তে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রস্তম শাহের ন্যায় তিনিও এ সময়ে বিপন্ন ইংরেজদিগের প্রতি অপরিসীম প্রীতি প্রকাশ করেন। তাঁহার উদারতা, তাঁহার হিতৈষিতা, তাঁহার মহানুভাবতা, এ সময়ে পরিস্ফুট হয়। যে জাতির লোকে তাঁহাকে উৎসন্নপ্রায় করিয়াছিল, উপস্থিত সঙ্কটকালে তাঁহার যত্নে সেই জাতির বিপন্ন ব্যক্তিদিগের বিঘ্নবিপত্তি দূর হয়। তিনি সালোনির বিপন্ন ইউরোপীয়দিগকে আপনার দুর্গে আশ্রয় দেন। তিনি ইঁহাদের পরিচর্য্যার দিকে দৃষ্টি রাখেন। তিনি ইঁহাদের সহিত দেখা করিয়া, সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করেন। যখন ইউরোপীয়গণ ইঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের একজন ইঁহাকে কহিলেন যে, বিপ্লবের শান্তি হইলে তিনি তদীয় প্রণষ্ট বিষয়ের উদ্ধারে সহায়তা করিবেন। এই কথায় উদারপ্রকৃতি তালুকদার সোজাভাবে দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন—"সাহেব! আপনাদের দেশের লোকে এই দেশে আসিয়া আমাদের রাজাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আপনারা আমাদের ভূসম্পত্তির দলীলপরীক্ষার জন্য আপনাদের কর্ম্মচারীদিগকে চারি দিকে পাঠাইয়াছেন। যে সম্পত্তি স্মরণাতীত কাল হইতে আমার বংশের দখলে রহিয়াছিল, আপনারা তাহা লইয়াছেন। আমি আপনাদের আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। এখন

সহসা আপনাদের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই দেশের লোকে আপনাদের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা যাহাকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়াছেন এখন তাহারই নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এখন—এখন আমি আমার সশস্ত্র অনুচরদিগকে লইয়া লক্ষ্ণৌ যাইব এবং আপনাদিগকে এই দেশ হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিব"।* রাজা হনুমন্ত সিংহ গম্ভীরভাবে এই কথা কহিয়া, আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে বিদায় দিয়াছিলেন। সন্তোষের বিষয় এই যে, বিপ্লবের শান্তি হইলে এই সদাশয় তালুকদারকে তাঁহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সলোনির ইউরোপীয়গণ রাজা হনুমন্তের সাহায্যে নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। এই সময়ে অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও বিপন্নদিগের যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন।

বহ্‌রইচ্‌বিভাগের মধ্যে বহ্‌রইচ্‌, গণ্ডা এবং মোল্লাপুর বা মলাপুর জেলা। প্রথম দুইটি ঘর্ঘরানদীর বাম তটে এবং তৃতীয়টি উহার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। উপস্থিত সময়ে চার্লাস উইঙ্গফীল্ড (পরে স্যার্ চার্লস্ উইঙ্গফীল্ড) এই বিভাগের কমিশনর ছিলেন। ইনি বহ্‌রইচে থাকিতেন। এই ষ্টেসন ব্যতীত পশ্চিমে মটপুর, দক্ষিণে সিক্রোরা, দক্ষিণপশ্চিমে গণ্ডা অবস্থিত। ইহার মধ্যে সিক্রোরা প্রধান সৈনিক ষ্টেশন। ১৮৫৭ অব্দের মে মাসে সিক্রোরার সৈনিকনিবাসে একদল অশ্বারোহী, একদল পদাতি এবং অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিকদলের গোলন্দাজ সৈনিক ছিল। কাপ্তেন বোসিও এই সকল সৈনিকদলের অধিনায়ক ছিলেন।

বহ্‌রেইচ্‌।

যখন মিরাট এবং দিল্লীর সংবাদ বহ্‌রইচে উপস্থিত হয়, তখন তত্রত্য সৈনিকদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষ বা উত্তেজনা দেখা যায় নাই। সিপাহীরা পূর্ব্বের ন্যায় রাজভক্তির পরিচয় দিতেছিল, পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে আপনাদের কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিল, পূর্ব্বের ন্যায় সন্তোষসহকারে আপনাদের অধিনায়কদিগের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতেছিল। কিন্তু কেবল মিরাট এবং দিল্লীর ঘটনায় উপস্থিত বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হয় নাই। মিরাটে যাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, দিল্লীতে যাহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহা অন্যান্য সৈনিকনিবাসেও পরিব্যাপ্ত

* *Mulleson, Indian Mutiny, Vol. I. p. 407, note.*

হইয়া পড়ে। এক সৈনিকনিবাস হইতে আর এক সৈনিকনিবাসে এই বিপ্লবের সংবাদ উপস্থিত হয়। প্রতি সৈনিকনিবাস উহাতে আন্দোলিত হইয়া উঠে। এইরূপ বিপ্লবের অভিঘাতে বহ্‌রইচবিভাগেরও সন্তাড়িত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং কমিশনর সাহেব নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া, মহিলা ও বালক্‌বালিকাদিগকে উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, লক্ষ্ণৌতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের রক্ষার জন্যও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হওয়াতে তালুকদারদিগের যার পর নাই ক্ষতি হইয়াছিল। এখন এই তালুকদারগণই উপস্থিত সঙ্কটকালে ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদিগের প্রধান রক্ষক হইলেন। পূর্ব্বে এইরূপ কতিপয় তালুকদারের মহানুভাবতার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। বহ্‌রইচবিভাগের কমিশনরও আপনাদের রক্ষার জন্য তালুক-দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে বলরামপুরের রাজা স্যার্ দিগ্বিজয় সিংহ প্রধান। ইনি কমিশনর সাহেবের বন্ধু ছিলেন। ইনি ইংরেজ-দিগের বিপদে উৎফুল্ল হয়েন নাই। ইংরেজদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিতে ইনি যত্ন বা উৎসাহের পরিচয় দেন নাই। উইঙ্‌ফীল্ড সাহেবের প্রার্থনাপূরণে ইঁহার আগ্রহ পরিস্ফুট হয়। কমিশনর সাহেব আপনাদের বিপত্তিকালে ইঁহাকে প্রধান সহায় মনে করিয়া আশ্বস্ত হয়েন।*

একদা সহসা রাত্রিকালে জনরব উঠিল যে, সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধা-চরণে উদ্যত হইয়াছে। মহিলা ও বালকবালিকাগণ লক্ষ্ণৌতে প্রেরিত হইলে, আফিসরেরা কমিশনরের গৃহে শয়ন করিতেন। এখন সিপাহীদিগের উত্থান-বার্ত্তা শুনিয়া, ইঁহারা গভীর নিশীথের অন্ধকারের মধ্যে সৈনিকনিবাসের দিকে ধাবিত হইলেন। গোলন্দাজেরা তাঁহাদের আদেশপালনে অগ্রসর হইল। কিন্তু এ সময়ে সিপাহীদিগের বিরুদ্ধাচরণের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। আফিসরেরা আপনাদের শয়নগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সৈনিকনিবাস নিশীথের নিস্তব্ধ-ভাবের মধ্যে নিমগ্ন রহিল।

এই স্থানের সিপাহীদিগের উত্তেজনাসম্বন্ধে অন্যরূপ কথার উল্লেখ হইয়া

* দিগ্‌বিজয় সিংহ অতঃপর কে. সি. এস. আই. উপাধিতে ভূষিত এবং গবর্ণর-জেনেরলের কৌন্‌সিলের সদস্য হয়েন।

থাকে। সিপাহীদিগের মধ্যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, রাত্রিকালে যখন তাহারা নিদ্রিত থাকিবে, তখন তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করা হইবে। এইরূপ কাল্পনিক আশঙ্কায় তাহারা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। উদ্বেগের আবেগ ক্রমে উত্তেজনায় পরিণত হয়। ইহাতে অধিনায়কের স্পষ্ট বোধ হইল যে, সৈনিকদল তাঁহার বশবর্ত্তী থাকিবে না। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে ঘোরতর বিপ্লবের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স দেওয়ানি এবং সৈনিকবিভাগের অধ্যক্ষদিগের নিকট লিখিয়াছিলেন যে, যদি বিপ্লব ঘটে, তাহা হইলে আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহাদের সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিবে। সর্ব্বাগ্রে কমিশনর উইঙ্গফীল্ড সাহেব এই উপদেশের সম্মান রক্ষা করিলেন। তিনি অশ্বারোহণপূর্ব্বক সায়ন্তন বায়ুসেবনচ্ছলে বহির্গত হইয়া, সবেগে গণ্ডার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

গণ্ডা।

এই সময়ে গণ্ডায় কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। কাছারিতে বিচারকগণ নিরুদ্বেগে কর্ম্ম করিতেছিলেন। সৈনিকনিবাসের সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ছিল। মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ প্রশান্তভাব অব্যাহত থাকে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণের মধ্যে ভাবান্তর লক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু ইহাতে কোন বিষয়ে কোনরূপ অশৃঙ্খলা বা কোনরূপ গোলযোগের সূত্রপাত হয় নাই। সিপাহীগণ দৃঢ়তার সহিত কহে যে, তাহারা কখনও নিমকের সম্মানরক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিবে না। কিন্তু যখন উইঙ্গ্‌ফীল্ড সাহেব ফৈজাবাদ ও সিক্রোরার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গণ্ডার সিপাহীদিগের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মিল। সিপাহীরা যদিও বিশ্বস্তভাবে থাকিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তথাপি অধিনায়কদিগের সন্দেহ দূর হইল না। উইঙ্গ্‌ফীল্ড সাহেব দেওয়ানি কর্ম্মচারীর সহিত বলরামপুরের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। বলরামপুররাজ ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন, এবং কয়েকদিন পরে উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, গোরক্ষপুরে পাঠাইয়া দিলেন। পথে অন্য একজন সদয়প্রকৃতি রাজার সাহায্যে ইঁহারা নিরাপদে গোরক্ষপুরে উপনীত হইলেন। গণ্ডার সৈনিকদলের অধিনায়ক এবং তাঁহার সহযোগী আপনার লোকদিগকে প্রশান্তভাবে ঐ স্থানে রাখিলেন। কিন্তু পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদের প্রয়াস

কোন অংশে সফল হইবে না, তখন তাঁহারা ঐ স্থানে না থাকিয়া, পর দিন সিক্রোরার কতিপয় আফিসরের সহিত বলরামপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে গণ্ডা ও সিক্রোরা হইতে শ্বেতপুরুষগণ আপনাদের প্রাণের দায়ে পলায়ন করিলেন। কেবল একজন মাত্র সাহসী সেনানায়ক—বন্‌হাম আপনাদের প্রাধান্যরক্ষার আশায় শেষোক্ত স্থল রহিলেন। এই অধিনায়ক গোলন্দাজদলে অধ্যক্ষতা করিতেন। ইঁহার সৈনিকগণ আপাততঃ ইঁহার প্রতি অনুরক্ত রহিল, ইঁহার আদেশপালনে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল, ইঁহার বিপত্তিনিবারণে সতর্কতার পরিচয় দিতে লাগিল। কমিশনর অন্য স্থানের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। পদাতিদলের আফিসরেরা স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন *, ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ সঙ্কটময় স্থানে, এইরূপ উত্তেজিতপ্রায় সৈনিকদিগের মধ্যে গোলন্দাজ সেনানায়ক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সিপাহীগণ বিশ্বস্তভাবে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাকে আপনাদের অধিনায়ক হইতে বলিল। তিনি সম্মত হইলেন এবং পদাতি ও গোলন্দাজদিগকে সঙ্গে লইয়া, লক্ষ্ণৌ যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু অধিনায়কের আশা ফলবতী হইল না। সিপাহীদিগের প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হইল না। পদাতিগণ কথার অবাধ্য হইয়া উঠিল। গোলন্দাজদিগেরও ভাবান্তর ঘটিল। অধিনায়ক ইহাতেও বিচলিত না হইয়া, আপনার কামানের পার্শ্বে রহিলেন। যখন পদাতিগণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল, তখন তিনি গুলি করিতে গোলন্দাজদিগকে আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল না। অধিকন্তু তাঁহার লোকেই তাঁহার দিকে বন্দুক উঠাইল। কিন্তু এ সময়ে সকলেই সমভাবে তাঁহার বিরোধী হয় নাই। প্রভুভক্তি অনেককে এ সময়েও প্রভুর প্রতি সদাচরণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। ইহারা অধিনায়কের

* সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব শুনিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে আফিসরেরা আপনাদের সৈনিকগণকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে পাহারা বদলি না হওয়াতে রক্ষকেরা সৈনিকনিবাসে চলিয়া যায়। এই সুযোগে আফিসরগণ অশ্বারোহণে বলরামপুরে পলায়ন করেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 476, note.*

জন্য ঘোড়া আনে, টাকার জোগাড় করে, এবং যাঁহার জীবনরক্ষার্থে এইরূপ আয়োজনে তৎপর হইয়াছিল, তাঁহাকে পলাইতে কহে। সিক্রোরার গোলন্দাজদিগের অধিনায়ক আর কোন উপায় না দেখিয়া, সন্তপ্তহৃদয়ে আপনার চিরপরিচিত ও চির আদরণীয় কামান ছাড়িয়া, লক্ষ্ণৌতে প্রস্থান করেন।

পলায়নসময়ে এই অধিনায়ককে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি যেন নদীপার হইবার সময়ে, বৈরাম ঘাটের দিকে অগ্রসর না হয়েন, যেহেতু ঐ ঘাটে উত্তেজিত সিপাহীদিগের অধিকাংশ অবস্থিতি করিতেছে। পলাতক সেনানায়ক এ জন্য সাবধান হইয়াছিলেন। কিন্তু বহ্‌রইচের ইউরোপীয়দিগকে কেহই এইরূপ সাবধান করিয়া দেয় নাই। ঐ স্থানের সেনানায়ক এবং ডেপুটি কমিশনর ও তাঁহার সহকারী অশ্বারোহণে নওপাড়ার অভিমুখে ধাবিত হয়েন। কিন্তু এই স্থানে তাঁহারা আশ্রয় পাইলেন না। নওপাড়ার অধিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। যিনি তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, ইংরেজের প্রতি তাঁহার সমবেদনা ছিল না। যাহা হউক, পলাতকগণ এ স্থানে আশ্রয় না পাইলেও, কোনরূপে বিপন্ন হইলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের অবস্থিতিস্থল বৈরাম ঘাটের দিকে গমন করিলেন। পলাতকগণ এতদ্দেশীয়দিগের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ ছদ্মবেশে ইঁহারা ঘাটে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের ঘোড়াগুলি নৌকায় তুলিয়া দিলেন। এই সময়ে কতিপয় সিপাহী, ফিরিঙ্গি পলাইতেছে বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি অপর সিপাহীগণ নদীতটে উপনীত হইয়া, আরোহীদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। ডেপুটি কমিশনর ও সেনানায়ক নিহত হইলেন। ডেপুটি কমিশনরের সহকারীকে নৌকার বাহিরে আনা হইল। সহচরদিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, কয়েকদিন পরে ইঁহার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। কথিত আছে, বহ্‌রইচের সেনানায়ক, ফজল্ আলি নামক একজন দস্যুকে ধরিয়াছিলেন। বিচারে এই দস্যুর প্রাণদণ্ড হয়। ইহাকে ধরিবার সময়ে যে সকল সিপাহী উক্ত সেনানায়কের সাহায্য করিয়াছিল, তাহারা এখন কোম্পানির বিরোধী হইয়া, ১৭ সংখ্যক পদাতিদলকে বলিয়া পাঠাইল যে, ফজল্ আলির নিধনের জন্য সেনানায়কের সম্বন্ধে কি করিতে হইবে। উক্ত পদাতিগণ উত্তর

দিল—“উহার শিরশ্ছেদ কর”। অবিলম্বে এই সেনানায়ক এবং তাঁহার একজন সহচর ধৃত ও নিহত হইলেন। *

মোল্লাপুর। মোল্লাপুর বা মলাপুরে কোনও সিপাহী ছিল না, সুতরাং ঐ স্থানে সহসা কোনরূপ বিপদ ঘটিবে বলিয়া, কেহ আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু কিছুদিন পরে উচ্ছৃঙ্খল লোকের জন্য শান্তির ব্যাঘাত হয়। রাজপুরুষেরা শান্তিরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পলায়ন করেন। পথে সীতাপুর এবং অন্যান্য স্থানের পলাতকেরা ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হয়েন। ইঁহারা প্রথমে নৌকায় চড়িয়া পলাইতেছিলেন, কিন্তু ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে জানিয়া, নৌকা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থলপথে যাত্রা করেন। পথে ইঁহাদিগকে দওড়িয়ানামক স্থানের রাজার মতিয়ারিস্থিত ভবনে প্রায় দুই মাস অবস্থিতি করিতে হয়। ইহার পর কেহ কেহ শত্রুহস্তে পতিত হয়েন। কেহ কেহ নেপালের পাহাড়ে পলায়ন করেন। ঐ স্থানের একজন রাজা পলাতকদিগকে আশ্রয় দেন। কিন্তু ইহাতেও হতভাগ্যদিগের জীবনরক্ষা হয় নাই। নেপালতরাইর অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর পরাক্রমে অনেকের প্রাণান্ত ঘটে। কেবল একজন মাত্র পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া, জঙ্গ্ বাহাদুরের গোরক্ষপুরস্থিত শিবিরে উপনীত হয়েন।

দরীয়াবাদ। লক্ষ্ণৌবিভাগের অন্তর্গত দরীয়াবাদে অযোধ্যার ৫ সংখ্যক পদাতিদল অবস্থিতি করিতেছিল। মে মাসে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। কাপ্তেন ইহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। ইহারাও কাপ্তেনকে ভালবাসিত এবং ধীরভাবে কাপ্তেনের আদেশ পালন করিত। সুতরাং কাপ্তেনের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার স্নেহের পাত্রগণ শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিবে। প্রায় তিন লক্ষ টাকা দরীয়াবাদের ধনাগারে ছিল। এই অর্থরাশি উপস্থিত সময়ে গোলযোগের কারণস্বরূপ হইয়াছিল। পদাতিদলের কাপ্তেন প্রথমতঃ এই টাকা লক্ষ্ণৌতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে দরীয়াবাদের অন্যান্য ইউরোপীয়ের বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া, তিনি এ বিষয়ে নিরস্ত হয়েন। শেষে ঐ অর্থ স্থানান্তরিত করাই

* *Mutiny of the Bengal Army. By one who served under Sir Charles Napier, p. 82.*

সিদ্ধান্ত হইল। কাপ্তেন সমস্ত টাকা ধনাগার হইতে, এবং সমস্ত কয়েদীকে কারাগার হইতে সৈনিকনিবাসে আনিলেন। কয়েদীরা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, পাছে কোনরূপ গোলযোগ ঘটায়, এই আশঙ্কায় উক্তরূপ ব্যবস্থা হইল। ৯ই জুন সমস্ত টাকা গাড়িতে বোঝাই করা হইল। সিপাহীরা আনন্দসূচক ধ্বনি করিয়া, সৈনিকনিবাস হইতে যাত্রা করিল। কিন্তু অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিতে না করিতে তাহাদের ভাবান্তর ঘটিল। তাহারা আপনাদের অধিনায়কের সমক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিল। কিন্তু এ সময়ে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুভক্তিতে বিসর্জ্জন দেয় নাই। যখন তাহাদের সতীর্থগণ ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহারা উহাতে বাধা দেয়। সিপাহীদিগের এইরূপ বিপক্ষতায় ইউরোপীয়গণ হতাশ্বাস হইলেন। গাড়িবোঝাই টাকা আবার দরীয়াবাদে ফিরাইয়া আনা হইল। ইউরোপীয়গণ উপায়ান্তর না দেখিয়া, পলায়নে উদ্যত হইলেন।

উদ্যম সফল হইল। কেহ কেহ একায় চড়িয়া লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। সিপাহীগণ কাপ্তেনের প্রতি গুলি চালাইলেও কাপ্তেন অশ্বারোহণে অক্ষতশরীরে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন। সিপাহীরা কয়েকদিন দরীয়াবাদে রহিল। পরে তাহাদের প্রধান আড্ডা নবাবগঞ্জের অভিমুখে ধাবিত হইল। ইংরেজেরা এইরূপে দরীয়াবাদ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। সমগ্র বিভাগে অযোধ্যার নবাবের প্রাধান্য ঘোষিত হইল।

এইরূপে অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলে গোলযোগ ঘটে। এ সম্বন্ধে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব এই ভাবে লিখিয়াছেন—"এই সকল ঘটনায় ইংরেজের জীবন এবং ইংরেজের সম্পত্তির যেরূপ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সেইরূপ আমাদের জাতীয় গৌরবেরও হানি হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের স্বজাতিগণ শৃগালশকুনি প্রভৃতির ভক্ষ্য না হইলেও, আপনাদের প্রাণনাশের ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তভাবে পলায়ন করিয়াছে এবং কিছুকাল পূর্ব্বে যে সকল লোকে সভয়ে তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়াছে, তাহাদেরই নিকটে কাতরভাবে করুণা ভিক্ষা করিয়াছে। ** ইহাদের কেহ কেহ বহু কষ্টে লক্ষ্ণৌতে উপনীত হইয়াছে, কেহ কেহ গোরক্ষপুরে পলায়ন করিয়াছে, কেহ কেহ বা

ভাগ্যক্রমে এলাহাবাদে গিয়া, আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়াছে। অবশিষ্ট পলাতকেরা পথে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। যেরূপ দুর্ঘটনার মধ্যে ইহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, যেরূপ যাতনাভোগের পর ইহারা দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয় নাই।" *

এ স্থলে কতিপয় পলাতক রাজপুরুষের শোচনীয় অদৃষ্টের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। উপস্থিত সময়ের ভয়ঙ্কর বিপ্লবে ইংরেজদিগের কিরূপ দশাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা এই বর্ণনায় বুঝা যাইবে। সীতাপুরের স্যার্ মাউণ্ট্ ষ্টুয়ার্ট্ জাক্‌সন্ নামক একজন সিবিলিয়ান্ আপনার দুইটি ভগিনীর সহিত উক্ত স্থানের দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া পলায়ন করেন। পলায়নের গোলযোগে একটি ভগিনী আপনার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। জাক্‌সন সাহেব একটি মাত্র ভগিনীর সহিত আশ্রয়স্থানের অভিমুখে ধাবিত হয়েন। পথে আরও কতিপয় পলাতকের সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। সকলেই মিথৌলীতে গমন করেন। এই স্থানে মোহমদীর সহকারী ডেপুটি কমিশনর কাপ্তেন অর্ আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। অযোধ্যার ৯ সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিকদলের সুবাদার ঈশ্বরী সিংহ ইঁহাদের রক্ষক ছিলেন। মিথৌলীর রাজা লুনী সিংহ কাপ্তেন অরের নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। এইজন্য কাপ্তেন আপনার প্রণয়িনী ও স্নেহাস্পদ সন্তান-দিগকে ঐ স্থানে পাঠাইতে সাহসী হইয়াছিলেন। বিবি অর্ সমস্ত রাত্রি পথ অতিবাহন করিয়া পূর্ব্বাহ্ণ আটটার সময় মিথৌলীতে উপস্থিত হয়েন। রাজা এই সময়ে নিদ্রিত ছিলেন। বিবি অরের উপস্থিতির দুই ঘণ্টা পরে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হয়। রাজা বিবি অর্‌কে আপনার দুর্গে স্থান না দিয়া, কাচিয়ানি-নামক স্থানের দুর্গে পাঠাইয়া দেন। যেহেতু ঐ স্থান রাজার নিকটে অধিকতর নিরাপদ বোধ হইয়াছিল। বিবি অর্ কাচিয়ানির দুর্গে উপনীত হইলেন। দুর্গটি মৃত্তিকানির্ম্মিত। উহার চারি দিকে নিবিড় জঙ্গল। এই স্থানে জন-সমাগম নাই। শ্বাপদকুলের বিহারভূমি—মৃণ্ময় দুর্গে উপস্থিত হইয়া, বিবি অর্ যেরূপ বিরক্ত, যেরূপ দুঃখিত, সেইরূপ শঙ্কিত হইলেন। দুর্গে ব্যবহারোপযোগী

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 481-482.*

দ্রব্যাদি ছিল না। সুতরাং নানা বিষয়ে বিবি অরের অসুবিধা ঘটিল। সন্ধ্যাকালে রাজা স্বয়ং দুর্গে আসিয়া, বিবি অরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উপস্থিত সঙ্কটকালে তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। জাক্‌সন সাহেব, তাঁহার ভগিনী, কাপ্তেন অর্‌ এবং অপর কয়েক জন পলাতকও এই দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিথৌলীর রাজা ইঁহাদিগকেও আশ্রয় দেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের জন্য ভীত হইলেও, ইঁহাদের নিকটে খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ করেন। কাচিয়ানির জঙ্গল বন্য জন্তুতে এরূপ পরিপূর্ণ ছিল যে, শ্বাপদকুলকে দূরে রাখিবার জন্য পলাতকদিগকে রাত্রিকালে খোলা জায়গায় আগুন জ্বালাইয়া থাকিতে হয়।

সীতাপুর হইতে আরও কতিপয় পলাতক এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। ইঁহাদের পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়াছিল। ইঁহাদের পায়ের জুতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। জঙ্গলের কণ্টকময় পথ অতিক্রম করিতে ইঁহাদের পদদেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। * পথশ্রমে, আহার্য্য ও পানিয়ের অভাবে ইঁহারা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ দুঃসহ যাতনায় ইঁহাদিগকে কাচিয়ানির জঙ্গলে থাকিতে হয়।

ইহার মধ্যে কাপ্তেন অর্‌ ঐ দুর্গে সমাগত হয়েন। কিছুকাল সকলে সেই গভীর আরণ্য প্রদেশে, সেই শ্বাপদ-পরিবৃত মৃণ্ময় দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জুন মাস অতীত হইল। জুলাই মাসও দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। কিন্তু পলাতকদিগের দুর্গতি দূর হইল না। ক্রমে আগষ্ট মাস সমাগত হইল। এখন মিথৌলীর রাজা বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের অধিকতর বিপদের হেতুভূত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিকটে উত্তেজিত সিপাহীরা পলাতকদিগের সন্ধান পাইল। কিন্তু সিপাহীগণ ঐ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল না। রাজার আদেশে পলাতকেরা আপনাদের অরণ্যময় বাসস্থল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা কোথায় যাইবেন, কাহার হস্তে সমর্পিত হইবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, আতপতাপে, বৃষ্টিপাতে অথবা শ্বাপদের আক্রমণে তাঁহাদের যাবতীয় কষ্টের অবসান হইবে। কিন্তু দুর্দৃষ্ট-

* *English Captive in Oudh. Edited by M. Wylie, p. 14.*

দোষে তাঁহাদের কষ্টের শেষ হইল না। তাঁহাদের কেহ কেহ পথশ্রমে অবসন্ন হইলেন। কেহ কেহ জঙ্গলের জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কেহ অপরের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিলেন না। কেবল পরস্পর সজল-নয়নে ও নির্ব্বাক্‌ভাবে পরস্পরের কষ্ট দেখিতে লাগিলেন। রৌদ্রনিবারণের জন্য তাঁহাদের মাথার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন ছিল না। পথের কণ্টক বা কঠিন মৃত্তিকাস্তূপের সঙ্ঘর্ষ হইতে পদদেশ রক্ষার জন্য কোনরূপ আবরণ ছিল না। পরিধানের পরিচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত, জলবায়ুর পরাক্রম হইতে তাঁহাদের দেহরক্ষারও কোনরূপ সম্বল ছিল না। কেহ একখানি সামান্য কাপড় নিজের ব্যবহারের জন্য চাহিলে, পাষণ্ড রক্ষকেরা অনুমতির বিনিময়ে আঘাত করিত। এইরূপ কষ্টে অসহায় জীবগণ দুর্গম অরণ্য হইতে নিষ্কাশিত হয়েন। জঙ্গলের বাহিরে দুইখানি গাড়ি ছিল। সকলকে ঐ গাড়িতে স্তূপাকারে রাখা হয়। এই গাড়িবোঝাই স্তূপীকৃত জীব অতঃপর আপনাদের অপরিজ্ঞাত স্থানের অভিমুখে যাত্রা করে।

মিথৌলীর রাজার কর্ম্মচারী জহির উল্ হুসেন এই সময়ে এইরূপ শোচনীয় ঘটনার স্থলে উপস্থিত হয়। অসহায় ইউরোপীয়গণ এতক্ষণ নানারূপ যাতনা ভোগ করিলেও অবদ্ধভাবে যাইতেছিলেন। জহির উল্ হুসেন এখন পুরুষদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। কিছুক্ষণ পরে ইউরোপীয়েরা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। দেড় শত অস্ত্রধারী লোক ও একটি কামান ইঁহাদের পুরোভাগে এবং অপর দেড় শত অস্ত্রধারী লোক ও একটি কামান ইঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে যাইতে থাকে। যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্য ইঁহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইত। পানীয় অনিচ্ছার সহিত অনেক বিলম্বে প্রদত্ত হইত। এইরূপ যাতনাময় সুদীর্ঘ ছয় দিনের পর ইঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌর কৈশরবাগের অভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়। প্রাসাদের কিছু দূরে ইঁহারা গাড়ি হইতে নামিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে যাত্রা করেন। ইঁহাদের দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনাহারে, অনিদ্রায় ও নিদারুণ পিপাসায় ইঁহারা মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। একজন (স্যার মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট জাক্‌সন) পথে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। সামান্য ভৃত্যগণ ইঁহাকে চারপায়ায় তুলিয়া লইল। দুইটি কুলমহিলা জলের জন্য কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ইঁহাদিগকে এরূপ অপরিষ্কার পাত্রে জল দেওয়া হইল যে, ইঁহারা উহা মুখে দিতে সম্মত হইলেন না। ইউরোপীয়গণ এইরূপ শোচনীয়ভাবে কৈশরবাগে উপনীত হয়েন। বাগের সীমার মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় ঘর ছিল। আস্তাবলের একটি ছোট ঘরে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়দিগকে স্থান দেওয়া হয়।

এ সময়ে নরদানবদিগের পার্শ্বে নরদেবদিগেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। নির্ম্মম, নির্দ্দয় ও নিরতিশয় কঠোরপ্রকৃতি লোকের মধ্যে দয়াশীল মানবের হৃদয়নিহিত কোমলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। প্রহরীদিগের মধ্যে এইরূপ একটি কোমলপ্রকৃতি লোক ছিলেন। ইঁহার নাম মির ওয়াজিদ আলি। রাজ্যভ্রষ্ট নবাবের নামে ইঁহার নাম হইলেও ইনি নবাবের প্রাধান্যপুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায় বিমুগ্ধ হয়েন নাই। ওয়াজিদ আলি এই দুঃসময়ে অবরুদ্ধদিগের প্রধান সহায় হয়েন। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে অবরুদ্ধদিগকে আর একটি গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। এই গৃহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।

অবরুদ্ধদিগের অদৃষ্টে পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য, লক্ষ্ণৌর দরবারের বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। নবাব ওয়াজিদ আলির বেগম হজরত মহলের ব্রিজিস্ কাদের নামক একটি চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক (কোন কোন মতে একাদশবর্ষবয়স্ক) পুত্রকে নবাব করা হয়। হজরত মহল ইঁহার নামে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েন। চাকলাদার, নাজীর প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ ইঁহার নামে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে রাজকীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের তালুকদারদিগকে লক্ষ্ণৌর দরবারে আসিতে অনুরোধ করা হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যা অধিকার পূর্ব্বক বার দল সৈন্য প্রস্তুত করেন। এই সৈন্যের অধিকাংশ পূর্ব্বে নবাবের সরকারে কর্ম্ম করিত। এই সৈন্য এবং কয়েক রেজিমেণ্ট্ অশ্বারোহী, "অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিকদল" নামে পরিচিত। প্রধানতঃ এই সকল সৈন্য লক্ষ্ণৌ অবরোধ করে, এবং ইহারাই ব্রিজিস্ কাদেরকে নাম মাত্র নবাব করিয়া, স্বপ্রধানভাবে থাকে। দারোগা মম্মু খাঁ হজরত মহলের প্রধান সহায় ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ওয়াজিদ আলি দরবারের রাজস্ববিভাগে কর্ম্ম করিতেছিলেন। কিন্তু উদ্ধত সৈনিকদিগের প্রাধান্যে ইঁহাদের ক্ষমতা অনেকাংশে সঙ্কুচিত

হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে একজন ধর্ম্মোন্মত্ত মৌলবীর আবির্ভাব হয়। এ ব্যক্তি সিপাহীদিগের মধ্যে এরূপ প্রাধান্য বিস্তার করেন যে, উহাতে লক্ষ্ণৌর দরবারকেও বিব্রত হইতে হয়। ইঁহার কথা বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এই মৌলবীর নাম আহম্মদ উল্লা শাহ্। ১৮৫৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে আহম্মদ উল্লা কতিপয় সশস্ত্র অনুচর লইয়া ফৈজাবাদের মস্‌জিদে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাকে যাবতীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। মৌলবী এই আদেশপালনে অসম্মত হয়েন। কর্ত্তৃপক্ষ অগত্যা বল প্রকাশ করেন। গোলযোগে মৌলবী স্বয়ং আহত এবং তাঁহার দুই তিন জন অনুচর নিহত হয়। প্রথম বারে মৌলবীর বিচারে লক্ষ্ণৌর প্রধান আদালত, অধস্তন আদালতের ব্যবস্থা নামঞ্জুর করেন। দ্বিতীয় বারের বিচারে বিলম্ব ঘটে। ইহার মধ্যে ফৈজাবাদে বিপ্লব উপস্থিত হয়। মৌলবী কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের অধ্যক্ষ হয়েন। কিন্তু তিন দিন পরে সিপাহীরা ইঁহার কর্ত্তৃত্বে এরূপ বিরক্ত হয় যে, তাহারা তিন শত টাকা দিয়া, ইঁহাকে বিদায় দেয়। মৌলবী লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়েন। হজরত মহল ইঁহার অভ্যর্থনা করেন। ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ইঁহাকে প্রতিদিন বহু অর্থ দেওয়া হয়। ইংরেজের পরাক্রমে অনেক সিপাহী দিল্লী হইতে তাড়িত হইয়া, লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইতে থাকে। ইহারা মৌলবীর অধীনতা স্বীকার করে। এইরূপে বলসম্পন্ন হইয়া, মৌলবী গোমতীতটে—গোঘাটে অযোধ্যার পূর্ব্বতন মন্ত্রী আলি নকি খাঁর বিস্তৃত বাসভবনে অবস্থিতি পূর্ব্বক উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে থাকেন। এই ঘোষণাপত্রে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বিশদরূপে পরিব্যক্ত হয়। দরবার হইতে যে আদেশপত্র প্রচারিত হয়, মৌলবী তাহার বিরোধী হওয়াতে অবরুদ্ধ হয়েন। শেষে দিল্লীর সিপাহীরা ইঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। মৌলবী অতঃপর আপনার ক্ষমতায় বহুসংখ্য সশস্ত্র লোকের অধিনায়ক হইয়া উঠেন।

ওয়াজিদ আলির ন্যায় মহারাজ মানসিংহও কৈশরবাগে অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ করেন। মানসিংহের কর্ম্মচারী অনন্তরাম অবরুদ্ধদিগকে বিমুক্ত করিতে সবিশেষ মনোযোগী হয়েন। যাঁহারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন, ওয়াজিদ আলির চেষ্টায়, তাঁহাদের শৃঙ্খল অপসারিত হয়।

মৌলবী সন্দিগ্ধ হইয়া, এই বিষয় জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু ওয়াজিদ আলি চরদিগকে অর্থ দিয়া, এরূপ পরিতোষিত করেন যে, তাহারা মৌলবীকে প্রকৃত সংবাদ জানাইতে নিরস্ত থাকে। যে দিন সেনাপতি হাবেলক্ ও আউট্রাম লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়েন, সেই দিন মৌলবীর আদেশে ঊনিশ জন ইংরেজের প্রাণনাশ হয়। জাক্‌সন্ সাহেবের যে ভাগিনী পথে তাঁহার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন।* ওয়াজিদ আলি এবং রাজা মানসিংহ ইঁহাদের প্রাণরক্ষার জন্য গোপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মৌলবী এবং তাহার অধীন সিপাহীদিগের (ইহারা দিল্লী হইতে আসিয়াছিল) জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ওয়াজিদ আলির উপর মৌলবীর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। ওয়াজিদ আলি প্রকাশ্য ভাবে চেষ্টা করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহার প্রাণ যাইত।

২৬শে অক্‌টোবর হইতে ১৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত মম্মু খাঁ প্রায়ই কয়েদীদিগের সহিত দেখা করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কাপ্তেন অর্ দ্বারা তিনি সেনাপতি আউট্রামের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখাইবেন যে, যদি ইংরেজেরা একবারে অযোধ্যা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে দরবার কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। জাক্‌সন্ সাহেব এবং কাপ্তেন অর্, উভয়েই এই ভাবে পত্র লিখিতে অসম্মত হয়েন। পরে মম্মু খাঁ ইঁহাদিগকে রেসিডেন্সির অবরোধকারী সিপাহীদিগের অধিনায়ক হইতে বলেন। আফিসরেরা ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত এই প্রস্তাবেও অসম্মতি প্রকাশ করেন। উভয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া, মম্মু খাঁ কয়েদীদিগের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। কয়েদীরা ভাবিলেন যে, তাঁহাদের অন্তিম কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

পরিশেষে তাঁহারা যাহা ভাবিতেছিলেন, যাহার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, ধীরভাবে যাহার আলিঙ্গনে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল। ১৪ই নবেম্বর কয়েদীরা দূরে কামানের গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল লক্ষ্ণৌর উদ্ধারার্থে আসিতেছেন। পর দিন

* বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা কাচিয়ানির অবরুদ্ধ ইংরেজ নহেন।

দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইল। এই দুই দিন কৈশরবাগে এরূপ গোলযোগ ঘটিল যে, দূরবর্ত্তী কামানের ধ্বনি অবরুদ্ধদিগের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল না। ১৬ই নবেম্বর বেলা নয়টার সময় ৭১ সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া, সাহেবদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আসিল। ইহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। পুরুষেরা ধীরতার বিসর্জ্জন দিলেন না। কাপ্তেন অর্, সংসারে যাহা তাঁহার প্রিয়তম, যাহা তাঁহার পরমস্নেহাস্পদ, তাহার নিকটে সজলনয়নে বিদায় লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দূরে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল। রক্ষকগণ অবরুদ্ধ মহিলাদিগকে বুঝাইল যে, কয়েকটি এতদ্দেশীয় কয়েদীকে গুলি করা হইতেছে। কিন্তু শেষে সমুদয় প্রকাশ পাইল। মহিলাগণ রক্ষকশূন্য হইলেন। স্বামী, ভ্রাতা ও অভিভাবকেরা ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পর রোগে একটি বালিকার মৃত্যু হয়। প্রহরীদিগের এক ব্যক্তি দয়া করিয়া, এবং অপর ব্যক্তি টাকা পাইয়া, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কোনরূপে বালিকাটির সমাধি দেয়। এখন দুইটি মহিলা, একটি বালিকা অবশিষ্ট থাকে।

এই সময়ে লক্ষ্ণৌবাসিনী একটি দয়াশীলা নারী বালিকার জীবনরক্ষার জন্য যত্নবতী হইয়া উঠে। অযত্নসম্ভূত স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া, এই অবলা আর্ত্তপরিত্রাণ রূপ পবিত্র কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য ওয়াজিদ আলির সহিত সম্মিলিত হয়। ওয়াজিদ আলি ইহাকে অবরুদ্ধ মহিলাদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

দরবারের হাকিম সদয়প্রকৃতি ও পরোপকারী ছিলেন। অবরুদ্ধ কুলনারী দুইটির অবস্থা দেখিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখিত হয়েন। ওয়াজিদ আলির মন্ত্রণায় তিনি দরবারের কর্ত্তৃপক্ষকে কহেন যে, কয়েদীদিগের বালিকাটি একান্ত পীড়িত হইয়াছে। হাকিম প্রত্যহ এই সংবাদ দরবারের গোচর করিতে থাকেন। প্রত্যহ দরবারের প্রধান কর্ম্মচারীরা হাকিমের নিকটে অবগত হয়েন যে, বালিকাটির অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। কিন্তু এ সময়ে হাকিমের ন্যায় প্রহরীদিগের অধ্যক্ষকেও বশীভূত করা আবশ্যক হইয়াছিল। নচেৎ ওয়াজিদ আলির সঙ্কল্প প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ইহার মধ্যে দরবারের আদেশে প্রহরীদিগের অধিনায়ক অন্য কর্ম্মে নিয়োজিত হইল। ইহার স্থানে যে ব্যক্তি আসিল, ওয়াজিদ আলি তাহাকে এবং তাহার লোকদিগকে অর্থ দ্বারা বশীভূত

করিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত হাকিম দরবারে জানাইলেন যে, বালিকাটির মৃত্যু হইয়াছে। এখন লক্ষ্ণৌর উক্ত নারী বালিকার উদ্ধারে উদ্যত হইল। সে উহার গায়ে রঙ মাখাইয়া দিল, উহাকে কাপড়ে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিল, পরে উহাকে লইয়া, এই ভাবে রোদন করিতে করিতে যাইতে লাগিল যে, সে যেন আপনার মৃত শিশুসন্তানকে সমাধি দিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। এইরূপে উক্ত দয়াবতী নারী প্রহরীদিগের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়া, আপনার স্নেহময় বহনীয় পদার্থ রাজা মানসিংহের গৃহে লইয়া যায়। কিছু দিন পরে বালিকাটি নিরাপদে আলমবাগের ইংরেজশিবিরে সমানীত হয়।

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত অবরুদ্ধ মহিলা দুইটি আপনাদের পরিত্রাণের উপায় দেখিতে থাকেন। এ সময়ে যদিও চারি দিকে ইংরেজের জয়লাভ হইতে ছিল, তথাপি লক্ষ্ণৌ সহরে এবং উহার প্রান্তভাগে উত্তেজিত সিপাহীগণ দলবদ্ধ ছিল। কিন্তু ওয়াজিদ আলি মহিলা দুইটিকে রক্ষা করিতে উদাসীন ছিলেন না। তিনি পাল্কীতে করিয়া ইহাদিগকে অনেক কষ্টে কৈশরবাগের অন্য গৃহে লইয়া যান। এই সময়ে প্রহরীরা এরূপ সাবধান হইয়াছিল যে, ওয়াজিদ আলিকে ছদ্মবেশে কয়েদীদিগের সহিত দেখা করিতে হইত। ওয়াজিদ আলি কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিতে পারিলে, সেনাপতি আউট্রাম তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও সম্মতি ছিল। ওয়াজিদ আলি অবরুদ্ধ মহিলাদ্বয়ের সমক্ষে আপনার সন্তান-দিগের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিয়াছিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত স্থল নিরাপদ বোধ না হওয়াতে ওয়াজিদ আলি মহিলাদ্বয়কে অন্য বাটীতে আনয়ন করেন। ওয়াজিদ আলির পরিবারবর্গ এই স্থানে থাকিত। মহিলারা, ওয়াজিদ আলির স্ত্রী এবং সন্তানদিগের সহিত অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তাঁহাদের যাবতীয় অভাবের মোচন হয়। বিবি অর্ এই স্থান হইতে একখানি পত্র লিখিয়া ওয়াজিদ আলির একজন আত্মীয়ের হস্তে এই বলিয়া সমর্পণ করেন যে, প্রথমে যে ইংরেজ আফিসরকে পাওয়া যাইবে, তাঁহাকেই যেন উক্ত পত্র দেওয়া হয়। বিধাতা এ সময়ে অনুকূল হইলেন। পত্রবাহক বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে এক দল গুর্খা ও দুই জন ইংরেজ আফিসরকে দেখিতে পাইলেন।

পত্র সমর্পিত হইল। আফিসরেরা ত্বরিতগতিতে মহিলা দুইটির উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া, ইঁহারা আপনাদের কুলকামিনী-দিগকে পাল্কীতে তুলিয়া দিলেন। বাহক উপস্থিত ছিল না। আফিসরদিগের ভৃত্য এবং কতিপয় গুর্খা বাহক হইল। আফিসরেরা সহরের সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক উক্ত পাল্কী সেনাপতি মাক্‌গ্রেগরের শিবিরে লইয়া গেলেন। পর দিন মহিলা দুইটি সেনাপতি আউট্রামের শিবিরে উপনীত হইলেন। যে দেশের এক শ্রেণীর লোকে ইঁহাদের দুঃসহ যাতনার কারণ হইয়াছিল, ইঁহাদিগকে প্রিয়তম আত্মীয়জন হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, সেই দেশের অন্য শ্রেণীর লোকেরই অনন্ত করুণায় এইরূপে ইঁহাদের জীবন রক্ষা হইল। *

অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলের মধ্যে এইরূপ উত্তেজনা এবং তৎপ্রযুক্ত এইরূপ ভয়াবহ বিপ্লব ঘটাতে প্রধান কমিশনর স্যার হেন্‌রি লরেন্স সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু উদ্বেগের আবেগে তিনি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে নিরস্ত থাকেন নাই। অপ্রতিবিধেয় বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় অন্তর্হিত হয় নাই। অযোধ্যার কর্ম্মভারগ্রহণ করার পরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। তাঁহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক প্রসন্ন মুখশ্রী দিন দিন পরিম্লান হইয়া যাইতেছিল, তথাপি তিনি কর্ত্তব্যকর্ম্মসম্পাদনে পরিশ্রম করিতে বিরত হয়েন নাই। ১১ই জুন পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে অযোধ্যার রাজধানী এবং কাণপুর, এই দুই স্থান ইংরেজের অধিকারে ছিল। ১১ই জুনের পর হইতে লক্ষ্ণৌ রক্ষার জন্য স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের অধিকতর উদ্যমের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। রাত্রিতে প্রায়ই তাঁহার নিদ্রা ছিল না। তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশে নগরের নানাভাগ পরিদর্শন করিতেন। সময়ে সময়ে কামানের পার্শ্বে শয্যা পাতিয়া গোলন্দাজ সৈনিকদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেন। কিন্তু এ শয্যাও তাঁহার নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইত না। তিনি শয্যায় থাকিয়া, নগররক্ষার প্রণালী অবধারণ করিতেন। কিরূপে আত্মবলের বৃদ্ধি ও বিপক্ষবলের ক্ষয় করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারণের জন্য গভীর চিন্তার

* *English Captive in Oudh : Edited by M. Wylie, p. 29-47.*

নিযুক্ত থাকিতেন। সংক্ষেপে আপনার রক্ষণীয় নগরে তিনি সর্ব্বব্যাপী ছিলেন। সকল স্থানেই তাঁহাকে দেখা যাইত।*

নগরে সামরিক আইন অনুসারে লোকের দণ্ডবিধান হইতেছিল। মচ্ছি-ভবনের পার্শ্বে কতকগুলি ফাঁসি কাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। যাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী বলিয়া ধৃত হইত, এই স্থানে তাহাদের যাবতীয় বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটিত। স্যার হেন্‌রি লরেন্স নরহত্যার একান্ত বিরোধী ছিলেন। যাহাতে লোকের জীবনরক্ষা হয়, তৎপ্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। দুর্ঘটনার গুরুত্বে বাধ্য হইয়া, তিনি নিরতিশয় মনঃকষ্টের সহিত এইরূপ দণ্ডের অনুমোদন করিতে লাগিলেন। সৈনিক প্রহরিগণ ইউরোপীয় অধিনায়কদিগের অধীনে থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ নিয়মিতরূপে আপনাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ দিকে যাহার উপর যাবতীয় গুরুতর কর্ম্মের ভার সমর্পিত হইয়াছিল, যিনি প্রবলবাত্যাতাড়িত মহাসমুদ্রে তরণীর একমাত্র কর্ণধার ছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ উন্নতি হইল না। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স ক্রমেই ক্ষীণ—ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। গাবিন্স্ সাহেব এই সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন। তিন দিন মাত্র সমিতির অধিবেশন হইল। কিন্তু এই তিন দিনেই বিপদ গুরুতর হইয়া উঠিল।

৩০ শে মের ঘটনার পর গাবিন্স্ সাহেব সমগ্র সিপাহীদলের নিরস্ত্রীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান কমিশনর এ বিষয়ে তাহার একান্ত বিরোধী ছিলেন। এ সময়ে তিনি ভারতবাসীর সকলকেই শত্রুভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কৃষ্ণবর্ণ অপরাপর ইংরেজের ভয়ের কারণ হইলেও, স্যার্ হেন্‌রির পক্ষে উহা অনেক সময়ে সাহসের আশ্রয়, আশার অবলম্বন এবং বিপত্তিনিবারণের প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। তিনি ভারতবাসীর প্রভুভক্তিতে বিশ্বাস করিতেন। ঘটনাচক্রে পড়িয়া, সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ করিলেও তিনি মনে করিতেন যে, ঐ সিপাহীদিগের মধ্যেও প্রভুভক্ত লোকের অভাব নাই। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তিনি সমুদয় সিপাহীকে সৈনিকদল হইতে

* *Rees, siege of Lucknow, p. 39.*

নিষ্কাশিত করিতে চাহেন নাই। কিন্তু গাবিন্স্ সাহেব কয়েক দিনের জন্য শাসনসমিতির অধ্যক্ষ হইয়া, আপনার সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় ভিন্ন ভিন্ন দলের অধিনায়ক সিপাহীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করিলেন, এবং তাহাদিগকে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিদায় দিয়া, আপন আপন বাটীতে যাইতে কহিলেন। এই বিষয় অবিলম্বে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের গোচর হইল। স্যার্ হেন্‌রি অমনি রোগশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে রুগ্নশরীরে সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক সমিতির অনুমতি রহিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আদেশে সিপাহীদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। প্রায় ৫০০ পাঁচ শত নিরস্ত্র সিপাহী প্রফুল্লভাবে—সহাস্য-বদনে ফিরিয়া আসিয়া, আপনাদের চিরাভ্যস্ত সৈনিকব্রত গ্রহণ করিল। ইহারা অবরোধের সময়ে প্রভুভক্তির সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। * রেসিডেন্সি-রক্ষার জন্য ইংরেজদিগের পর্য্যাপ্তপরিমাণে সৈন্য ছিল না। বিশ্বস্ত সিপাহীগণ প্রত্যাবৃত্ত ও সামরিক পরিচ্ছদে পুনরায় সজ্জিত হইলেও, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের বলবৃদ্ধি হয় নাই। এই জন্য স্যার্ হেন্‌রি অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হই-লেন। এই ব্যবস্থাতেও তাঁহার কৃষ্ণবর্ণের প্রতি অপরিসীম প্রীতি ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেল। যে সকল সিপাহী দীর্ঘকাল কোম্পানির কর্ম্ম করিয়া আপনাদের আবাসপল্লীতে পেন্সন ভোগ করিতেছিল, তাহাদিগকে আহ্বান করা হইল। প্রধান কমিশনরের সাদর আহ্বানে প্রায় পাঁচ শত জরাগ্রস্ত সিপাহী লক্ষ্ণৌতে আসিল। স্যার্ হেন্‌রি ইহাদের যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। ইহাদের অনেকে কোম্পানির কার্য্যসাধনের জন্য সমরক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়াছিল। কাহারও চক্ষু গিয়াছিল, কাহারও হস্ত নষ্ট হইয়াছিল, কেহ কেহ বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি ইহারা, এক সময়ে যাহাদের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে শোভিত ছিল, যাহাদের নিকটে রণকৌশল শিখিয়া, বীরেন্দ্রবর্গের বরণীয় হইয়াছিল, যাহাদের জন্য সমরক্ষেত্রে দেহপাতেও উদ্যত ছিল, উপস্থিত বিপত্তিকালে আবার তাহাদেরই জন্য এই বার্দ্ধক্যকালে—এইরূপ বিকলাঙ্গদেহে লক্ষ্ণৌতে

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 499.*

সমাগত হইল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এই প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের মধ্যে ১৭০ জনকে বাছিয়া লইলেন। ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন দল হইতে শিখসৈনিক-দিগকে একত্র করা হইয়াছিল। এইরূপে প্রায় ৮০০ এতদ্দেশীয় সৈনিকপুরুষ লক্ষ্ণৌরক্ষার জন্য সংগৃহীত হইল।

১২ই জুন বিপদের সূচনা হইল। যে সৈনিকদল পুলিশের কর্ম্মে নিয়োজিত ছিল, তাহার পদাতিগণ ১১ই জুন গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। পর দিন অশ্বারোহিগণ ইহাদের পথে পদার্পণ করিল। ইহারা সুলতানপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। একজন ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সৈন্য লইয়া, ইহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ইহাদের অধিনায়কও ইহাদিগকে বুঝাইতে গেলেন। অধিনায়ক উপস্থিত হইয়া, আপনার লোকদিগকে বুঝাইতে চাহিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার কথা শুনিতে চাহিল না। এই সময়ে যে ব্যক্তি তাহাদের পরিচালক হইয়াছিল, সে নিষ্কোষিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে ইহাতে বাধা জন্মাইতে লাগিল। এক জন সিপাহী আপনাদের ইংরেজ সেনানায়ককে মারিবার জন্য বন্দুক ঠিক করিল। অমনি এই বন্দুক ফেলিয়া দিতে আর বারটি বন্দুক উত্তোলিত হইল। বার জনে বন্দুক তুলিয়া, সন্ধানকারীকে বাধা দিয়া কহিল, "কে এইরূপ সাহসিক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে?"* অধিনায়ক অক্ষতশরীরে ফিরিয়া গেলেন।

এই সময়ে সেনাপতি স্যার্ হিউ হুইলার সাতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশায় তিনি স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। গাবিন্স্ সাহেব কাণপুরের উদ্ধারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে অপর কেহ সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ও ইহাতে অমত প্রকাশ করেন। তাঁহার সৈনিকবল অল্প ছিল। ঈদৃশ বিপত্তির সময়ে তিনি নিজেই আত্মবলের অল্পতায় চিন্তিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু গঙ্গার তটভাগে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতে-ছিল। সুতরাং গঙ্গা পার হওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অল্পমাত্র সৈন্য গঙ্গা পার হইয়া, সিপাহীদিগের বিপুল শ্রেণী ভেদ করিয়া যাইতে পারে, এমন

* *Rees, Siege of Lucknow, p. 61.*

সম্ভাবনা ছিল না। এই হেতু স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ নিরতিশয় ক্ষোভের সহিত কাণপুরের সেনাপতির প্রার্থনাপূরণে অসম্মত হয়েন। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের দয়া বা সমবেদনার অভাব দেখিতে পাইবেন না। তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, কেহই উহার খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এ সময়ে প্রায় সকল স্থানেই ইংরেজদিগকে অল্পমাত্র সৈন্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এক স্থান নিরাপদ করিতে হইলে, অন্য স্থানের বলক্ষয় হইত। গন্তব্য পথ বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি কাণপুরের সেনাপতির সাহায্যার্থে অল্পসংখ্যক সৈন্য পাঠাইলে বহুসংখ্যক সিপাহী গঙ্গা পার হইয়া আসিবে। অধিকন্তু তাঁহার নিজেরও বলক্ষয় হইবে। ইহা ভাবিয়া, তিনি গভীর দুঃখের আবেগে কাণপুরের বিপন্ন সজাতির জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত ঘোরতর বিপত্তির মধ্যে আপনার রক্ষণীয় স্থানের সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদারতা ও সমবেদনা, এ সময়ে তদীয় বিপক্ষদলের স্বদেশবাসীদিগেরও দয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার সমবেদনা প্রযুক্ত লক্ষ্ণৌ কাণপুর হইতে পারে নাই। ভারতবাসিগণের অনেকে এ সময়ে বিশ্বস্তভাবে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইয়াছিল। যখন অযোধ্যা অধিকৃত হয়, তখন নবাবসরকারের কয়েক শত গোলন্দাজ ব্রিটিশ কোম্পানির চাকরী করিতে সম্মত হয় নাই। এখন ইহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাদের অধিনায়ক মীর ফর্‌জান্দ আলীর সহিত ইংরেজের সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করিবার জন্য উপস্থিত হয়। ইহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় নাই। অবরোধের সময়ে ইহারা আপনাদের বিশ্বস্ততার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। ইহারা ইংরেজের পক্ষসমর্থনের জন্য দেহবিসর্জ্জনে কাতর হয় নাই। উত্তেজিত সিপাহীরা ফরজান্দ আলীর গৃহস্থিত বহুমূল্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ না করিলে ফরজান্দ আলী আপনার অপরিসীম প্রভুভক্তির বিনিময়ে কোন ফল লাভ করিতে পারিতেন না।"*

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 190.*

রামদীননামক এক জন অযোধ্যাবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ এই দুঃসময়ে ইংরেজদিগের যথোচিত সাহায্য করেন। ইনি রাস্তার ওবারসিয়রের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বিপ্লবপ্রযুক্ত ইঁহার কর্ম্ম বন্ধ হয়। ইনি ছয় জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়েন। ইঁহাদিগকে পদাতিসৈন্যের শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা হয়। এই কর্ম্মে ইঁহারা যথোচিত সাহস, উদ্যম ও রণ-কৌশলের পরিচয় দেন। রাত্রিতে ইঁহারা কামানরক্ষার আয়োজন করিতেন। দিবসে ইঁহারা বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। যুদ্ধে রামদীন এবং তাঁহার দুই জন আত্মীয় নিহত হয়েন: অবশিষ্ট আত্মীয়েরা জীবিত থাকেন। গবর্ণমেণ্ট পেন্সন দিয়া, ইঁহাদের অসামান্য রাজভক্তির গৌরব রক্ষা করেন। রামদীন এবং তাঁহার আত্মীয়গণ ব্যতীত পিরাণ নামক একজন মিস্ত্রী দ্বারা এই বিপত্তির সময়ে অনেক কাজ হয়। গাবিন্স্ সাহেব ইহার বিষয়ে লিখিয়াছেন—"এই ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট কারিকর ছিল। ইহার এবং রামদীনের সাহায্য না পাইলে, আমরা যে সকল গাঁথনির কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় কখনও সম্পন্ন হইত না। আমি দেখিয়াছি, পিরাণ যেমন একখানি ইট হাত তুলিয়া বসাইতেছিল, অমনি বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে উহা তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়াছে।" * অবরোধের পূর্ব্বে গোলাপ নামক একজন কারিকর ইঞ্জিনিয়রের কার্য্যবিভাগে নিয়োজিত ছিল। উক্ত বিভাগের কর্ত্তা ইহাকে ইহার ইচ্ছানুসারে কর্ম্মস্থলে থাকিতে বা গৃহে যাইতে কহিয়া-ছিলেন। গোলাপ গৃহে না গিয়া, বিপত্তিময় কর্ম্মস্থলে থাকিতে ইচ্ছা করিয়া-ছিল। এই ব্যক্তি বিপদে কাতরতা প্রকাশ করে নাই। কোন সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে ইহার ঔদাস্য দেখা যায় নাই। গুরুতর বিপত্তিকালে কর্ম্মকুশল ও প্রভুভক্ত গোলাপ আপনার প্রভুর উপকারের জন্য কর্ম্মশীলতার একশেষ দেখাইয়াছিল। যে দিন লক্ষ্ণৌর উদ্ধারার্থে ইংরেজসৈনিকদল রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করে, সেই দিন গোলার আঘাতে এই পরমবিশ্বস্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীর মৃত্যু হয়। † এইরূপে ভারতবাসিগণ ধীরভাবে ইংরেজের জন্য

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, pp. 190-91.*

† *Ibid, p. 191.*

আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। তাহারা বিদেশী প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য স্বদেশবাসীর হস্তে প্রাণবিসর্জ্জনেও কাতর হয় নাই।

ইংরেজেরা যখন এইরূপে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, ভারতবাসিগণ যখন এইরূপে আপনাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইতেছিলেন, তখন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নিদারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যে ইংরেজদিগের যার পর নাই কষ্ট হয়। তাঁহারা প্রবল বিপক্ষের পরাক্রমনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির পরাক্রম নিরোধ করিতে পারেন নাই। জুন মাসের প্রারম্ভে ও মধ্যভাগে বৃষ্টি না হওয়াতে রেসিডেন্সিতে বসন্ত ও বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের মহিলারা ও বালকবালিকাগণ এই রোগে পীড়িত হইয়া পড়ে। স্থানের অল্পতা হেতু অনেককে এক ঘরে অবস্থিতি করিতে হইত, এই জন্য রোগ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। সৌভাগ্যক্রমে ২৮শে জুন বৃষ্টি হওয়াতে রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়া যায়। ইংরেজেরা যখন দুরন্ত রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তখন স্থানান্তরের দুঃসংবাদে তাঁহারা দুর্ভাবনায় একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠেন। কাণপুরের ইংরেজ সেনাপতি স্যার্ হিউ হুইলারের আত্মসমর্পণের পর বহুসংখ্যক সিপাহী দলবদ্ধ হইয়া লক্ষ্ণৌর কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী নবাবগঞ্জ বড়বাঁকি নামক স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থান হইতে তাহারা লক্ষ্ণৌর অভিমুখে যাত্রা করে। ২৯শে জুন প্রধান কমিশনরের নিকটে সংবাদ উপস্থিত হয় যে, সিপাহীদিগের অগ্রগামী দল লক্ষ্ণৌর ৮ মাইল দূরে চিনহাট নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। অবিলম্বে এই সংবাদের সত্যতানিরূপণ এবং সমাগত সিপাহীদিগের সংখ্যানির্দ্ধারণের জন্য একদল অশ্বারোহী প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহারা যথাযথ সংবাদ দিতে পারে নাই। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ প্রকৃত সংবাদ না জানিয়া, স্বয়ং অল্প মাত্র সৈন্য লইয়া, বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে উদ্যত হয়েন। ৩০শে জুন বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৬ টার সময়ে ইংরেজসৈন্য লক্ষ্ণৌ হইতে প্রস্থান করে। চিনহাট একটি বৃহৎ পল্লী। উহা একটি বিস্তীর্ণ ঝিলের পার্শ্বে অবস্থিত। লক্ষ্ণৌ এবং চিনহাটের মধ্যে কোক্রইল নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। লক্ষ্ণৌ হইতে ফৈজাবাদের পথে কোক্রইলের সেতু অতিক্রম করিলে চিনহাটে উপস্থিত হওয়া যায়। ইংরেজসৈন্য এই সেতুর নিকটে উপনীত হয়। কুক্ষণে স্যার্ হেন্‌রি

লরেন্স্ ইহাদিগকে বিপক্ষের সম্মুখে যাইবার জন্য আদেশ দেন। সেনাপতির আদেশে সৈনিকেরা বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। চিনহাট পল্লীর বামভাগে বিপক্ষদিগের শিবির ছিল। ইংরেজসৈন্য যে পথে চিনহাটের দিকে অগ্রসর হয়, সেই পথের বামপার্শ্বে ইস্মাইলপুর নামে একটি পল্লী অবস্থিত। এই পল্লীতে সিপাহীদিগের সহিত ইংরেজসৈন্যের যুদ্ধ ঘটে। সিপাহীরা ইংরেজদিগের গন্তব্যপথের মধ্যে কামানগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। ইংরেজসৈন্য দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবা মাত্র বিপক্ষেরা এই সকল কামান হইতে তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহার পর অশ্বারোহী, পদাতি ও গোলন্দাজগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, ইংরেজদিগের উভয় দিকে আসিয়া পড়িল। ইংরেজসৈন্য এইরূপে দুই দিকে বিপক্ষদিগের দুইটি প্রবল দলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িল। তাহারা কিছুতেই সিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। যে সকল ইউরোপীয় আপনাদের ইচ্ছায় সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা অধিনায়কের আদেশে অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু সৈনিকের কর্ম্মে তাহাদের পারদর্শিতা ছিল না। শিখেরাও এই সময়ে রণস্থলে স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। ব্রিটিশ পদাতিগণ বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাদের অধিনায়ক বিপক্ষের গুলিতে ভূপতিত হইলেন। তাহারা আপনাদের অধ্যক্ষের পতন দেখিয়া, সহসা একটি তরঙ্গভঙ্গীবৎ উচ্চ ভূমির অন্তরালে গিয়া আশ্রয় লইল। বিপক্ষদিগের পরাক্রমে ইংরেজসৈন্য চারি দিকে এইরূপ শৃঙ্খলাশূন্য হওয়াতে, তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দেওয়া হইল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের আদেশে লেফ্‌টেনেণ্ট বন্‌হাম কামান লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কামান যে হস্তী দ্বারা লইয়া যাওয়া হইতেছিল, উহা গোলাবর্ষণে ভীত ও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বন্‌হাম্‌ও বিপক্ষের গুলিতে আহত হইলেন। ইংরেজের কামান শত্রুপক্ষের হস্তগত হইল। এ দিকে ইংরেজ বীরপুরুষগণের অনেকেই রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ যুদ্ধের সময়ে সকলের পুরোভাগে থাকিয়া, উৎসাহ দিতেছিলেন, যেখানে বলক্ষয় ঘটিতেছিল, সেই খানেই তাঁহার আবির্ভাব হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ উদ্যম, এইরূপ সাহসেও কোন ফল হইল না। বিপক্ষের সংখ্যাধিক্যে অল্প মাত্র ইংরেজসৈন্য

হতোদ্যম হইয়া, উদ্‌ভ্রান্তভাবে লক্ষ্ণৌর অভিমুখে ধাবিত হইল। আহতদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কোন সুবিধা ছিল না; যেহেতু ডুলীর বাহকদিগের কয়েক জন নিহত হওয়াতে সকলেই পলায়ন করিয়াছিল। জললাভেরও কোন সুযোগ ছিল না; যেহেতু যাহারা জল দিবার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারাও রণস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিল। এ দিকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তাপে ও নিদারুণ গ্রীষ্মে ইউরোপীয় সৈন্য একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত হইতে যাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছিল, নিদারুণ পিপাসায় তাহাদেরও প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই ঘোর বিপত্তিকালে এতদ্দেশীয় পদাতি দ্বারা ইংরেজপক্ষের সবিশেষ সাহায্য হইয়াছিল। ইহারা দুঃসহ আতপতাপেও বিচলিত হয় নাই, স্বদেশীয়দিগের ভয়ঙ্কর আক্রমণেও পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবমাননা করে নাই। ইহাদের যত্নাতিশয়ে আহত ইউরোপীয় সৈনিকগণ শান্তি লাভ করে। ইহারা আপনাদের স্বদেশীয় সৈনিকদিগের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ইউরোপীয় সৈনিকদিগের শুশ্রূষায় মনোযোগী হয়। এক সময়ে ইহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ করা হইয়াছিল, এখন এই সন্দেহ সর্ব্বাংশে তিরোহিত হয়। এই সৈনিকগণ আপনাদের স্বদেশের উত্তেজিত সিপাহীদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিয়া, অপরিসীম বিশ্বস্তভাবের পরিচয় দেয়।

প্রাতঃকালে কোক্রইলের সেতু হইতে ইংরেজসৈন্য উৎসাহের সহিত বিপক্ষদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, এখন তাহারা নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া, একান্ত অবসন্নভাবে সেই সেতুর সমীপবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইল। সেতুর নিকটে বিপক্ষ অশ্বারোহিদল গমনপথ নিরোধ করিয়াছিল। অতিকষ্টে এই পথ উন্মুক্ত হইল। পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত সৈনিকেরা লক্ষ্ণৌর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে স্থানীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ধনী, নির্ধন, সমভাবে প্রত্যাবর্ত্তিত ও আহত সৈনিকদিগের নিকটে আসিয়া, সুশীতল জল দিয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রেসিডেন্সিরক্ষার জন্য সৈনিকদল নিতান্ত অল্প ছিল। চিনহাটের যুদ্ধে এই অল্পসংখ্যক সৈনিকদিগের মধ্যেও এক শত উনিশ জন বিপক্ষদিগের অস্ত্রাঘাতে বা মার্ত্তণ্ডের মারাত্মক তাপে দেহত্যাগ করে। এখন সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিবার কোন উপায় রহিল না। সিপাহীদিগের

সমক্ষে আত্মরক্ষা করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। চিনহাটের যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে উত্তেজিত সিপাহীরা দলে দলে গোমতীর তটে উপস্থিত হইতে লাগিল।

লৌহময় সেতুর পথে কামান স্থাপিত ছিল। প্রস্তরময় সেতুও কামান দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। গোমতী পার হইবার এই দুই পথ ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্রের বলে অবরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সেতু ব্যতীত নদী পার হইবার অন্য উপায় রহিয়াছিল। সিপাহীরা এই উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা নৌকা সংগ্রহ পূর্ব্বক নদী পার হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ইংরেজদিগের আশ্রয়-স্থল, ফৈজাবাদ, সীতাপুর, সুলতানপুর প্রভৃতি স্থানের উত্তেজিত সিপাহীগণ-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। লোকারণ্যের কোলাহল না থাকাতে কোন কোন লেখক লক্ষ্ণৌকে একটি প্রধান নীরব নগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন কামানের গভীর গর্জ্জনে, বন্দুকের কঠোর শব্দে, যুদ্ধের ভৈরব রবে এই নগরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। সিপাহীদিগের সাহস পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল। তাহা-দের আগমনপথ কোন অংশে অবরুদ্ধ রহিল না। তাহারা ওয়াজিদ আলির চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, ইংরেজদিগের বাসস্থল রেসিডেন্সি ও মচ্ছিভবনের নিকটবর্ত্তী গৃহ সকল অধিকার করিল, এবং ঐ সকল গৃহ হইতে এরূপ তীব্রবেগে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল যে, রাত্রিদিন কিছুতেই উহার বিরাম হইল না।

স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এখন সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় স্থানান্তরে আপনাদের দুরবস্থার সংবাদ পাঠাইলেন। বারাণসীর কমিশনরের নিকট ব্রিগেডিয়ার হাবেলকের নামে একখানি পত্র প্রেরিত হইল। উক্ত পত্রে স্যার্ হেন্‌রি এই ভাবে আপনাদের দুর্দ্দশার বর্ণনা করিলেন,—"আমরা অদ্য প্রাতঃ-কালে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আট মাইল দূরে গিয়াছিলাম। আমরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি। এতদ্দেশীয় গোলন্দাজদিগের অসঙ্গত ব্যবহারে আমাদিগের পাঁচটি কামান বিপক্ষদিগের হস্তগত হইয়াছে। বিপক্ষগণ এই স্থান পর্য্যন্ত আমাদের অনুসরণ করিয়াছে। চারি ঘণ্টা কাল হইল, তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ অদ্য রাত্রিতেই আমরা চারি দিকে অবরুদ্ধ হইব। বিপক্ষগণ সাতিশয় সাহসসম্পন্ন। আমাদের ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। গত কল্য আমাদের যে অবস্থা ছিল, আজ তাহার দশ

গুণ মন্দ দেখিতেছি।* * * আপনি যদি শীঘ্র অর্থাৎ পনর বা কুড়ি দিনের মধ্যে উপস্থিত না হয়েন, তাহা হইলে আমাদের আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।” স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ যাহার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। জুলাই মাস আসিতে না আসিতে ইংরেজেরা চারি দিকে সিপাহীগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। ৩০শে জুন চিনহাটে তাঁহাদের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ১লা জুলাই তাঁহাদের অধিকৃত নগরের এরূপ দশান্তর ঘটিল যে, মচ্ছিভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রেসিডেন্সিতে সকলের সমবেত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিল। এক দিনের মধ্যেই লক্ষ্ণৌতে ইংরেজের প্রাধান্য অন্তর্হিতপ্রায় হইল।

মচ্ছিভবনে বিবিধ যুদ্ধোপকরণ ছিল। উহার রক্ষার জন্য ইউরোপীয় সৈনিকগণ ত্রিশটি কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। গোলাগুলি প্রভৃতি অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া অসাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধোপকরণ নষ্ট করিবার প্রস্তাব হইল। অনেক কৌশলে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। রেসিডেন্সি ও মচ্ছিভবনের মধ্যভাগে বিপক্ষ সিপাহীগণ রহিয়াছিল। রেসিডেন্সি হইতে মচ্ছিভবনে লোক পাঠাইলে সম্ভবতঃ ঐ লোক সিপাহীদিগের হাতে পড়িত এবং ইংরেজদিগের প্রস্তাব তাহাদের গোচর হইত। কিন্তু ইঞ্জিনিয়রেরা মচ্ছিভবনস্থিত স্বদেশীয়দিগকে আপনাদের প্রস্তাব জানাইতে উদাসীন রহিলেন না। তাঁহারা রেসিডেন্সির ছাদের উপরে উঠিয়া, একরূপ সঙ্কেতের উদ্ভাবন করিলেন। এই সঙ্কেত অনুসারে মচ্ছিভবনের লোকে বুঝিতে পারিল যে, বারুদ প্রভৃতি উড়াইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে রাত্রিকালে বিপক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে রেসিডেন্সিতে যাইতে হইবে। সঙ্কেত অনুসারে কার্য্য হইল। রেসিডেন্সির ইংরেজেরা উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত মচ্ছিভবনের দিকে উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, স্তম্ভের আকারে উপরে উঠিতেছে। পরমুহূর্ত্তেই গভীর শব্দ তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। তৎসঙ্গে ধূমস্তূপে দৃশ্যমান আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া, রেসিডেন্সির ইংরেজেরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্কেত অনুসারে কার্য্য হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে বারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ এবং প্রচুর খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মচ্ছিভবনের ইংরেজেরা অক্ষতশরীরে রেসিডেন্সিতে সমাগত

হইলেন। রেসিডেন্সির লোকে পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিয়া, ইঁহাদের হৃদয় উৎফুল্ল করিয়া তুলিল।

চিনহাটের যুদ্ধে ইংরেজসৈন্যের পরাজয়ের পর হইতে সিপাহীগণ প্রভূত বিক্রম ও সাহসের সহিত লক্ষ্ণৌ অবরোধ করে। সিপাহীরা চিনহাটে ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছে, যখন এই সংবাদ চারি দিকে প্রচারিত হইল, তখন দুর্ব্বৃত্ত লোকে অসংসাহসিককার্য্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। এ দিকে সিপাহীরা ইংরেজদিগের আবাসগৃহের দিকে গোলাবর্ষণে নিরস্ত থাকিল না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ৩০শে জুন চিনহাটের যুদ্ধে তাহারা জয়লাভ করে। ১লা জুলাই হইতে ইংরেজেরা লক্ষ্ণৌতে অবরুদ্ধ এবং সিপাহীদিগের আগ্নেয় অস্ত্রের বিষয়ীভূত হয়েন। এক দিন অতীত হইতে না হইতে তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলায়* এরূপ বিপদ ঘটে যে, উহাতে সমগ্র ইংরেজজাতি কাতর হইয়া পড়ে। ১লা জুলাই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে মচ্ছিভবনের যুদ্ধোপকরণের ভাণ্ডার বিনষ্ট হয়। ২রা জুলাই প্রাতঃকালে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সৈন্যসন্নিবেশ ও কামানস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের বন্দোবস্ত করেন। সূর্য্যের উত্তাপ যখন প্রখর হয়, তখন তিনি বহির্দ্দেশ হইতে রেসিডেন্সিতে আসিয়া, আপনার বসিবার ঘরে একখানি কৌচে শয়ন করেন। আর একখানি কৌচে তাঁহার পার্শ্বে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শয়ানভাবে ছিলেন। স্যার্ হেন্‌রির একজন সহকারী এক হাঁটু তাঁহার কৌচে রাখিয়া, তাঁহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একখানি সরকারী কাগজ পড়িতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত একটি এতদ্দেশীয় ভৃত্যও ঐ ঘরে ছিল। এমন সময়ে একটা ভারিদ্রব্য ভাঙ্গার শব্দের মত আওয়াজ হইল। পরক্ষণে ধূম ও বালুকায় সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য গৃহের কিছুই কাহারও পরিদৃষ্ট হইল না। প্রধান কমিশনরের সহকারী ঘরের মেঝেতে পড়িয়া গেলেন। পরক্ষণেই তিনি উঠিয়া, চীৎকার করিয়া কহিলেন—"স্যার্ হেন্‌রি! তুমি কি আঘাত পাইয়াছ?" প্রথমে কোন উত্তর শুনা গেল না।

* এই গোলার ইংরেজী নাম শেল্। উহার অন্তর্ভাগ ফাঁপা। উহাতে নানা দাহ্য পদার্থ থাকে। এই গোলা কামান হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে ফাটিয়া যায়, এবং উহার অন্তর্ভাগের দাহ্য পদার্থ চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এই সকল পদার্থের আঘাতে গৃহাদি ভগ্ন এবং লোকের জীবন নষ্ট হয়।

কিছুক্ষণ পরে প্রধান কমিশনর অতিক্ষীণস্বরে কহিলেন—"আমি মরিলাম।" যখন ধূমরাশি তিরোহিত হইল, তখন দেখা গেল যে, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের কোচ তদীয় দেহনিঃসৃত শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। সিপাহীরা চিনহাটে ইংরেজপক্ষের যে হাউইট্‌জার নামক কামান অধিকার করিয়াছিল, সেই কামানের একটা গোলা স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের গৃহে পড়িয়া ফাটিয়া যায় এবং উহার এক খণ্ডে তাঁহার বাম উরুর উপরিভাগ আহত হয়।

অবিলম্বে ডাক্তার ফেরারকে আনা হইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, আঘাত সাঙ্ঘাতিক হইয়াছে। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ যেরূপ রুগ্ন ও ক্ষীণ ছিলেন, তাহাতে উরুদেশ কাটিয়া ফেলিলে কোন ফল হইত না। সুচিকিৎসকের চিকিৎসাকৌশলে যাহা হইতে পারে, স্যার্ হেন্‌রির অন্তিম সময়ের যাতনা দূর করিবার জন্য তাহা হইল। আঘাতপ্রাপ্তিমাত্রেই স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুসময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তাঁহার যার পর নাই যাতনা হইয়াছিল। রুধিরস্রাবে তাঁহার ক্ষীণ দেহ অধিকতর ক্ষীণ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই দুঃসহ যাতনাতেও ধীরতায় বিসর্জ্জন দিলেন না। মেজর ব্যাঙ্ক্‌স্ তাঁহার স্থলে প্রধান কমিশনর হইলেন। কর্ণেল ইংলিস্ প্রধান সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া, ইঁহাদিগকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলেন। তিনি যে গৃহে ছিলেন, উহা বিপক্ষদিগের কামানের সম্মুখে থাকাতে তাঁহাকে অতিযত্নে এবং অতিধীর-ভাবে রেসিডেন্সির সীমার মধ্যে ডাক্তার ফেরারের বাসগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। এই স্থানে তিনি সর্ব্বদর্শী ভগবানে নির্ভর করিয়া, অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্তিমকালে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার সমাধিস্তম্ভে এই কথা যেন ক্ষোদিত হয়—"এই খানে হেন্‌রি লরেন্স্ রহিয়াছেন, যিনি আপনার কর্ত্তব্যসম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলেন"। ইহার পর তিনি কহিলেন যে, তাঁহার সমাধিকালে যেন কোনরূপ আড়ম্বর না হয়। এইরূপে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, সকলের নিকটে প্রীতির সহিত, স্নেহের সহিত বিদায় লইয়া, ৪ঠা জুলাই প্রাতঃকালে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ করিলেন।

এইরূপে লক্ষ্ণৌর বিপন্ন ইংরেজদিগের আশার অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ রক্ষক-

শ্রেষ্ঠের দেহাত্যয় হয়। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের মৃত্যুসংবাদ কয়েক দিন গোপনে রাখা হইয়াছিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন, এই সংবাদই রেসিডেন্সিতে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত সংবাদ দীর্ঘকাল গোপনে রহিল না। অবিলম্বে এই শোচনীয় ঘটনার বিষয় রেসিডেন্সির লোকের পরিজ্ঞাত হইল। যে এই সংবাদ শুনিতে লাগিল, সে ই আপনাকে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব ভাবিয়া, গভীর শোকে, দুঃসহ দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের চরিত্র অপরের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মানবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্যার্ হেন্‌রি তাঁহাদের সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। তাঁহার চরিত্রের যতই প্রশংসা করা যাউক না কেন, কিছুতেই সে প্রশংসা পর্য্যাপ্ত বোধ হয় না। স্যার্ হেন্‌রি কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কর্ত্তব্যসম্পাদনেই আপনার অমূল্য জীবনের উৎসর্গ করিয়াছেন। এই কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের যোগ্যতাসম্বন্ধে কেহই সন্দিহান হয়েন নাই। কোম্পানির ডিরেক্টরেরা স্যার্ হেন্‌রির মৃত্যুসংবাদ জানিতে না পারিয়া, ২২শে জুলাই এই প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছিলেন যে, লর্ড কানিঙের মৃত্যুতে বা পদত্যাগে গবর্ণর-জেনেরলের পদ শূন্য হইলে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সেই পদে নিয়োজিত হইবেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এইরূপে আপনার কর্ম্মক্ষমতায় ও সদাশয়তায় ভারতের নিম্নতন অধিবাসী হইতে বিলাতের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের বরণীয় হইয়াছিলেন। টড যেমন রাজপুতদিগের, মাক্‌ফার্সন যেমন খন্দদিগের, আউট্রাম যেমন ভীলদিগের, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সেইরূপ শিখদিগের এমন কি সমগ্র ভারতবাসীর ছিলেন। কি শোণিতময় যুদ্ধস্থলে, কি শান্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে স্যার্ হেন্‌রি সর্ব্বত্র আপনার মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত, পরাধীন জাতির প্রতি কিরূপে সমবেদনা দেখাইতে হয়, তাহা বোধ হয়, স্যার্ হেন্‌রির মত কেহই জানিতেন না। এই চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ আপনার সমাধিস্তম্ভে স্বয়ং যে কথার বিন্যাস করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই কথা চিরকাল তাঁহার উদার প্রকৃতির পরিচয় দিবে। স্যার্ হেন্‌রি কেবল কর্ত্তব্যসম্পাদনচেষ্টাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন নাই, যথারীতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াও, অতীতদর্শী ঐতিহাসিকদিগের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির অদ্বিতীয় পাত্র হইয়াছেন।

স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স দেহত্যাগ করিলেন। এ দিকে উত্তেজিত সিপাহীগণ অধিকতর উৎসাহের সহিত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। লক্ষ্মৌ এখন সিপাহী-গণের প্রধান কর্ম্মস্থল হইয়াছিল। ইংরেজদিগের অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র রেসি-ডেন্সি এখন সিপাহীদিগের মারাত্মক অস্ত্রের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। নগরের শান্তি তিরোহিত, শৃঙ্খলা বিনষ্ট, পারিপাট্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজপথে জনসমাগম ছিল না। লোকে সভয়চিত্তে রেসিডেন্সি হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। ঘোড়াগুলি আরোহিশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছিল। হাতী ও উটগুলিকে উহাদের পরিচালকগণ তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে লইয়া গিয়া-ছিল। নদীস্থিত নৌকাগুলি রেসিডেন্সি হইতে অপসারিত হইয়াছিল। এইরূপে রেসিডেন্সির নিকটবর্ত্তীর স্থানে লোকের দৈনন্দিন কর্ম্ম প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। অবরোধকারী সিপাহীদিগের গোলাবৃষ্টি প্রতিদিন অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। গোলাবৃষ্টিতে রেসিডেন্সির লোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের বাসস্থলে গোলযোগের একশেষ ঘটিল। কুলমহিলা ও বালকবালিকারা প্রাণ রক্ষার জন্য রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইয়াছিল। এ দিকে যে সকল ভৃত্য ইউরোপীয়দিগের পরিচর্য্যা করিত, তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। যাঁহারা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া অপরের পরিচর্য্যায় পরিতোষিত হইতেন, গৃহকর্ম্মে অপরের উপর নির্ভর করিয়া, সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতেন, তাঁহারা এখন স্বহস্তে আপনাদের গৃহ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, কূপ হইতে আপনাদের জল তুলিয়া লইতে লাগিলেন, আপনাদের খাদ্য দ্রব্য পাক করিতে লাগিলেন, এবং বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে জীবনধারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদয়ই তাঁহারা নিজে করিতে লাগিলেন। রেসিডেন্সিতে লোকসংখ্যা অনুসারে অবস্থিতিগৃহের সংখ্যা অধিক ছিল না। অনেকে একঘরে একত্র বাস করিতে লাগিল। অনেককে আস্তাবল আশ্রয় করিতে হইল। এ দিকে হাসপাতালের দৃশ্য সাতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। ইংরেজেরা এক সময়ে যে বিস্তৃত গৃহে আহারপানে পরিতৃপ্ত হইতেন, তাহাই এখন হাসপাতাল হইল। উক্ত গৃহ সহসা আহতগণে পরিপূর্ণ হওয়াতে, উহা ইংরেজের সাতিশয় মর্ম্মপীড়ার উদ্দীপক হইয়া উঠিল। কুলমহিলারা সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহত-

দিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবদিগকে সুশীতল পানীয় দিতে লাগিলেন, পাখার বাতাস দিয়া ইহাদের শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন, আহতস্থানে পটি বাঁধিয়া, যথানিয়মে ঔষধ দিয়া, শান্তিবিধানে যত্নবতী হইলেন এবং স্নেহশীল আত্মীয়ের ন্যায়, প্রীতিময় পরিজনের ন্যায় অপরিসীম স্নিগ্ধভাব দেখাইয়া, সন্তুষ্টিসাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।*

এদিকে সিপাহীদিগের অসামান্য সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজদিগের আশ্রয়স্থল ভেদ করিবার জন্য যে কোন স্থানে কামান স্থাপিত হইতে পারে, সেই স্থলেই উক্ত মারাত্মক অস্ত্র সন্নিবেশিত হইল। মসজিদের চূড়া, বাড়ীর ছাদ ও প্রাচীর প্রভৃতি উন্নত স্থলে লক্ষ্য-ভেদকুশল বিপক্ষগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। যখনই শ্বেতকায়গণ তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখনই তাহারা ঐ সকলের অন্তরালে থাকিয়া, আপনাদের অভ্যস্ত কৌশলের পরিচয় দিতে লাগিল। সিপাহীদিগের কামান হইতে মারাত্মক গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের পর তিন ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত তাহারা অবিরত গোলাগুলির বৃষ্টি করিত। মধ্যাহ্নকালে উহার প্রভাব কিয়দংশে শিথিল হইত। অপরাহ্ণকালে আবার উহার তীব্রতা বাড়িয়া উঠিত।†

এ দিকে ইংরেজেরা আত্মরক্ষার জন্য যথাশক্তি প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কর্ম্মকুশল ও অধ্যবসায়সম্পন্ন মানবের চেষ্টায় এ সময়ে যাহা হইতে পারে, তাহার কিছুই অসম্পন্ন রহিল না। গুলিবৃষ্টিনিরোধের জন্য ইংরেজেরা বিপক্ষের সম্মুখে প্রাচীর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাচীর প্রস্তুত করিবার উপকরণ না থাকিলেও, তাঁহাদের উদ্যমভঙ্গ হইল না। মেহগনি কাঠের টেবিল্ ও অন্যান্য আসবাব, বাক্স, সিন্দুক, বগী, গোযান, আফিসের রাশীকৃত কাগজপত্র, অধিক কি কাপ্তেন হে সাহেবের পুস্তকালয়স্থিত বহুমূল্য হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক এখন অবরুদ্ধ-দিগের আত্মরক্ষার জন্য প্রাচীর প্রস্তুত করিবার উপকরণ হইল। এক সময়ে তাঁহারা যে সকল দ্রব্যে আমোদিত হইতেন, যে সকল দ্রব্যে আবশ্যক কর্ম্ম

* *Rees, Siege of Lucknow, p. 92.*
† *Lucknow and its Memorials &c. p. 2.*

সম্পাদন করিতেন, যে সকল দ্রব্যে পরিতৃপ্ত থাকিতেন, এখন সেই সকল দ্রব্য বিপক্ষদিগের সম্মুখে স্থাপিত হইল।

অন্যান্য স্থানে বিপন্ন ইংরেজদিগের মধ্যে যেরূপ উদ্যমের নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছিল, লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সিতেও তাহা পূর্ণ মাত্রায় পরিদৃষ্ট হইল। দেওয়ানি-বিভাগের কর্ম্মচারীরা সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারীর ন্যায় বিপক্ষের আক্রমণ-নিরোধে, অস্ত্রপ্রয়োগে, আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বনে উৎসাহ ও একাগ্রতার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। দিন অতিবাহিত, রাত্রি সমাগত হইতে লাগিল, ইঁহাদের সৈনিকব্রতের উদ্‌যাপন হইল না। ইঁহারা দিন রাত্রি আপনাদের অবলম্বিত কর্ম্মসম্পাদনের জন্য বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে সমান উদ্যম, সমান উৎসাহ ও সমান একাগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাদের সম্মুখে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিল, দুরন্ত রোগও তাঁহাদের মধ্যে সেইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। ওলাউঠা, জ্বর, অতিসার, বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে তাঁহারা একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের একান্ত অভাব হইল। অনেক সময় তাঁহাদিগকে আপনাদের প্রতিপালিত এবং আপনাদের শকটসংযোজিত বৃষগুলির মাংসে উদরাগ্নির নির্ব্বাপণ করিতে হইল। প্রখর উত্তাপে, গতাসু অশ্বের দেহনিঃসৃত পূতিগন্ধে, দৌরাত্ম্যকর মশামাছিতে তাঁহারা নিরতিশয় আকুল হইয়া পড়িলেন। অবরোধ-কারিগণ তাঁহাদের উপর প্রতিদিন গোলাগুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল; তাঁহারাও নিত্যদৃষ্ট ও নিত্যসজ্ঘটিত বিষয় মনে করিয়া, প্রতিদিন উহাতে ভয়শূন্য হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন ঐ ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টিতেও উপেক্ষা করিয়া, স্থিরভাবে আপনাদের কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিলেন। গোলা সকল তাঁহাদের পদ-দেশের সম্মুখে পড়িতে লাগিল, তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। গুলি সকল তাঁহাদের কেশাগ্রের উপর দিয়া যাইতে লাগিল, ঐ বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি রহিল না। আসন্ন মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ এরূপ সাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইল যে, উহাতে মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগেরও মনোযোগ রহিল না। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই সমভাবে অবরুদ্ধদিগের মর্ম্মপীড়ার কারণ হইয়া উঠিল। এই সময়ে অনেক শিশুসন্তানের মৃত্যু হইল। অনেকে জন্মগ্রহণ

করিল।* কিন্তু বিপক্ষগণ নিরন্তর ভয়াবহ কর্ম্মসাধনে ব্যাপৃত থাকাতে প্রসূতির ও সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের পরিচর্য্যার একান্ত ব্যাঘাত ঘটিল। কাহারও স্বামী নিহত হইয়াছিল। নবপ্রসূত সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য দুগ্ধের সংস্থান ছিল না। প্রসূতি কাতরভাবে অপরের নিকটে দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে লাগিল।† কোন সময়ে অবরুদ্ধদিগের শান্তি ছিল না। তাঁহারা প্রশান্তভাবে ঈশ্বরের আরাধনাতেও অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেন না। এ সময়েও তাঁহাদের গৃহদ্বারে গোলা পড়িয়া ফাটিয়া যাইত, উহার ভয়ঙ্কর শব্দে তাঁহাদের প্রশান্তভাব তিরোহিত হইত।‡ একদিন গোলার আঘাতে রেসিডেন্সির ছাদের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়াতে ছয় জন সৈনিক চাপা পড়িল। ইহাদের মধ্যে কেবল দুই জনকে জীবিত অবস্থায় বাহির করা হইল।§ খাদ্য ও পানীয় এরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, মূল্যের দিকে কাহারও দৃক্‌পাত ছিল না। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের দ্রব্যাদিবিক্রয়কালে এক ডজন ব্রাণ্ডি দুই শত টাকায় এবং চারিখানি ছোট পিষ্টক পঁচিশ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।¶ এক একটি ডিম আট আনা বা এক টাকার কমে পাওয়া যাইত না। কাপড় পরিষ্কার করিবার কোন সুবিধা ছিল না। ধোপা বার খানি মাত্র কাপড় কাচিতে দশ টাকা চাহিত।||

এইরূপে সকল দিকেই অবরুদ্ধদিগের যাতনার একশেষ ঘটিল। বিপক্ষেরা গোলাগুলিবৃষ্টি ব্যতীত ইহাদের বসতিস্থলের বিধ্বংসের জন্য কুল্যা খনন করিতে লাগিল। ইঁহারা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিকুল্যা খনন করিতে লাগিলেন। এইরূপে জুনের পর জুলাই, জুলাইর পর আগষ্ট মাস অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রে বা দুরন্ত রোগে প্রায় প্রতিদিনই ইংরেজদিগের লোকক্ষয় হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রধান ইঞ্জিনিয়র নিহত হইলেন। তাঁহাদের প্রধান কমিশনরের পতন হইল। তাঁহাদের প্রধান গোলন্দাজ—

* *Mrs. Case, Day by day at Lucknow. pp. 144, 171.*
† *Ibid. p. 152.*
‡ *Ibid, p. 133.*
§ *A Lady's Diary of the Siege of Lucknow, p. 99.*
¶ *Mrs. Case, Day by day &c. p. 172.*
|| *Ibid, p. 187.*

সিক্রোরার প্রসিদ্ধ অধিনায়ক আহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এ সময়ে পুরুষমাত্রেই সৈনিকব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। তথাপি তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় নাই। রেসিডেন্সিরক্ষার জন্য ১,৬৯২ জন নিয়োজিত ছিল। ইহার মধ্যে ৯২৭ জন ইউরোপীয় এবং ৭৬৫ জন ভারতবর্ষীয়। অবরোধের কালে ৩৫০ জন ইউরোপীয় এবং ১৩৩ জন ভারতবর্ষীয় হত ও আহত হয়।* এতদ্ব্যতীত রোগে বহুসংখ্যক বালকবালিকা দেহত্যাগ করে।† ২৩০ জন ভারতবর্ষীয় পলাইয়া যায়। বহুসংখ্যক বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে এই অল্পসংখ্যক লোকের সামর্থ্য রহিল না। ইহারা আশান্বিত হৃদয়ে স্থানান্তর হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইল। কিন্তু সাহায্যকারী সৈনিকদিগের সমাগম হইল না। এই সময়ে অঙ্গদ নামক একজন বিশ্বস্ত সিপাহী ইহাদের চরের কর্ম্মে নিয়োজিত ছিল। অঙ্গদ দীর্ঘকাল সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম করিয়া, ব্রিটিশ কোম্পানির নিকটে পেন্সন পাইতেছিল। বিশ্বস্ত অঙ্গদ এখন অতিগোপনে স্থানান্তর হইতে সংবাদ আনিয়া দিতে লাগিল। উপস্থিত সময়ে অপরে বুঝিতে না পারে, এই জন্য গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় পত্রাদি লিখিত হইত। কিন্তু সকলের মধ্যে এই প্রাচীন ভাষার আলোচনা ছিল না। এজন্য ইংরেজেরা অতি ক্ষুদ্র কাগজে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে স্বদেশীয় ভাষায় পত্র লিখিতেন। চরেরা এই পত্র অতিগোপনে নির্দ্দিষ্ট স্থলে লইয়া যাইত। কোন কোন সময়ে হাঁসের পেনের ভিতরে এই পত্র পূরিয়া দেওয়া হইত। পত্রবাহক উহা কাণে গুঁজিয়া বা অন্য কোন স্থানে গোপন করিয়া, লইয়া যাইত। লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ ইংরেজেরা বিশ্বস্ত চর অঙ্গদের নিকটে অবগত হইলেন যে, সেনানায়ক হাবেলক কাণপুর হইতে লক্ষ্ণৌর উদ্ধারার্থে যাত্রা করিয়াছেন। এই সংবাদে লক্ষ্ণৌর ইংরেজেরা উৎফুল্ল হইলেন, উৎফুল্লভাবে—আশ্বস্তহৃদয়ে প্রতিদিন হাবেলকের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে তাঁহাদের আশা ফলবতী হইল। প্রায় তিন মাসের পর, তাঁহারা দূর হইতে সাহায্যকারী সৈনিকদিগের সমাগমচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। এই সময়ে সমগ্র নগর

* *Lucknow and its Memorials of the Mutiny, p. 3.*

† *Lieut. Innes, Rough Narrative of the Siege of Lucknow, p. 13.*

বায়ুসন্তাড়িত সাগরের ন্যায় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। লোকে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। অনেকে আপনাদের বাঞ্ছনীয় দ্রব্য লইয়া, পলায়নের উদ্‌যোগ করিল। অবরোধকারী সিপাহীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তীব্রভাবে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। এদিকে হাবেলকের সৈন্য নগরের পথে পথে বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, রেসিডেন্সির সম্মুখে উপস্থিত হইল।* ইহাদের বন্দুকের শব্দে, ইহাদের উৎসাহব্যঞ্জক আনন্দধ্বনিতে অবরুদ্ধ ইংরেজেরা উৎফুল্লভাবে রেসিডেন্সির চারি দিক হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিবে, তৎপ্রতি দৃক্‌পাত নাই। বিপক্ষদিগের অস্ত্রাঘাতে প্রাণান্ত ঘটিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা নাই। তাঁহারা কামানের পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে, ভগ্ন গৃহের অন্তরাল হইতে, প্রাচীরের অন্তর্ভাগ হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। মহিলারা রেসিডেন্সির সঙ্কীর্ণ কুঠরী, তয়খানা এবং আত্মগোপনের অন্যান্য স্থল হইতে বাহিরে আসিলেন। আহতগণ হাসপাতাল হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইল। উত্থানশক্তি-রহিত পীড়িতগণ আপনাদের শয্যায় উদগ্রীব হইয়া রহিল। সমগ্র রেসিডেন্সি যেন অপূর্ব্ব যাদুমন্ত্রবলে আপনার সমগ্র অংশ হইতে সজীব মূর্ত্তি বাহির করিতে লাগিল। হাবেলক এবং আউট্রাম ২৫শে সেপ্টেম্বর আপনার সৈনিকদল লইয়া অবরুদ্ধদিগের সম্মুখে সমাগত হইলেন। হাইলাণ্ডার সৈনিকগণ সবেগে মহিলাদিগের সমক্ষে উপনীত হইয়া, করমর্দ্দনপূর্ব্বক তাঁহাদের পরমস্নেহের ধনগুলিকে ক্রোড়দেশ হইতে ছিনাইয়া লইল; এবং উহাদিগকে আপনাদের বাহুদেশে রাখিয়া, প্রগাঢ় প্রীতিভরে মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। এইরূপে শিশুগুলি এক সৈনিকের বাহুদেশ হইতে আর এক সৈনিকের বাহুদেশে যাইতে লাগিল।† অবরুদ্ধগণ উৎফুল্লভাবে করমর্দ্দন পূর্ব্বক সমাগত অধিনায়কদিগের সম্বর্দ্ধনা করিল এবং সর্ব্বলোকপালক ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া, এই ঘোর বিপত্তিকালে আপনাদের সাহায্যকারীদিগের উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

* ২৫শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নকালে সাহায্যকারী সৈনিকদিগের আগমনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বেলা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় এই সৈনিকেরা রেসিডেন্সির পুরোবর্ত্তী পথ দিয়া উপস্থিত হয়। সেনানায়ক নীল এই পথে নিহত হয়েন। এখন এই পথের নাম নীল রোড্ হইয়াছে।—*Lucknow and its Memorials of the Mutiny, p.* 3.

† *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, p. 414.*

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

দিল্লী।

দিল্লীতে ইংরেজপক্ষের সৈন্যের সমাগম—নগর আক্রমণের বন্দোবস্ত—সেনাপতির ঘোষণা-পত্র—নগর আক্রমণ—সিপাহীদিগের পরাক্রম—ইংরেজসৈন্যের উচ্ছৃঙ্খলভাব—রাজপ্রাসাদ অধিকার—মোগল ভূপতির স্থানান্তরে প্রস্থান—তাঁহার অবরোধ—শাহজাদাদিগের নিধন—কাপ্তেন হড্‌সনের কার্য্যের সমালোচনা—দিল্লীর অধিবাসীদিগের ফাঁসী—নিকল্‌সনের দেহত্যাগ।

সেনাপতি হাবেলক যে দিন স্যার্ জেম্‌স্ আউট্রামের সহিত লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারার্থে সমাগত হয়েন, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে সেনাপতি উইল্‌সন্‌কর্তৃক মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী অধিকৃত হয়। আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজসৈন্য দিল্লী অধিকার করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক ছিল না। যুদ্ধোপকরণেও তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় নাই। তাহারা দিল্লী অবরোধ করিতে গিয়া, আপনারাই বিপক্ষগণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল। শেষে তাহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। যুদ্ধোপকরণেও তাহারা অধিকতর বলসম্পন্ন হইয়া উঠে। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর তাহাদের সাহায্যার্থে সৈন্য ও কামান ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন। প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর নিকল্‌সন্ তাহাদের উদ্ধারার্থে আত্মজীবনের উৎসর্গ করিবার জন্যই যেন, দিল্লীতে উপস্থিত হয়েন। সাহসী সেনানায়ক নিবিলি চেম্বার্‌লেন্ যদিও আহত হইয়াছিলেন, তথাপি এখন সঙ্কল্পিত কার্য্যসাধনের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহযুক্ত এবং পূর্ব্বের ন্যায় শ্রমপরায়ণ হয়েন। ৬ই সেপ্টেম্বর মিরাট হইতে একদল সৈন্য আগমন করে। রাজা গোলাপ সিংহ জম্মু হইতে যে সৈন্য পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা তদীয় তনয়কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। মিরাটের সৈনিকদলের উপস্থিতির দুই দিন পরে ঐ সাহায্যকারী সৈনিকগণ ইংরেজের শিবিরে পদার্পণ করেন। এইরূপে সহায়সম্পন্ন হইয়া, সেনাপতি

দিল্লী অধিকার করিবার জন্য যাবতীয় বিষয়ের আয়োজন করেন। সৈন্য, গোলাগুলি, বন্দুক, কামান প্রভৃতির যাহা কিছু এ সময়ে স্থানান্তর হইতে প্রেরিত হইতে পারে, সমুদয়ই ইংরেজের শিবিরে পহুঁছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে এইরূপে যাবতীয় বাঞ্ছনীয় বিষয়ের সমাগম হয়। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভেই ইংরেজসৈন্য প্রকৃতরূপে মোগলের রাজধানী অবরোধ করে।

প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বেয়ার্ড্ স্মিথ নগর আক্রমণের সমুদয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; প্রধান সেনাপতি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, সৈনিকদিগের প্রতি আদেশপত্র প্রচার করিলেন। এই পত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, এখন সৈনিকদিগের যথোচিত সাহস, কর্ম্মক্ষমতা ও বীরত্বপ্রকাশের সহিত ধীরতা-প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সৈনিকেরা যেন আপনাদের এই সকল অভ্যস্ত গুণ হইতে বিচ্যুত না হয়। তাহারা যেন সর্ব্বদা ইঞ্জিনিয়ারদিগের সাহায্য করে। পরিখাখননেই হউক, কামানসন্নিবেশেই হউক, প্রাচীর-নির্ম্মাণেই হউক, কোন বিষয়েই যেন তাহাদের কোনরূপ ঔদাস্য না জন্মে। গোলন্দাজেরা ইতঃপূর্ব্বে সবিশেষ পরিশ্রম ও কৌশলের সহিত আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, এখনও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রমসাধ্য এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কৌশলময় কর্ম্মসম্পাদনে প্রস্তুত থাকে। ইহার পর তিনি সৈনিকদিগকে এই ভাবে সাবধান করিয়া দিলেন যে, তাহারা যেন কোন সময়ে উত্তেজনায় অধীর না হয়। বিপক্ষগণ সাতিশয় নির্দ্দয়ভাবে নরহত্যা প্রভৃতি করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মনে করিয়া, তাহারা যেন অসহায় নারী ও বালকবালিকার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করে এবং কোনরূপে যেন তাহাদের জীবননাশে উদ্যত না হয়।

অতঃপর ইংরেজ আপনাদের অভ্যস্ত কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে সামরিক প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বিজ্ঞান এ বিষয়ের উন্নতিসাধনের প্রধান সহায় হইয়াছিল। যাঁহারা সভ্য ও পণ্ডিত বলিয়া জগতে আদর লাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞান আজ্ঞাবাহক পরিচারকের ন্যায় নানা বিষয়ে তাঁহাদের অভীষ্টকর্ম্মসাধনে সাহায্য করিতেছে। জগতের যাবতীয় উন্নতিসাধক কর্ম্মের ন্যায় সভ্য মানব আপনাদের স্বশ্রেণীর সংহারেও বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। উপস্থিত সঙ্কটকালে ইংরেজ, বিপক্ষের

বলক্ষয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক কৌশলের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দলে ৬,৫০০ জন সৈনিক ছিল। ইহার মধ্যে তাঁহাদের সজাতির সংখ্যা ১,২০০। এই সৈনিকদল প্রায় ৩০,০০০ হাজার বিপক্ষের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইল।*

পূর্ব্বে দিল্লীর যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উহার অবস্থিতিস্থল, উহার প্রাচীর, উহার ভিন্ন ভিন্ন তোরণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। † ইংরেজ ভিন্ন ভিন্ন তোরণের দিকে কামানস্থাপনে উদ্যত হইলেন। কাশ্মীর এবং মোরী দরওয়াজা তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে কামান সন্নিবেশিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। ঐ দিন সেনাপতি উইল্‌সন্ সৈনিক-দিগের মধ্যে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় পূর্ব্বোক্ত আদেশপত্র প্রচার করিলেন। ঐ দিন সায়ংকালে ইঞ্জিনিয়ারেরা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ‡ রাত্রিকালে কামানস্থাপনের সরঞ্জাম উটে বোঝাই করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। গোরুর গাড়িতে গোলা বারুদ ইত্যাদি প্রেরিত হইল। পশ্চাতে বৃহৎ কামানসমূহের এক একটি চল্লিশটি বলদে পরিচালিত হইতে লাগিল। কামানের গাড়ির শব্দে, চালকদিগের কোলাহলে অতিশয় গোলযোগ ঘটিল। বিপক্ষেরা এই গোলযোগেও আক্রমণকারীদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না। তাহাদের কামান সকল নীরবে রহিল। তাহাদের বন্দুক নিশ্চেষ্টভাবে থাকিল। তাহা-দের পরিচালকগণ যেন কিছুই হয় নাই ভাবিয়া, সর্ব্বপ্রকার ঔদাস্যের পরিচয় দিল। বিপক্ষের এইরূপ নিশ্চেষ্টভাব দেখিয়া, ইংরেজেরা উৎসাহযুক্তহৃদয়ে চারি স্থানে কামান স্থাপন করিলেন। এই সকল কামান হইতে নগরের দিকে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ হইল। ১৩ই সেপ্টেম্বরের অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এরূপ তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি হইল যে, উহাতে প্রাচীরের দুই স্থান ভগ্ন হইয়া গেল। অতঃপর ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া, সৈনিকদলের অভিযানের প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে বিলম্ব ঘটিল না। সৈনিকগণ পাঁচ দলে বিভক্ত হইল। চারি দলের চারি জন অধিনায়ক আপনাদের সৈন্য লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বশেষ অর্থাৎ পঞ্চম দল প্রথম দলের সাহায্যার্থে রহিল।

* *Major-General Handcock, Siege of Delhi in 1857, p. 20.*

† উপস্থিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ দেখ।

‡ *Handcock, Siege of Delhi, p. 18.*

বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক ছিল। অস্ত্রাদিতেও তাহারা শক্তিসম্পন্ন ছিল। তাহাদের অধিনায়ক বখত্ খাঁও সামরিক কৌশলে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল না। বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় নাই। ইংরেজসৈন্য অপেক্ষা নানা বিষয়ে হীনবল হইলেও, সিপাহীরা যুদ্ধস্থলে আপনাদের যথোচিত সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানের উত্তেজিত সিপাহীদলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিল। আমন্ত্রণপত্রে তাহাদের কবিত্বের নিদর্শনও পরিব্যক্ত হইয়াছিল। ভাবুক কবির ন্যায় তাহারা বিভিন্ন স্থানের সিপাহীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল যে, বসন্ত ব্যতিরেকে যেমন গোলাপ বিকশিত হয় না, দুগ্ধ ব্যতিরেকে যেমন শিশুর উৎফুল্লভাব থাকে না, তোমাদের সমাগম ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ উৎফুল্ল হইতেছে না।* এইরূপ কবিত্বময়ী গাথা রচনা করিয়া, তাহারা স্থানান্তরের ভিন্ন ভিন্ন দলকে মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানীতে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় মহিমান্বিত মোগলের সমক্ষে বিশাল সৈন্যসাগরের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই সৈনিকেরা আপনাদের শিক্ষাদাতা ইংরেজের সমক্ষে শিক্ষার সবিশেষ পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই। ইংরেজ ইহাদের সাহস, ইহাদের রণকৌশল, ইহাদের বীরত্ব দেখিয়া পুলকিত হয়েন এবং ইহাদের পরাজয়েও গুণের প্রশংসা করিয়া, বীরপুরুষোচিত উদার প্রকৃতির পরিচয় দেন। †

১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রি তিনটার সময়ে ইংরেজের ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল প্রস্তুত হইল। ঊষাকালে ইহারা নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষের পার্শ্বে তেজস্বী শিখ, সাহসী সিপাহী, দৃঢ়কায় গুর্খা আপনাদের সমরকৌশলের পরিচয় দিবার জন্য স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। যাহারা এক সময়ে চিনিয়াবালার চিরপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারাও এখন ইংরেজের রাজ্যশাসনগুণে সেই শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া, ইংরেজের জন্যই আত্মজীবনের উৎসর্গ করিতে দৃঢ়-

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 216.*
† *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 610.*

প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল।* ইংরেজ এইরূপে স্বদেশের ন্যায় বিদেশের বীরপুরুষগণে বলসম্পন্ন হইয়া, পরাক্রান্ত বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। †

সেনানায়ক নিকল্‌সনের আদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় দল নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সিপাহীরা এমন তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ করিল, এমন পরাক্রমের সহিত ইট ও পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে ইংরেজসৈন্য পরিখার নীচে মই রাখিয়া প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে উঠিতে প্রথমে সমর্থ হইল না, শেষে তাহাদের প্রয়াস সফল হইল। দুই তিন খানি মই ফেলিয়া সাহসিক সৈনিকদিগের কেহ কেহ প্রাচীরে উঠিতে লাগিল। সিপাহীদিগের গুলিতে ইহাদের একজনের পতন হইলেও অপরে নিরস্ত হইল না। ইহারা কাশ্মীর তোরণের নিকটবর্ত্তী এই ভগ্ন স্থান অধিকার পূর্ব্বক মেইনগার্ডে উপস্থিত হইল।

* *Twelve Years of a Soldier's Life in India, p. 289.* খাঁ। সিংহ নামক এক জন শিখসর্দ্দার চিনিয়াবালায় ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে ইনি দিল্লীতে ইংরেজের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন।—*Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 610, note.*

† দিল্লীর যুদ্ধে যে সকল শিখ সৈনিক দেহত্যাগ করে, তাহাদের মধ্যে সুবাদার রতন সিংহ সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রতন সিংহ পাতিয়ালাবাসী শিখ। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ইনি গবর্ণমেণ্টের সৈনিকদল হইতে অবসর লইয়াছিলেন। যখন পঞ্জাবের প্রথম পদাতিদল দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হয়, তখন উক্ত দলের অধিনায়ক দেখিলেন যে, বৃদ্ধ রতন সিংহ দুইখানি তরবারি হস্তে লইয়া, পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রতন সিংহ সৈনিকদলের সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। অধিনায়ক প্রথমে সম্মত হইলেন না। রতন সিংহ কহিলেন—"কি! আমার পুরাতন দল আমাকে ফেলিয়া দিল্লীতে যুদ্ধ করিতে যাইবে? আশা করি, আপনি আমার পুরাতন শিখদিগের পরিচালনার জন্য আমাকে পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে দিবেন। আমি আপনাদের জন্য এই দুইখানি তরবারি ভাঙ্গিব।" অধিনায়ক বৃদ্ধ শিখের এইরূপ তেজস্বিতা ও প্রভুভক্তি দেখিয়া, তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এই বৃদ্ধ সুবাদার যুদ্ধে যার পর নাই সাহস দেখাইয়াছিলেন। ১লা ও ২রা আগষ্ট যখন সিপাহীরা অবিশ্রান্তভাবে গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে, সুবাদারের দলের ইংরেজ অধিনায়ক যখন দেহত্যাগ করেন, তখন বৃদ্ধ সুবাদার সেই গুলিবৃষ্টির মধ্যে এক লম্ফে প্রাচীরে উঠিয়া, বিপক্ষদিগকে কহিয়াছিলেন:—"যদি কেহ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, সে কাপুরুষের ন্যায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া গুলিবৃষ্টি না করিয়া, এই খানে উপস্থিত হউক। আমি পাতিয়ালার রতন সিংহ।" ইহা কহিয়া তিনি প্রাচীর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, আপনার দলের লোকের সহিত বিপক্ষদিগের মধ্যে গিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছিল।

যে দিন প্রাতঃকালে দিল্লী আক্রান্ত হয়, সেই দিনেও বৃদ্ধ সুবাদার একদল আক্রমণকারী সৈনিকের পুরোভাগে ছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার দলের জমাদার দয়াল সিংহ তাঁহার পার্শ্বে দেহত্যাগ করেন।—*Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 254, note.*

দ্বিতীয় দল এই সময়ে কাবুল দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া ফেলিল। এই স্থানে ইংরেজসৈন্য যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সিপাহীরা এরূপ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল যে, তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলির পর গুলির আঘাতে ইংরেজপক্ষের সৈনিকদিগের অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছিল। তথাপি শেষে ইংরেজসৈন্য অভীষ্ট স্থান অধিকার করে।

কাবুল দরওয়াজা অধিকৃত হইলে, নিকল্‌সন্‌ লাহোর দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হয়েন। এই দরওয়াজার পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। উক্ত পথে যাইবার সময়ে সাহসী যুদ্ধবীরগণের অনেকেই দেহত্যাগ করিল। সেনানায়ক নিকল্‌সন্‌ও সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইলেন। তাঁহাকে সৈনিকনিবাসের চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়া হইল।

এদিকে তৃতীয় দল বারুদে কাশ্মীর দরওয়াজা উড়াইয়া দিবার আয়োজন করিল। হোম, স্মিথ, কারমাইকেল, হাবিলদার মধু প্রভৃতি সাহসী সৈনিকেরা বারুদের বস্তা দরওয়াজার নীচে রাখিল। এই কার্য্যে কারমাইকেল নিহত এবং হাবিলদার মধু আহত হইল। অতঃপর সল্‌কেল্ড্‌ নামক একজন সৈনিক-পুরুষ সন্নিবেশিত বারুদস্তূপে আগুন দিবার জন্য দেশলাই হাতে লইয়া, প্রস্তুত হইল। কিন্তু উহা প্রজ্বালিত হইতে না হইতে সেও সাঙ্ঘাতিক আঘাত পাইল। ভূপতিত হইবার সময়ে এই সাহসী সৈনিক পুরুষ আর একজনের হাতে দেশলাই দিল। এই সৈনিকের নিকটে অন্য একজন দাঁড়াইয়াছিল, গুলির আঘাতে তাহার পতন হইল। যাহার হাতে দেশলাই দেওয়া হইয়াছিল, বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাহারও প্রাণান্ত হইল। অন্য সৈনিক দেশলাই জ্বালাইয়া বারুদে দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দরওয়াজা নষ্ট হইল। বারুদের আগুনে অনেক সিপাহী দেহত্যাগ করিল। সল্‌কেল্ডের পার্শ্বে হাবিলদার তিলক সিংহ আহত হইয়াছিল। রামহেত নামক একজন সৈনিক দেহত্যাগ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্য ছয় জন ভারতবাসী সৈনিক আপনাদের সাহসের একশেষ দেখাইয়াছিল। এই কার্য্যসাধনে ইংরেজসৈনিকের পার্শ্বে ভারতবর্ষীয় সৈনিকেরাও স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়াছিল, কেহ কেহ সেই যুদ্ধস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল।*

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 442.*

কিন্তু চতুর্থ দল তৃতীয় দলের ন্যায় কৃতকার্য্য হয় নাই। ইহারা নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী কৃষ্ণগঞ্জ নামক স্থান হইতে বিপক্ষদিগকে তাড়িত করিয়া লাহোর দরওয়াজা অধিকার করিতে অসমর্থ হয়। জম্মুর সৈনিকদল সর্ব্বপ্রথম এই স্থানের আক্রমণে নিয়োজিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করে। সেনানায়ক রীড গুর্খাদিগের সহিত কামান লইয়া, বিপক্ষদিগের সম্মুখে আগমন করেন। কিন্তু তিনিও আহত ও পরাজিত হয়েন। নীবিলি চাম্বার্লেন স্বয়ং আহত হইয়াও এই সময়ে সিপাহীদিগকে বাধা দিবার আয়োজন করেন। তাঁহার আদেশে সশস্ত্র রক্ষকেরা হিন্দুরাওর গৃহের ছাদে সন্নিবেশিত হয়। অনেক আহত সৈনিক বন্দুক হস্তে করিয়া, ঐ স্থানে থাকে। সিপাহীগণ রীড্‌কে পরাজিত করিয়াছে, এমন সময়ে অন্যতম সেনানায়ক হোপ্ গ্রাণ্ট সেনাপতি উইল্‌সনের আদেশে কয়েক শত শিখ ও ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়েন। বিপক্ষ সিপাহীরা আপনাদের সাহস ও পরাক্রমের একশেষ প্রদর্শন করে। সুশিক্ষিত ইংরেজ বীরপুরুষেরা ইহাদের অসামান্য সাহস ও অদ্ভুত রণকৌশল দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হয়েন। ক্রমে সিপাহীদিগের কামান হইতে গোলাবৃষ্টি কমিয়া আইসে। শেষে তাহারা ইংরেজপক্ষের চতুর্থ দলকে বাধা দিতে নিরস্ত হয়।

এইরূপে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজসৈন্যের প্রয়াস অনেকাংশে সফল হয়। তাহারা প্রাচীর ভেদ পূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করে। সেনাপতি উইল্‌সন্ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক এক হস্তে দিল্লীর মানচিত্র লইয়া নগরে সমাগত হয়েন। প্রধান ইঞ্জিনিয়ারও উৎফুল্লভাবে নগরে গমন করেন। সেনাপতি এবং তাঁহার সহচরবর্গ নগরমধ্যবর্ত্তী স্কিনারের গৃহে সেই রাত্রি যাপন করেন। *

পরদিন যুদ্ধের গোলযোগ—কামানের গর্জ্জন, বন্দুকের শব্দ, ধূমজনিত অন্ধকার, গোলাগুলিবৃষ্টির ভয়াবহ দৃশ্য প্রায় অন্তর্হিত হয়। এই দিনে ইংরেজের সৈনিকেরা অন্যরূপে আপনাদের জিগীষার তৃপ্তিসাধন করে।

* স্কিনারনামক একজন ফিরিঙ্গী কর্ত্তৃক এই গৃহ নির্ম্মিত হয়। স্কিনার প্রথমে মোগল সম্রাটের দরবারে কর্ম্ম করিতেন। লর্ড লেক্ দিল্লী অধিকার করিলে, স্কিনার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে ইঁহার পদোন্নতি হয়।—*Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 241, note.*

মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানী অনেক বহুমূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, বস্ত্র, প্রভৃতি মূল্যবান্ পদার্থে উহার সমৃদ্ধি বহুকাল হইতে লোকসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই সমৃদ্ধি বিজয়ী সৈনিকদিগের পক্ষে লোভনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু রজত, কাঞ্চন প্রভৃতি অংশতঃ স্থানান্তরিত বা সংগোপিত হইয়াছিল। যাহারা দিল্লী হইতে পলায়নে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা উহা সঙ্গে লইয়াছিল। কেহ কেহ পুনঃপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় উহা মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু অন্য এক পদার্থের সংগোপনে ইহাদের তাদৃশ মনোযোগ হয় নাই। কাল, সাদা বা সবুজ রঙ্গের সুরাপূর্ণ বোতল অধিবাসীদিগের অনাদরণীয় হইলেও ইংরেজপক্ষের সৈনিকদিগের সাতিশয় লোভনীয় ছিল। যে পানীয়ে এক সময়ে তাহাদের অবসাদ অন্তর্হিত, উদ্যম উদ্দীপিত ও সাহস সংবর্দ্ধিত হইত, অন্য সময়ে তাহাতেই তাহারা সর্ব্বাংশে নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িত। ১৫ই সেপ্টেম্বর মহানগরী দিল্লীতে ইংরেজপক্ষের সৈনিকদলের এই দশা ঘটিল। দিল্লীর কিয়দংশ অধিকার করিয়াই, এই সকল সৈনিক দোকানপাট লুঠ করিতে লাগিল এবং বিলুণ্ঠিত সুরা আগ্রহসহকারে উদরস্থ করিয়া, উহার তীব্রতেজে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। ইংরেজ সৈনিকদিগের ন্যায় পঞ্জাবের দৃঢ়কায় শিখেরাও সুরাপানে প্রমত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা রহিল না, অধিনায়কের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে আগ্রহ দেখা গেল না। সুরাপানে সকলেই উচ্ছৃঙ্খল, সকলই স্বপ্রধান, সকলই নীতিজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। এক জন ইংরেজ অধিনায়ক (কাপ্তেন হড্‌সন) লিখিয়া গিয়াছেন—"আমার জীবনে এই প্রথম বার ইংরেজসৈনিকদিগকে বারংবার তাহাদের অধিনায়কের অনুসরণে অসম্মত হইতে দেখিয়াছি।"* অন্য একজন সদাশয় ইংরেজ এ সময়ে স্বয়ং সুরা-প্রমত্ত ইংরেজদিগের উচ্ছৃঙ্খলভাব দেখিয়া, ঘৃণা ও লজ্জার সহিত উহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।† সেনাপতি উইল্‌সন্ সৈনিকদিগের মধ্যে এইরূপ শৃঙ্খলা-হানি দেখিয়া চিন্তিত হয়েন। সেনাপতি হাবেলক কাণপুরে আপনার সৈনিক-দিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিবার জন্য মদের বোতল সকল কমিশরিয়েটের

* *Twelve years of a Soldier's Life in India, p. 296.*

† *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 444.*

কর্ম্মচারীদিগের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি উইল্‌সন্ ইহা না করিয়া ১৬ই সেপ্টেম্বর যাবতীয় সুরা নষ্ট করিতে আদেশ দিলেন। দিল্লীর রাজপথে সুরাস্রোত প্রবাহিত হইল। সুরাপূর্ণ শত শত বোতল ভগ্ন হইয়া রহিল। উহার মধ্যস্থিত তরল পদার্থে পথ কর্দ্দমাক্ত হইল। যে দ্রব্য চিকিৎসালয়ে রুগ্ন ও আহতদিগের নিরতিশয় আবশ্যক ছিল, তাহা পথের ধূলিরাশিতে বিলীন হইল।*

১৫ই সেপ্টেম্বর ইংরেজের সৈনিকদল উত্তেজক মদিরার প্রভাবে এইরূপ প্রমত্তভাবে ছিল। বিপক্ষ সিপাহীগণ যদি সুযোগ বুঝিয়া, অভীষ্টসাধনে উদ্যত

* রবার্টস্ নামক এক জন সৈনিক (পরে লর্ড রবার্টস্; ইনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন) এই সময়ে দিল্লীর সৈনিকদলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ উত্তাপে এবং অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, সুরা পান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি এই দিন কাহাকেও সুরপানে প্রমত্ত হইতে দেখেন নাই।—*Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 243, note.* কিন্তু অপর লেখকেরা সাধারণতঃ সৈনিকদিগের প্রমত্তভাবেরই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর নগরের অত্যল্প অংশ ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। অস্ত্রাগার রাজপ্রাসাদ, সেলিমগড় এবং নগরের অন্যান্য জনবহুল স্থান সিপাহীদিগের অধিকারে ছিল।—*Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 240-241.*

বৃদ্ধ মোগল ভূপতির একজন কর্ম্মচারী (ইঁহার বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত হইবে) এই সময়ে দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজসৈন্য কাশ্মীর তোরণ দিয়া, নগরে প্রবেশ করে। তাহারা কোতওয়ালি এবং জুম্মা মস্‌জিদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। কতিপয় সওয়ার কোতওয়ালি হইতে ইংরেজপক্ষের অগ্রগামী সৈনিকদিগের মধ্যে গোলা চালাইয়াছিল। উহাতে তাহাদের পঞ্চাশ জন হত ও আহত হয়। সিপাহীরা জুম্মা মস্‌জিদে থাকিয়া, ইংরেজসৈন্যের গতিরোধ করে। ইহাতে উক্ত সৈনিকগণ কাশ্মীর তোরণে ফিরিয়া যায়।—*Two Native Narratives of the Mutiny in Delhi, p. 70.* জুম্মা মস্‌জিদ নগরের মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্রাট্ শাহ জাহান কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়। ইংরেজসৈন্য কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইলে এক ব্যক্তি অসন্তোষের সহিত উক্ত মস্‌জিদের প্রাচীরে চক্ দিয়া এই ভাবে একটি কবিতা লিখিয়া গিয়াছিল।—

"আহবঘোষণাপরে দেখি ঘোর রণ,
ভগবানে, সৈন্যগণে ডাকে ঘন ঘন।
কিন্তু শেষে জয়লাভ হ'লে যুদ্ধস্থলে,
না স্মরে ঈশ্বরে নাহি মানে সৈন্যদলে।"

এই সুদৃশ্য মস্‌জিদ অতঃপর বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড লরেন্সের চেষ্টায় এই অসঙ্গত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।—*Address on Ancient Buildings in India by Lord Curzon, at the Annual meeting of the Asiatic Society of Bengal, 7th February, 1900.*

হইত, যদি ইংরেজপক্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কিছু বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিত, তাহা হইলে ১৫ই সেপ্টেম্বর তাহাদের অভিলষিত কর্ম্মসম্পাদনের সুযোগ ঘটিত। তাহাদের এই সুযোগে ইংরেজকে যার পর নাই বিপদাপন্ন হইতে হইত। কৃষ্ণগঞ্জ এখনও তাহাদের অধিকারে ছিল। লাহোরতোরণ এবং মহানগরীর মধ্যবর্ত্তী বহুসংখ্যক বাড়ী তাহাদের হস্তে রহিয়াছিল। পাহাড়ের উপরিস্থিত সৈনিকনিবাসে ইংরেজের অতি অল্পমাত্র সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ পীড়িত ছিল। এদিকে নগরের মধ্যভাগে ইংরেজের সৈনিকদল বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছিল। উপযুক্ত সেনাপতির প্রতিভাবলে পরিচালিত হইলে, সিপাহীগণ ইংরেজের সমগ্র সৈনিকদলকে বিপন্ন করিয়া বৃদ্ধ মোগলের জয়পতাকাস্থাপনে বোধ হয়, অসমর্থ হইত না। ফলতঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীস্থিত ইংরেজের সম্মুখে করালকাদম্বিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই মেঘমালা হইতে অশনিপাত হওয়া অসম্ভব ছিল না। ইংরেজের ভাগ্যবলে এই কাদম্বিনীর করাল ছায়ার বিলয় হয়। বিপক্ষ সিপাহীদিগের জয়লাভ শেষে তাহাদেরই পরাজয়ের সোপানস্বরূপ হইয়া উঠে।

১৫ই সেপ্টেম্বর বিনা বিপত্তিতে অতিবাহিত হইল। সেনাপতি উইল্‌সন্ অপর সাহায্যকারী সৈনিকদল ব্যতিরেকে দিল্লীর অন্যান্য স্থান আক্রমণ করিবেন কিনা, ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সহযোগীরা পশ্চাদ্‌গমনের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এক শত বৎসর পূর্ব্বে লর্ড্ ক্লাইব্ ভারতে ইংরেজের আধিপত্যস্থাপনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"এক স্থানে স্থিরভাবে থাকা বিপত্তিজনক, পশ্চাদ্‌গমন সর্ব্বনাশের কারণ।" দিল্লীর ইংরেজ সেনাপতি এখন এই কথার গুরুত্ব বুঝিলেন, সুতরাং তিনি সৈনিকদিগকে অভীষ্টকর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বরের প্রভাতকাল ইংরেজের সমক্ষে প্রশান্তভাবে দেখা দিল। দিল্লীর ইংরেজেরা এই দিনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্বস্ত হইলেন। দুই দিন পূর্ব্বে বিপক্ষ সিপাহীগণ ইংরেজের চতুর্থ সৈনিকদলকে পরাজিত করিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হটাইয়া দিয়াছিল। ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। কৃষ্ণগঞ্জ ইংরেজের অধিকৃত হইল। উহার নানাবিধ অস্ত্রপূর্ণ অস্ত্রাগার ইংরেজের অধিকারে আসিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর সায়ংকালে ইংরেজসৈন্য দিল্লীর

পথে পথে যুদ্ধ করিতে করিতে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সিপাহীরা ইহাদিগকে বাধা দিতে নিরস্ত থাকিল না। গৃহের ছাদ, জানালা, দরওয়াজা প্রভৃতি হইতে ইহাদের উপর তীব্রবেগে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। ১৮ই লাহোর দরওয়াজা অধিকার করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু সিপাহীগণ বাড়ীর উপর হইতে অলক্ষ্যভাবে গুলিবৃষ্টি করাতে ইউরোপীয় সৈন্য এরূপ ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। ইহাতে সেনাপতি উইল্‌সন্ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের প্রত্যেক ভাগ, ধমনীর প্রত্যেক অংশ, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল। এক দিন পরে তাহার এইরূপ অবসাদ, এইরূপ অশান্তির অবসান হইল। ২০শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ লাহোর দরওয়াজা, জুম্মা মস্‌জিদ, আজমীর দরওয়াজা অধিকার করিলেন। ঐ দিন সম্রাটের প্রাসাদে তাঁহাদের জয়-পতকা উড্ডীন হইল।

যদিও দিল্লীর স্থানে স্থানে বিপক্ষ সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল, তথাপি ঐ মহানগরীতে ইংরেজের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় কোনরূপ ব্যাঘাত হইল না। ২০শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর অধিপতি হইলেন। তাঁহারা আপনাদের জয়লাভের জন্য পৃথিবীর অমরনিকেতনে—প্রসিদ্ধ দেওয়ান-ই খাসে পানভোজন করিয়া আমোদিত হইলেন। *

দিল্লী অধিকৃত হইল। বিপক্ষ সিপাহীগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। অধিবাসিগণ আপনাদের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইয়া স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইল। ইংরেজ সৈনিকগণ এখন প্রতিহিংসাতৃপ্তির সুযোগ দেখিতে লাগিল। যে স্থানে তাহাদের অসহায় কুলকামিনীদিগের শোণিতপাত হইয়াছিল, স্নেহাস্পদ সন্তানদিগের দেহাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা এখন সেই স্থানের অধিকারী হইয়াছিল। তাহাদের সশস্ত্র বিপক্ষগণের অনেকে এখন সেই স্থানে মৃত্যুমুখে পাতিত বা সেই স্থান হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিল। তাহারা এখন

* মোগল সম্রাট্‌দিগের খাস দরবারগৃহ—দেওয়ান-ই খাস শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বিবিধ কারুকার্য্যে খচিত। ছাদের স্তম্ভ গুলিও মর্ম্মর প্রস্তরের। এই দরবারগৃহে সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরসিংহাসন স্থাপিত ছিল। দেওয়ান-ই খাসে এই কথা ক্ষোদিত হইয়াছিল—"যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তাহা হইলে উহা এই, উহা এই, উহা এই"—*Two Native Narratives of the Mutiny in Delhi*, *p. 11.*

যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহার প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগে কাতর হইল না। এ দিকে শিখ সৈনিকেরাও সম্পত্তিলুণ্ঠনে বা অধিবাসীদিগের নিধনে তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইল। মোগলের রাজধানী ইংরেজদিগের ন্যায় শিখদিগেরও বিদ্বেষ-ভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। মোগলের আদেশে তেগবাহাদুর যে স্থানে নিহত হইয়াছিলেন, গোবিন্দ সিংহ যে স্থানের অধিবাসীদিগের বিপক্ষতায় একান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলেন, বাঁদা যে স্থানে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়া, আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের বিষয় তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। আপনাদের চিরমান্য, চিরভক্তিভাজন ধর্ম্মগুরুদিগের শোচনীয় দশার সহিত দিল্লী এবং মোগলের নাম তাহাদের মানসপটে একসূত্রে গ্রথিত ছিল। তাহারা দিল্লী এবং মোগলের নামে উত্তেজিত হইত, ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিত এবং প্রতি-হিংসার আবেগে অধীর হইয়া পড়িত। সুতরাং ইংরেজ ও শিখ, সমভাবে আপনাদের বলবতী হিংসার পরিতর্পণে অগ্রসর হইল। যাহারা এক সময়ে ইংরেজের নিধনে লিপ্ত ছিল, কুলনারী ও বালকবালিকার শোণিতে যাহাদের হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছিল, ন্যায়ানুসারে তাহারা দয়ার পাত্র না হইতে পারে। কিন্তু যাহারা কখনও ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে নাই, ইংরেজের নিষ্কাশনে বা নিধনে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, সংসারের শান্তিময় পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় নাই; যাহারা আপনাদের উত্তেজিত, সশস্ত্র সজাতিগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল, জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম অনুরাগ প্রযুক্ত যাহারা সভয়ে, উদ্বিগ্নচিত্তে এবং একান্ত কাতরভাবে উচ্ছৃঙ্খল, সৈনিকগণে পরিপূর্ণ বিপত্তিময় নগরে বাস করিতেছিল, তাহাদের জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখা এ সময়ে ইংরেজ সৈনিক পুরুষদিগের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু এই পবিত্র কর্ত্তব্যের পালনে সকলে সমভাবে মনোযোগী হয় নাই। প্রচণ্ড বিপ্লবের সঙ্ঘাতে অসৎ ব্যবস্থার সহিত অনেক সৎ ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়। উদ্ধত লোকের সহিত অনেক নিরীহ লোকেরও শোণিতপাত হইয়া থাকে। প্রায় সকল দেশের বিপ্লবেই এই ভয়াবহ মারাত্মকভাবের নিদর্শন লক্ষিত হয়। দিল্লীর বিপ্লবে ইহা বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা কোনরূপে শান্তির ব্যাঘাত জন্মায় নাই, ইংরেজসৈনিকের সঙ্গীনে তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ, তরবারিতে দেহ বিচ্ছিন্ন বা বন্দুকের গুলিতে মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দিল্লীর প্রাচীরের

মধ্যে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহারা সকলেই এখন ইংরেজপক্ষের ইউ-রোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের নিকটে শত্রু সুতরাং বধ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।* শান্ত, অশান্ত, উদ্ধত ও অনুদ্ধত, অপরাধী ও নিরপরাধ, সকলকেই সমভাবে এই মহাপাপের ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর অধিকারের পর প্রথম কয়েক দিন এইরূপে নিরীহ, নির্দ্দোষ লোক বন্দুকের গুলিতে বা অন্যরূপে মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। সাহস ও রণকৌশলে প্রসিদ্ধ ইংরেজ বীর পুরুষগণের মধ্যে অনেকে এই নিন্দনীয় কর্ম্মের ভার স্বয়ং গ্রহণ না করিলেও, উহার অনুমোদন করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।† যুদ্ধে যাহারা বিকলাঙ্গ এবং রোগে যাহারা একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের প্রতিও এ সময়ে দয়া প্রদর্শিত হয় নাই। বিপক্ষগণ প্রায় এক শত আহত ও রুগ্ন সিপাহীকে আপনাদের শিবিরে ফেলিয়া গিয়াছিল। কাপ্তেন হডসনের সৈনিকেরা এই নিঃসহায় জীবদিগের সকলকেই বধ করে। কতকগুলি আহত সিপাহী মোগলের প্রসিদ্ধ দরবারগৃহের বারেন্দায় শুইয়াছিল। ইংরেজের সঙ্গীনের আঘাতে ইহাদেরও প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার এই সময়ে লিখিয়াছিলেন—"তরবারির আঘাতে একজন সিপাহীর দুই হাত কাটা গিয়াছিল, শরীরে বন্দুকের গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পেটের দুই স্থানে সঙ্গীনের আঘাত লাগিয়াছিল। এই ব্যক্তি তখনও জীবিত ছিল। একজন ইংরেজ-সৈনিক বন্দুকের গুলিতে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং এইরূপ নিঃসহায় ও নিরবলম্ব লোকেরও মস্তিষ্ক বাহির করিয়া দেয়। ইহা দেখিয়া আমার যে কিরূপ ঘৃণা ও লজ্জার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়।"‡ কিন্তু সৈনিকেরা এতদ্দেশীয় মহিলাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। বালকবালিকারাও ইহাদের অস্ত্রাঘাতের বিষয়ীভূত হয় নাই। অজ্ঞাতসারে কোন কোন নারীর উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতসারে কোন রূপ অত্যাচার ঘটে নাই। পক্ষান্তরে উত্তেজিত মুসলমানেরা মস্‌জিদ প্রভৃতি নিভৃত স্থলে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া, ইংরেজসৈন্যের উপর গুলি চালাইয়াছিল।

* *Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 245.*
† *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 636.*
‡ *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 445.*

ইহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে কতিপয় ইংরেজ ও এদেশীয় সৈনিকের প্রাণান্ত হয়। ইহাদের আত্মগোপনের স্থল বিধ্বস্ত এবং ইহারা ধৃত ও নিহত হয়। এই ঘটনায় দিল্লীর লোকে এরূপ শঙ্কিত হয় যে, অতঃপর কেহ ইংরেজপক্ষের কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের চেষ্টা করে নাই।

দিল্লীর প্রাসাদ অধিকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ইংরেজের হস্তে পতিত হয়েন নাই। ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহার রাজধানী আক্রান্ত হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ইংরেজ যখন চাঁদনীর চক প্রভৃতি অধিকার করেন, তখন সেনাপতি বখত্ খাঁ আর কোন উপায় না দেখিয়া, পলায়নে কৃত-সঙ্কল্প হয়েন। তিনি প্রাসাদে গিয়া, বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে কহেন যে, যদিও তাঁহার রাজধানী বিপক্ষের হস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি এখনও অনেক স্থানে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ সুগম রহিয়াছে। তাঁহার নামে এবং তাঁহার উপস্থিতিতে অনেকে উৎসাহযুক্ত হইয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-লেখক কর্ণেল মালিসন এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, যদি বাহাদুর শাহ আপনার পূর্ব্বপুরুষ বাবর বা হুমায়ুন অথবা আকবরের ন্যায় দৃঢ়তাসম্পন্ন ও উদ্যমশীল হইতেন, তাহা হইলে বখত্ খাঁর অনুরোধ ব্যর্থ হইত না। কিন্তু বাহাদুর শাহের কিছুমাত্র তেজস্বিতা বা দৃঢ়তা ছিল না। বার্দ্ধক্যে তিনি একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি সম্ভবতঃ অপরের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ রহিয়াছিলেন। অব-রোধের সময়ে সিপাহীদিগের অধিনায়কেরা তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। তাহাদের পরাজয়ের সঙ্গে এই কর্ত্তৃত্বও বিলুপ্ত হয়।*

ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ভাবে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। বখত্ খাঁ বিফলমনোরথ হইলেন। তিনি পরদিন দেখা করিবেন বলিয়া, বাহাদুর শাহের নিকটে বিদায় লইলেন। এই সময়ে অন্য এক প্রধান ব্যক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইনি বখত্ খাঁর পথে না গিয়া, বৃদ্ধ বাহাদুরকে আপনার দিকে রাখিতে উদ্যত হইলেন।

মীর্জ্জা এলাহি বক্স বাহাদুর শাহের আত্মীয় ছিলেন। ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. II., p. 72.*

দারা বখ্‌তের সহিত ইঁহার কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। বখ্‌ত খাঁ চলিয়া গেলে এলাহি বক্স বৃদ্ধ ভূপতিকে আপনার বাড়ীতে আনিলেন। এই স্থানে তিনি ভূপতিকে বুঝাইলেন যে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার যাওয়া উচিত নহে, গেলে তাঁহার পরাজয় এবং অনিষ্ট ঘটিবে। দুর্দ্দশাগ্রস্ত বৃদ্ধ তাঁহার কথা শুনিলেন। অতঃপর তিনি এলাহি বক্সের বাড়ী হইতে জীন্নৎ মহল ও তাঁহার পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক পুত্রের সহিত হুমায়ুনের সমাধিভবনে উপনীত হইলেন। যিনি রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দুঃখ ও দুর্গতির একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মন্ত্রীদিগের ষড়যন্ত্রে রাজভোগের সুখ হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহ এই স্থানের মৃত্তিকাগর্ভে শায়িত রহিয়াছিল। হুমায়ুন ব্যতীত গাজিউদ্দীনকর্ত্তৃক নিহত দ্বিতীয় আলমগীর এই স্থানে রহিয়াছিলেন। এখন এই স্থানে সর্ব্বশেষ মোগল ভূপতিরও যাবতীয় আশার অবসান হইল।

পূর্ব্বে রজীব আলির কথা বলা হইয়াছে। এই ব্যক্তি হড্‌সন সাহেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল। দিল্লীর কোথায় কি হইতেছে, বিশ্বস্ত রজীব আলি তাহার সংবাদ লইয়া, হড্‌সন সাহেবকে জানাইত। এ সময়ে দিল্লীর অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইংরেজদিগের পক্ষে ছিলেন। মুন্সী জীবনলাল এই দুঃসময়ে ইংরেজের যথোচিত উপকার করিয়াছিলেন।* যাহা হউক বৃদ্ধ ভূপতি হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছেন শুনিয়া, রজীব আলি মীর্জ্জা এলাহি বক্সকে কহিল যে, তিনি যেন ২৪ ঘণ্টাকাল ভূপতিকে ঐ স্থানে রাখেন। এলাহি বক্স দেখিয়াছিলেন যে, ইংরেজের পরাক্রম অনিবার্য্য। তাঁহাদের জয়লাভ হইয়াছে। এ সময়ে ভূপতিকে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে, তিনি বিজয়ী ইংরেজের সন্তোষসাধনে সমর্থ হইবেন। সুতরাং রজীব আলির সহিত তাঁহার সহজেই সম্মিলন ঘটিল। তিনি রজীব আলির কথায় সম্মত হইলেন। এ দিকে রজীব আলি কাপ্তেন হড্‌সনকে এই সংবাদ দিল। হড্‌সন্ সাহেব অবিলম্বে ভূপতিকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইল্‌সনের অনুমতি চাহিলেন। সেনাপতি এই বলিয়া অনুমতি দিলেন যে, ভূপতির প্রতি যেন কোনরূপ অসৎ ব্যবহার

* *A short account of the Life of Rai Jeewanlal Bahadur. By his son.*

এবং তাঁহার জীবনের যেন কোনরূপে হানি না করা হয়। কাপ্তেন হড্‌সন্ তাঁহার ৫০ জন মাত্র সৈনিক লইয়া, রজীব আলির সহিত অশ্বারোহণে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থলের নিকটে উপনীত হইয়া, কাপ্তেন হড্‌সন আপনার সৈনিকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। অতঃপর রজীব আলি এবং তাহার একজন সহচর জীনৎ মহলের নিকটে গমন করিল। দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল। কাপ্তেন হড্‌সন্ দুই ঘণ্টাকাল উদ্বিগ্নভাবে চরের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার উদ্বেগ দূর হইল। জীনৎ মহল দেখিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাদের জীবনরক্ষা হয়, তাহা হইলে এ সময়ে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি এ বিষয়ে ভূপতিকে সম্মত করাইয়াছিলেন। সুতরাং রজীব আলির অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। রজীব আলি আসিয়া সংবাদ দিল, হড্‌সন্ যদি নিজমুখে বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ভূপতিকে কোনরূপে বিপদগ্রস্ত করিবেন না, তাহা হইলে তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ সম্মত হইলেন।

অবিলম্বে বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে জীনৎ মহল বহির্গত হইলেন। তরুণবয়স্ক জোয়ান্ বখ্‌ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ ভূপতির পাল্কী ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। কাপ্তেন হড্‌সন্ নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে লইয়া, ইঁহাদের প্রতীক্ষায় সমাধিভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত ছিলেন। তৈমুরের বংশধর এখন ভীতচিত্তে, কাতরভাবে তাঁহার নিকটে সমাগত হইলেন। এই দৃশ্য মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়। যাঁহারা মোগলের ক্ষমতা, মোগলের আধিপত্য, মোগলের সমৃদ্ধি, মোগলের সুখসৌভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই দৃশ্যে নশ্বর মানবের অদৃষ্টচক্রের অভাবনীয় আবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। লোকে যাঁহার নামে সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহিত হইত, যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে ব্যগ্র হইয়া উঠিত, যাঁহার গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবযুক্ত বোধ করিত, বার্দ্ধক্যে, ঘটনাবলীর অভিঘাতে, সর্ব্বোপরি অনিবার্য্য নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে যিনি পূর্ব্বতন ক্ষমতা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। যিনি অপরের ক্ষমতা ও উৎসাহের অদ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন, তিনি এখন প্রীতিময়ী প্রণয়িনী, পরমস্নেহাস্পদ পুত্র এবং আপনার জীবনভিক্ষার

জন্য সাতিশয় দীনভাবে একটি অধস্তন ইংরেজ সৈনিক পুরুষের নিকটে সমাগত হইলেন। যাঁহার উদ্দেশে এক সময়ে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনিতে চারি দিক পরিপূর্ণ হইত, সেই মহাপরাক্রান্ত, সর্ব্বজনমান্য সম্রাটের বংশধর এখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পাতিত হইলেন। লোকে ইংরেজের অসীম শক্তিতে স্তম্ভিত হইল। বৃদ্ধ ভূপতির বহুসংখ্যক অনুচর কোনরূপে বাধা না দিয়া, সেই মহাশক্তির নিকটে ভীতিবিহ্বলচিত্তে মস্তক অবনত করিল।

কাপ্তেন হড্‌সন্, বাহাদুর শাহকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি হড্‌সন্, বাহাদুর কি না? এই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদত্ত হইল। অতঃপর ভূপতি তাঁহার এবং তদীয় স্ত্রী ও পুত্রের জীবন-রক্ষা সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল, হড্‌সন্ সাহেবকে তাহা নিজমুখে বলিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ রক্ষিত হইল। এই সময়ে হড্‌সন্ সাহেব দৃঢ়তার সহিত কহিলেন যে, ভূপতি যদি পলায়নের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে কুকুরের মত মারিয়া ফেলিবেন।* ভূপতি অতঃপর কাপ্তেন হড্‌সনের হস্তে দুইখানি তরবারি সমর্পণ করিলেন। কাপ্তেন হড্‌সন উহা আপনার আরদালির হস্তে দিলেন। অনন্তর বাহাদুর শাহ, জীনৎমহল এবং জোয়ান-বখ্‌তকে নগরে আনা হইল। ইঁহাদের পাল্কীর পার্শ্বে বহুসংখ্যক অনুচর ছিল। ইহারা ক্রমে সরিয়া গেল। দিল্লীর প্রসিদ্ধ চাঁদনী চক দিয়া যখন পাল্কী যাইতে লাগিল, তখন লোকে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে উহার প্রতি দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। ভূপতি স্ত্রীপুত্রের সহিত নগরে সমানীত এবং প্রধান সিবিল কর্ম্মচারী সণ্ডার্স্ সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইলেন।

কাপ্তেন হড্‌সন্ যদি ধীরভাবে ও সৌজন্যসহকারে ভূপতিকে বন্দী করিতেন এবং তাঁহার কার্য্য যদি ঐ খানেই পরিসমাপ্ত হইত, তাহা হইলে তিনি ইতিহাসে সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যসম্পাদনে ধীরতা বা সৌজন্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"বাহাদুর শাহকে কুকুরের মত গুলি করিয়া মারিতে বা কসাইখানার ষাঁড়ের মত নিপাতিত করিতে আদেশ দিতে এই

* *Hodson, Twelve Years in India, p. 506.*

সাহসী সৈনিকের হৃদয় উৎফুল্ল হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে তদীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার বন্দী শোচনীয়-দশাগ্রস্ত এবং অক্ষম, বৃদ্ধ পুরুষ। ইনি কুপরামর্শে পরিচালিত ও ঘটনাস্রোতে ভাসমান হইয়াছিলেন। ঐ স্রোত সংযতভাবে রাখিতে ইঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার নামে অনিষ্টকর কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ ক্ষীণ-প্রাণ জীবের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করা, নারীহত্যা অপেক্ষা অধিকতর পুরুষোচিত কর্ম্ম নয়।"* অন্য একজন ঐতিহাসিকও কাপ্তেন হড্‌সনের এইরূপ ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। কাপ্তেন হড্‌সন ভূপতির প্রতি অসম্মান-প্রদর্শনে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এইরূপ প্রতিষেধের প্রতি মনোযোগী হয়েন নাই।† হড্‌সন সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভূপতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম। তাঁহার নামে তদীয় পুত্রেরা অসভ্যজনোচিত অত্যাচার করিয়াছিল। তথাপি কাপ্তেন হড্‌সন্ এই বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় আনিতে চাহিয়াছিলেন।‡ তিনি বাহাদুর শাহের নিকটে যে তরবারি পাইয়া-ছিলেন, তাহার একখানি পরাক্রান্ত নাদির সাহের ছিল। আর একখানি সম্রাট্ জাহাঁগীর ব্যবহার করিতেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ দ্বিতীয় খানি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে উপহার দিবার জন্য রাখিলেন।§

কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের মৃগয়ানুরাগ ইহাতেই অন্তর্হিত হইল না। এখনও বৃদ্ধ ভূপতির পুত্রগণ অথবা নিকট আত্মীয়গণ লুক্কায়িতভাবে ছিলেন। হড্‌সন্ সাহেব, বিশ্বস্ত চর—একচক্ষু রজীব আলির নিকটে ইঁহাদের সংবাদ পাইলেন। এ দিকে এলাহি বক্স ইঁহাদিগকে বন্দী করিবার আয়োজন করিলেন। এই উভয় ব্যক্তি দিল্লীর সম্রাট্‌পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং দিল্লীর সম্রাটের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এখন এই দুই জনই তাহাদের আত্মীয়-দিগের অধোগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।¶ তিন জন শাহজাদা—মীর্জ্জা খাজের সুলতান, মীর্জ্জা মোগল, এবং মীর্জ্জা আবুবখর, বৃদ্ধ মোগল ভূপতির

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 647-648.*

† *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 447.*

‡ *Twelve Years in India, p. 300.*

§ *Ibid, p. 307-308.*

¶ *Kaye, Sepoy War. Vol. III. 649, note.*

অবরোধের স্থল—সমাধিভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কাপ্তেন হড্‌সন্ ইঁহা-দিগকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইল্‌সনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি, কাপ্তেন হড্‌সনের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরাং তিনি অনুমতি দিতে দোলায়মানচিত্ত হইলেন, শেষে সেনানায়ক নিকল্‌সনের আগ্রহে অনেক কষ্টে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিলেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ একশত সৈনিক পুরুষ এবং তাঁহার সহযোগীর সহিত পুনর্ব্বার হুমায়ুনের সমাধিভবনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রজ্জীব আলি ও এলাহি বক্স অশ্বরোহণে উক্ত স্থলে গমন করিল। শাহজাদাদিগের মুক্তির কোন উপায় রহিল না। ইঁহাদের অনেকগুলি সশস্ত্র অনুচর ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিক শাহজাদা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব অপর দুই জনের মনঃপূত হইল না। বৃদ্ধ পিতার দৃষ্টান্ত ইঁহাদিগকে জীবনরক্ষার জন্য কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে করুণাভিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করিল। দুই ঘণ্টাকাল ইঁহারা বিজেতার নিকটে কাতরভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সন্ কিছুতেই এই প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিন জন শাহজাদা বিজেতার মহানুভাবতার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হইলেন।

রথের মত গোবাহিত বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে তিনটি রাজকুমার আপনাদের অবস্থিতিস্থল হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে আগমনপূর্ব্বক বাহিরে কোনরূপ ভয়ের চিহ্ন না দেখাইয়া, কাপ্তেনকে গম্ভীরভাবে সেলাম করিয়া কহিলেন যে, অবশ্য আদালতে তাঁহাদের বিষয়ে রীতিমত বিচার হইবে। কাপ্তেন হড্‌সন্ প্রত্যভিবাদন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাজকুমারগণ তাঁহাদের অসহায় বালকবালিকা এবং কুলনারীর শোণিত পাত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের শোণিতপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বলবতী প্রতিহিংসার আবেগে তাঁহার কোমল মনোবৃত্তি এ সময়ে নিতান্ত অকার্য্যকর হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথম অনুগমনকারী, সশস্ত্র লোকদিগের অস্ত্রগ্রহণে উদ্যত হইলেন। এ সময়ে ইংরেজের ক্ষমতা দর্শনে লোকের সাহস অন্তর্হিত হইয়াছিল। লোকে সম্রাটের প্রাসাদে ইংরেজের জয়পতাকা উড্ডীন দেখিয়াছিল, সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা অসংসাহসিক কর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল। হড্‌সন্ সাহেব

অনুচরদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কাপ্তেনের সৈনিকেরা ইহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র, ঘোটক ও যানাদি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একত্র করিল।

অবশেষে কাপ্তেন হড্‌সন্ চালকদিগকে নগরের অভিমুখে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ যানের পার্শ্বে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্যক লোক নির্ব্বাক্‌ভাবে ইঁহাদের অনুগমন করিল। রথ নগরের সমীপবর্ত্তী হইল। কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার সৈনিকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী লোক শুনিতে পায়, এই ভাবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, এই শাহজাদারা নরঘাতক। ইহারা আমাদের কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে বধ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে এখন ইহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে। ইহা কহিয়া, তিনি শাহজাদাদিগকে রথ হইতে নামিয়া, নিম্নভাগের গাত্রচ্ছদ খুলিতে আদেশ দিলেন। শাহজাদারা কম্পিতহৃদয়ে আদেশ পালন করিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার রথে চড়িতে আদেশ দেওয়া হইল। অনন্তর কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সওয়ারগণ তদীয় আদেশ পালন না করিতে পারে, ইহা ভাবিয়াই হউক, অথবা তিনি স্বয়ং আততায়ী বধ করিয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিতে আমোদিত হইবেন, এই ইচ্ছাতেই হউক, কাপ্তেন হড্‌সন্ এক জন সওয়ারের হস্ত হইতে পিস্তল লইলেন এবং আপনার নিরস্ত্র বন্দীদিগকে নিজ হস্তে গুলি করিয়া বধ করিলেন। অতঃপর তিনি আপনার শিকার লইয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সাধারণে দেখিতে পায়, এই জন্য কোতয়ালির সম্মুখে নিহত রাজকুমারদিগের দেহ রাখা হইল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আদেশে শিখগুরু তেগ বাহাদুরের বিচ্ছিন্ন দেহ যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, শাহাজাহাদিগের শবও সেই স্থানে সাধারণের দৃষ্টপথবর্ত্তী হইল। ইহাতে জিঘাংসু শিখগণ যেরূপ সন্তুষ্ট হইল, কাপ্তেন হড্‌সনের ন্যায় হিংসাশীল ইংরেজও সেইরূপ সন্তোষ লাভ করি-লেন। শব কয়েক দিন কোতয়ালিতে রহিল, অবশেষে উহা গলিত ও পূতি-গন্ধময় হইলে স্বাস্থ্যের অনুরোধে স্থানান্তরিত ও সমাহিত হইল।

কাপ্তেন হড্‌সন্ নিঃসন্দেহ প্রতিহিংসার আবেগে এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আত্মপক্ষের নিধনে যাঁহারা একান্ত সন্তাপিত হয়, তাঁহারা যদি আততায়ীর

গুরুতর অপরাধের প্রতিশোধের জন্য একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে প্রায়ই কোমল মানসিকবৃত্তির সম্মান থাকে না। কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটেও দয়া, মহানুভাবতা প্রভৃতির এইরূপ সম্মানহানি ঘটিয়াছিল। কাপ্তেন হড্‌সন্ সাহসী বীর পুরুষ। শাহজাদাদিগের এক জনের প্রস্তাব যদি কার্য্যে পরিণত হইত, কাপ্তেন হড্‌সন্ যদি সম্মুখসমরে অরাতি নিপাত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার ছিল না। সর্ব্বপ্রথম তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় বীরত্বের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি রাজকুমারদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সশস্ত্র অনুচরগণের নিরস্ত্রীকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল অনুচরকে রাজকুমারদিগের যান হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যদি অবরুদ্ধদিগকে বৃদ্ধ ভূপতির ন্যায় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তদীয় অসামান্যসাহসসহকৃত বীরত্ব গৌরবান্বিত হইত। কিন্তু তিনি সাতিশয় নির্দ্দয়ভাবে আপনার নিরস্ত্র, নিঃসহায় ও একান্ত নিরবলম্ব বন্দীদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বীরত্বগৌরব রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার কর্ম্মে কোন কোন রাজপুরুষ সে সময়ে উত্তেজনাপ্রযুক্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে,* কিন্তু তিনি স্বদেশের সকলের নিকটে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই। উত্তেজনার সময়ে যাঁহারা এ জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ধীরতার সময়ে তাঁহারাও দুঃখিত হইয়াছিলেন। কর্ণেল মালিসন্ সাহেব এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন,—"ইহা অপেক্ষা অধিকতর পাশবিক এবং অধিকতর অনাবশ্যক অত্যাচার আর হইতে পারে না। ইহা যেরূপ গুরুতর ভ্রম, সেইরূপ গুরুতর পাপের মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শিবিরে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, এই সকল রাজকুমার মে মাসে আমাদের স্বদেশীয় নরনারীদিগের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু এই অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোনরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। বিচারালয়ে এই সকল বিষয় প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ

* পঞ্জাবের প্রধান বিচারক (পরে অযোধ্যার প্রধান কমিশনর) রবার্ট মণ্টোগোমারি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন।—*Twelve years in India, p. 316, note., Comp. Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 440.*

সম্ভাবনা ছিল। যদি প্রমাণের বলে কুমারেরা অপরাধী হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের যথোপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে বলিয়া, ইংলণ্ডের লোকে সন্তোষ প্রকাশ করিত। কুমারেরা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, অনুচরদলের মধ্যে কেহই তাঁহাদিগকে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করে নাই, যখন হড্‌সন্ সাহেব তাঁহার বধ্য জীবদিগকে গাড়ি হইতে নামিয়া গায়ের কাপড় খুলিতে বলেন, তখন কেহই কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন দেখায় নাই। যাঁহার সাহস ও দৃঢ়তা অপেক্ষাকৃত অল্প, তিনি চারি দিকে বহুসংখ্যক লোক দেখিয়া, হয় ত নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, বন্দীদিগের প্রাণ সংহার করিতেন। কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের প্রত্যেক ধমনী যেন লৌহময় ছিল। তাঁহার বুদ্ধিবৈকল্যও ঘটে নাই। দিল্লীর ভূপতিকে বধ করিবার আদেশ না পাওয়াতে হড্‌সন্ দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ভীরুজনোচিত নরহত্যায় উহার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন।

"নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, হড্‌সন্ তাঁহার প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, এই কাজ করিয়াছিলেন। ন্যায়ের সম্বন্ধে ইহা দুঃখজনক, যেহেতু এইরূপ নরহত্যা নিতান্ত হীন এবং নিতান্ত অনাবশ্যক কর্ম্ম। সাধারণের সম্বন্ধে ইহা দুঃখের বিষয়, যেহেতু প্রকাশ্যভাবে রাজকুমারদিগের বিচার হইলে উপস্থিত ঘটনাপ্রসঙ্গে অনেক রহস্য সাধারণের গোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল। হড্‌সনের সুনামের বিষয়ে ইহা শোচনীয়, যেহেতু লোকের শোণিত উষ্ণ থাকিলে যদিও এইরূপ কার্য্যে তাঁহাদের দৃক্‌পাত হয় না বটে, কিন্তু শেষে যখন তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইবেন, তখন হড্‌সন্ তাঁহাদের নিকটে চিরকালের জন্য চিহ্নিত পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন। উপস্থিত বিদ্রোহের ইতিহাসে তাঁহার নামের সহিত যে সকল ঘটনার সংস্রব আছে, এই ঘটনা অপেক্ষা তাহার কিছুই অধিকতর কষ্টের উদ্দীপক নহে।" *

কে সাহেবও এই ভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন—"তিনি (কাপ্তেন হড্‌সন্) আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, ২৩শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলেন—'আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তৈমুরের

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. II. p. 80-81*

বংশের প্রধান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি নিষ্ঠুর নহি। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে, পৃথিবীকে এই সকল নরপিশাচগণ হইতে বিমুক্ত করিবার সুযোগ ঘটাতে আমার আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছে।' * * হড্‌সন্‌ সাহেব এই নরহত্যায় আমোদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইহা মনে করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোনরূপ কষ্টবোধ হয় নাই। তিনি ইহার সমর্থন করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সাধুভাবসম্পন্ন কর্ত্তৃপক্ষ রাজকুমারদিগের নিধন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্থাপন করিতে পারেন, এজন্য তিনি এই দুইটি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন—প্রথমতঃ সেনাপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বন্দীদিগের জন্য তিনি বিরক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয়তঃ, যদি তিনি বন্দীদিগকে বধ না করিতেন, তাঁহাদের অনুরক্ত লোক তাঁহাকে বধ করিত। কিন্তু রাজকুমারদিগকে কিছুমাত্র বিচারবিতর্ক না করিয়াই, বধ করিতে হইবে, সেনাপতি উইল্‌সন্‌ এরূপ আভাস দেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ এই ভাবে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে দেওয়ানিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল। কিন্তু লোকে সে সময়ে নিতান্ত নির্জ্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হড্‌সনের আদেশে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছিল; ইহাতে তাহাদের দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

"* * প্রকৃত কথা এই যে, দিল্লী অধিকারের সময়ে যখন আমাদের লোকের শোণিত ক্রোধে ও ঘৃণায় উষ্ণ হইয়াছিল, এবং শত্রুপক্ষের অসংখ্য অত্যাচার মনে হওয়াতে যখন তাহাদের মুখে লজ্জা ও বিরাগের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল, তখন আমাদের ভারতপ্রবাসী স্বদেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন ও জ্ঞানী, তাঁহারা প্রথমে উত্তেজনার আবেগে যাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন, শেষে প্রশান্তভাবের সময়ে তাহারই জন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন। যদিও এক সময়ে কাপ্তেন হড্‌সনের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সমগ্র জাতি ইহাতে আহ্লাদিত হইবে, তথাপি আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডের লোকে এজন্য ঘৃণার সহিত সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। কেহ ইহার অনুমোদন করিয়াছে, আমি

তাহা শুনি নাই; অধিক কি, কেহ ইহার সমর্থন করিয়াছে, তাহাও আমার শ্রুতিপ্রবিষ্ট হয় নাই।"*

ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেবও এই বিষয়ের অনুমোদন করেন নাই।† পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, লর্ড রবার্টস্ উপস্থিত সময়ে দিল্লীর সৈনিকদলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি অপরাপর লোকের সহিত দিল্লীর ভূপতিকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে যার পর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বোধ হইয়াছিল। ** ফিরিয়া আসিবার সময়ে ভূপতির দুইটি পুত্র এবং একটি পৌত্রের শব দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলাম। উহা কোতয়ালির সম্মুখে পাথরের বেদীর উপর পড়িয়া রহিয়াছিল।" ইহার পর তিনি এই শাহজাদাদিগের নিধনের বিবরণ দিয়া, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।‡

সে সময়ে ইংরেজদিগের অনেকে এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, একজন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন—"স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাদিগের জীবনরক্ষা করিতে হুকুম দেওয়া সেনাপতির ভুল হইয়াছিল। ইহারা মনুষ্য নহে—দানব বা বন্যজন্তু। ইহাদিগকে কুকুরের মত মারিয়া ফেলাই উচিত।" ২১শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল এই লেখক তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন—"সমুদয় বিদ্রোহী দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের সৈনিকগণ ব্যতীত অতি অল্প লোককেই নগরে দেখিতে পাওয়া যাইত। যখন আমাদের সৈন্য নগরে প্রবেশ করে, তখন যে সকল লোককে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সঙ্গীনে বধ করা হইয়াছিল। কোন কোন ঘরে ৪০।৫০ জন লুকাইয়াছিল। ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারেন যে, নিহত লোকের সংখ্যা কত অধিক। ইহারা বিদ্রোহী নহে, নগরের অধিবাসী। ইহাদের আশা ছিল যে, আমাদের সর্ব্বপ্রকারকঠোরতাশূন্য শাসনে ইহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, ইহারা এ বিষয়ে হতাশ হইয়াছিল।§ বিজয়ী সৈনিকেরা দুই দিন পর্য্যন্ত দিল্লীতে এইরূপ

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III., p. 652-654.*

† *Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 448.*

‡ *Lord Roberts, Forty-one Years in India. Vol. I., p. 249-250.*

§ *Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 449.*

যথেচ্ছাচারের পরিচয় দেয়। নরহত্যা ও সম্পত্তিবিলুণ্ঠন তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়।* এই সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইম্‌স্-নামক সংবাদপত্রের বোম্বাইস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, "যে দিন নাদির শাহ চাঁদনী চকের ক্ষুদ্র মস্‌জিদে থাকিয়া, অধিবাসীদিগকে নিহত হইতে দেখিয়াছিলেন, সেই দিনের পর হইতে শাহ জাহানের নগরে এইরূপ দৃশ্য লোকের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই।" †

যাহারা সংসারজালে আবদ্ধ, যাহারা প্রবৃত্তির একান্ত বশীভূত, তাহারা যে,

* বিলুণ্ঠিত সম্পত্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। একজন ইংরেজ এ সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, রাইফল্ নামক দলের একজন সৈনিক বিলুণ্ঠিত সম্পত্তি এবং পারিতোষিকে দশ হাজার টাকারও অধিক লইয়া ইংলণ্ডে যাইবে।—*Times, November 21st, 1857, quoted in the Indian Empire. Vol. II., p. 449, note.*

সৈনিকদিগের ন্যায় ইংরেজপক্ষের সাধারণ লোকেও বিলুণ্ঠনে প্রমত্ত ছিল। লর্ড রবার্টস্ লিখিয়াছেন—"যখন আমি অশ্বারোহণে কাশ্মীরতোরণ দিয়া আমার কার্য্যে যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম, পথের পার্শ্বে একখানি ডুলী রহিয়াছে, বেহারা নাই; স্পষ্ট বোধ হইল, উহাতে আহত লোক রহিয়াছে। আমি দেখিবার জন্য অশ্ব হইতে নামিলাম; যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার যুগপৎ দুঃখ ও ভয় হইল। ব্রিগেডিয়ার জন নিকল্‌সন্ আহত হইয়া, ডুলীর মধ্যে ছিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন যে, বেহারারা ডুলী নামাইয়া লুঠতরাজ করিতে গিয়াছে। তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইতেছে; তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি ডুলীতে পিঠ দিয়া, শুইয়াছিলেন, আঘাত দেখা যাইতেছিল না। আমি কহিলাম, আঘাত বোধ হয়, গুরুতর হয় নাই। তিনি উত্তর করিলেন—'আমি মরিতেছি। আমার আর কোন আশা নাই।' ঈদৃশ মহৎ ব্যক্তিকে এইরূপ অসহায় এবং এই ভাবে মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় দেখিয়া, আমার অসহনীয় কষ্ট হইল। আমার চারি দিকে অনেক লোক মরিতেছিল; আমার বন্ধুগণ—সহযোগিগণ আমারই পার্শ্বে দেহত্যাগ করিতেছিলেন, তখন আমার মনের অবস্থা এরূপ হয় নাই। সে সময়ে বোধ হইয়াছিল যে, নিকল্‌সন্‌কে হারাইলে সকলই হারাইতে হইবে।

ডুলীর বেহারাগণ পল্‌টনের পরিচারক ও অনুচরদিগের সহিত নিকটবর্ত্তী বাড়ী, এবং দোকানপাট লুঠ করিতেছিল। ইহারা যাহা কিছু হাতে পাইতেছিল, তাহাই লুঠিয়া লইতেছিল। আমি কষ্টে চারি জন বেহারা সংগ্রহ করিলাম, ৬১ সংখ্যক দলের একজন সার্জেণ্টের (এক শ্রেণীর সৈনিক) নাম লিখিয়া লইলাম, তাহাকে, ডুলীর মধ্যে কে আছেন, জানাইয়া, উক্ত ডুলী হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলাম।

নিকল্‌সনের সহিত এই আমার শেষ দেখা। আমি কয়েক বার হাসপাতালে গিয়া, তাঁহার বিষয়ে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিবার অনুমতি পাই নাই।—*Lord Roberts, Forty-one Years in India. Vol. I. p. 236.*

† *Bombay Correspondent, Times, November 16th, 1857, quoted in th Indian Empire. Vol. II., p. 450.*

আত্মীয়স্বজন বা স্বদেশবাসীদিগের নিধনে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপে প্রতি-হিংসার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। মানব সংসার-ক্ষেত্রে প্রায়শঃ এই ভাবেই আত্মপ্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা এ সময়ে বিদেশের নির্দ্দোষ ও নিরীহ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, এবং আপনাদের লোকদিগকে বিদেশীয়দিগের প্রতি অযথারূপে অস্ত্রচালনা করিতে দেখিয়া, ঘৃণায় তাহাদের অপকর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ মানবের শ্রেণীতে নিবেশিত করা সঙ্গত নহে। তাঁহারা নিঃসন্দেহ নরলোকে দেবতাস্বরূপ। নিরতিশয় সুখের বিষয়, এই উত্তেজনার সময়ে, অনেক ইংরেজ এইরূপ দেবপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন।

যে দিন সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রামের উপস্থিতিতে লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ ইংরেজেরা আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়েন,— বালকবালিকারা পর্য্যন্ত আনন্দে অধীর হইয়া, মাতার মুখ চুম্বন করিতে করিতে ভগবানের অসীম দয়ার কথা বলিতে থাকে, তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বে, দিল্লীর নিরীহ অধিবাসীরা নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, সংসারে যে কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর, সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দয়ভাবের উদ্দীপক, তাহারই অনুষ্ঠান করে। পাছে ইহাদের প্রাণাধিক প্রণয়িনী এবং দুহিতারা বিজয়োন্মত্ত সৈনিকদিগের হস্তে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় ইহারা স্বহস্তে তাহাদের প্রাণ সংহার করে। একজন পরিদর্শক লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমি চৌদ্দটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখিলাম। দেহগুলি শালে ঢাকা ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের গলদেশ, কর্ণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। আমি সেই স্থানের একজনকে ধরিলাম। সে কহিল, 'পাছে ইহারা আপনাদের হাতে পড়ে, এই আশঙ্কায় ইহাদের স্বামিগণ ইহাদিগকে এইরূপে বধ করিয়াছে।' ইহা কহিয়া, ঐ ব্যক্তি ইহাদের স্বামীদিগের শব দেখাইয়া দিল। তাহারা আপনাদের অভীষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক শেষে আত্মহত্যা করিয়াছিল।"* দিল্লীর অধিবাসীদিগের এই আশঙ্কা অমূলক হইলেও, তাহারা সন্ত্রাসে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপ কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিল। দিল্লীর সদাশয় কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেব নগরের শোচনীয়

* *Times, November 19th, 1857, quoted in the Indian Empire. Vol. II. p. 460.*

অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার পত্নীর নিকটে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—"যদি ভূপতি আপনার পরিবারবর্গের এবং নিজের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের হস্তে তাঁহার প্রাসাদ সমর্পণ করা উচিত ছিল। এরূপ হইলে আমি এই লোকহত্যা নিবারণ করিতাম। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ইহারা নিরাপদে স্থানান্তরে গিয়াছিল। এই হতভাগ্য যাত্রীর দল শোচনীয়ভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। অনেকে শিশুসন্তান এবং বৃদ্ধদিগকে লইয়া, হাঁটিতে অসমর্থ ছিল"।*

দিল্লীর উন্মত্ত লোকের হস্তে ইউরোপীয়দিগের প্রাণান্ত ঘটিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদিগের হস্তে শেষে দিল্লীর লোকেও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। হিংসা প্রাচীনকাল হইতেই মোগলের সমৃদ্ধিময়ী রাজধানীকে বারংবার এইরূপ নরশোণিতপ্রবাহে রঞ্জিত করিয়াছে। এই প্রবল বৃত্তির উত্তেজনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, শেষে সকলে সেই সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বপ্রকারপক্ষপাতশূন্য বিচারকের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, প্রধান, অপ্রধান, সকলেই সমভাবে সেই মহাবিচারকের করুণার উপর নির্ভর করিয়াছে। সহৃদয়গণ যেন এখন রক্তমাংসের কথা ছাড়িয়া, ইহাদের সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করেন।

দিল্লীতে ইংরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ইংরেজের যাবতীয় বিঘ্নবিপত্তি দূর হইয়া গেল। বৃদ্ধ মোগল ভূপতি ইংরেজের বন্দী হইলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত রাজধানীর অধিকাংশ স্থান ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। সৈনিকদিগের জিঘাংসা এবং বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিলাভ হইল। যে রাজপুরুষ এক সময়ে ভয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তিনি এখন কর্ম্মস্থলে আসিয়া, অভীষ্ট কর্ম্মসম্পাদনে ব্যাপৃত হইলেন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল। প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে মাজিষ্ট্রেট্ স্যার্ টমাস মেট্‌কাফের বিচারে, অবাধে লোকের ফাঁসি হইতে লাগিল।† দিল্লী উত্তেজিতসিপাহীদিগের আশার উদ্দীপক ছিল। বৃদ্ধ মোগল তাহাদের একাগ্রতা,

* *Greathed, Letters, p. 285.*
† *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 451-452.*

তাহাদের উৎসাহ, তাহাদের অধ্যবসায়ের প্রধান অবলম্বস্বরূপ ছিলেন। এখন এই অবলম্বের অধঃপতন ঘটিল। সিপাহীদিগেরও মোহভঙ্গ হইল। এই মহীয়সী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে ইংরেজ যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। তাঁহাদের ৩,৮৩৭ জন সৈনিক হত, আহত ও নিরুদ্দেশ হয়। তাঁহাদের প্রায় ৬১,০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়া যায়।* ইহার উপর তাঁহাদের একজন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের দেহত্যাগে তাঁহারা একান্ত শোকগ্রস্ত হয়েন। ১৪ই সেপ্টেম্বর সেনানায়ক নিকল্‌সন্‌ যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর এই আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। দিল্লীর অধিকারে এবং নিকল্‌সনের দেহত্যাগে ইংরেজের হর্ষে বিষাদ ঘটে। এক নগর হইতে আর এক নগরে, এক সৈনিকনিবাস হইতে আর এক সৈনিকনিবাসে ইংরেজের সমক্ষে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, দিল্লী অধিকৃত হইয়াছে; বৃদ্ধ মোগল ভূপতি বন্দী হইয়াছেন, কিন্তু নিকল্‌সন্‌ দেহত্যাগ করিয়াছেন; এই সংবাদে ইংরেজ যেরূপ পুলকিত হয়েন, সেইরূপ দুঃখের আবেগে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

---

* *Martin, Indian Empire. Vol., II. p. 450.*

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইংরেজ সেনাপতির লক্ষ্ণৌতে যাত্রা।

সেনাপতি হাবেলকের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার লক্ষ্ণৌতে যাত্রার আয়োজন—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে উপস্থিতি—উনাও এবং বসিরথগঞ্জের যুদ্ধ—হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্‌যোগ—সেনানায়ক নীলের বিরক্তি—হাবেলকের পুনর্ব্বার লক্ষ্ণৌর দিকে যাত্রা—বসিরথগঞ্জের দ্বিতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের আবার কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্‌যোগ—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন—লক্ষ্ণৌর পথে পুনর্ব্বার যাত্রা—বসিরথগঞ্জের তৃতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন—বিঠুরের যুদ্ধ—আউট্রামের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার বিজ্ঞাপনপত্র—হাবেলক, আউট্রাম এবং নীলের লক্ষ্ণৌতে যাত্রা—তাঁহাদের আলমবাগে উপস্থিতি—চারবাগের সেতুপথে যুদ্ধ—ছত্রমঞ্জিল ও ফরিদবক্স—খাসবাজার—নীলের নিধন—হাবেলক ও আউট্রামের রেসিডেন্সিতে উপস্থিতি।

এতদিন দিল্লী উত্তেজিত সিপাহীদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। বিভিন্ন স্থানের সিপাহীগণ নানা দিক হইতে দিল্লীতে সমবেত হইয়াছিল। দিল্লীর বর্ষীয়ান্ ভূপতির নামে তাহারা যেরূপ উৎসাহযুক্ত, সেইরূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বৃদ্ধ মোগলের নামে স্বাধীনভাবে সমুদয় কার্য্য করিত। সুতরাং দিল্লীতে তাহাদের প্রাধান্য অব্যাহত, তাহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত, তাহাদের বাসনা অসংযত ছিল। এখন দিল্লী তাহাদের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। বৃদ্ধ ভূপতি তাহাদের হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। দিল্লীতে তাহাদের আশাভঙ্গ হইল। তাহারা স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। অনেকে লক্ষ্ণৌতে গিয়া, অভিনব অধিনায়কের অধীন হইল।

দিল্লী অধিকৃত হওয়াতে লোকে ইংরেজের ক্ষমতার পরিচয় পাইল বটে, কিন্তু ইহাতে বিপ্লবের শান্তি হইল না। উদ্ধত লোকেও অসংসাহসিক কর্ম্মসাধনে নিরস্ত থাকিল না। এখনও নানা স্থানে সিপাহীগণ দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। নানা স্থানে সাহসী অধিনায়কগণ ইহাদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতেছিলেন। বরিলীতে খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্য ছিল।

ফরক্কাবাদের নবাবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছিল। অযোধ্যার নানা স্থানে উত্তেজিত সিপাহীদিগের উত্তেজনার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। কুমার সিংহের পরাক্রমে সমগ্র বিহার, এমন কি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান আন্দোলিত হইয়াছিল। ঝাঁসীর রাণী ইংরেজের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাত্যা টোপে ইংরেজসৈন্যকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মধ্যপ্রদেশে, দক্ষিণাপথে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সিপাহীদিগের প্রভুভক্তি এবং সাধারণ লোকের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। এ সময়ে ভারতের নানা স্থানের সিপাহীগণ একসূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছিল। নানা স্থানের লোকেও একরূপ কার্য্যপ্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়াছিল। এক স্থানে যাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, অপর স্থানে তাহাই ঘটিয়াছিল। এইরূপ বৈচিত্র্যহীন ঘটনাবলি সংক্ষেপে বর্ণনীয়। উপস্থিত বিপ্লবসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকবর্গ বোধ হয়, বিপ্লবের প্রকৃতি এবং উহার পরিব্যাপ্তির বিষয় বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন বারংবার একবিধ ঘটনার একরূপ বর্ণনায় তাঁহাদের বিরক্তি ও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। যে সকল বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ, তৎসমুদয়ের বর্ণনা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছে। পরাক্রান্ত কুমার সিংহ প্রভৃতির ন্যায় ঝাঁসীর রাণী ও তাত্যাটোপের কথা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইঁহাদের বিচিত্র ইতিহাস যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এই কথা বলিবার পূর্ব্বে অপরাপর স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

যখন দিল্লী অধিকৃত হয়, তখন ইংরেজেরা লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সিতে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন। ইঁহাদের সাহায্যের জন্য সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রাম ২৫শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌতে সমাগত হয়েন। ইঁহাদের উদ্ধারের কথা বুঝিবার পূর্ব্বে কাণপুরের কথা এক বার মনে করা উচিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি হাবেলক নানা সাহেবকে পরাজিত করিয়া, কাণপুরে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি সেনানায়ক নীলকে কাণপুরে রাখিয়া, লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারার্থে যাত্রা করেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল। তাঁহার গন্তব্যপথে বিপক্ষ সিপাহীরা অবস্থিতি করিতেছিল। বর্ষার প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত স্থলপথে যাত্রায় অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেনাপতি অসুবিধার দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। ২১শে জুলাই প্রাতঃকালে বৃষ্টি হইতে থাকে। বর্ষার আবির্ভাবে

ভাগীরথীরও পরিপুষ্টি ঘটে। এই দুর্দ্দিনে হাবেলকের কামান এবং সৈনিকগণের কিয়দংশ একখানি ছোট ষ্টীমারের সাহায্যে গঙ্গার অপর তটে পহুঁছে। সমুদয় সৈন্য পার করিতে চারি দিন অতিবাহিত হয়। ২৪শে জুলাই সেনাপতি স্বয়ং ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, রাত্রিকালে সৈনিকগণের সহিত লক্ষ্ণৌর পথে মঙ্গলোয়ার নামক পল্লীতে উপনীত হয়েন। গাড়ি এবং রসদ প্রভৃতির সংগ্রহের জন্য সেনাপতিকে এই স্থানে চারি দিন থাকিতে হয়। অতঃপর সেনাপতি ২৯শে তারিখ উনাওর অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। তিনি তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পথে বিপক্ষগণ পরিদৃষ্ট হইল। তাঁহার দক্ষিণভাগে জলাভূমি ছিল। তাঁহার পুরোভাগে—উনাও এবং ব্রিটিশ সৈন্যের মধ্যে—অনেকগুলি বাগানের উন্নত প্রাচীরের শ্রেণী ছিল। এই প্রাচীর যে পল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছিল, উহা হইতে উনাও পর্য্যন্ত একটি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। পল্লীর বাড়ীগুলিতে বিপক্ষ সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা জানালা, দরওয়াজা বা ভগ্ন স্থান দিয়া, ইংরেজসৈন্যের উপর গুলি চালাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল।* সেনাপতি হাবেলক সাহসসহকারে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষগণ তাড়িত হইল বটে, কিন্তু উনাও তাহাদের অধিকারে রহিল। কিন্তু এই স্থানেও তাহারা পরাজিত হইয়া, ১৫টি কামান ফেলিয়া, পলায়ন করিল।

অতঃপর সেনাপতি সৈনিকদিগকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। যখন খাদ্য দ্রব্যাদির পাক হইতেছিল, তখন তিনি শত্রুপক্ষ হইতে অধিগত কামানগুলি সঙ্গে লইয়া যাইবার সুবিধা না হওয়াতে, অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিলেন। বিশ্রাম ও আহারে তিন ঘণ্টা অতীত হইল। তিন ঘণ্টার পর সেনাপতি আবার আপনার লক্ষ্য স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার সৈনিকদল ছয় মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছে, এমন সময়ে তাহাদের অগ্রভাগে বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে প্রাচীরপরিবেষ্টিত একটি পল্লী দৃষ্টিগোচর হইল। এই পল্লীর নাম বসিরথগঞ্জ। উহার সম্মুখে একটি বিস্তৃত ঝিল বর্ষার প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত নদীর মত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর পথে আর একটি ঝিল দেখা যাইতেছিল। লোকের গমনাগমনের জন্য উহার উপর বাঁধ ছিল। পল্লীর প্রবেশপথে

* *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, p, 329.*

মৃত্তিকানির্ম্মিত উচ্চ স্থানের উপর চারিটি কামান স্থাপিত হইয়াছিল। সিপাহীরা এই স্থানে ইংরেজ সেনাপতিকে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। যুদ্ধে তাহাদের বিলক্ষণ সাহস ও ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহারা পূর্ব্বোক্ত বাঁধের সাহায্যে ইংরেজসৈন্যের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিল। এইরূপে ইংরেজ সেনাপতি আপনার অভীষ্ট স্থলে যাইবার পথে দুই স্থানের—উনাও এবং বসিরথগঞ্জের—যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

কিন্তু জয়লাভেও সেনাপতির হৃদয় আশ্বস্ত বা প্রফুল্ল হইল না। যখন দুই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার পদাতিদলের মধ্যে সাড়ে আট শতের বেশী সৈনিক নাই। এতদ্ব্যতীত যাহারা পীড়িত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার কোন সুবিধা ছিল না। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা এত অধিক ছিল না যে, তিনি ইহাদিগকে উপযুক্ত রক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাইতে পারেন। তিনি জানিতেন যে, লক্ষ্ণৌর অভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে, তাঁহাকে আরও অনেক স্থলে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। এখনও লক্ষ্ণৌ তাঁহা হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে ছিল। বর্ষার আবির্ভাবে অনেক স্থান জলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৃষ্টি ও জলীয় বায়ু হইতে দেহরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ছিল না। এক দিকে সূর্য্যের প্রখর তাপ, অপর দিকে বৃষ্টি ও পল্বলময় পথের আর্দ্রতার মধ্যে থাকাতে তাঁহার সৈনিকদলে বিসূচিকা ও অতিসারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এদিকে নানা সাহেবের অশ্বারোহিগণ কাণপুরের দিকে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ অবরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নানাদিকে এইরূপ বিঘ্ন দেখিয়া, সেনাপতি কাণপুরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি ৩০শে জুলাই উনাও এবং তৎপর দিন মঙ্গলোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই স্থান হইতে রুগ্ন ও আহতদিগকে কাণপুরে পাঠাইয়া দিলেন, এবং সেনানায়ক নীলের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখিলেন যে, লক্ষ্ণৌ যাইতে হইলে, তাঁহার আরও এক হাজার সৈনিক এবং কামানের সহিত একদল গোলন্দাজ সৈন্য আবশ্যক হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি নীল কাণপুরে শান্তিস্থাপনে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার সাহস ও উদ্ধত প্রকৃতির বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেনাপতি হাবেলকের পত্র এই উদ্ধতপ্রকৃতি সৈনিকপুরুষের হস্তগত হইল।

পত্র পাইয়া, কাণপুরের সেনানায়ক নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন। তাঁহার উদ্বোধ হইল যে, সেনাপতি হাবেলক যখন ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন সাধারণে তাঁহার জয়লাভের কথায় বিশ্বাস করিবে না; সেনাপতির সাহায্যের জন্য একদল সৈনিক এবং কয়েকটি কামান প্রেরিত হইল বটে, কিন্তু নীল কঠোর ভাষায় হাবেলকের পত্রের উত্তর দিতে নিরস্ত থাকিলেন না। নীল, হাবেলকের অধস্তন কর্ম্মচারী ছিলেন। নীলের পত্রের উত্তরে হাবেলক লিখিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে কখনও এইরূপ পত্র পড়েন নাই। * যাহা হউক, হাবেলকের বিশ্বাস ছিল যে, কলিকাতা হইতে তাঁহার সাহায্যের জন্য দুইদল সৈন্য প্রেরিত হইবে। কিন্তু এ সময়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ন্যায় বিহারপ্রদেশেও বিপ্লব ঘটিয়াছিল। হাবেলক যে সৈন্যের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ঐ প্রদেশের বিপ্লবনিবারণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। হাবেলক এখন যে সৈন্য ও কামান পাইলেন, তাহা লইয়া, ৪ঠা আগষ্ট, দ্বিতীয় বার অবরুদ্ধ রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বিপক্ষ সিপাহীগণ আবার বসিরথগঞ্জে সমবেত হইয়াছে। এই স্থানে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ঘটিল। সিপাহীরা পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া হটিয়া গেল। কিন্তু বিপক্ষের পরাজয়েও ইংরেজ সেনাপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। সেনাপতি পূর্ব্বে গোলন্দাজদলের অধ্যক্ষকে সিপাহীদিগের ১৫টি কামান অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সকল গুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই। উহার দুইটি বিপক্ষেরা পুনর্ব্বার হস্তগত করিয়া, স্বকার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিল। এদিকে সেনাপতির শিবিরে বিসূচিকারোগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বসিরথগঞ্জের যুদ্ধে কামানের গোলা, বারুদ প্রভৃতির একচতুর্থাংশ খরচ হইয়া গিয়াছিল। পথের মধ্যে সই নামক একটি গভীর নদী ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও তিন স্থানে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। অধিকন্তু গোবালিয়রের উত্তেজিত সৈনিকদল তাহাদের মহারাজের শাসন না মানিয়া, কাল্পীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কাল্পী, কাণপুরের ৪৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান হইতে সহজে কাণপুর আক্রমণ এবং এলাহা-

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I., p.* 502, *note.*

বাদের পথ অবরোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই সকল ভাবিয়া, সেনাপতি পুনর্ব্বার কাণপুরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি ধীরভাবে অনেক ভাবিয়া, প্রত্যাবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই সময়ে বর্ষার প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত অনেক স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছিল। হাতী, উট, গাড়ি প্রভৃতি অনেক কষ্টে সংগৃহীত হইত। গন্তব্য পথের অনেক স্থান বিপক্ষ সিপাহীগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ছিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধে এবং ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে সেনাপতির বলক্ষয় হইয়াছিল। তাঁহার উত্তরভাগে ফরাক্কাবাদের নবাব বহুসংখ্যক উত্তেজিত সিপাহীর অধিনায়ক হইয়া, ইংরেজের প্রাধান্যনাশের জন্য প্রস্তত ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণভাগে গোবালিয়রের সৈনিকদল কাণপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর ইংরেজদিগের উদ্ধার করা এ সময়ে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল বটে, কিন্তু অল্পমাত্র সৈনিকবলে ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল কারণে সেনাপতি হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন সঙ্গত হইয়াছিল।

সেনাপতি মঙ্গলোয়ারে ফিরিয়া আসিলেন। এই স্থানে আপনার লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য চারি দিন থাকিয়া, ১১ই আগষ্ট গঙ্গা পার হইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় শুনিলেন যে, বিপক্ষ সিপাহীরা পুনর্ব্বার বসিরথগঞ্জে সমবেত হইয়াছে। ইহাদের একদল উনাওতে অগ্রসর হইয়া, গঙ্গা পার হওয়ার সময়ে তাঁহাকে বাধা দিবার সুযোগ দেখিতেছে। সুতরাং সেনাপতি বিপক্ষদিগকে তাড়াইবার জন্য আবার লক্ষ্ণৌর পথে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষগণ উনাও হইতে তাড়িত হইল। রাত্রিকালে ইংরেজ সেনাপতি নগরের চারি দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১২ই আগষ্ট প্রাতঃকালে তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, বিপক্ষগণ বসিরথগঞ্জের পুরোভাগে মৃণ্ময় প্রাচীরের পশ্চাতে দলবদ্ধ রহিয়াছে। বসিরথগঞ্জে তৃতীয় বার যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধেও সিপাহীরা তাড়িত ও পরাজিত হইল। সেনাপতি হাবেলক ১৩ই আগষ্ট গঙ্গা পার হইয়া, কাণপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি আপনার পরিশ্রান্ত সৈনিকদিগকে দুই দিন বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। ১৬ই তারিখ উষাকালে সেনানায়ক নীলের অধীনে এক শত সৈনিক রাখিয়া, তিনি বিঠুরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই স্থানে বিভিন্নদলের বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি

করিতেছিল। নানা সাহেবের অনুচরগণ দুইটি কামান লইয়া, ইহাদের মধ্যে ছিল। সমুদয়ে প্রায় চারি হাজার সশস্ত্র লোক ইংরেজের বিরুদ্ধে সমবেত হইয়াছিল। এই সিপাহীরা ইংরেজ সেনাপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যথোচিত সাহস ও রণদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। ইহারা এরূপ পরাক্রমে আপনাদের কামান রক্ষা করিয়াছিল, এরূপ সাহসে ইংরেজসৈন্যের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইয়াছিল, এরূপ কৌশলে খাদ্য দ্রব্যাদি আটক করিতে গিয়াছিল যে, ইংরেজও তাহাদের প্রশংসাবাদে নিরস্ত থাকেন নাই। কিন্তু শেষে তাহাদের পরাজয় হইল। সেনাপতি ১৭ই আগষ্ট কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ৫ই আগষ্টের কলিকাতা গেজেট এই স্থানে তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি গেজেটে দেখিতে পাইলেন যে, স্যার্ জেম্‌স্ আউট্রাম লক্ষ্ণৌর উদ্ধারের জন্য তাঁহার স্থলে সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

লর্ড কানিঙ্‌ বোধ হয়, হাবেলকের প্রত্যাবর্ত্তনে দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি ঘটনাস্থল এবং সময়ের অবস্থার পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, হাবেলক তৎকর্ত্তৃক অধঃকৃত হইতেন না। যাহা হউক, সেনানায়ক আউট্রামের জন্য এ বিষয়ে কোন গোলযোগ ঘটিল না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আউট্রাম ১লা আগষ্ট কলিকাতায় উপনীত হইয়াছিলেন।* উহার চারি দিন পরে তিনি অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। অবিলম্বে তিনি কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। পথে বিপক্ষ সিপাহীদিগের দলভঙ্গ করিয়া, আউট্রাম্ ১৬ই সেপ্টেম্বর কাণপুরে উপস্থিত হয়েন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আউট্রাম দেখিলেন, এই পদ গ্রহণ করিলে সেনাপতি হাবেলকের যার পর নাই মনঃক্ষোভ জন্মিবে। তিনি বিপক্ষের আশাভঙ্গ করিতে গিয়া, স্বপক্ষের প্রধান ব্যক্তির উৎসাহভঙ্গের কারণ হইবে। আউট্রাম উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া, অবিলম্বে এই বলিয়া বিজ্ঞাপনপত্র প্রচার করিলেন যে, সেনাপতি হাবেলক, যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সবিশেষ সন্তোষ জন্মিয়াছে। তিনি দেওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে অযোধ্যার কর্ম্মস্থলে উপস্থিত থাকিয়া,

* এই ইতিহাসের ৪র্থ ভাগ, ১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

নিজের ইচ্ছায় সৈনিকবিভাগে সেনাপতির সাহায্য করিবেন। আউট্রামের এইরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাইয়া, প্রধান সেনাপতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

এইরূপে হাবেলক, লক্ষ্ণৌর অধিকারের জন্য যে সৈনিকদল প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার প্রধান অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। আউট্রাম তাঁহার সহকারী হইলেন। এই সৈনিকদলের এক ভাগের কর্তৃত্ব নীলের উপর সমর্পিত হইল। তিন জন সাহসী ইংরেজ সেনাপতি স্বজাতির উদ্ধারার্থে লক্ষ্ণৌযাত্রায় উদ্যত হইলেন। গঙ্গা পার হওয়ার জন্য নৌসেতু প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৯শে সেপ্টেম্বর সেতুনির্ম্মাণ শেষ হয়। ঐ দিন হইতে সৈনিকদল গঙ্গা পার হইতে থাকে। তৎপর দিন কামান প্রভৃতি অপর পারে লইয়া যাওয়া হয়। সৈনিক-দল ২১শে সেপ্টেম্বর কাণপুরের অপর তট হইতে যাত্রা করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় মঙ্গলোয়ারে উপস্থিত হয়। মঙ্গলোয়ারে বিপক্ষ সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতে-ছিল। ইহারা ঐ স্থান হইতে তাড়িত হয়। অনন্তর সৈনিকগণ উনাওতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পর দিন বসিরথগঞ্জে পঁহুছে। তাহারা অবিরতবৃষ্টি পাতের মধ্যে এই স্থান হইতে ষোল মাইল অতিক্রম করিয়া, বানি নামক পল্লীতে গমন করে। বানি হইতে লক্ষ্ণৌ যাইতে হইলে সই নদী পার হইতে হয়। নদী পার হওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না। উহার উপর ইষ্টক-নির্ম্মিত সেতু ছিল। সৈনিকদল নদী পার হইয়া আলমবাগের অভিমুখে অগ্রসর হইল। এই বিস্তৃত বাগানে বিপক্ষ সিপাহীরা ছয়টি কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। ২৩শে সেপ্টেম্বর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ইংরেজসৈন্য ইহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেনানায়ক নীল পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী হইতে কতকগুলি বিপক্ষকে তাড়াইয়া দিলেন। বিপক্ষগণ আলমবাগ এবং উহার নিকটবর্ত্তী একটি বাড়ীতে থাকিয়া, বিলক্ষণ পরাক্রমের সহিত আগন্তুক ইংরেজসৈন্যের গতিরোধ করিল। কিন্তু শেষে তাহারা এই স্থান হইতে তাড়িত হইল। সন্ধ্যা হওয়াতে সেনাপতি হাবেলক সৈনিকদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা যথাস্থানে কামানসন্নিবেশ করিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা তাহাদের মধ্যে গোলযোগ ঘটিল। পলায়-মান সিপাহীরা নূতন কামান আনিয়া, তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে

লাগিল। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতেছিল। সমুদয় স্থান অন্ধকারময় হইয়া উঠিয়াছিল। পথ, হাতী, ঘোড়া, বলদ, প্রভৃতি চতুষ্পদের সহিত দ্বিপদ মানুষ এবং কামান প্রভৃতি অচল আগ্নেয়াস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। যাহা হউক, সিপাহীদিগের এই উদ্যমও সফল হইল না; আলমবাগ ইংরেজসৈন্যের অধিকারে রহিল। শেষে সিপাহীদিগের সন্নিবেশস্থলও তাহাদের অধিকৃত হইল। তাহাদের একদল, এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া, আপনাদের অবস্থিতিস্থলের চারি দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীর অধিকারের সংবাদও শিবিরে প্রচারিত হইয়াছিল। ইংরেজসৈন্য এই সংবাদ পাইয়া, লক্ষ্ণৌর পুরোভাগে কামানের ধ্বনি করিয়া, হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পর দিন তাহারা আপনাদের শক্তিসঞ্চয়ের জন্য বিশ্রাম করিল। আলমবাগে তাহাদের দ্রব্যাদি রহিল। আড়াই শত সশস্ত্র রক্ষক উহার পাহারা দিতে লাগিল।

২৫শে জুন প্রাতঃকালে হাবেলক আউট্রামের সহিত পরামর্শ করিয়া, সোজা পথের পরিবর্ত্তে একটু ঘুরিয়া রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা চারবাগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তথাকার সিপাহীগণ প্রবলবেগে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহারা চারবাগের সেতুর অপর ভাগে স্থাপিত কামান হইতে এমন বেগে গোলা চালাইতে লাগিল যে, ইংরেজের কামানের গোলা অকার্য্যকর হইয়া পড়িল। সেনাপতির তরুণবয়স্ক পুত্র হাবেলক দেখিলেন যে, সেতুর নিকটে তাঁহার পিতা বা আউট্রাম, কেহই উপস্থিত নাই। তাঁহার পিতা যেখানে ছিলেন, তিনি ত্বরিতগতিতে সেই স্থানের দিকে গেলেন, তিন চারি মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া নীলকে কহিলেন যে, সৈনিকদিগকে সেতুপথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিতে হইবে। সেনানায়ক নীলের আদেশে পঁচিশ জন সৈনিক অগ্রসর হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদের শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সেনাপতির পুত্র কোনরূপে রক্ষা পাইলেন। সেনাপতি হাবেলক এই সময়ে উপস্থিত হইয়া, নিষ্কোশিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে সৈনিকদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ নির্ভীকচিত্তে কামানের গোলার সম্মুখে সেতু পার হইল। তাহারা কামানগুলি অধিকার করিল, সঙ্গীনে

বিপক্ষদিগের অনেকের প্রাণান্ত করিয়া ফেলিল, এবং বিপুলবিক্রমে লক্ষ্ণৌ সহরে প্রবেশলাভ করিল।

সৈনিকগণ অতঃপর কৈশরবাগের দিকে অগ্রসর হইল। বিপক্ষেরা এই স্থান হইতেও গোলাবৃষ্টি করিয়া, তাহাদের সাতিশয় ক্ষতি করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও, তাহারা সেতুপথে একটি নালা পার হইয়া, ছত্রমঞ্জিল এবং ফরিদবক্স্ প্রাসাদ অধিকার করিল। পশ্চাদ্গামী সৈনিকদলের সহিত একত্র হইবার জন্য আউট্রাম অগ্রগামী সৈনিকদলকে ছত্রমঞ্জিলে কয়েক ঘণ্টা রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু হাবেলক এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, অবরুদ্ধ রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আউট্রামের বাহুতে বন্দুকের গুলি লাগিয়াছিল, রুধিরস্রোত বন্ধ করিবার জন্য তিনি বাহুতে রুমাল বাঁধিয়াছিলেন। একজন তাঁহাকে আহত স্থানে পটি বাঁধিবার জন্য অশ্ব হইতে নামিতে কহিলে, আউট্রাম উত্তর করিলেন, "যে পর্য্যন্ত রেসিডেন্সিতে উপস্থিত না হই, সে পর্য্যন্ত এই-ভাবে থাকিব।" রেসিডেন্সিতে যাত্রাকালে হাইলাণ্ডার সৈন্য সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইল। তৎপশ্চাতে শিখগণ এবং তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে মাদ্রাজের সৈনিকগণ রহিল। এইরূপে ব্যবস্থিত হইয়া, ইংরেজসৈন্য সহরের সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া, রেসিডেন্সির অভিমুখে যাইতে লাগিল। গলির পার্শ্বস্থিত উচ্চগৃহসমূহে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। হাবেলকের সৈন্য এইরূপ বিপত্তিময় পথে খাসবাজার নামক স্থানে উপনীত হইল। এই স্থানের গৃহগুলি বিপক্ষ সিপাহীগণে পূর্ণ ছিল। ইংরেজসৈন্য খাস-বাজারের তোরণের নিকট উপস্থিত হইলে আবার সিপাহীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সেনানায়ক নীল ইহাদের পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি তোরণ অতিক্রম আপনার সহচরকে কহিলেন যে, কামানগুলি ভিন্ন পথে গিয়াছে, উহা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই আদেশ দিয়া, তিনি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া, কামান আসিতেছে কি না, দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া রহিলেন; এমন সময়ে একজন সিপাহী তোরণের উপর হইতে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া, গুলি করিল। গুলি মস্তক ভেদ করিয়া, বাম কর্ণের নিম্নভাগে প্রবিষ্ট হইল। নীল এই আঘাতে গতাসু ও অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। কিন্তু সৈনিকেরা ইহাতে সাহসে বিসর্জ্জন দিল না। তাহারা হাবেলক এবং আউট্রামের কথায়

উৎসাহিত হইয়া, গুলিবৃষ্টির মধ্যে রেসিডেন্সির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে ইহাদের অনেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মহোল্লাসে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাগত হইল।* ইহাদের আগমনে রেসিডেন্সির যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর সমুদয় সৈন্য রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ তৎপর দিন প্রাতঃ-কালে উপস্থিত হয়। পশ্চাদ্‌গামী সৈনিকদল পীড়িত ও আহতদিগকে লইয়া, কর্ণেল নেপিয়ারের (পরে লর্ড নেপিয়ার, ইনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন।) তত্ত্বাবধানে রেসিডেন্সিতে পদার্পণ করে। এইরূপ বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রাম লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সিতে সমাগত হয়েন। পথে সেনানায়ক নীল দেহত্যাগ করেন। সৈনিকদিগের অনেকে রোগের আক্রমণে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। অনেকে সিপাহীদিগের আক্রমণে হত ও আহত হয়।

---

* *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, p. 412-413.*

তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্যা।

সেনাপতি গ্রিথেডের দিল্লী হইতে যাত্রা—গাজীউদ্দীন নগর—বুলন্দসহর—মালঘর—খুর্জ্জা—মৌনী সন্ন্যাসী—আলিগড়—আকবরাবাদ—আগরা—মৈনপুরী—সেনাপতি আউট্রামের পত্র—কালীনদীর তীরে যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতি স্যার্ কোলিন্ কাম্ব্‌পেলের যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা—কাজোয়ার যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতির অযোধ্যায় প্রবেশ—জঙ্গ্‌বাহাদুর—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌতে প্রবেশ—তাঁহার সহিত সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের সম্মিলন—সেনাপতি হাবেলকের দেহত্যাগ—আউট্রামের আলমবাগে অবস্থিতি—প্রধান সেনাপতির কাণপুরে যাত্রা।

সেনাপতি উইল্‌সনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল*। দিল্লী অধিকৃত হইলে উইল্‌সন্ হিমগিরির শীতল সমীরে সুস্থ হইবার জন্য সিমলায় গিয়াছিলেন। দিল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড হইতে বিপক্ষ সিপাহী-দিগকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। ৭৫০ জন ইংরেজ, এবং ১,৯০০ জন এতদ্দেশীয় সৈনিক প্রস্তুত হয়। লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল গ্রিথেড্ এই সৈনিকদলের অধ্যক্ষ হয়েন। ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে ইহারা দিল্লী হইতে যাত্রা করে। এই সময়ে মহিমান্বিত মোগলের জনকোলাহলময় রাজধানী মহাশ্মশানের মত হইয়াছিল। পথে লোকসমাগম ছিল না। যুদ্ধযাত্রী ইংরেজ সৈনিকদিগের পদশব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ সে সময়ে শ্রুতিগোচর হয় নাই। নানাস্থানে মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছিল। গলিত শবের দুর্গন্ধে চারি দিকের বায়ু দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন স্থানে কুক্কুর এক জনের বিচ্ছিন্ন দেহাংশ আগ্রহের সহিত উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কোন স্থলে শকুনি চঞ্চুপুট দ্বারা আপনার অভীষ্ট খাদ্য তুলিয়া লইতেছিল, সৈনিক-দিগের সমাগমে ক্ষুধার্ত্ত বিহঙ্গ দূরে সরিয়া গেলেও, সেই ভোজ্য দ্রব্যের দিকে সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিয়াছিল। কোন কোন স্থানে শবগুলি যেন জীবন্তভাবের অনুরূপ ছিল। কোন কোন শবের হস্তস্থিত অস্ত্র

পূর্ব্ববৎ উত্তোলিত রহিয়াছিল। ইংরেজ সৈনিকদিগের ন্যায় অশ্বগুলিও এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে চমকিত হইয়াছিল। যুদ্ধযাত্রিগণ নীরবে এই ভয়াবহ শ্মশান অতিক্রম পূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে উপস্থিত হইল।

উক্ত বীভৎস দৃশ্য ও দুর্গন্ধ বায়ু পরিহার করিয়া, সৈনিকগণ যখন বিস্তৃত স্থলের বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত বায়ুর মধ্যে আসিল, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তাহারা সুখস্পর্শ সমীরে উৎফুল্ল হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এগার মাইল পথ গিয়া, তাহারা গাজীউদ্দীন নগরে উপস্থিত হইল। বিপক্ষ সিপাহীরা এই স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। কতিপয় সিবিলিয়ান, যে দিন দিল্লী অধিকৃত হয়, তাহার পর দিন ঐ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বুলন্দসহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট লায়েল সাহেব ছিলেন।* সিবিলিয়ানেরা পুনরায় কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

যাহা হউক, কর্ণেল গ্রিথেড্ ২৮শে সেপ্টেম্বর উষাকালে বুলন্দসহরে যাত্রা করিলেন। অগ্রগামী সৈনিকদল সূর্য্যোদয়সময়ে চারিটি পথের সন্ধিস্থলে উপনীত হইল। এই চৌমাথা হইতে একটি পথ বুলন্দসহরের দিকে, একটি মালঘরের দিকে গিয়াছিল। চৌমাথার ঘাঁটিতে বিপক্ষ সওয়ারগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইংরেজপক্ষের অগ্রগামী সৈন্য বুলন্দসহরে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই ইহারা চলিয়া যায়। সেনানায়ক গ্রিথেড্ বুলন্দসহর আক্রমণ করেন। প্রধানতঃ ইংরেজদিগের অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজেরা এই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে। বিপক্ষেরা পরাজিত ও তাড়িত হয়। তাহাদের তিন শত সৈনিক রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে। ইংরেজপক্ষের ৪৭ জন হত ও আহত হয়। সিপাহীদিগের তিনটি কামান এবং অনেক যুদ্ধোপকরণ বিজয়ী সৈনিকেরা অধিকার করে। বুলন্দসহরের যুদ্ধের পর সেনাপতি এক মাইল দূরে কালীনদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করেন। ঐ দিন অপরাহ্ণকালে তাঁহার সৈনিকেরা মালঘরে উপস্থিত হয়। মালঘরের নবাব ওয়ালিদাদ খাঁ

* ইনি পরে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত ও স্যার আল-ফ্রেড লায়াল নামে অভিহিত হয়েন।

দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে উক্ত জনপদ শাসন করিতেছিলেন। ইংরেজ-সৈন্যের উপস্থিতিতে তিনি প্রস্থান করেন। তাঁহার দুর্গে নানাবিধ দ্রব্য ছিল। ১লা অক্টোবর এই দুর্গ বিনষ্ট করা হয়। দুর্গধ্বংসকালে প্রজ্বলিত বারুদস্তূপে একজন ইংরেজ সৈনিক দেহত্যাগ করে। গ্রিথেডের সৈনিকদল, আহতদিগকে মিরাটে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চারি দিন বুলন্দসহরে থাকে। লায়েল সাহেব পুনর্ব্বার এই স্থানের শান্তিরক্ষায় ব্যাপৃত হয়েন। দুই তিন দিন পরে ইঁহার সাহায্যার্থে মিরাট হইতে কতিপয় সৈনিক উপস্থিত হয়। বুলন্দ সহরের পশ্চিমে রোহিলখণ্ডের বিস্তৃত ভূভাগ অবস্থিত। এই ভূভাগ সিপাহী-দিগের অধিকারে ছিল। সিপাহীরা রোহিলখণ্ড হইতে অনেক বার বুলন্দ-সহরে উপস্থিত হয়। লায়েল সাহেবের সাহায্যকারী সৈনিকগণ ইহাদের আক্রমণনিরোধের জন্য সজ্জিত থাকে।

গ্রিথেডের সৈন্য ৩রা অক্টোবরে বুলন্দসহর পরিত্যাগ করে। তাহারা ঐ দিন অপরাহ্নকালে খুর্জ্জা নামক স্থানে উপনীত হয়। খুর্জ্জা আলিগড়ের পথে অবস্থিত। এই স্থানে প্রধানতঃ মুসলমানের বাস। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সওয়ারদিগের কেহ কেহ এই স্থানের অধিবাসী। সৈনিকেরা খুর্জ্জায় প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, পথের পার্শ্বে একটি নরকঙ্কাল রহিয়াছে। উহার মস্তক নাই। ভগ্ন অস্থিগুলিতে আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া উহা কোন ইউরোপীয় নারীর কঙ্কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই কথায় ইংরেজ-সৈন্য সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, স্থানীয় লোকের সমুচিত শাস্তিবিধানে সঙ্কল্প করে। ইহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করা হয়। অধিবাসীরা স্পষ্টভাবে কহে যে, তাহাদের কোন দোষ নাই; তাহারা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। এ সময় অতি সামান্য সূত্রে ইংরেজসৈনিকের জিঘাংসা কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিত, তাহা এই বিবরণে বুঝা যাইতেছে।

আর একটি বিষয়ে ইংরেজসৈনিকদিগের মধ্যে সহসা উত্তেজনার সঞ্চার হয়। যে স্থানে শিবির সন্নিবেশিত ছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে একজন সন্ন্যাসী বসিয়াছিল, এই সন্ন্যাসী মৌনী, সুতরাং সৈনিকদিগের কথার কোন উত্তর না দিয়া, আপনার সমক্ষে, যে ছোট বারকস্ ছিল, উহা পরীক্ষা করিতে সঙ্কেত করিল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই বারকস্‌খানিতে খাদ্যদ্রব্য ছিল।

প্রথমে উহাতে কোনরূপ অস্বাভাবিক বিষয় পাওয়া গেল না। সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, বারকসের নীচে ছিদ্র আছে, ছোট একখানি চতুষ্কোণ কাঠে ঐ ছিদ্র ঢাকা হইয়াছে; কাঠখানি খোলা হইলে ছিদ্রের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র জড়ান কাগজ পাওয়া গেল। উহা সেনাপতি হাবেলকের গ্রীক ভাষায় লিখিত পত্র। উহাতে সেনাপতি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি লক্ষ্ণৌর ইংরেজদিগের উদ্ধারার্থে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প · গাড়ি ইত্যাদি নাই। এ সময়ে অপর সৈনিকদলের সাহায্যগ্রহণ একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যে কোন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে এই পত্র পড়িবে, তিনি যেন তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হয়েন। সেনানায়ক গ্রিথেড্ এই পত্র পাইয়া অবিলম্বে কাণপুরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন।* এ সময়ে, ইংরেজদিগকে স্থানান্তরে সংবাদ পাঠাইতে এবং স্থানান্তর হইতে সংবাদ আনিতে চরের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাঁহারা সাধারণের অজ্ঞাত ভাষায় পত্র লিখিয়া, চরের হস্তে সমর্পণ করিতেন। চরেরা ঐ পত্র নানাকৌশলে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া, নানাবেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিত। অনেক সময়ে ইহারা বিপক্ষ সিপাহী-দিগের শিবিরে গিয়া, তাহাদের সংবাদ আনিয়া দিত। লক্ষ্ণৌর অবরোধকালে ইংরেজদিগকে যে, এইরূপ চরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ইংরেজসৈন্য অতঃপর আলিগড়ে উপস্থিত হয়। সিপাহীরা পূর্ব্বেই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। যখন সৈনিকদল অগ্রসর হয়, তখন উচ্ছৃঙ্খল লোকে শিঙ্গা বাজাইয়া, ঢোল পিটিয়া, অশ্রাব্য ভাষার উচ্চারণ করিতে করিতে ইংরেজসৈন্যকে বাধা দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন দ্রুতগামী অশ্বগণ কামান লইয়া তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন ঐ সকল লোকের সাহসের সহিত বাচালতার অন্তর্দ্ধান করে। ইহারা দুইটি কামান ফেলিয়া নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক উহার দ্বাররোধ করে, এবং আক্রমণকারীদিগের ভয়ে অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। সৈনিকগণ ইহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। ইহাদের অনেকে ধান্যক্ষেত্রে আত্মগোপন করে। ইংরেজপক্ষের অশ্বারোহিগণ প্রত্যাবর্ত্তনকালে

* *Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I., p. 264-265.*

ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া অনেককে বধ করে। ইংরেজ সেনাপতির সমাগমে আলিগড়ের অধিবাসিগণ আহ্লাদিত হয়। এত দিন নানারূপ অশান্তিতে তাহারা নিরতিশয় বিব্রত ছিল; এখন শান্তিময় শাসনের ফলভোগ করিতে পাইবে বলিয়া, তাহারা সৈনিকদিগের আবশ্যক দ্রব্যাদির সংগ্রহে আগ্রহযুক্ত হয়।

আলিগড়ের চৌদ্দ মাইল দূরে কাণপুরের দিকে আকবরাবাদ অবস্থিত। সেনানায়ক গ্রিথেড্ আলিগড়রক্ষার জন্য কতিপয় সৈনিক রাখিয়া, আকবরাবাদে যাত্রা করেন। আকবরাবাদে মঙ্গল সিংহ এবং মহাতাপ সিংহ, এই দুই যমজ ভ্রাতা কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করা হয়। সন্ধ্যাকালে ইংরেজপক্ষের অশ্বারোহিগণ উক্ত পল্লী অবরোধ করে। পলায়নকালে রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হয়েন। ইঁহাদের গৃহে তিনটি ছোট কামান এবং ইউরোপীয় কুলনারীদিগের ব্যবহৃত নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়।

গ্রিথেড্ যখন উক্তরূপ অদ্ভুত উপায়ে সেনাপতি হাবেলকের লিখিত পত্র প্রাপ্ত হয়েন, সেই সময়ে আগরা হইতেও অনেক পত্র তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হয়। এই সকল পত্র ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। আগরার দুর্গস্থিত ইংরেজেরা পত্রে সাতিশয় কাতরভাবে সাহায্য-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রিথেড্ কাণপুরের পরিবর্ত্তে আগরায় যাইতে উদ্যত হইলেন।

লেফ্টেনেণ্ট-গবর্ণর কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত আগরার ঘটনা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কলবিনের দেহত্যাগের পর রীড সাহেব কিছু দিনের জন্য তৎপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারীর কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করা একান্ত আবশ্যক হওয়াতে রীড সাহেবের স্থলে কর্ণেল ফ্রেজার নিয়োজিত হয়েন। কর্তৃপক্ষ আগরা বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। যাবতীয় বিষয়ের শৃঙ্খলাসাধনের জন্য কেহ কোনরূপ ক্ষমতাপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। সকলেই স্থানান্তরের সিপাহীদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় একান্ত ব্যাকুল ছিলেন। কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগের পূর্ব্বে এই সংবাদ প্রচারিত

হইয়াছিল যে, গোবালিয়রের উত্তেজিত সিপাহীরা মেহিদপুর, মালব, ভুপাল প্রভৃতি স্থানের সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আগরা আক্রমণ করিবে। গোবালিয়রের সিপাহীরা যেরূপে উত্তেজনার পরিচয় দেয়, মহারাজ শিন্দে যেরূপে তাহাদিগকে নিজের রাজধানীতে কিছুকালের জন্য রাখেন, দূরদর্শী দিনকর রাও যেরূপে এই আকস্মিক বিপদের শান্তি করিতে বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু উত্তেজিত সৈনিকদল দীর্ঘকাল গোবালিয়রের অবস্থিতি করে নাই। তাহারা মহারাজের শাসন না মানিয়া, উচ্ছৃঙ্খলভাবে নানা স্থানে প্রধাবিত হয়। ক্রমে মধ্য ভারতবর্ষের পূর্ব্বোক্ত জনপদসমূহের উত্তেজিত সিপাহীদিগের সম্মিলনে তাহাদের বলবৃদ্ধি ঘটে। ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজসৈন্য চিরস্মরণীয় মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে প্রবেশ করে। উহার চারি দিন পরে যখন দিল্লীতে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অনেক সিপাহী হতাশ হইয়া, দিল্লী পরিত্যাগ করে। ফিরোজ শাহ নামক একজন শাহজাদা ইহাদের অধিনায়ক হইয়া ২৮শে সেপ্টেম্বর মথুরায় উপনীত হয়েন। এই স্থানে হীরা সিংহ নামক একজন সুবাদারকর্ত্তৃক পরিচালিত ৭২ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিকদলের সহিত ইহাদের সম্মিলন ঘটে। শেষে সম্মিলিত দল মধ্যভারতবর্ষের সিপাহীদিগের সহিত একত্র হয়। এই বিশাল সৈনিকদলের আক্রমণভয়ে আগরার দুর্গস্থিত ইংরেজেরা আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহারা এই জন্য নানা ভাষায় পত্র লিখিয়া, গ্রিথেডের নিকটে পাঠাইয়া দেন। গ্রিথেড্ কালবিলম্ব না করিয়া, আগরার অভিমুখে অগ্রসর হয়েন।

গ্রিথেড্ ৭ই অক্টোবর বিজয়গড়নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। পর দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে যাত্রা করিয়া, ১০ই তারিখ প্রাতঃকালে নৌসেতু দ্বারা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া, আগরার দুর্গপ্রাচীরের সমীপে সমাগত হয়েন। ইংরেজ-সৈন্য সবিশেষ সত্বরতাসহকারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছিল। সূর্য্যতাপে ইহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল। পথের ধূলিরাশিতে ইহাদের পরিচ্ছদ নিরতিশয় মলিন হইয়া গিয়াছিল। ইহারা যখন দুর্গপ্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন যাঁহারা ইহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা ইহাদিকে স্বদেশীয় লোক বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। একটি কুলনারী সমীপবর্ত্তী রেইক্স

সাহেবকে কহিয়াছিলেন—"এই ভীমদর্শন লোকগুলি নিশ্চয়ই আফগান।" রেইক্‌স্‌ সাহেবও সর্ব্ব প্রথম ইহাদিগকে ইংরেজসৈন্য বলিয়া চিনিতে পারেন নাই।* আতপতাপে নিপীড়িত হইয়া, ধূলি ও কর্দ্দম তুচ্ছ বোধ করিয়া, ইহারা বিশ্রামব্যতিরেকে ৪৮ মাইল অতিক্রম পূর্ব্বক এইরূপ অপরিচ্ছন্নভাবে, এইরূপ বিবর্ণবদনে স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারার্থে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে পদার্পণ পূর্ব্বক দুর্গের পুরোভাগে প্রকাশ্য পথে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এ দিকে ইহাদের অধিনায়ক, কোথায় শিবিরসন্নিবেশ করিতে হইবে, কর্তৃপক্ষের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই ঘণ্টা কাল, তাঁহার সহিত আগরার কর্ত্তৃপক্ষের এই বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইল। দুই ঘণ্টা কাল, পরিশ্রান্ত সৈনিকেরা দুর্গের সম্মুখে পথে রহিল। অবশেষে কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র ইহাদের শিবিরসন্নিবেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ক্ষেত্রের যে যে স্থানে তাঁবু ফেলা হইবে, তাহা চিহ্নিত হইল। ঘোটকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থলে সন্নিবেশিত রহিল। সৈনিকেরা খাদ্যের আয়োজন করিতে লাগিল। কোন কোন আফিসর তাড়াতাড়ি দুর্গে গমন করিলেন। দুর্গবাসীদিগের অনেকে সাহায্যকারী সৈন্যের আগমনে আশ্বস্ত হইয়া, বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধভাবে থাকাতে ইঁহাদের সাতিশয় কষ্টবোধ হইয়াছিল। এখন বহির্ভাগের বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিমুক্ত বায়ু ইহাদিগকে স্পর্শে স্পর্শে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতে লাগিল। এ দিকে শিবিরের লোকে তাড়াতাড়ি ভোজন করিয়া নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত হইল। কেহ কেহ, যে সকল জিনিসপত্র পশ্চাতে ধীরে ধীরে আসিতেছিল, তৎসমুদয়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে ভূমিশয্যায় নিদ্রিত হইল। কেহ কেহ সমীপোবিষ্ট বন্ধুগণের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ, যে কয়েকটি তাঁবু পঁহুছিয়াছিল, তৎসমুদয় খাটাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষতলে বসিয়া, পথশ্রান্তিজনিত অবসাদ দূর করিতে লাগিল। মোগলের রাজধানী যাহাদিগকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, বৃদ্ধ মোগল ভূপতি যাহাদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য আগরার দেড় লক্ষ অধিবাসীর দুই তৃতীয়াংশ কৌতূহলের আবেগে দলে দলে

* *Raikes, Notes on the Revolt &c., p. 70.*

কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আসিতে লাগিল। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্য্যন্ত আকাশের প্রশান্তভাবের কোন ব্যত্যয় দেখা গেল না। পরিবর্দ্ধিত শস্যের কাণ্ড এবং পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষগুলি কেবল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইতেছিল। দূরে—অতিদূরে বিপক্ষদিগের অবস্থিতি বা আগমনের কোন নিদর্শন পরিব্যক্ত হইল না। আগরার কর্তৃপক্ষ সমাগত সেনাপতিকে জানাইলেন যে, দিল্লীর সৈনিকদিগের সমাগমবার্ত্তা শুনিয়া, বিপক্ষেরা ৯ মাইল দূরে কালী নদীর অপর পারে গিয়াছে। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত আপনাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আগরায় কোনরূপ শাসনশৃঙ্খলা ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষ যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়া, সুনিয়মে আবশ্যক কর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ ছিলেন না। এখন এইরূপ শৃঙ্খলাবিপর্য্যয়, এইরূপ অনভিজ্ঞতার ফল প্রত্যক্ষীভূত হইল।

যখন গ্রিথেডের সৈনিকেরা নিরুদ্বেগে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল, তখন চারি ব্যক্তি নাগরা বাজাইতে বাজাইতে সহসা কাওয়াজের ক্ষেত্রে প্রহরী সৈনিকদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইল। একজন প্রহরী ইহাদিগকে চলিয়া যাইতে কহিল। অমনি ইহাদের একজন পরিচ্ছদের মধ্যস্থিত তরবারি বাহির করিয়া, তাহাকে কাটিয়া ফেলিল। অন্য একজন প্রহরী সহযোগীর সাহায্যার্থে আসিল। কিন্তু সেও আহত হইল। শেষে ক্ষেত্রস্থিত সৈনিকদিগের অস্ত্রাঘাতে এই চারি ব্যক্তিই দেহত্যাগ করিল। কিন্তু এই সংবাদ পশ্চাদ্‌ভাগের সৈনিকদলে প্রচারিত হইতে না হইতেই কামানের গভীর শব্দ শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। পর মুহূর্ত্তেই প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ড সকল প্রবলবেগে শিবিরে পড়িতে লাগিল। যাহারা তৃণশয্যায় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিল, যাহারা বন্ধুজনের সহিত নানা কথায় আমোদিত হইতেছিল, যাহারা তরুতলে বসিয়া, নিশ্চিন্তমনে শারীরিক অবসাদ দূর করিতেছিল, যাহারা তাঁবু ফেলিবার, দ্রব্যাদি সাজাইবার, বাহনগুলিকে যথাস্থানে রাখিবার কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল, তাহারা সকলেই এই আকস্মিক ব্যাপারে অতিমাত্র চমকিত হইল। সৈনিকেরা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, আপনাদের অস্ত্র হাতে লইল, কেহ কেহ অশ্বে আরোহণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সৈন্য ও কামান, উভয়ই বিপক্ষদিগের পরাক্রমনাশের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই শিবিরের

ভৃত্যগণ, সৈনিকগণ, স্থানান্তর হইতে আগত পরিদর্শকগণ বিপক্ষের কামানের গোলায় একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল।

যে সকল আফিসর (ইঁহাদের মধ্যে লর্ড রবার্টস্‌ ছিলেন) দুর্গে গিয়াছিলেন, তাহারা প্রসন্নচিত্তে দুর্গস্থিত কুলমহিলাদিগের সহিত যেমন ভোজনস্থলে উপবিষ্ট হইয়াছেন, অমনি কামানের গভীর শব্দ তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। এক বারের পর আর বার, তৎপর আর এক বার, এইরূপে বারংবার সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন দুর্গবাসীদিগের হৃদয়ে সন্ত্রাসের সঞ্চার করিল। ভোজনস্থলে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং একজন অপরকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কহিলেন—"এ কি! ইহা কখনও বিপক্ষের কামানধ্বনি নহে।" কিন্তু এই কথা আশ্বাসদায়ক হইল না। বিপক্ষগণই সহসা গ্রিথেডের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের কামানই এইরূপ ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করিতেছিল। আফিসরগণ মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, গৃহের সিঁড়ির দিকে ধাবিত হইলেন, এবং এক লম্ফে সজ্জিত অশ্বে উঠিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া, যে দিকে কামানের শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে সবেগে অধিষ্ঠিত অশ্বের চালনা করিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে বিষম গোলযোগে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। লর্ড রবার্টস্‌ এইভাবে উপস্থিত দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন—"নানা বর্ণের নানা শ্রেণীর লোক—বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ; নানা শ্রেণীর ইতর জীব—হাতী, ঘোড়া, উট, বলদ; নানাপ্রকার জিনিসপত্র, নানা প্রকার যান এক স্থানে আসিয়া পড়িল। লোকে এরূপ ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, যেন দৈত্য বা দানবেরা তাহাদের পশ্চাতে আসিতেছে। যাহারা সাহায্যকারী সৈনিকদিগের সমাগমে প্রফুল্ল হইয়া, দুর্গের বহির্ভাগে আসিয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার দুর্গে ফিরিয়া যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। যাহারা কৌতূহলী হইয়া, নগর হইতে শিবিরে যাইতেছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি পুনর্ব্বার নগরে যাইতে উদ্যত হইল। কামানের প্রথম বারের গর্জ্জনে ইহারা উদ্‌ভ্রান্তভাবে ধাবিত হইয়া, যে সকল যান বা বাহনে গ্রিথেডের দ্রব্যাদি, রুগ্ন বা আহতগণ আসিতেছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে পড়িল। সকলেই তাড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানের দিকে যাইতে উদ্যত; সকলেই তাড়াতাড়ি আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে ব্যস্ত। গাড়িতে

হাতীর পথ রুদ্ধ হইল। মানুষ হাতী দেখিয়া, এ উহার গায়ে গিয়া পড়িতে লাগিল। উটগুলির সহিত বলদগুলির সংঘর্ষ ঘটিল। অতিমাত্র গোলযোগে ও অশৃঙ্খলায় সকলের গন্তব্য পথই রুদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িল। অথচ সকলেই আপনাদের পথ বিমুক্ত করিবার জন্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কামানের গর্জ্জনে মাহুতের ন্যায় হস্তীগুলিও ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা ভয়প্রযুক্ত অধিকন্তু অঙ্কুশের তাড়নায় বিকট রব করিতে লাগিল। গোযানের পরিচালকগণ, বলদগুলির অধিকতর বেগ জন্মাইবার জন্য, সবলে উহাদের লেজ মুচড়াইতে লাগিল। উটগুলিকে ঘোড়ার মত বেগে চালাইবার জন্য পরিচালকগণ এরূপ ব্যস্ত হইল যে, টানাটানিতে উহাদের নাসাবিদ্ধ রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল।" এইরূপে সকলেই তাড়িতবেগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। আফিসরেরা অতিকষ্টে গন্তব্য পথ পরিষ্কার পূর্ব্বক শিবিরে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন. তাহাতে তাহাদের অতিমাত্র বিস্ময় জন্মিল। সমগ্র শিবির যেন ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এক স্থানে দুই জন অশ্বারোহী পরস্পর অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল। অন্য স্থানে এক জন সঙ্গীন, অপর জন তরবারি লইয়া, পরস্পরকে মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। স্থানান্তরে বিপক্ষদলের কতকগুলি অশ্বারোহী ইংরেজপক্ষের একটি কামান কিছু দূরে লইয়া গিয়াছিল। কোন স্থানে ইংরেজসৈনিকগণ সামরিক বেশে সজ্জিত হইবার অবসর পায় নাই—তাহারা জামা মাত্র গায়ে দিয়াই, বিপক্ষ অশ্বারোহীদিগের আক্রমণনিরোধে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সৈনিকদিগেরকিয়দ্দূরে—বামভাগে ইংরেজপক্ষের গোলন্দাজগণ কামানের গোলা চালাইতেছিল। ইহারাও সামরিক পরিচ্ছদধারণের সময় পায় নাই। এ দিকে সহিসেরা সবিশেষ সত্বরতাসহকারে ঘোটকগুলি সজ্জিত করিতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন দলের পদাতিগণ আপনাদের অস্ত্রাদি লইতে ব্যস্ত হইয়াছিল। সেনাপতি গ্রিথেড্ সিপাহীদিগের এইরূপ আকস্মিক আক্রমণের কয়েক মিনিট পরেই ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি আক্রান্ত সৈনিকদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। সিপাহীরা সহসা ইংরেজের শিবির আক্রমণ করিয়াই হটিয়া গেল। ইংরেজসৈন্য ইহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ইহারা কামান ফেলিয়া, কালী নদীর অপর পারে চলিয়া গেল। ইহাদের পরিত্যক্ত ১৩টি কামান ইংরেজের অধিকৃত হইল।

গ্রিথেডের সৈনিকদল ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত আগরায় রহিল। ১৪ই অক্টোবর ইহারা আগরা হইতে যাত্রা করিয়া, মৈনপুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথে ইহাদের অধিনায়কের পরিবর্ত্তন হইল। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কর্ণেল হোপ্ গ্রাণ্ট্, গ্রিথেডের স্থলে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লী হইতে গ্রিথেডের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, আপনার কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন। মৈনপুরীর ঘটনা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। মৈনপুরীরাজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন আত্মীয়ের চেষ্টায় ধনাগার রক্ষিত হইয়াছিল। ইংরেজসৈন্যের উপস্থিতির এক দিন পূর্ব্বেই তিনি কামান বারুদ ইত্যাদি ফেলিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ইংরেজসৈন্য উপস্থিত হইয়া, তাঁহার দুর্গ বিনষ্ট করে, বারুদ উড়াইয়া দেয়। মৈনপুরীর সিবিল কর্ম্মচারিগণ বিপ্লবের কালে পলায়ন পূর্ব্বক আগরার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা এই সৈনিক-দলের সহিত কর্ম্মস্থলে আসিয়া, আপনাদের কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়েন। অতঃপর সৈনিকদল বিওয়ারনামক স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানে মিরাট্, আগরা, ফতেগড়, এবং কাণপুরের পথ পরস্পরসংযোজিত হইয়াছে। ইংরেজসেনাপতি, বিওয়ারে স্যার জেম্‌স্ আউট্রামের পত্র পাইলেন। এই সেনাপতির পত্রও হাবেলকের পত্রের ন্যায় গ্রীকভাষায় লিখিত হইয়াছিল। পত্রখানি একখণ্ড পেনের অভ্যন্তরে পূরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পত্রবাহক ঐ পেন আপনার হাতছড়ির অন্তর্ভাগ প্রবেশিত করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। চরগণ কিরূপ সুকৌশলে এবং কিরূপ সাবধানে ইংরেজের শিবিরে পত্রাদি লইয়া আসিত, তাহা এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হইতেছে। সেনাপতি আউট্রাম দিল্লীর সেনা-নায়কের নিকটে সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সেনাপতি সত্বর লক্ষ্ণৌর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ২২শে অক্টোবর বিওয়ার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী গুরসাহিগঞ্জে উপস্থিত হইলেন, এবং তৎপর দিন কান্যকুব্জের প্রান্তবর্ত্তী মিরণ-কি-সরাই নামক স্থানে পঁহুছিলেন।

এই দিন বিপক্ষ সিপাহীদিগের সহিত ইংরেজসৈন্যের ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। সিপাহীরা আপনাদের কামান লইয়া, কালী নদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হয়। এ পার হইতে ইংরেজসৈন্য গোলাবৃষ্টির আরম্ভ করিলে, তাহারা কামান ফেলিয়া যায়। হোপ্ গ্রাণ্টের সৈন্য নদী পার হইয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়।

তাহাদের পদাতিগণ অদৃশ্য হয়। তাহাদের অশ্বারোহিগণ সবেগে গঙ্গার জলে গিয়া পড়ে। অনেকে স্রোতোবেগে ভাসিয়া যায়। কেহ কেহ অপর তটে উত্তীর্ণ হয়। ২৬শে অক্টোবর হোপ্ গ্রান্টের সৈনিকদল কাণপুরে পহুঁছে। ৩১শে তাহারা আলমবাগ এবং বানিসেতুর মধ্যভাগের প্রান্তরে উপস্থিত হয়। প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি পর্য্যন্ত তাহারা এই স্থানে অবস্থিতি করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল্ ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইয়া, ১৩ই আগষ্ট ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পহুঁছেন। এই সময়ে চারি দিক বিপ্লবময় ছিল। সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশ উত্তেজিত সিপাহীদিগের যথেচ্ছাচারের ক্ষেত্র হইয়াছিল। রোহিলখণ্ডে ইংরেজের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে ভয়াবহ বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছিল। মোগলের রাজধানীর পুরোভাগে ইংরেজসৈন্য অবরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। মধ্যভারতবর্ষ উত্তেজিত লোকের উত্তেজনাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক স্থানে সংবাদ-প্রেরণের পথ অবরুদ্ধ ছিল। এইরূপ সঙ্কটকালে স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেল প্রধান সেনাপতির কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। তিনি কিরূপে চারি দিকে পরিব্যাপ্ত ভয়ঙ্কর অগ্নিস্তূপের নির্ব্বাপণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

সর্ব্বপ্রথম প্রধান সেনাপতি বিপ্লবের ক্ষেত্রে সৈন্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চীনদেশে যে সৈন্য যাইতেছিল, তাহা ভারতের বিপ্লবনিবারণে নিয়োজিত হয়। রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন পীল আপনার নৌসেনা ও কামান লইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হয়েন। মরীচ দ্বীপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ হইতে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হয়। এইরূপে বিভিন্ন স্থানের সৈনিক পুরুষগণ এখন গবর্ণমেণ্টের বিলুপ্তপ্রায় প্রাধান্যের পুনঃস্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। স্যার্ কোলিন কাম্প্‌বেল ২৭শে অক্টোবর কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন, রাত্রিদিন ঘোড়ার ডাকে গিয়া, ১লা নবেম্বর এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। তৎপর দিন তিনি ফতেপুরে পহুঁছেন। প্রধান সেনাপতি যখন এইরূপ সত্বরতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন কাণপুরের পথে কাপ্তেন

পীল সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে এই যুদ্ধ হয়। ফতেপুরের প্রায় ২৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে কাজোয়া নামক পল্লী অবস্থিত। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গ্‌জেব এই স্থানে তাঁহার ভ্রাতা সুলতান সুজার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের অধিকারে প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হইয়াছিলেন। দানাপুরের বহুসংখ্যক সিপাহী কাজোয়ায় সমবেত হইয়াছিল। ১লা নবেম্বর ইংরেজসৈন্য ইহাদের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধে ইংরেজ সেনানায়ক নিহত হয়েন, কিন্তু রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন পীলের কৌশলে সিপাহীদিগের দলভঙ্গ হয়। এই যুদ্ধের এক দিন পরে অর্থাৎ ৩রা নবেম্বর প্রধান সেনাপতি কাণপুরে উপনীত হয়েন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌর দিকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, লক্ষ্ণৌতে তাঁহার স্বদেশীয়ের নিকটে যে খাদ্য দ্রব্যাদি আছে, তাহাতে নবেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। খাদ্যের অভাবে অধিকন্তু পরাক্রান্ত বিপক্ষের অস্ত্রবর্ষণে তাঁহাদের সৈনিকগণ, বালকবালিকাগণ, কুলমহিলাগণ একান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। তিনি ইহা ভাবিয়া, সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্ণৌর বিপন্ন স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি হোপ্ গ্রাণ্ট আপনার সৈনিকদল লইয়া আলমবাগ এবং বানিসেতুর মধ্যভাগের বিস্তৃত প্রান্তরে অবস্থিত করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি আপনার প্রধান সহকারী ব্রিগেডিয়ার মানস্‌ফীল্ডের* সহিত ৯ই নবেম্বর এই স্থানে সমাগত হয়েন। তাঁহার আদেশে সেনানায়ক ওয়াইণ্ড্‌হাম কাণপুররক্ষার জন্য ঐ স্থানে থাকেন।

স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেলের সৈনিকগণ যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করে, তখন তাহাদের চারি দিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের ফল পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। পথে মানবের সমাগম ছিল না। উদ্দাম কুক্কুর ভিন্ন আর কোন জীবিত প্রাণীকে বিচরণ করিতে দেখা যাইত না। লোকালয়ে লোকবসতি ছিল না। সেনাপতি হাবেলকের উপস্থিতির সময়েই পল্লীবাসিগণ আপনাদের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। জনবহুল পল্লী, লোকপূর্ণ রাজপথ, কৃষীবলপূর্ণ কৃষিক্ষেত্রসমূহ, সমস্তই নিস্তব্ধভাবে ছিল। এইরূপ জনসম্পর্কশূন্য স্থান অতিক্রম করিয়া,

* ইনি অতঃপর লর্ড উপাধি পাইয়া, লর্ড সাণ্ডহর্ষ্ট্ নামে অভিহিত হয়েন।

প্রধান সেনাপতি ওয়াজিদ আলির রাজধানীর প্রান্তভাগে উপনীত হয়েন। তিনি কেবল স্বদেশীয় সৈনিকগণে বলসম্পন্ন হয়েন নাই। নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ্ বাহাদুর সিপাহীবিপ্লবের প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে নেপালী সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব প্রথমে লর্ড কানিঙের অনুমোদিত হইয়াছিল। জঙ্গ্ বাহাদুর স্বয়ং তিন হাজার সৈন্য লইয়া, আপনাদের সমুন্নত পার্ব্বত্য ভূখণ্ড হইতে ভারতের সমতল ক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। জঙ্গ্ বাহাদুর ইংলণ্ডের গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অবস্থাদর্শনে তাঁহার উদ্বোধ হইয়াছিল যে, ইংরেজ ভারতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্যরক্ষায় কখনও অসমর্থ হইবেন না।* উপস্থিত সময়ে জঙ্গ্ বাহাদুর প্রকৃতরূপে নেপালের শাসনদণ্ডের পরিচালক ছিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহার যেমন অনুরাগ, সিপাহীদিগের উপর তাঁহার সেইরূপ বিদ্বেষভাব ছিল। সুতরাং তিনি এই সময়ে ইংরেজের উপকার এবং সিপাহীদিগের শোণিতপাত করিবার জন্য আগ্রহযুক্ত হইলেন। কিন্তু জঙ্গলময় তরাই অতিক্রমের পর, তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিল যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করা হইবে কি না, তদ্বিষয়ের বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহার সৈন্য ১৫ই জুনের মধ্যে অযোধ্যায় পহুঁছিবে বলিয়া, আশা করিয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কথায় তাহারা পুনর্ব্বার আপনাদের রাজধানী কাঠমুণ্ডের দিকে যাত্রা করিল। আরণ্য ভূভাগের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে তাহাদের অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এইরূপ কষ্টভোগ পূর্ব্বক আপনাদের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াছে, এমন সময়ে কলিকাতা হইতে সংবাদ পহুঁছিল যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। সুতরাং ২৬শে জুন গুর্খা সৈন্য পুনর্ব্বার নেপালের পার্ব্বত্য ভূখণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড় জঙ্গল অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা যে সময়ে ব্রিটিশাধিকৃত জনপদে উপস্থিত হয়, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং স্যার হিউ হুইলার উত্তেজিত সিপাহীর অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহারে জঙ্গ্ বাহাদুর নিরতিশয় বিরক্তি হইয়াছিলেন। তিনি

* *William Digby, A friend in need: Friendship forgotten, p. 43.*

আপনার একজন ইংরেজ বন্ধুকে কহিয়াছিলেন—"আপনি দেখুন আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে।" এইরূপ শাসনকর্ত্তারা যখন রাজ্যশাসন করিতেছেন, তখন আপনারা কিরূপে ভারতবর্ষ রক্ষার আশা করিতে পারেন?* কিন্তু যাঁহার হস্তে এ সময়ে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড সমর্পিত ছিল, তাঁহাকে সাবধানে প্রত্যেক কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছিল। গুর্খাদিগের উপর লর্ড ডালহৌসীর তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না। যখন ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইত, তখনই গুর্খাগণ অস্ত্রাদির সংগ্রহে ব্যাপৃত হইত। তাহাদের মধ্যে এই সময়ে শত্রুতাচরণের নিদর্শন দেখা যাইত।† ইহা ভাবিয়াই, লর্ড কানিঙ্ নেপাল-গবর্ণমেণ্টের সাহায্যগ্রহণ সম্বন্ধে প্রথমে দোলায়মানচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে পুনর্ব্বার বিবেচনার পর তিনি ইহাদের সাহায্যগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। স্যার হেনরি লরেন্স দৃঢ়তাসম্পন্ন গুর্খাদিগকে তাহাদের পর্ব্বতময় বসতিক্ষেত্র হইতে শীঘ্র আনিবার জন্য গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যদি গুর্খা সৈন্য যথাসময়ে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে স্যার হেনরি লরেন্স বিপক্ষ সিপাহীদিগকে তাড়াইয়া স্যার হিউ হুইলারের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইতেন।‡ যাহা হউক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে নেপাল গবর্ণমেণ্টের উপর সন্দিগ্ধ হইলেও উক্ত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়কায়, সাহসী সৈনিকগণ ইংরেজের পক্ষসমর্থনে কিছুমাত্র ঔদাস্য বা কিছুমাত্র অস্থিরতার পরিচয় দেন নাই। তাহারা পরমবিশ্বস্ত যুদ্ধবীরের ন্যায় সিপাহী-দিগের সহিত যুদ্ধে সাহস ও পরাক্রমের একশেষ দেখাইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহাদের অসামান্য বীরত্বের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতির আগমনের পূর্ব্বে ওয়াজিদ আলীর রাজধানীতে কি ঘটিতেছিল, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রাম্ বিপক্ষ সিপাহীদিগকে লক্ষ্ণৌ হইতে একবারে নিষ্কাশিত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে, লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, ইতিহাসের সূত্রানুসারে ইহা প্রকৃত নহে। তাঁহাদের

* *Mead, Sepoy Revolt, p, 87.*

† *Martin, Indian Empire, Vol. II., p. 278.*

‡ *Mead, Sepoy Revolt, p. 86.*

আগমনে অবরুদ্ধদিগের বলবৃদ্ধি হইয়াছিল মাত্র। ওয়াজিদ আলীর রাজধানীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখনও সিপাহীরা আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিল। সেনাপতি আউট্রাম সিপাহীদিগের দল বিচ্ছিন্ন করিয়া কাণপুরে যাইবার পথ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আউট্রাম প্রথমে সৈনিকদিগের অবস্থিতির জন্য নদীতীরবর্ত্তী তারা কুঠী, ছত্রমঞ্জিল, ফরিদবক্স প্রাসাদ অধিকার করিতে উদ্যত হয়েন। ২৬শে সেপ্টেম্বর এই সকল স্থান অধিকৃত হয়। ৬ই নবেম্বর তাঁহার নিকটে সংবাদ পহুঁছে যে, হোপ গ্রাণ্ট্ আপনার সৈনিক দল লইয়া, আলমবাগের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছেন। এই খানে তিনি প্রধান সেনাপতির আগমনপ্রতীক্ষায় শিবিরসন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছেন।

স্যার জেমস্ আউট্রাম প্রধান সেনাপতিকে লক্ষ্ণৌর অবস্থা এবং আপনাদের সৈন্যসন্নিবেশের বিবরণ প্রভৃতি জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা একান্ত দুঃসাধ্য ছিল। পথে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের বিপুল ব্যূহ ভেদ করিয়া যাওয়া, এ সময়ে একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। হেন্‌রি কাবেনা নামক দেওয়ানী বিভাগের একজন কর্ম্মচারী এই অসম্ভব কর্ম্ম সাধনে উদ্যত হইলেন। ইংরেজের অবয়বে সচরাচর যে সকল বিশেষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কাবেনার দেহে তৎসমুদয়ের কিছুরই অভাব ছিল না। তাহার দেহ দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, কেশ-গুচ্ছ তাম্ররাগযুক্ত ছিল। এই সকল লক্ষণ ছদ্মবেশধারণের একান্ত অন্তরায় হইয়াছিল। স্যার জেম্‌স্ আউট্রাম যদিও সাহসিককর্ম্মসাধনে উৎসাহদাতা ছিলেন, তথাপি কাবেনার অবয়বগত লক্ষণ দেখিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। কিন্তু কাবেনা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি আউট্রামের কথায় নিরস্ত হইলেন না। যাবতীয় বিপদের মধ্যেও সঙ্কল্পিত কর্ম্মসাধনে তাঁহার দৃঢ়তা ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। আউট্রাম তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। কাবেনা পরস্বাপহারক বদ্‌মায়েসের বেশ পরিগ্রহণ করিলেন। তিনি চুলগুলি ছোট করিয়া ছাটিয়া ফেলিলেন, রেশমী কাপড়ে আঁটা পায়জামা, মস্‌লিনের আঁটা শার্ট পরিলেন। শার্টের উপর হরিদ্রাবর্ণের অঙ্গরক্ষা রহিল। কোমরে শ্বেতবর্ণ কোমরবন্ধ, এবং কাঁধে একখানি রঙ্গীণ কাপড় রাখা হইল। মাথায় শ্বেতবর্ণের পাগড়ী শোভা পাইল। কাঁধ পর্য্যন্ত দেহের সমুদয় ঊর্দ্ধভাগ

এবং কণুই পর্য্যন্ত সমুদয় হাতে তৈলমিশ্রিত কাল রঙ্ লেপিয়া দেওয়া হইল। এই অপূর্ব্ব বেশ পরিগ্রহের পর কাবেনা এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে তরবারি লইয়া, কানোজী লাল নামক এক জন বিশ্বস্ত চরের সহিত ৯ই নবেম্বর রাত্রি ৯টার সময়ে প্রধান সেনাপতির শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পর দিন তিনি নিরাপদে প্রধান সেনাপতির শিবিরে উপনীত হইলেন। কাবেনার এইরূপ সাহসে, আউট্রামের নির্দ্দিষ্ট যাবতীয় বিষয় স্যার্ কোলিনের গোচর হইল। প্রধান সেনাপতি যখন আলমবাগের পুরোবর্ত্তী প্রান্তরে হোপ্ গ্রাণ্টের সহিত সম্মিলিত হয়েন, তখন বিপক্ষগণ স্থানে স্থানে দবলদ্ধ হইয়া, এবং স্থানে স্থানে কামান সন্নিবেশ করিয়া, তাঁহাকে বাধা দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। আউট্রাম, কাবেনার সহিত যে ভাবে প্রধান সেনাপতির গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, প্রধান সেনাপতি প্রায় তদনুসারে আপনার পথ ঠিক করিয়া লইলেন। তিনি ১১ই নবেম্বর অপরাহ্ণকালে আপনার সৈনিকদল পরিদর্শন করিলেন। পর দিন সূর্য্যোদয়সময়ে তাঁহার সৈন্য রেসিডেন্সির অভিমুখে যাত্রা করিল।

১৩ই নবেম্বর প্রধান সেনাপতি আলমবাগ এবং দেলকোশা বাগানের মধ্যবর্ত্তী জেলেলাবাদ নামক স্থানের মৃণ্ময় দুর্গ অধিকার করেন। পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহার সৈন্য দেলকোশা বাগানে উপস্থিত হয়। ইংরেজসৈন্য এই বাগান এবং মার্টিনিয়ার কালেজ অধিকার করে। মার্টিনিয়ার হইতে তাহারা সেকেন্দরবাগের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে উপনীত হয়। এই পল্লীর সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া, তাহারা সেকেন্দরবাগের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। সিপাহীরা সেকেন্দরবাগের মধ্যবর্ত্তী দোতলা বাড়ীর জানালা প্রভৃতি হইতে এরূপ তীব্রবেগে গুলিবৃষ্টির আরম্ভ করে যে, উহাতে ইংরেজসৈন্য সাতিশয় বিব্রত হইয়া পড়ে। এই সময়ে শিখদিগের সাতিশয় সাহস ও পরাক্রম পরিস্ফুট হয়। কামানের গোলায় সেকেন্দরবাগের প্রাচীর যখন ভগ্ন হয়, তখন হাইলাণ্ডার, শিখ, পঞ্জাবের মুসলমান প্রভৃতি সকলেই অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের জন্য আপনাদের সাহসের পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়া উঠে। প্রথমে এক জন হাইল্যাণ্ডার, ভগ্ন প্রাচীরে উঠিয়া, যেমন ভিতরে লাফাইয়া পড়ে, অমনি গুলির আঘাতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। পঞ্জাবের ৪সংখ্যক পদাতিদলের এক জন

শিখ তাহার অনুসরণ করে। কিন্তু অবিলম্বে তাহারও ঐ দশা ঘটে। অতঃপর ইংরেজপক্ষের অন্য সৈনিকেরা অগ্রসর হয়। গোকুল সিংহ নামক শিখ সুবাদার ঐ পথে আপন দলের সৈন্যের পরিচালনা করেন। উক্ত দলের মোকারব খাঁ নামক একজন পঞ্জাবী মুসলমান যার পর নাই সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করে। সেকেন্দরবাগের বৃহৎ দ্বার যখন অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তখন মোকারব খাঁ উহাতে বাধা দিবার জন্য আপনার বাম হস্ত উভয় দ্বারের মধ্যদেশে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তরবারিতে ঐ হস্ত আহত হইলে, মোকারব উহা টানিয়া আনিয়া আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রবেশিত করে। তরবারির আঘাতে ঐ হাত কণুই পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু মোকারবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। দ্বারদেশ উন্মুক্তভাবে থাকে। ঐ উন্মুক্ত পথে ইংরেজপক্ষের ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল সেকেন্দরবাগে প্রবেশ করে।* এই যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির উরুদেশ আহত হইয়াছিল। কিন্তু আঘাত গুরুতর হয় নাই।

যে সকল সৈনিকপুরুষ এই সময়ে প্রধান সেনাপতির দলে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ উপস্থিত যুদ্ধের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ৯৩ সংখ্যক হাইল্যাণ্ডার দলের ফর্‌বস্‌-মিচেল নামক এক জন সার্জেণ্ট্‌ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সেকেন্দরবাগের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পিপুল বৃক্ষ ছিল। উহার শাখাগ্র ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উহার নিম্নদেশে শীতলজলপূর্ণ কয়েকটি জালা রহিয়াছিল, যখন যুদ্ধ শেষ হয়, তখন কতিপয় ইংরেজসৈনিক উহার শীতল ছায়ায় শ্রান্তিবিনোদন এবং জালার শীতল জলে পিপাসাশান্তির জন্য বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। ঐ স্থলে আপনাদের দলের কতিপয় সৈনিকের মৃতদেহ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের এক জন শবগুলির আঘাতের স্থান পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল যে, বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে নিক্ষিপ্ত গুলিতে ইহাদের প্রাণান্ত হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া, সেই ব্যক্তি বৃক্ষের উপরিভাগে কেহ রহিয়াছে কি না, পর্য্যবেক্ষণের জন্য অপর একজনকে অনুরোধ করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঊর্দ্ধমুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল "হাঁ! আমি দেখিতে পাই-

* *Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I., pp. 326-327.*

য়াছি," ইহা কহিয়াই, সেই ব্যক্তি লক্ষ্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বন্দুক ছুঁড়িল। অমনি বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে একটি সুসজ্জিত ও গতাসু দেহ ভূপতিত হইল। উহার পরিধানে গোলাপীরঙ্গের রেশমী কাপড়ের অাঁটা পায়জামা, এবং অঙ্গরক্ষা ছিল। ভূপতনে বক্ষোদেশের দিকে অঙ্গরক্ষার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনাবৃত বক্ষঃস্থল দর্শনে উহা নারীদেহ বলিয়া বোধ হইল। এই নারী দুটি পিস্তল লইয়াছিল। একটি গুলিভরা পিস্তল তাহার কটিদেশে আবদ্ধ ছিল। যে ব্যক্তি বন্দুক ছুড়িয়াছিল, সে যখন এই বিষয় জানিতে পারিল, তখন গলদশ্রুলোচনে কহিল,—"আমি যদি ইহাকে পূর্ব্বে নারী বলিয়া জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে সহস্রবার মরিলেও ইহার প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতাম না।*" সেকেন্দরবাগের বাটী অতঃপর বিধ্বস্ত হয়। এখন একখানি ছোট বাগানবাড়ী ব্যতীত এই গৃহের কোন চিহ্ন নাই। এইরূপে এক সময়ে বিপ্লবঘটিত যাবতীয় নিদর্শন বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, দিল্লীর পাহাড়ের স্মৃতিচিহ্নসমূহ এবং লক্ষ্ণৌর সুদৃশ্য রেসিডেন্সি 'সমভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু দূরদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট এইরূপ প্রস্তাব সমীচীন বোধ হয় নাই। এই সকল চিহ্ন শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজাবর্গের অসামান্য বীরত্ব-সহকৃত রাজভক্তির সাক্ষীস্বরূপ। ইংরেজ এবং এতদ্দেশীয়গণ যে, সমভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে, তাহা এই সকল চিহ্ন দর্শকের মানসপটে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়া দেয়। অধিকন্তু এই সকল চিহ্ন শাসকবর্গকে প্রজালোকের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকে। বস্তুতঃ এইরূপ চিহ্ন যেমন ইংরেজ ও ভারতবাসীর বীরত্বের দ্যোতক এবং রাজভক্তির উদ্দীপক, সেইরূপ ঘটনাবৈগুণ্যে মানবের প্রকৃতি কিরূপ শ্বাপদভাবে পরিণত হয়, তাহারও পরিচায়ক। এইরূপে এই সকল বিপ্লবঘটিত চিহ্ন হইতে নানা বিষয়ে উপদেশ লাভ হয়। লর্ড লরেন্সের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তি জুম্মামস্‌জিদের ধ্বংসসাধন করিতে দেন নাই। লর্ড রবার্ট্‌সের ন্যায় বীর পুরুষ এইরূপ অসভ্যভাবের সমর্থন করেন নাই। †

* *Forbes-Mitchell, Reminiscences of the Great Mutiny p. 57-58.*
† *Forty-one years in India. Preface, p. IX.*

১৬ই নবেম্বর অপরাহ্ণকালে ইংরেজপক্ষের হতাবশিষ্ট সৈনিকগণ পুনর্ব্বার রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহাদের বামভাগে প্রায় এগার শত গজ পর্য্যন্ত খোলা ময়দান; ময়দানের পার্শ্বে একটি মাত্র ক্ষুদ্র পল্লী; দক্ষিণভাগে প্রায় তিন শত গজ পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর; তৎপরে প্রায় চারি শত গজ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ঝোপ—মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র কুটীর এবং বাগান, ইহার পর নবাব গাজিউদ্দীন হাইদরের প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির শাহনজিফ্। * এই সমাধিমন্দির শ্বেত প্রস্তরের গুম্বজে সুশোভিত; উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ উন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। শাহনজিফের কিয়দ্দূরে কদমরসুল নামক একটি ক্ষুদ্র মসজিদ। †

ইংরেজপক্ষের পদাতিগণ যখন পূর্ব্বোক্ত পল্লী অধিকার করে, তখন তাহারা তাদৃশ বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার পর গোলন্দাজেরা শাহনজিফ্ এবং কদমরসুলের দিকে গোলা বর্ষণ করিতে থাকে। শিখ পদাতিগণ শেষোক্ত মস্‌জিদ অধিকার করে। কিন্তু শাহনজিফ্ অধিকার করা সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়া উঠে। এই মসজিদের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে এবং উহার উন্নত প্রাচীরের অন্তর্ভাগে অবস্থিতি করিয়া, সিপাহীগণ গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে। প্রধান সেনাপতি অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া, সাতিশয় উদ্বেগের সহিত ঐ মসজিদের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া থাকেন। তদীয় সহযোগীরা তাঁহার নিকটে অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া, উদ্বিগ্নভাবে আত্মপক্ষের সৈনিকদিগের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করেন। প্রথমে যাহারা মস্‌জিদ আক্রমণে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের সাহায্যের জন্য আরও পদাতি প্রেরিত হয়। কিন্তু এইরূপ বলবৃদ্ধিতেও তাদৃশ সুবিধা ঘটে নাই। সিপাহীগণ তিন ঘণ্টাকাল সমান উদ্যম, সমান ক্ষিপ্রকারিতা, সমান পরাক্রমের সহিত আক্রমণকারীদিগকে বাধা দেয়। তাহাদের কামানে, তাহাদের বন্দুকে, ইংরেজপক্ষের যার পর নাই ক্ষতি হয়। প্রধান সেনাপতি আত্মপক্ষের বলক্ষয় দেখিয়া, চিন্তিত হয়েন। তাঁহার একজন পার্শ্বচরের বাহুদেশ ছিন্ন হয়, অন্য একজন

* ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের জামাতা আলির সমাধিমন্দির নজফ্ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। শাহ নজিফ এই সমাধিমন্দিরের প্রতিকৃতিস্বরূপ।

† কদমরসুল মহম্মদের পদচিহ্ন। আরব হইতে মহম্মদের পদাঙ্কযুক্ত একখানি প্রস্তর আনিয়া এই মস্‌জিদে রাখা হইয়াছিল। বিপ্লবের সময়ে এই পবিত্র প্রস্তর স্থানান্তরিত হয়। —*Forty-one years in India. Vol. I., p. 330, note.*

আহত হয়েন। একজন সেনানায়কের বাহন নিহত হওয়াতে তিনি ভূপতিত হয়েন। এদিকে রাত্রি সমাগত এবং চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে থাকে। এই সকল কারণে প্রধান সেনাপতি সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, উদ্বেগে তাঁহার ললাটরেখা আকুঞ্চিত হয়, মুখভঙ্গীতে গভীর দুশ্চিন্তার নিদর্শন অভিব্যক্ত হইতে থাকে। বিপক্ষদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করা তাঁহার নিকটে এখন অসম্ভব বোধ হইল। তাঁহার সৈন্য অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না; পশ্চাৎ হটিয়া যাইতেও ইচ্ছা করিল না। তাহারা যেমন অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল, অমনি সমুন্নত প্রাচীরের রন্ধ্রদেশ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া তাহাদের অনেকের প্রাণনাশ করিতে লাগিল। ইংরেজসৈন্য বহুকষ্টে প্রাচীরের সমীপবর্ত্তী হইল বটে, কিন্তু তাহারা যেখানে উপস্থিত হইল, সেখানে দ্বারদেশ তাহাদের পরিদৃষ্ট হইল না। তাহাদের সঙ্গে মই ছিল না। সুতরাং উন্নত প্রাচীরে উঠিবার কোন সুবিধা দেখা গেল না। কামানের গোলায় সুদৃঢ় প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু প্রকাণ্ড প্রাচীরের দৃঢ়তা এই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রকেও পরাজিত করিল। চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, কাপ্তেন পীল কামান ফিরাইয়া আনিতে আদেশ দিলেন। এদিকে প্রধান সেনাপতি হত ও আহতদিগকে লইয়া আসিবার জন্য সেনানায়ক হোপ্ গ্রাণ্টের নিকটে আদেশ পাঠাইলেন। এইরূপে পশ্চাৎ হটিয়া যাওয়াই একরূপ সিদ্ধান্ত হইল।

যিনি সেনাপতির আদেশ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সহিত পরামর্শের পর সেনানায়ক হোপ্ স্থির করিলেন যে, সেনাপতির আদেশপালনের পূর্ব্বে প্রাচীরের কোন স্থান দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় কি না, দেখিতে হইবে। ইঁহারা দুই জনে জঙ্গলের অন্তরাল দিয়া অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইঁহারা প্রাচীরের এক স্থানে ফাটাল দেখিতে পাইলেন। এই স্থান দিয়া, উভয়ে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য সৈনিকও ঐ পথে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহাদের গতিরোধ হইল না। সিপাহীরা পূর্ব্বেই শাহনজিফ্ হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। আক্রমণকারিগণ বিনা বাধায় অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাচীরের দ্বার খুলিয়া দিল এবং প্রধান সেনাপতিকে জানাইল যে, পশ্চাদ্গমনের প্রয়োজন নাই। এই দুরধিগম্য স্থান তাহাদের অধিকৃত হইয়াছে।

ইংরেজসৈন্য সন্ধ্যার পর শাহনজিফে প্রবেশ করে। সিপাহীরা আপনাদের খাদ্য দ্রব্যাদি ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিয়াছিল। সৈনিকেরা অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, প্রদীপ যথাস্থানে জ্বলিতেছে, চাপাটি প্রস্তুত রহিয়াছে, ডাল তখনও হাঁড়িতে ফুটিতেছে। যাহা হউক, শাহনজিফের পর আরও দুইটি স্থান অধিকারের প্রয়োজন হয়। এদিকে রেসিডেন্সির সেনানায়কগণও নিশ্চেষ্টভাবে থাকেন নাই। যাহাতে প্রধান সেনাপতি সহজে তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন, তাঁহারা তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। সেনাপতি হাবেলক যখন জানিলেন যে, সেকেন্দরবাগ প্রধান সেনাপতির অধিকৃত হইয়াছে, তখন তিনি কুল্যা দ্বারা ফরিদবক্স প্রাসাদের বাহিরের প্রাচীর উড়াইয়া দিলেন এবং ঐ ভগ্ন স্থানে কামান সন্নিবেশ করিয়া, বিপক্ষদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার পদাতিগণ ফরিদবক্স এবং মতিমহলের মধ্যবর্ত্তী দুইখানি বাড়ী আক্রমণ ও অধিকার করিল। ইহাতে প্রধান সেনাপতির পথ অধিকতর সুগম ও উহার দূরত্ব অধিকতর অল্প হইয়া উঠিল। ১৬ই নবেম্বর এই ঘটনা হয়। ১৭ই নবেম্বর উষাকালের পূর্ব্বে স্যার্ কোলিনের সৈনিকগণ বিপক্ষদিগের নাগরার শব্দ ও ঘণ্টাধ্বনিতে জাগরিত হইয়া খোর্সেদমঞ্জিল* আক্রমণে প্রস্তুত হইতে থাকে। শাহনজিফ্ অধিকার করিতে স্যার্ কোলিনের প্রভূত বলক্ষয় হইয়াছিল। এই জন্য স্যার্ কোলিন্ অতিসাবধানে আপনার দল হইতে সৈনিক নির্ব্বাচন করিয়া, তাহাদিগকে এই কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। খোর্সেদমঞ্জিল অধিকৃত হয়। সিপাহীরা ঐ স্থান হইতে মতিমহলে পহুঁছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি হাবেলক মতিমহল পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মতিমহল অধিকৃত হইলেই, অবরুদ্ধদিগের সহিত তাহাদের উদ্ধারকারী সৈনিকদলের সম্মিলনের সুযোগ ঘটে। এই সুযোগও দূরবর্ত্তী হইল না। সিপাহীরা মতিমহলরক্ষার জন্য যথোচিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ইংরেজসৈন্য মতিমহল অধিকার করিল।

যখন খোর্সেদমঞ্জিল অধিকৃত হয়, তখন প্রধান সেনাপতি, রবার্ট্‌স্‌কে আপন

* খোর্সেদ—সূর্য্য ; মঞ্জিল—গৃহ। লক্ষ্ণৌপ্রবাসী ইংরেজদিগের নিকটে এই বাড়ী খানাঘর নামে পরিচিত। ৩২ সংখ্যক পদাতিদলের সৈনিকেরা এই গৃহে ভোজনাদি করিত।

দলের পতাকা উক্ত গৃহের উপরে স্থাপন করিতে আদেশ দেন। তাঁহারা কত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা আউট্রামকে জানাইবার জন্য এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। রবার্ট্‌স্, প্রধান সেনাপতির একজন পার্শ্বচর এবং অন্য একটি সৈনিকপুরুষের সাহায্যে খোর্সেদমঞ্জিলের উপর আপনাদের পতাকা স্থাপন করেন। বিপক্ষদিগের একজন জমাদার কৈশরবাগ হইতে উক্ত পতাকার দিকে কামান ঠিক করিয়া গোলা নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত গোলায় পতাকা পড়িয়া যায়। রবার্ট্‌স্ উহা তুলিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত স্থলে স্থাপন করেন। সিপাহীদিগের কামানের গোলায় পুনর্ব্বার উহা ভূপতিত হয়। কিন্তু রবার্ট্‌স্ ইহাতেও হতোদ্যম না হইয়া, তৃতীয় বার আপনাদের জয়পতাকা স্থাপন করেন।* ভারতের পূর্ব্বতন প্রধান সেনাপতি (লর্ড রবার্টস্) এক সময়ে এইরূপ সাহস ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যে জমাদারের নিক্ষিপ্ত গোলায় ইংরেজের জয়পতাকা অধঃপাতিত হইয়াছিল,বিপক্ষগণ তদীয় লক্ষ্যভেদকৌশলের পরিতুষ্ট হইয়া, তাহাকে ৫০০ শত টাকা পারিতোষিক দিয়াছিল।†

মতিমহল অধিকৃত হইলেও সিপাহীদিগের উদ্যমভঙ্গ হইল না। তাহারা কৈশরবাগ হইতে মতিমহল ও খোর্সেদমঞ্জিলের মধ্যভাগে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রধান সেনাপতি, খোর্সেদমঞ্জিলে ছিলেন। রেসিডেন্সির সৈনিকেরা গোলাবৃষ্টির মধ্যেও মতিমহল হইতে খোর্সেদমঞ্জিলে যাইতে লাগিল। স্যার্ হেন্‌রি হাবেলক, স্যার্ জেমস্ আউট্রাম, অক্ষতদেহে গিয়া, খোর্সেদমঞ্জিলের নিম্নাবনত ভূমিতে স্যার্ কোলিনের সহিত সম্মিলিত হইলেন। কর্ণেল নেপিয়ার (পরে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ার) যাইবার সময়ে আঘাত পাইলেন। হাবেলকের পার্শ্বচর সেই ভীষণ গোলাবৃষ্টি অতিক্রমপূর্ব্বক খোর্সেদমঞ্জিলে গিয়া, হাবেলককে কহিলেন যে, তদীয় তনয়ও আহত হইয়াছেন। হাবেলক কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, প্রধান সেনাপতির সহিত ধীরভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তনয়ের আঘাত সাঙ্ঘাতিক হয় নাই। এইরূপে প্রধান সেনাপতি আলমবাগের নিকটবর্ত্তী

* *Forbes-Mitchell, Reminiscences of the Great Mutiny, p. 101. Comp. Forty-one years in India. Vol. I. p. 337.*

† *The English Captives in Oudh, p. 38.*

প্রান্তর হইতে পাঁচ দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়েন। এই অভিযানে তিনি যার পর নাই ক্ষতি স্বীকার করেন। তাঁহার ৪৫ জন আফিসার এবং ৪৯৬ জন সৈনিক অর্থাৎ তদীয় সমগ্র সৈনিকদলের একদশমাংশের অধিক ভাগ হত বা আহত হয়।*

প্রধান সেনাপতি অতঃপর বালকবালিকা ও কুলমহিলাদিগকে লইয়া, রেসিডেন্সিপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হাবেলক ইহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন, আউট্রাম ইহাতে অমত প্রকাশ করিলেন, অন্যান্য প্রাচীন সেনানায়কও ইহার বিরোধী হইলেন। তাঁহারা প্রায় পাঁচ মাস কাল, যে স্থানে থাকিয়া, বহুসংখ্যক বিপক্ষের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সহসা সেই স্থানপরিত্যাগের প্রস্তাব হওয়াতে তাহাদের যেরূপ মনঃক্ষোভ, সেইরূপ বিস্ময় জন্মিল। তাঁহারা বিপক্ষদিগকে একবারে নিষ্কাশিত করিয়া, আযোধ্যার রাজধানীতে আপনাদের প্রাধান্য বদ্ধমূল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেনানায়ক ইংলিস্ এই জন্য প্রধান সেনাপতির নিকটে কেবল ৬০০ শত মাত্র সৈনিকের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি তাঁহাদের এইরূপ প্রার্থনায়, এইরূপ আপত্তিপ্রকাশে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। লক্ষ্ণৌতে আসিতে তাঁহার বলক্ষয় হইয়াছিল। এদিকে কাণপুরের সংবাদ না পাওয়াতে তিনি নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সি তাঁহার নিকটে আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনের অনুপযোগী বোধ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া, রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। রেসিডেন্সি হইতে প্রথমে দেলকোশায় যাওয়া স্থির হইল। এই পথের দূরত্ব পাঁচ মাইলের কম হইবে না। মতিমহল হইতে শাহনজিফ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর অবস্থিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সিপাহীগণ কৈশরবাগ হইতে গোলাবৃষ্টি করিতেছিল। সুতরাং খোলা ময়দান দিয়া যাইবার সময়ে, তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। এজন্য এই প্রান্তরে তাড়াতাড়ি মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত এবং উহাতে কামান স্থাপিত হইল। কামান হইতে সিপাহীদিগের অধ্যুষিত স্থানে গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এদিকে ১৬ই নবেম্বর মহিলা ও বালকবালিকারা দেলকোশার

* *Reminiscences of the Great Mutiny, p. 102.*

অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহাদের জন্য গাড়ি, পাল্কী প্রভৃতির কোন রূপ বন্দোবস্ত ছিল না। নানারূপ অশৃঙ্খলায় নানারূপ গোলযোগ ঘটিল। সূর্য্যাস্ত-কালে ইহারা সেকেন্দরবাগে উপনীত হইল। এই স্থানে অবস্থিতি করারও সুবিধা হইল না। সেকেন্দরবাগে প্রায় দুই হাজার সিপাহী দেহত্যাগ করিয়াছিল। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের দেহ সমাহিত হইয়াছিল। শিখেরা আপনাদের সজাতির শবগুলি গোমতীর তটে দগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সিপাহীদিগের মৃতদেহগুলির সৎকার হয় নাই। এই কর্ম্মসম্পাদনে ইংরেজপক্ষের সৈনিক-দিগেরও কোনরূপ সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং সিপাহীদিগের দেহগুলি শৃগালকুকুরের ভক্ষ্য হইয়াছিল। উহার পূতিগন্ধ এখন ইংরেজদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে ইংরেজসৈনিকেরা যখন সেকেন্দর-বাগে উপস্থিত হয়, তখন ঐ হতভাগ্য জীবদিগের শ্বেতবর্ণ কঙ্কালগুলি তাহা-দের পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সিপাহীদিগের নিধনের ছয় মাস পরে তাহাদের অস্থিগুলি সমাহিত হয়।*

কুলনারী ও বালকবালিকাগণ নিরাপদে দেলকোশায় পঁহুছে। ২০শে, ২১শে, ২২শে, এই তিন দিন যান ইত্যাদি সংগৃহীত হয়। এই স্থানে নবাবপরি-বারের প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার হীরাজহরত প্রভৃতি পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী পদার্থ অধিকৃত হয়।† কিন্তু এই স্থানে একটি ঘটনায় ইংরেজেরা যার পর নাই সন্তাপিত হয়েন। ২০শে নবেম্বর সেনাপতি হাবেলকের অতিসাররোগ জন্মে। পর দিন রাত্রিকালে তাঁহাকে ডুলীতে দেলকোশায় আনা হয়। তিনি এই স্থানে একটি স্বতন্ত্র তাঁবুতে উক্ত ডুলীর মধ্যে অবস্থান করেন। ক্রমে তাঁহার রোগ প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহার পুত্র বাহুদেশে আহত হইয়াছিলেন। আহত বাহু এ সময়ে পটিতে আবদ্ধ হইয়া, গলদেশে ঝুলিতেছিল। তথাপি পিতৃভক্ত পুত্র অন্য হস্তে পিতার যাবতীয় অভাব মোচন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগ ভাল হইল না। ২৪শে নবেম্বর সেনাপতি হাবেলক ঐ ডুলীতেই দেহত্যাগ করিলেন।

* *Reminiscences &c. p. 106.*

† *Forty-one years in India. Vol. I. p. 347*

তিনি সৈনিককর্ম্মে এরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশীয়গণ তৎপ্রতি সমুচিত সম্মানপ্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি সম্মানসূচক 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ ইংলণ্ডে পহুঁছিবার পূর্ব্বে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ আবার তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধি দিয়া, বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। ইংলণ্ডের লোকে যখন তাঁহার দেহত্যাগের বিষয় অবগত হয়, তখন তাহারা সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইয়া উঠে। সেনাপতির স্বদেশীয়গণ চাঁদা করিয়া, তদীয় স্মৃতিচিহ্নস্থাপনের উদ্‌যোগ করে। হাবেলকের প্রতিমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ নৌ-সেনাপতি নেল্‌সনের পার্শ্বে স্থাপিত হয়।*

২২শে নবেম্বর নিশীথকালে সৈনিকগণ রেসিডেন্সি হইতে যাত্রা করে, সুতরাং ঐ তারিখে লক্ষ্ণৌর ইংরেজদিগের বীরত্ব এবং ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রধান পরিচয়স্থল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। সকলে রেসিডেন্সি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলমবাগে পহুঁছে। সিপাহীরা ২৩শে তারিখের পূর্ব্বে ইংরেজসৈন্যের প্রস্থানের বিষয় জানিতে পারেন নাই। সুতরাং ইংরেজসৈন্যকে ইহাদের আক্রমণে তাদৃশ বিব্রত হইতে হয় নাই। সেনাপতি হাবেলকের শব আলমবাগে আনীত ও সমাহিত হয়। প্রধান সেনাপতি সেনানায়ক আউট্রামকে ৪,০০০ সৈন্য ও ২৫টি কামানের সহিত আলমবাগে রাখিয়া, ২৭শে নবেম্বর কাণপুরে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ৩,০০০ হাজার সৈন্য ছিল। মহিলা, বালকবালিকা এবং পীড়িত ও রুগ্ন ব্যক্তিগণে প্রায় ২,০০০ রক্ষণীয় জীব তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি ওয়াইণ্ড্‌হাম কাণপুররক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে এই আদেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি কখন কাণপুর হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিবেন না। তাঁহাকে কাণপুরের মৃণ্ময় দুর্গ সুদৃঢ় করিতে হইবে। যদি গোবালিয়রের সৈনিকদল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি এই দুর্গে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে নৌসেতু রক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ আদেশ দিয়া, প্রধান সেনাপতি লক্ষ্ণৌতে যাত্রা করেন। কিন্তু এই আদেশে উপেক্ষা করাতে কাণপুরের ইংরেজ

* *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, p. 450.*

সেনানায়ককে বিপদাপন্ন হইতে হয়। স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেল যখন লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি সেনানায়ক ওয়াইণ্ডহাম্‌কে গোয়ালিয়রের সিপাহীদিগের পরাক্রমে পরাজিত ও সাতিশয় বিব্রত দেখেন।

এই কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতির কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনকালের একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রধান সেনাপতির সৈনিক-দলের দ্রব্যাদি বোঝাই গাড়িগুলি যখন আলমবাগের সেতু অতিক্রম করিয়া, লক্ষ্ণৌর পথে উপস্থিত হয়, তখন একখানি বিস্কুট বোঝাই গাড়ি উল্‌টিয়া পড়ে এবং উহার চাকা ভাঙ্গিয়া যায়। কমিসরিয়েট বিভাগের হীরালাল চট্টোপাধ্যায় নামক একটি বিংশতিবর্ষবয়স্ক বাঙ্গালী যুবকের উপর এই খাদ্যদ্রব্যরক্ষার ভার ছিল। হীরালাল আপনার রক্ষণীয় পদার্থ শৃঙ্খলার সহিত রাখিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হাইলাণ্ডার সৈনিকেরা তাঁহাকে এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিল, এবং বিস্কুটের থলিয়াগুলি খুলিয়া, যে যত পারিল, লইতে লাগিল। এই সময়ে প্রধান সেনাপতি ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। হীরালাল সবেগে তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন,—"ধর্ম্মাবতার! আপনি আমার মা বাপ। আপনাকে বলিব কি, এই উচ্ছৃঙ্খল হাইলাণ্ডরগণ আমার কথা শুনে না, ইহারা এ ভাবে কমিসরিয়েটের বিস্কুট চুরি করিয়া লইতেছে, যেন ইহারা মজা করিতেছে।" প্রধান সেনাপতি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া, কোনও আফি-সার নিকটে আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। নিরুপায় বাঙ্গালী যুবক উত্তর করিলেন—"না ধর্ম্মাবতার! কোনও আফিসার নাই। কেবল একজন কর্-পোরেল (নিম্নপদস্থ সৈনিকপুরুষ) আছেন। তিনি আমাকে কহিলেন, থলিয়া বন্ধ কর, নচেৎ আমি তোমাকে গুলি করিব"। ইহা শুনিয়া, পূর্ব্বোক্ত সৈনিক পুরুষ প্রধান সেনাপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন,—"তাঁহার দলের প্রায় সমুদয় আফিসার আহত হইয়াছেন। কেবল একজন অক্ষতশরীরে আছেন। কিন্তু তিনি সৈনিকদলের অগ্রভাগে রহিয়াছেন। গাড়ি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বিস্কুটগুলি রাখিবার কোনও উপায় ছিল না। এই জন্য সৈনিকেরা উহা মাটিতে না ফেলিয়া, আপনাদের সঙ্গের থলিয়াতে রাখি-য়াছে। হীরালাল ইহা শুনিয়া, জোড়হাতে কহিলেন,—"যদি এক গাড়ি বিস্কুট কম হয়, তাহা হইলে কমিসরিয়েটের কর্ত্তা আমার কথা শুনিবেন না। আমাকে

৩০ ঘা বেত মারিতে আদেশ দিবেন। এই বন্য হাইলাণ্ডারদিগের সম্মুখে একজন গরীব বাঙ্গালী কি করিতে পারে।" প্রধান সেনাপতি হাসিয়া কহিলেন,—"হাঁ বাবু! আমি জানি, এই হাইলাণ্ডারগণ যখন ক্ষুধার্ত্ত হয়, তখন ইহারা সাতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। ইহাদিগকে বিস্কুট দাও।" ইহা কহিয়া তিনি হীরালালকে এই ভাবে একখানি রসিদ দিবার জন্য আপনার পার্শ্বচরকে আদেশ দিলেন যে, একখানি বিস্কুটের গাড়ি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সমুদয় বিস্কুট প্রধান সেনাপতির আদেশানুসারে পশ্চাদ্ভাগের সৈনিকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি সৈনিকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমি তোমাদিগকে এই বিস্কুট দিলাম। তোমরা উহা ভাগ করিয়া, তোমাদের অগ্রভাগের সহ-যোগীদিগকে দাও। কিন্তু আমার নিকটে তোমাদিগকে এক বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইতে হইবে। যদি রমের গাড়ি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা উহা লইতে পারিবে না।" সৈনিকেরা উত্তর করিল,—"না, আমরা কখন রম স্পর্শ করিব না।" "উত্তম, মনে রাখিও যে, তোমাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে", ইহা কহিয়া, প্রধান সেনাপতি আপনার অধিষ্ঠিত বাহন চালাইয়া দিলেন। *

---

* শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় এখন মাক্‌নীল কোম্পানির কার্য্যালয়ে খাজাঞ্চির কর্ম্ম করিতেছেন। উপস্থিত লেখক ইঁহার নিকট হইতে বিপ্লবসংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণও সংগ্রহ করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

তাত্যা টোপে।

তাত্যা টোপে—তাঁহার যুদ্ধকৌশল—পাণ্ডুনদীর তীরে তাঁহার সহিত ওয়াইণ্ড্‌হামের যুদ্ধ—তাঁহার জয়লাভ—তাঁহার কাণপুরে অবস্থিতি ও ব্যূহরচনা—স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার সহিত যুদ্ধে তাত্যা টোপের পরাজয়।

২৯শে নবেম্বর প্রাতঃকালে প্রধান সেনাপতি কাণপুরের নৌসেতু উত্তীর্ণ হয়েন। এই সময়ে কাণপুরের ইংরেজসৈন্য নিরতিশয় উদ্বেগের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেনানায়ক ওয়াইণ্ড্‌হাম মৃণ্ময় দুর্গে থাকিয়া, সিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এখন গবর্ণমেণ্টের ঘোড়ার সাজসরঞ্জামের কারখানা যে স্থানে আছে, সেই স্থানে—নৌসেতুর প্রান্তভাগে উক্ত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাপ্তেন মৌব্রে টমসন্ * কাণপুরের দুরাচার আজিম উল্লার ষড়যন্ত্রমূলক লোমহর্ষণ ঘটনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, এখন পুনর্ব্বার আপনাদের শোচনীয় দশার নিদর্শনস্থলে আত্মসংরক্ষণকর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে চারি হাজার কুলী প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিল। সেনাপতি হুইলার বিপক্ষদিগের ষড়যন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া,আপনাদের আত্মরক্ষার স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক রক্ষণীয় লোকের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেনাপতি ওয়াইণ্ড্‌হাম আত্মক্ষমতার গর্ব্বে অধীর হইয়া, নিজের ইচ্ছায় কাণপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈনিকের জীবননাশের কারণ হয়েন। ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় হুইলারের পতন হইয়াছিল। গর্ব্ব ও অসমীক্ষ্যকারিতায় ওয়াইণ্ডহামের পরাজয় ঘটিল। ছলনাপর, জিঘাংসু সৈনিকেরা হুইলারের নিরস্ত্র ও একান্ত নিঃসহায় লোকের শোণিতপাত করিয়া, কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিল। একজন রণকুশল বীরের পরাক্রমে সম্মুখসমরে ওয়াইণ্ডহামের সশস্ত্র সৈনিকগণের অধঃপতন হইল।

* মৌব্রে টমসনের আত্মরক্ষার কথা উপস্থিত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত হইয়াছে।

এই যুদ্ধকুশল বীরপুরুষের নাম তাত্যা টোপে। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। আহম্মদনগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি নানা সাহেবের প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন। প্রতিপালক প্রভুর প্রতি ইঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। ইনি প্রভুর কর্ম্মসাধনে বিশ্বস্ততা ও অধ্যবসায়ের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে ইঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার উন্নত দেহ, বৃহৎ মস্তক, বিস্তৃত ললাট, সুগঠিত কলেবর, প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী অসামান্য কৌশলসহকৃত বীরত্বের পরিচায়ক ছিল। ইনি প্রতিপালক প্রভুর জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, এবং আপনার ক্ষমতায় ও রণপাণ্ডিত্যে ইংরেজ বীরপুরুষের ন্যায় ইংরেজ ঐতিহাসিকেরও বরণীয় হয়েন।

এই প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ গোবালিয়রের সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। উক্ত সৈনিকদল যেরূপ সুশিক্ষিত সেইরূপ পরাক্রমশালী। ইতঃপূর্ব্বে কোন স্থানের যুদ্ধে ইহারা পরাজিত হয় নাই। মহারাজ শিন্দে এবং তাঁহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রীও ইহাদিগকে সংযতভাবে রাখিতে পারেন নাই। কাণপুরের সেনানায়ক ওয়াইণ্ড্‌হামের দলে ২,৪০০ সৈনিক ছিল। ওয়াইণ্ডহাম ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি এই সৈনিকবলের সাহায্যে বিপক্ষদিগকে পরাজিত ও তাড়িত করিতে পারিবেন। বিপক্ষেরা কাণপুরের সাত মাইল দূরে পাণ্ডুনদীর তটবিভাগে উপনীত হইয়াছে, এই কথা যখন তাঁহার গোচর হইল, তখন তিনি ঐ স্থল হইতে তাহাদের নিষ্কাশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সেনাপতি ওয়াইণ্ড্‌হাম ২৬শে নবেম্বর পাণ্ডুনদীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এদিকে তাত্যা টোপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি ৯ই নবেম্বর কাল্পীতে উপনীত হয়েন। কাল্পী যমুনার দক্ষিণভাগে, কাণপুরের ৪৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। কাল্পী ও কাণপুরের পথে ভগিনীপুর এবং সুচণ্ডী পল্লী রহিয়াছে। সুচণ্ডী হইতে কাণপুর ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পথ পাণ্ডুনদী এবং গঙ্গার খাল, এই দুইটি জলপ্রবাহে দুই স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুচণ্ডী হইতে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিলে পাণ্ডুনদী এবং আর ৪ মাইল গেলে গঙ্গার খাল পাওয়া যায়। অন্য একটি পথ অবলম্বন করিলে কাল্পী হইতে কাণপুরের কিছু উত্তরপূর্ব্বে উপনীত হওয়া যায়। এই পথের এক শাখা আকবরপুরে গিয়াছে। আকবরপুর হইতে কিছু উত্তর দিকে সিওলী

নামক স্থানে পাণ্ডুনদীর সহিত উহার সংযোগ ঘটিয়াছে। তৎপরে ৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে গঙ্গার খাল দ্বারা উহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই খাল অতিক্রম পূর্ব্বক দুই মাইল গেলে শিবরাজপুরনামক পল্লীতে উপনীত হওয়া যায়। উক্ত পল্লী ট্রাঙ্ক্‌রোডের পার্শ্বে, গঙ্গার সরাই ঘাটের প্রায় তিন মাইল অন্তরে এবং কাণপুরের প্রায় একুশ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

চতুর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি কাণপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়ে এই সকল পথের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। চরের সাহায্যে স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের অভিযানের যাবতীয় সূক্ষ্ম বিবরণ তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি ৩০০০ হাজার সৈনিক এবং ২০টি কামানে কাল্পী সুরক্ষিত করেন। তাঁহার গন্তব্য পথ বিমুক্তভাবে ছিল। তিনি ১০ই নবেম্বর যমুনা পার হয়েন, অনন্তর ভগিনীপুরে উপস্থিত হইয়া, তথায় ১,২০০ সৈন্য এবং চারিটি কামান রাখেন। ইহার পর আকবরপুর দিয়া সিওলী এবং শিবরাজপুরে উপনীত হয়েন। আকবরপুরে ২০০০ সৈন্য ও ৬টি কামান, সিওলীতে ২০০০ সৈন্য ও ৪টি কামান, এবং শিবরাজপুরে ১০০০ সৈন্য ও ৪টি কামান রাখা হয়। এইরূপে মহারাঠা সেনাপতি ১০ই হইতে ১৯শে পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৯ দিনের মধ্যে বিনাবাধায় বিভিন্ন স্থল অধিকার এবং বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও কামান সন্নিবেশ করেন। কাণপুরের পশ্চিম এবং উত্তরপশ্চিম দিকের জনপদ হইতে তত্রত্য ইংরেজ-শিবিরে রসদ ইত্যাদি যাইত। তাত্যা টোপের ব্যবস্থাকৌশলে রসদ আসিবার এই সকল পথ সর্ব্বাংশে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির এইরূপ সৈন্যসন্নিবেশের বিবরণ কাণপুরের ইংরেজ সেনানায়কের অবিদিত ছিল না। ওয়াইণ্ড্‌হাম্ ২০শে নবেম্বর কাল্পী হইতে শিবরাজপুর পর্য্যন্ত সৈন্যসন্নিবেশের বিষয় অবগত হয়েন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি আকবর-পুর, ভগিনীপুর, সিওলী, এবং শিবরাজপুর অধিকার করিয়াছিলেন। শেষোক্ত দুই পল্লীর মধ্যে গঙ্গার খাল রহিয়াছে। ওয়াইণ্ড্‌হাম রাত্রিকালে এই খাল দিয়া কতিপয় সৈন্য ও কামান সিওলী বা শিবরাজপুর আক্রমণের জন্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। এইরূপ ব্যবস্থায় আকবরপুর হইতে বিপক্ষসৈন্যের আগমনের পূর্ব্বেই ইংরেজসৈন্যের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা ছিল।

ওয়াইণ্ড্‌হাম আপনার সঙ্কল্পিত বিষয় লক্ষ্ণৌতে প্রধান সেনাপতির নিকটে

লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু উহার কোন উত্তর আসিল না। পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ওয়াইণ্ড্হাম কালবিলম্ব না করিয়া, গোবালিয়রের সৈনিকদলের রণকুশল অধ্যক্ষকে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ২৪শে নবেম্বর প্রাতঃকালে অগ্রসর হইয়া, কাল্পী যাইবার পথে, গঙ্গার খালের সেতুর নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন। তাত্যা টোপে ওয়াইণ্ড্হামকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে বাধা দিতে আসিয়াছেন। সুতরাং তিনিও প্রতিপক্ষের ক্ষমতারোধে প্রস্তুত হইলেন। ঐ দিনেই তাঁহার আকবরপুরস্থ সৈন্য সুচণ্ডীর অভিমুখে যাত্রা করিল। এই শেষোক্ত পল্লী এবং গঙ্গার খালের মধ্য ভাগে পাণ্ডুনদী রহিয়াছে। গোবালিয়রের সৈন্য ২৫শে তারিখ পাণ্ডুর তটে উপনীত হইল। এই সংবাদ পাইয়াই, ইংরেজ সেনাপতি যে, ২৬ তারিখ পাণ্ডুনদীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র সরিতের তটবিভাগে এখন তাঁহার সহিত মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

২৬শে নবেম্বর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ওয়াইণ্ড্হাম্ আপনাদের দ্রব্যাদিরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া, বিপক্ষদিগের ব্যূহপরিদর্শনের জন্য কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, বিশুষ্কপ্রায় পাণ্ডুনদীর তটে বিপক্ষদিগের ২৫০০ হাজার পদাতি, ৫০০ অশ্বারোহী, ৬টি বৃহৎ কামান রহিয়াছে। ইংরেজ সেনাপতি ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। সিপাহীদিগের সম্মুখে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। যখন ইংরেজসৈন্য অগ্রসর হইল, তখন তাহারা আপনাদের দক্ষিণ ভাগে সরিয়া গেল। অতঃপর বৃক্ষতলে সন্নিবেশিত কামান হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। এদিকে ইংরেজপক্ষের কামানও নিশ্চেষ্টভাবে থাকিল না। এই কামানের গোলা অধিকতর কার্য্যকর হইয়া উঠিল। উহা বিপক্ষদিগের কামান নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিল। তিনটি কামান ইংরেজপক্ষের অধিকৃত হইল। অতঃপর সিপাহীরা যুদ্ধস্থল হইতে হটিয়া গেল। ইংরেজ সেনাপতি আপনার সৈনিকগণের সহিত নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়াইণ্ড্হামকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া, গোবালিয়রের সিপাহীদিগের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হইল। তাহাদের অশ্বারোহিগণ পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল। ইংরেজ সেনাপতি ইহা দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু বিপক্ষগণ তাঁহার সৈনিকদিগকে

আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল না। সুতরাং সেনাপতি পশ্চাদ্ গমন পূর্ব্বক কাল্পীর পথের নিকটে কতকগুলি ইটের পাঁজার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন। তাঁহার দলে ৯২ জন হত ও আহত হইয়াছিল। বিপক্ষদিগের দলে ইহা অপেক্ষা অধিক লোক দেহত্যাগ করিয়াছিল। যাহা হউক, এই সময়ে প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে ওয়াইণ্ড্‌হামের শিবিরে এই ভাবের একখানি পত্র উপস্থিত হইল যে, লক্ষ্ণৌর সমুদয় গোলযোগ শেষ হইয়াছে। প্রধান সেনাপতির সৈনিকেরা কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছে। কাণপুরের ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবিলেন যে, বিপক্ষেরা পাণ্ডুর তটে যেরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে, অন্ততঃ প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি পর্য্যন্ত, তাহাদের বিলম্ব হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া, ওয়াইণ্ড্‌হাম আপনার শিবিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মরাঠা সেনাপতি নির্ব্বোধ বা রণকৌশলে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার স্বদেশীয় বীরপুরুষেরা যেরূপে যুদ্ধের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতেন, যে ভাবে বিপক্ষের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইতেন, যেরূপ কৌশলে পরাক্রান্ত অরাতির সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতেন, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি রণচাতুরীতে অভ্যস্ত, অগ্রগমনে বা পশ্চাদ্ধাবনে কৌশলসম্পন্ন, ব্যূহরচনায় এবং বিপক্ষের অধিকৃত স্থলের আক্রমণে সুদক্ষ ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতির সহিত প্রথম যুদ্ধে ভীত না হইয়া, বরং তাঁহার সামরিক কৌশলের ত্রুটিতে তিনি অধিকতর সাহসসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া গিয়াছিল। ইহাতেও ইংরেজ সেনাপতি যখন নগরে প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে কৌশলময় কর্ম্মসাধনে প্রবর্ত্তিত করিল। তিনি জানিতেন, যে সেনাপতির সম্মুখে বিপক্ষেরা থাকিতে না পারিয়া হটিয়া যায়, তিনি কখনও আপনার সন্নিবেশের স্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হয়েন না। এ স্থানে তিনি দেখিলেন যে, ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার কামান অধিকার পূর্ব্বক কেবল প্রত্যাবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলেন না। তাঁহার অশ্বারোহীদিগেরও অগ্রসর হইবার সুবিধা করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত সেনাপতি যুদ্ধের প্রাক্কালে যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিলেন।

অভিজ্ঞ পাঠকের মানসপটে পঠিত গ্রন্থের বিষয় যেমন সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয়, তাত্যা টোপেও সেইরূপ স্পষ্টরূপে ওয়াইণ্ড্‌হামের এই ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ সুযোগ তাঁহাকে অধিকতর উদ্যমশীল করিয়া তুলিল। তিনি এই সুযোগে প্রকৃত সেনাপতির ন্যায় স্বকীয় প্রতিভাবলে অভীষ্টসাধনে উদ্যত হইলেন।*

যুদ্ধকুশল মরাঠা সেনাপতি আপনার প্রতিপক্ষের অধিনায়ককে ২৪ ঘণ্টাও অবসর দিলেন না। তিনি এই আদেশ দিলেন যে, সৈনিকদলের যে ভাগ ২৬শে তারিখ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল, তাহারা পর দিন প্রাতঃকালে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকিবে। সিওলী এবং শিবরাজপুরে যে সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা ২৬শে তারিখ রাত্রিকালে পহুঁছিয়া ইংরেজসৈন্যের দক্ষিণ ভাগে যখন গুলি চালাইতে থাকিবে, তখন পূর্ব্বোক্ত সৈনিকগণ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিবে। এইরূপ আদেশ দিয়া, চতুর মরাঠা সেনাপতি যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষবল যখন তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল, তখন তাঁহার কামান হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইংরেজপক্ষের কামানও নিশ্চেষ্ট থাকিল না। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই প্রতিপক্ষের কামান সকল এরূপ ভয়ঙ্করভাবে সংহারকার্য্য আরম্ভ করিল যে, উহাতে ওয়াইণ্ড্‌হামের সৈন্য একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। তাত্যা টোপে সবিশেষ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক ব্যূহ সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কেবল কামান দ্বারা ওয়াইণ্ড্‌হামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তাঁহার পদাতিদল পশ্চাদ্ভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত ছিল। ইংরেজ সেনাপতি যদি এই ব্যূহভেদে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে অর্দ্ধবৃত্তাকারে সন্নিবেশিত পদাতিশ্রেণী তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তদীয় ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিত। পাঁচ ঘণ্টা কাল যুদ্ধের পর ইংরেজ সেনাপতি জানিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ নগরে প্রবেশ করিয়াছে। ওয়াইণ্ড্‌হাম আর কোন উপায় না দেখিয়া, সৈনিকদিগকে আপনাদের মৃণ্ময় দুর্গে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে সৈনিকদল, বিপক্ষের কামানের গোলায় যেরূপ সন্ত্রস্ত, সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের শিবিরের পরিচারক

* কর্ণেল মালিসনও এই ভাবে তাত্যা টোপের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন।—*Indian Mutiny. Vol. II., p. 237.*

ও অনুচরগণ পলায়ন করিয়াছিল। তাহাদের অনেক দ্রব্য বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছিল। তাহাদের প্রায় তিন শত লোক যুদ্ধস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না। তাহারা উদ্ভ্রান্তভাবে মালগুদাম খুলিল, পীড়িতদিগের জন্য যে সুরা সংরক্ষিত ছিল, তাহা পান করিল, মদিরায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, আপনাদের আফিসারদিগের বাক্সগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। একজন প্রাচীন শিখসর্দ্দার দুর্গদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি ইংরেজ সৈনিকদিগকে নিরতিশয় ভীতচিত্তে এবং উচ্ছৃঙ্খলভাবে দুর্গে আসিতে দেখিয়া, শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাহাদিগকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা বৃদ্ধ সর্দ্দারকে এক দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন তিনি হাত তুলিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—"যাহারা খালসাসৈন্যকে পরাজিত ও পঞ্জাব অধিকার করিয়াছে, তোমরা তাহাদের ভাই নও", বৃদ্ধ সর্দ্দার ইহা কহিয়া, পলায়মান সৈন্যের পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন এবং কাহারও কাহারও পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—"দৌড়িও না, কোন ভয় নাই; এখানে তোমাদিগকে কেহ মারিতে পারিবে না।"* তাত্যা টোপের রণকৌশলে ইংরেজসৈন্য ২৭শে নবেম্বর এইরূপ উদ্ভ্রান্তভাবে পলায়ন করিল। ওয়াইণ্ডহামকে মহারাষ্ট্রীয় বীরের বীরত্বচাতুরীতে এইরূপে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

ইংরেজ সেনাপতি এই সময়েও মৃৎপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া গঙ্গা এবং নগরের মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষবহুল স্থানে রহিলেন। এই স্থানের গির্জ্জাঘর এবং অন্যান্য গৃহগুলিতে ৫০০ শত নূতন তাঁবু, ১১,০০০ হাজার টোটা, ঘোড়ার সাজ, সৈনিকদিগের পরিচ্ছদ প্রভৃতি সংক্ষেপে পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের দ্রব্য ছিল। ইংরেজ সেনাপতি এ গুলি ২৭শে তারিখ রাত্রিকালে দুর্গে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েন নাই। বোধ হয়, তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি আপনার সন্নিবেশস্থলে থাকিয়াই ঐ সকল দ্রব্যের ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারিবেন। পর দিন প্রাতঃকালে তাত্যা টোপে নগর অধিকার করিলেন। বিবিঘর পর্য্যন্ত গঙ্গার

* *Russell, Diary. Vol. I., p. 206.*

তটভাগে তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। নগরের পুরোভাগে কামান সকল স্থাপিত হইল। এই সকল কামান হইতে এরূপ তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল যে, সন্ধ্যাসমাগমের পূর্ব্বে ইংরেজসৈন্য পলায়ন করিয়া, মৃৎ-প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় লইল। এ দিকে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদির ভাণ্ডার বিপক্ষ-দিগের হস্তগত হইল। এই ভাণ্ডারের যে সকল দ্রব্য তাহারা অনাবশ্যক বোধ করিল, তৎসমুদয় ভস্মীভূত হইল। সৈনিকদিগের পরিচ্ছদাদি, যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া গেল। কর্ণেল্ নেপিয়ার (অতঃপর লর্ড নেপিয়র) ইঞ্জিনিয়ারবিভাগের কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া, বহুপরিশ্রমে যে সকল কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ও এই সঙ্গে ভস্মীভূত হইল। সর্ব্বভুক্ অনল যখন ঐ সকল বিভিন্ন পদার্থ গ্রাস করিতেছিল, উহার প্রচণ্ড জ্বালাময়ী শিখা যখন ধূমস্তূপ ভেদ করিয়া, আকাশে উত্থিত হইতেছিল, তখন প্রধান সেনাপতির সৈনিকদল কাণপুরের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

সেনাপতি ওয়াইণ্ড্‌হামের সৈন্যের মধ্যে কোন কোন দল বিপক্ষের প্রবল পরাক্রম খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তাত্যা টোপের সৈনিকদলের মধ্যভাগস্থ কামান হইতে এরূপ গোলাবৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহাদের অধিনায়কগণ কিছুতেই ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার উইল্‌সনের বাহন হত হইল। শেষে রণস্থলে তাঁহারও দেহত্যাগ ঘটিল। আরও দুইজন অধিনায়ক নিহত হইলেন। কিন্তু ইঁহাদের সাহসে বিপক্ষগণের অগ্রসর হওয়ার তাদৃশ সুবিধা ঘটিল না। বিপক্ষেরা নৌসেতু বিনষ্ট করে নাই, কিংবা গঙ্গার খালও পার হয় নাই; সুতরাং লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরে আসিবার পথ এবং কাণপুর হইতে এলাহাবাদ যাইবার পথ বিমুক্তভাবে ছিল। যাহা হউক, ২৭শে তারিখ বিপক্ষদিগের পরাক্রমদর্শনে কাণপুরের ইংরেজসৈন্য নিরতিশয় চিন্তিত হইল। রাত্রিকালে এবং তৎপর দিন তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহারা উদ্বিগ্নচিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিল, কিন্তু রাত্রিসমাগমের পূর্ব্বেই তাহাদের উদ্বেগ দূর হইল। যখন মার্ত্তণ্ড আপনার রশ্মিজাল সংযত করিয়া, জাহ্নবীর প্রান্তভাগে আত্মগোপনে উদ্যত হইলেন, তখন নৌসেতুর সম্মুখে প্রধান সেনাপতির আবির্ভাব হইল।

স্যর্ কোলিন্ কাম্প্‌বেল লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবিশেষ সত্বরতাসহকারে

কাণপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ২৬শে নবেম্বর যখন তাত্যা টোপের বলবহুলতা ওয়াইণ্ড্হামের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তিনি স্যার্ কোলিন্ কাম্প্-বেল অথবা কাণপুরের পথে অন্য যে কোন ইংরেজ সেনানায়ক উপস্থিত থাকেন, তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন। একজন এতদ্দেশীয় পত্রবাহক স্যার্ কোলিনের দলের একটি সৈনিক পুরুষের হস্তে এই পত্র সমর্পণ করে। পত্র পড়িয়া স্যার্ কোলিন্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কাণপুর আক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যত শীঘ্র পারেন, কাণপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভাগীরথীতটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নৌসেতু অব্যাহত রহিয়াছে। তাঁহার শিবির কাণপুরের অপর পারে সন্নিবেশিত হইল। তিনি স্বয়ং নৌসেতু অতিক্রম পূর্ব্বক ওয়াইণ্ড্হামের মৃৎপ্রাচীরপরিবেষ্টিত দুর্গে যাত্রা করিলেন। যাহারা প্রাচীরে ছিল, তাহারা প্রধান সেনাপতিকে দেখিতে পাইয়া, উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাচীরে লোকের পর লোক উঠিতে লাগিল। প্রধান সেনাপতি দুর্গে গিয়া, ওয়াইণ্ড্হামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে ওয়াইণ্ড্হামের বুদ্ধিচাতুরী, রণপাণ্ডিত্য, সৈন্যপরিচালনাকৌশল, সমস্তই তাত্যা টোপের নিকট ব্যর্থ হইয়াছিল। প্রধান সেনাপতি কাণপুরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি ওয়াইণ্ড্-হামকে আপনার সঙ্কল্পিত বিষয় জানাইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত রাত্রি, কামান, জিনিসপত্র, মহিলা, বালকবালিকা এবং রুগ্ন লোক তাঁহার শিবিরে পহুঁছিতে লাগিল।

পর দিন প্রাতঃকালে তাত্যা টোপে দেখিলেন যে, জাহ্নবীর অপর তটে ইংরেজপক্ষের অপর সৈনিকদলের শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি ইহা দেখিয়া, ঐ সৈনিকদিগের উত্তরণের পথ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। বৃহৎ কামান সকল সেতুর সম্মুখে স্থাপিত হইল। কিন্তু কাপ্তেন পীলের কামান হইতে এমন তীব্রবেগে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল যে, তাত্যা টোপের সৈনিক-দিগের কামান কার্য্যকর হইল না। প্রধান সেনাপতির সৈনিকদল নৌসেতু দিয়া কাণপুরে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাৎ জিনিসপত্র এবং বালকবালিকা, পীড়িত প্রভৃতি রক্ষণীয় জীবগণের গাড়ি, ডুলী প্রভৃতি যাইতে লাগিল। ২৯শে নবেম্বর অপরাহ্ণ ৩টার সময়ে ইহাদের দল কাণপুরের দিকে

যাত্রা করিয়াছিল। সমস্ত অপরাহ্নকাল, তৎপরবর্ত্তী রাত্রি, তৎপরদিন অপরাহ্ন ৬টা পর্য্যন্ত, ইহারা দলে দলে নৌসেতুপথে ভাগীরথী অতিক্রম করে। সেতু অতিক্রম সময়ে ইহাদের তাদৃশ বাধা ঘটে নাই। ৩০শে নবেম্বর অপরাহ্ন ৬টার সময়ে ইহারা সকলে কাণপুরে পদার্পণ করে। গঙ্গার খালের অপর দিকে—বিস্তৃত প্রান্তরে ইহাদের শিবির স্থাপিত হয়। ৫ মাস পূর্ব্বে নিঃসহায় ইউ-রোপীয়গণ আপনাদের বৃদ্ধ সেনাপতির সহিত ঘাতকের হস্তে দেহবিসর্জ্জনের জন্য দুঃসহ দুঃখের নিদর্শনস্বরূপ যে মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, এখন ইহারা সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চিরস্মরণীয় স্থানের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

এই সময়ে বিপক্ষগণ পুর্ব্বের ন্যায় সমগ্র নগর এবং ভাগীরথীর তটদেশ আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিল। সংখ্যায় তাহারা শক্তিসম্পন্ন ছিল। দুর্দ্ধর্ষ কামানে তাহারা দুরাক্রম্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর জয়লাভে তাহারা অধিকতর সাহসী এবং আত্মবলের পরিচয় দিবার জন্য অধিকতর আগ্রহযুক্ত হইয়াছিল। ব্যূহসন্নিবেশে তাহাদের বুদ্ধিচাতুরী প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহাদের বামে—জাহ্নবী ও নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থলে—বৃক্ষবহুল উন্নত ভূখণ্ড, অনেকগুলি ভগ্নপ্রায় বাড়ী এবং নালা ছিল। তাহাদের মধ্যভাগে বহু-বিস্তৃত নগর রহিয়াছিল। উহার বহুসংখ্যক সঙ্কীর্ণ গলি চারি দিকে বক্রভাবে থাকাতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহাদের দক্ষিণে—গঙ্গার খালের অপর দিকে বিস্তৃত প্রান্তর ছিল। এই প্রান্তরে গোবালিয়রের প্রসিদ্ধ সৈনিকদলের শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। খালের সেতু ইহাদের অধিকারে ছিল, এবং ইহাদের নিকটে কাল্পীর পথ বিমুক্তভাবে রহিয়াছিল। এই বহুদলে বিভক্ত, বহুস্থানে সন্নিবেশিত, বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যের বিশ্বাস ছিল যে, স্যার কোলিন কাম্প্‌বেল তাহাদের নিষ্কাশনে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু স্যার্‌ কোলিন বীরোচিত গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। উপস্থিত কর্ম্ম দুরূহ হইলেও তাঁহার নিকটে অসাধ্য বোধ হইল না। তিনি যখন পরাক্রান্ত বিপক্ষের সন্নিবেশস্থল দেখিলেন, তখন সম্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদের বাম ভাগ ও মধ্যস্থল যেরূপ সুরক্ষিত, দক্ষিণ ভাগ সেরূপ নহে। বামে ভাগীরথী এবং ঘনসন্নিবিষ্ট-বৃক্ষশ্রেণী ও গৃহাদিতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছে। মধ্যভাগে

নগরের বক্রাকার সঙ্কীর্ণ গলি এবং উন্নত গৃহসমূহে তাহাদের পক্ষ সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভাগে তাহাদের সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর রহিয়াছে। এই প্রান্তরে কোনরূপ আবরণ নাই। এই দিকে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, কেন্দ্রস্থল ও বাম ভাগ হইতে অপরাপর দলের আগমনের পূর্ব্বে, তাহাদের পরাজয় সুসাধ্য হইবে। এই স্থান যদি অধিকৃত হয়, তাহা হইলে কাল্পীর পথে গমনের ব্যাঘাত জন্মিবে, বাম ভাগ ও কেন্দ্রস্থল হইতে বিপক্ষেরা এই দিকে আসিলে, ঐ দুই স্থানে তাহারা হীনবল হইয়া পড়িবে।

প্রধান সেনাপতি প্রতিভাবলে ইহা স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি সহসা বিপক্ষের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইলেন না। এ সময়ে অনেক সহায়শূন্য লোক তাঁহার রক্ষণীয় হইয়াছিল। তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে আপনাদের কুলমহিলা, শিশু সন্তান, রুগ্ন ও আহতদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাদের দুরবস্থায় তাঁহার মনে সাতিশয় কষ্ট জন্মিয়াছিল। ইহাদের কেহ কেহ অভিভাবকশূন্য হইয়াছিল, কেহ কেহ সংসারের প্রিয় জন হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কেহ কেহ গুরুতর আঘাত পাইয়া বিকলাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল, কেহ কেহ দুরন্ত রোগে একান্ত অবসন্ন হইয়াছিল। স্যার কোলিন্ ইহাদের জন্য নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১লা, ২রা এবং ৩রা ডিসেম্বর ইহাদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। শেষোক্ত তারিখ রাত্রিকালে ইহারা এলাহাবাদে যাত্রা করে। এই কয়েক দিন সিপাহীরা মধ্যে মধ্যে ইংরেজপক্ষের ঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যাহা হউক, প্রধান সেনাপতি পীড়িতদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এখন তিনি বলবহুল, পরাক্রান্ত বিপক্ষের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্যস্থাপনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার ৫,০০০ হাজার পদাতি, ৬০০ শত অশ্বারোহী, এবং ৩৫টি কামান ছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষগণ ২৫০০০ হাজার সৈন্য এবং ৪০টি কামান লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ১৪০০০ হাজার সৈন্য সুশিক্ষিত ছিল। চারি দল গোলন্দাজ, দুই দল অশ্বারোহী, সাত দল পদাতি, সমুদয়ে ৭০০০ লোক গোবালিয়রের সৈনিকশ্রেণীভুক্ত ছিল। নানা সাহেবের অনুচর এবং বুন্দেলখণ্ড ও মধ্য ভারতবর্ষের সিপাহীগণে বিপক্ষদলের পরিপুষ্টি

ঘটিয়াছিল। তাত্যা টোপে সমুদয় সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। নানা সাহেব সৈনিকদলের বাম ভাগ অর্থাৎ তাঁহার অধীন সৈন্য ও অনুচরদিগের পরিচালনা করিতেছিলেন।*

৬ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইল। তাত্যা টোপে ও নানা সাহেব সিপাহীদিগের পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রধান সেনাপতি এবং ওয়াইণ্ড্‌হাম্, ওয়ালপোল্ প্রভৃতি সেনানায়কগণকর্ত্তৃক ইংরেজ পক্ষের সৈন্য পরিচালিত হইল। প্রায় সমস্ত দিন উভয় পক্ষ পরস্পরের পরাক্রমনাশের জন্য সবিশেষ সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দিল। কাপ্তেন পীলের পরিচালিত কামান এ সময়ে সবিশেষ কার্য্যকর হইল। তাত্যা টোপে পরাজিত হইলেন। তাঁহার বিপুল বাহিনী পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল। ইংরেজ-সৈন্য প্রায় ১৪ মাইল পর্য্যন্ত ইহাদের পশ্চাৎ গমন করিল। বিপক্ষদিগকে এইরূপে তাড়িত করিয়া, ইহারা নিশীথকালে কাণপুরে প্রত্যাগত হইল।

গোবালিয়রের সৈন্য এরূপ তাড়াতাড়ি আপনাদের শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা কোন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। বিজয়ী ইংরেজসৈন্য যখন তাহাদের শিবিরে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা দেখিয়াছিল যে, "চপাটি আগুণে গরম হইতেছে, ষাঁড়গুলি গাড়ির পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পীড়িত ও আহতগণ চিকিৎসালয়ে অবস্থিতি করিতেছে"। † এই রূপে সমুদয় যথাবৎ রহিয়াছে, কেবল সৈনিকগণ ও তাহাদের পরিচারকগণ উপস্থিত নাই। কাল্পীর পথের সমীপবর্ত্তী স্থানে গোবালিয়রের সৈন্য তাহাদের মধ্যস্থল এবং বাম ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই দুই ভাগের সিপাহী-দিগের সম্মুখে কেবল বিঠুরের পথ ছিল। এই পথ অবরুদ্ধ হইলে তাহারা আর কোন দিকে হটিয়া যাইতে পারিত না। সেনাপতি মান্‌স্‌ফীল্ড উক্ত পথ অবরুদ্ধ করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সিপাহীগণ কাণপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিঠুরের পথে ধাবিত হয়।

* মার্টিন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে নানা সাহেবের ভ্রাতা বাল সাহেব ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন।—*Indian Ewpire, Vol. II, p. 474.*

† *Blackwood's Magazine, October, 1858, quoted in Malleson's Indian Mutiny. Vol. II., p. 271. note.*

পাছে ইহারা শিবরাজপুরের তিন মাইল দূরে সরাই ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া, অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হয়, এই আশঙ্কায় প্রধান সেনাপতি, সেনানায়ক হোপ্ গ্রাণ্টকে ইহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। সিপাহীরা আপনাদের কামান ইত্যাদি লইয়া, সরাই ঘাটে গঙ্গা পার হইবার উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময়ে হোপ্ গ্রাণ্ট উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে পরাজিত করেন। ইহাদের ১৫টি কামান তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ৯ই ডিসেম্বর এই যুদ্ধ ঘটে। এইরূপে ৬ই এবং ৯ই ডিসেম্বর, এই দুই দিনে দুই স্থানে পরাজিত হইয়া, সিপাহীদিগের দুই দল পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। গোবালিয়রের সৈন্য কাল্পীতে গিয়া সমবেত হয়। তাত্যা টোপে পুনর্ব্বার ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। নানা সাহেব বিঠুরে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু ইংরেজসৈন্যের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া, তিনি সরাই ঘাটের যুদ্ধের পূর্ব্বেই আপনার কামান ও অনুচরবর্গকে লইয়া, অযোধ্যার দিকে প্রস্থান করেন।* জুলাই মাসে সেনাপতি হাবেলক বিঠুরে নানা সাহেবের প্রাসাদধ্বংসের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন এই বিধ্বংশব্যাপার শেষ হয়। প্রধান সেনাপতির আদেশে হোপ্ গ্রাণ্ট ১১ই ডিসেম্বর বিঠুরে

* ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার সৈনিকদলের সার্জ্জেণ্ট্ ফরবস্-মিচেল স্যার কোলিন্ কাম্প্-বেলের সৈন্যের মধ্যে ছিলেন। তিনি সিপাহীযুদ্ধের কালে আপন দলের যে কার্য্যবিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে নির্দ্দেশ আছে যে, সরাই ঘাটে যখন সিপাহীদিগের নৌকাগুলি আক্রান্ত হয়, তাহার পূর্ব্বেই নানা সাহেবের নৌকা গঙ্গার অপর পারে যায়। নানা সাহেব অযোধ্যার দিকে নিরাপদে অগ্রসর হয়েন।—*Forbes-Mitchell, Reminiscences &c. p. 150.*

লর্ড রবার্টস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, অর্জ্জুন তেওয়ারি নামক তাঁহার একজন চর ছিল। এই ব্যক্তি ১ সংখ্যক পদাতিদলে সিপাহীর কর্ম্ম করিত। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে অর্জ্জুন তেওয়ারি ইংরেজদিগের প্রতি অপরিসীম বিশ্বস্ততা দেখায়। বাঁদার গোলযোগের সময়ে এই ব্যক্তি একজন ইউরোপীয় কেরাণী এবং তাহার স্ত্রীকে রক্ষা করে। ইহার পর অর্জ্জুন তেওয়ারি চরের কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া, ইংরেজ সেনাপতিদিগের পত্রাদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইত। উপস্থিত সময়ে রবার্টস্ এই বিশ্বস্ত চরের নিকটে নানা সাহেবের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন। অর্জ্জুন তেওয়ারি পর দিন তাঁহার সহিত দেখা করিবে বলিয়া, বিঠুরে চলিয়া যায়। ৮ই ডিসেম্বর প্রভুভক্ত চর রবার্টসের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই সংবাদ দেয় যে, নানা সাহেব পূর্ব্বরাত্রিতে বিঠুরে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, কামান এবং অনুচরবর্গের সহিত অযোধ্যায় যাইবার জন্য কয়েক মাইল দূরে গঙ্গা পার হইবার চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধের অবসান হইলে লর্ড রবার্টসের চেষ্টায় অর্জ্জুন তেওয়ারি গবর্ণমেণ্ট হইতে আপনার জীবিতকাল পর্য্যন্ত বার্ষিক ১,২০০ শত টাকা পেন্সন পাইয়াছিল।—*Forty-one years &c. Vol. I., p. 375, note.*

গিয়া, তোপে মন্দির উড়াইয়া দেন, প্রাসাদ দগ্ধ করিয়া ফেলেন। বিশ্বাসঘাতক আজিমউল্লা যে গৃহে অবস্থিতি করিত, সেই গৃহে কতিপয় পত্র পাওয়া যায়।* এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিচিত্র দ্রব্য অধিকৃত হয়। নানা সাহেব, ত্রিশলক্ষ টাকা, বারুদ ও গোলাগুলির বাক্সে বদ্ধ করিয়া, একটি বৃহৎ কূপে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ঐ কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া, ইংরেজসৈন্য ১৫ই হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাত্রি দিন ঐ বহুমূল্য দ্রব্যের উদ্ধারে জন্য চেষ্টা করে। মুদ্রা ও বাসন ইত্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু সৈনিকগণ এই গুরুতর পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই।

---

* দুই খানি পত্র লাফোঁ নামক একজন ফরাসী কর্ত্তৃক ফরাসীভাষায় লিখিত। উহা চন্দননগরে ফরাসীদিগের উপনিবেশসংক্রান্তবিষয়ঘটিত। অনেকগুলি পত্র ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত। আজিমুল্লা খাঁ সুপুরুষ। তাঁহার রূপমাধুরী দর্শনে ইংলণ্ডের একটি যুবতী তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অনেক পত্র ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্তবংশের নারীর লিখিত। একটি প্রৌঢ়া স্বকীয় পত্রে, পূর্ব্বদেশীয় প্রিয় পুত্র বলিয়া, আজিমউল্লার সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। কয়েক খানি পত্র আজিমউল্লার হস্তলিখিত। দুই খানি পত্র, কনষ্টাটিনোপলের ওমর পাশার নামে, সিপাহীদিগের অসন্তোষ এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গোলযোগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল।—*Forty-one years &c. Vol. I. p.* 427-429.

পঞ্চম অধ্যায়

ফতেগড় অধিকার—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌযাত্রার উদ্‌যোগ।

ফতেগড় অধিকার—স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের বেরেলীতে যাত্রার ইচ্ছা—গবর্ণর-জেনেরলের ভিন্ন মত—স্যার্ কোলিনের লক্ষ্ণৌতে যাত্রার উদ্‌যোগ—তাঁহার সৈনিকদলের উনাওতে অবস্থিতি—ইংরেজসৈন্যের শিবিরে চরের উপস্থিতি—তাহার অবরোধ—তাহার বিচিত্র আত্মবিবরণ—তাহার ফাঁসী।

গোবালিয়রের সুশিক্ষিত ও সাহসিক সৈনিকদলের আক্রমণ হইতে কাণপুর বিমুক্ত হইল। কিন্তু এখনও গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগের অনেক স্থলে উত্তেজিত সিপাহীদিগের প্রাধান্য ছিল। সেনাপতি গ্রিথেড এবং হোপ্ গ্রাণ্ট ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বাংশে বিপ্লবের শান্তি করিতে পারেন নাই। সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া; পুনর্ব্বার ইংরেজের প্রাধান্য বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মৈনপুরী, ফতেগড় প্রভৃতি স্থানে ইহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল এই সকল স্থানের পুনরধিকারে উদ্যত হয়েন। তিনি দোয়াব অধিকার পূর্ব্বক রোহিল-খণ্ড হইতে বিপক্ষদিগকে তাড়াইবার ইচ্ছা করেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তিনটি প্রধান স্থান তাঁহাদের অধিকৃত হইয়াছিল। তাঁহারা উত্তরপশ্চিমে দিল্লী, দক্ষিণপূর্ব্বে এলাহাবাদ, এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী আগরায় প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ফতেগড়ে ফরক্কাবাদের নবাব স্বপ্রধান ছিলেন। প্রধান সেনাপতি সর্ব্বপ্রথম ঐ স্থানে যাত্রার আয়োজন করিলেন। তিনি মৈনপুরী পর্য্যন্ত অধিকারের জন্য ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। কর্ণেল সীটনের তত্ত্বাবধানে দোয়াবের উত্তরভাগ হইতে রসদ ইত্যাদি আসিতে-ছিল। ইনি মৈনপুরীর নিকটে ওয়াল্‌পোলের সহিত সম্মিলিত হইতে আদিষ্ট হইলেন। অতঃপর এই উভয় অধিনায়কের সৈনিকদল পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, ফতেগড়ে যাত্রা করিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল।

কর্ণেল সীটন রসদ ইত্যাদির রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৯ই ডিসেম্বর দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। বিপক্ষেরা আলীগড়বিভাগে রহিয়াছে,

এই সংবাদ ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি আলীগড়ে রসদ ইত্যাদি এবং উহার রক্ষার জন্য উপযুক্ত সৈনিক ও কামান রাখিয়া, বিপক্ষদিগের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে খাসগঞ্জ এবং পাতিয়ালীতে বিপক্ষেরা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে দিল্লীর প্রসিদ্ধ কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার অশ্বারোহীদিগের সহিত ইংরেজ সেনানায়কের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। অতঃপর ইংরেজের সৈনিকদল মৈনপুরীতে যাত্রা করে। মৈনপুরীরাজ তেজ সিংহ ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস বিফল হয়। ২৭শে ডিসেম্বর ইংরেজসৈন্য মৈনপুরীর যুদ্ধে জয়ী হয়। এ দিকে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল্ আকবরপুর এবং এটোয়া হইয়া মৈনপুরীর নিকটে বেওয়ার নামক স্থানে কর্ণেল সীটনের সহিত সম্মিলিত হয়েন। সম্মিলিত সৈনিকদল অতঃপর ফতেগড়ের অভিমুখে যাত্রা করে।

এ দিকে ২৪শে ডিসেম্বর প্রধান সেনাপতি কাণপুর পরিত্যাগ করেন। ৩১শে তারিখ তিনি গুরসাহিগঞ্জে উপস্থিত হয়েন। কাপ্তেন হডসন্, সেনানায়ক ওয়াল্‌পোল্ এবং সীটনের পূর্ব্বেই প্রধান সেনাপতির শিবিরে পদার্পণ করেন। গুরসাহিগঞ্জের পনর মাইল অন্তরে মীরণ-কা-সরাই নামক স্থানে প্রধান সেনাপতির শিবির ছিল। প্রথমোক্ত স্থান হইতে পাঁচ মাইল দূরে কালী নদী প্রবাহিত হইতেছে। বিপক্ষ সিপাহীদিগের যদি কিছুমাত্র বুদ্ধিকৌশল থাকিত, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বেই কালী নদীর সেতু ভগ্ন করিয়া, প্রধান সেনাপতির আগমনে বাধা দিতে পারিত। কিন্তু বিপদের সময়ে তাহাদের এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি প্রকাশ পায় নাই। ইংরেজসৈন্য গুরসাহিগঞ্জে উপস্থিত হইলে তাহারা তাড়াতাড়ি সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। চেষ্টা বিফল হয়। প্রধান সেনাপতির ইচ্ছা ছিল যে, যাবৎ ওয়াল্‌পোল্ এবং সীটনের সৈন্য সম্মিলিত না হয়, তাবৎ তিনি ফতেগড়ের দিকে অগ্রসর হইতে নিরস্ত থাকিবেন। কিন্তু সেতু ভাঙ্গার সংবাদে প্রধান সেনাপতি আপনার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। নব বর্ষের প্রথম দিন (১৮৫৮ অব্দের ১লা জানুয়ারি) তাঁহার হৃদয়ে অভিনব আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত করে। তিনি আশায় অধ্যবসায়সম্পন্ন এবং উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া, খোদাগঞ্জ পল্লীর নিকটে কালী নদীর সেতুর সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। অবিলম্বে ইঞ্জিনিয়ারগণ সেতুর ভগ্ন অংশের

মেরামত করিতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যে এই কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। পর দিন নিবিড় কুজ্ঝটিকার মধ্যে বিপক্ষগণ ফতেগড় হইতে বহির্গত হইয়া, ইংরেজসৈন্যের গতিরোধের জন্য কালী নদীর তটবিভাগে উপনীত হয়। কুজ্ঝটিকা তিরোহিত হইলে দেখা গেল যে, ফরক্কাবাদের নবাবের বহুসংখ্যক সিপাহী খোদাগঞ্জ পল্লীতে সমবেত হইয়াছে। ইংরেজসৈন্য সেতুপথে নদী উত্তীর্ণ হয়। নদীর তটে খোদাগঞ্জ পল্লীতে ২রা জানুয়ারি উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। সিপাহীরা যথোচিত দৃঢ়তা ও পরাক্রমের সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। তাহাদের একটি কামান সেতুর সন্নিকটবর্ত্তী টোলঘরের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত ছিল। এই কামানের গোলায় ইংরেজপক্ষের অনেকে দেহত্যাগ করে। উক্ত কামানকে নিশ্চেষ্ট করিবার জন্য কাপ্তেন পীলের কামান সন্নিবেশিত হয়, এই কামানের গোলা প্রবলবেগে টোল ঘরে পড়িতে থাকে। উহাতে বিপক্ষদিগের অনেকে নিহত হয়। তাহাদের কামানও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তাহারা ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া, ফতেগড়ের অভিমুখে ৩।৪ মাইল শৃঙ্খলার সহিত গমন করে। অতঃপর তাহাদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হয়। তাহারা আবার যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু ইংরেজপক্ষের অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রাঘাতে, শিখদিগের বন্দুকের গুলিতে, বড়শাধারীদিগের বড়শাপ্রয়োগে তাহাদের দলের বহুসংখ্যক সৈনিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শবরাশিতে বিস্তৃত প্রান্তরের অনেক স্থান আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ তাড়াতাড়ি ফতেগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, রোহিলখণ্ডে পলায়ন করে।

পর দিন স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হয়েন। কামানের গোলায় দুর্গদ্বার ভগ্ন হয়। ইংরেজসৈন্য বিনা বাধায় দুর্গে প্রবেশ করে। সিপাহীরা প্রায় যাবতীয় দ্রব্য ফেলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। দুর্গে কামানের গাড়ির জন্য অনেক সেগুণ কাঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এঞ্জিন, নানাপ্রকার কামান, সৈনিকদিগের বহুসংখ্যক পরিচ্ছদ, সর্ব্বসমষ্টিতে প্রায় দশ লক্ষ টাকার দ্রব্য ছিল। সিপাহীরা এগুলি ভস্মীভূত করে নাই। গঙ্গার উপরে যে নৌসেতু ছিল, তাহাও বিনষ্ট হয় নাই। এখন পূর্ব্বোক্ত বহুমূল্য দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইল। গঙ্গার সেতুও সুরক্ষিত রহিল।

গোবালিয়রের সৈনিকদলের পরাজয়ের পর গঙ্গার দক্ষিণভাগের জনপদে সামরিক আইনের পরিবর্ত্তে সাধারণ আইন জারি হইয়াছিল। এখন সাধারণ-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ লোকের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণ বা হরণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে জনবর উঠিয়াছিল যে, ফরক্কাবাদের নবাব নগরে রহিয়াছেন। ইংরেজ বিচারক ঘোষণা করিলেন যে, যদি নবাব ধৃত না হয়েন, তাহা হইলে ইংরেজসৈন্য নগরে লুঠতরাজ করিবে। কিছুক্ষণ পরে নবাব ধৃত ও বিচারকের সমক্ষে আনীত হয়েন। কিন্তু ইনি প্রকৃত নবাব নহেন। নবাবের সম্পর্কীয় ব্যক্তি। ইঁহার নাম নাজীর খাঁ। ইঁহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, সার্জেণ্ট্ ফরবস্-মিচেল তাঁহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,—"এক খানি সামান্য চারপায়ায়, এই নবাববংশীয় সর্দ্দারের* হস্তপদ আবদ্ধ ছিল। কুলিগণ চারপায়া লইয়া আসিয়াছিল, কি প্রণালীতে অপরাধীর বিচার হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, কোন জুরি বা উকীল ছিল না। আমি জানি যে, প্রথমে তাঁহার দেহ শূকরের চর্ব্বিতে পরিলিপ্ত করা হয়, পরে ধাঙ্গড়েরা তাঁহাকে কঠোরভাবে বেত্রাঘাত করে, অনন্তর তাঁহার ফাঁসী হয়"। † কর্ণেল আলিসন নামক অন্য একজন সৈনিক কর্ম্মচারী এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—"৪ঠা ইঁহার (নাজীর খাঁর) ফাঁসী হয়। ফাঁসীর পূর্ব্বে ইঁহার প্রতি অনর্থক নির্দ্দয়তা প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইঁহাকে বলপূর্ব্বক শূকরের মাংস খাওয়ান হয়। ধাঙ্গড়েরা ইঁহাকে কঠোররূপে বেত্রাঘাত করে। এই কার্য্য একটি মহৎ ও বিজয়ী জাতির অযোগ্য"। ‡ রেইক্‌স সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইংরেজদিগের হত্যাপরাধে ২৬শে জানুয়ারি ফরাক্কাবাদের দুই জন নবাবের ফাঁসী হয়। ইঁহাদের নাম নির্দ্দেশ করা হয় নাই। মাজিষ্ট্রেট্ ইঁহাদিগকে ফাঁসী দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাঁরা প্রকৃত অপরাধী কি না, তদ্বিষয়ের নির্দ্ধারণে সাবধান হয়েন নাই। § ইংরেজ বিচারক নিঃসন্দেহ উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, এই ভাবে বিচারকার্য্য সম্পন্ন

* লেখক ইঁহাকে ফরাক্কাবাদের নবাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি ফরাক্কা-বাদের প্রকৃত নবাব নহেন। প্রকৃত নবাবের বিচারের কথা পরে বিবৃত হইবে।

† *Reminiscences, &c. p. 168-169.*

‡ *Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 476.*

§ *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 107. Indian Empire. Vol. II., p. 476.*

করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উক্ত নবাববংশীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাঁহার সজাতির লোকে নিহত হইয়াছে। এইরূপ নরহত্যা-কারী, দানব বা পিশাচ। সুতরাং দানবের ভাবে বা পৈশাচিকরূপে ইহার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, তদীয় স্বদেশের লোকের ধারণা তাঁহার ধারণার অনুরূপ হইবে না, এবং উত্তেজনার আবেগেও তাঁহার মত ইঁহারা অধীর হইয়া উঠিবেন না। তাঁহার স্বদেশে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সাধুতাসম্পন্ন, অধিকতর ন্যায়পরায়ণ, এবং অধিকতর ধীরপ্রকৃতির লোক আছেন। ইঁহারা তৎকৃত কর্ম্মের সমর্থন করেন নাই। তাঁহার কর্ম্মে ইঁহাদের প্রশংসাবাদের পরিবর্ত্তে অপরিসীম দুঃখ ও ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছিল।* আর যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ন্যায়ানুসারে বিচার করিবার জন্য বিচারবিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই গবর্ণমেণ্টের নিকটেও তাঁহার প্রশংসাপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে শাস্তিভোগ হইয়াছিল। †

* টাইমসের সংবাদদাতা ডাক্তার রাসেল ১৮৫৮ অব্দের মে মাসে ফতেগড়ে উপস্থিত হয়েন। তিনি উপস্থিত ঘটনাসম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—"আমরা মিল্‌নে সাহেবের সহিত একত্র ভোজন করিয়া, পুরাতন কথা বলিতে বা শুনিতে লাগিলাম। যে ঘরে আমাদের মন্দভাগ্য কুলমহিলাগণ নিহত হইয়াছিল, আমরা সেই ঘরে বসিয়াছিলাম। মিল্‌নে সাহেব কহিলেন দুইটি মহিলাকে যে, কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং এতদ্দেশীয় ১০ সংখ্যক ও ৪১ সংখ্যক পদাতিদলের লোকে তাহাদের লক্ষ্যভেদশিক্ষার স্থলে কতিপয় শিশুকে যে, ভেদ্য লক্ষ্যস্বরূপ রাখিয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। আমার মতে এগুলি বর্ব্বর অসভ্যদিগের কাণ্ড। কিন্তু এই স্থানেই আমরা ফরাক্কাবাদের নবাবের সম্পর্কীয় এক ব্যক্তিকে নিরতিশয় জুগুপ্সিতভাবে ফাঁসী দিয়াছিলাম ; একজন খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক ঘটনাস্থলে দর্শকের শ্রেণীতে দণ্ডায়মান ছিলেন, আমাদের এই কর্ম্ম কি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি-সভ্যজনোচিত ? ইহা যথার্থ যে, এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন, আপনার প্রাসাদে ইংরেজ রেজিমেণ্টের এক বা দুই জন আফিসারকে ভোজ দিয়াছিলেন। তিনি আপনার নির্দ্দোষত্বের বিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সৈনিকপুরুষদিগের গ্রাহ্য হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার বোধ হইয়াছিল। কিন্তু অতিথিসৎকারের কয়েক ঘণ্টা পরেই, তিনি বিচারকের সমক্ষে উপনীত হয়েন। তাঁহাকে এ ভাবে ফাঁসী দেওয়া হয় যে, দর্শকদিগের প্রত্যেকেই বিশেষতঃ স্যার্ উইলিয়ম পীল উহাতে একান্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। ফাঁসীর পূর্ব্বে মুসলমানদিগকে শূকরের চর্ম্মে সেলাই করা, শূকরের চর্ব্বি তাহাদের গায়ে লেপিয়া দেওয়া, তাহাদের শব দগ্ধ করা, এই সকল হিংসাসূচক অখ্রীষ্টানের কর্ম্ম সাতিশয় অগৌরবকর।—*Russell, Diary, Vol. II., p, 42-43.*

† ম্যাজিষ্ট্রেট পাওয়ার সাহেব বিচার করিয়াছিলেন। এইরূপ কঠোরতা এবং অন্যান্য কারণে অতঃপর ইঁহাকে সস্‌পেণ্ড করা হয়।—*Martin, Indian Empire, Vol. II., p. 476, note.*

রেইকৃস্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, নবাবের প্রাসাদ বহুবিধ ভোগ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। আয়না, ঝাড়লণ্ঠন, ছবি, পুস্তক যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছিল। অন্তর্মহলের দুই তিনটি বৃদ্ধা নারী ব্যতীত সমগ্র প্রাসাদে আর কোন লোক ছিল না। কিন্তু বিড়াল, ময়না, কুক্কুর গুলি চীৎকার করিতে করিতে খাদ্য দ্রব্যের আশায় বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বেড়াইতেছিল; ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হইলেও ইহারা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয় নাই। একটি হস্তী শৃঙ্খলবিমুক্ত হইয়া, আপনার খাদ্যের আহরণে ব্যাপৃত হইয়াছিল। কিন্তু সুদৃশ্য অশ্বগুলি ইহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী হয় নাই। উহারা আপনাদের অবস্থিতিস্থলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া, বারংবার পদ দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছিল। উহাদের অদূরে যে দানা রহিয়াছিল, তৎপ্রতি উহারা সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকাতে উহারা আপনাদের অভীষ্ট খাদ্যদ্রব্যের নিকটে যাইতে সমর্থ ছিল না। কেহ ঐ দ্রব্য উহাদিগকে দিবার জন্য উপস্থিত হয় কি না, দেখিবার জন্য কাতরভাবে এক এক বার চারি দিকে নেত্র সঞ্চালন করিতেছিল। নীলগাই, বারশৃঙ্গ (যে হরিণের বারটি শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে), হাঁস, বানর প্রভৃতি খাদ্যের জন্য অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিল। রেইকৃস্ সাহেব এই সকল অসহায় জীবদিগকে খাদ্য দিবার বন্দোবস্ত করেন।*

প্রধান সেনাপতি ফতেগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রোহিলখণ্ডে বহুসংখ্যক সিপাহী তাহার গতি ও কার্য্য প্রণালীর পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন শুনিল যে, তিনি স্বয়ং রামগঙ্গার ভগ্ন সেতু পরীক্ষা করিতেছেন। তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ফতেগড়ের দিক হইতে রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিতে হইলে রামগঙ্গা পার হইতে হয়। এখন রোহিলখণ্ডের সিপাহীরা ভাবিল যে ইংরেজ সেনাপতি তাহাদের অধ্যুসিত জনপদ আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছেন। ৫০০০ সিপাহী ৫টি কামান লইয়া ফতেগড়ের প্রায় ১২ মাইল উত্তরে গঙ্গা পার হইয়া, ইংরেজের অধিকৃত সামসাবাদ আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তাহারা আক্রান্ত স্থান হইতে তাড়িত হইল। ইংরেজ সেনাপতি তাহাদের

* *Raikes, Notes on the Revolt &c., p. 107.*

কামানগুলি অধিকার করিলেন। এই বিভাগের অন্তর্গত পালম্হাউ নামক স্থান বিনাবাধায় অধিকৃত হইল। যিনি পূর্ব্বে এই স্থানের তহশীলদার ছিলেন, তিনি উপস্থিত সময়ে আপনাকে দিল্লীর মোগল সম্রাটের অধীন রাজা বলিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরিচালক হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার দশান্তর ঘটিল। গবর্ণমেণ্টের বিরোধী বলিয়া, যাহারা সন্দেহের পাত্র হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই অবরুদ্ধ হইল। যাঁহারা আপনাদিগকে দিল্লীর মোগলের অধীন রাজা বা নবাব বলিয়া প্রাধান্যস্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন উচ্চাসন হইতে অধঃপাতিত হইয়া, নিম্ন শ্রেণীর অবরুদ্ধদিগের দলে স্থান পাইলেন। কি প্রণালীতে ইহাদের বিচার হইল, কি ভাবে ইহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গৃহীত হইল, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার সৈনিক দলের সার্জ্জেণ্ট ফরবস্-মিচেলের কথা ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ফরবস্-মিচেল্ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেবল ইহাই দেখিয়াছিলেন যে, অবরুদ্ধদিগকে দলে দলে কোতয়ালীর প্রাঙ্গণের মধ্যবর্ত্তী একটি বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষের তলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। গলদেশে রজ্জুবদ্ধ হইয়া, ইহারা ঐ বৃক্ষের শাখায় বিলম্বিত হইতেছিল। অপরাহ্ণ তিনটা হইতে পর দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এই কার্য্য চলিয়াছিল। অবশেষে বৃক্ষশাখায় আর স্থান ছিল না। এইরূপে ১৩০ জনের ফাঁসী হইয়াছিল। কাপ্তেন হড্‌সনের কঠোর প্রকৃতির কথা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ফাঁসীতেও তাঁহার মনে ঘৃণা ও বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। বিচারক, ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার দলের কেহ ফাঁসী দিবার কর্ম্ম করিতে সম্মত আছে কি না, জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এই বলিয়া লোভ দেখান যে, যিনি ফাঁসী দিবেন, তিনি দণ্ডিত ব্যক্তির অঙ্গুরী ও টাকাকড়ি পাইবেন। উক্ত সৈনিকদলের কেহই বিচারকের প্রলোভনে ঐরূপ জুগুপ্সিত কর্ম্ম সাধনে সম্মত হইল না। শেষে বিচারক ঐ দলের একজন দীর্ঘকায় সৈনিক পুরুষের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সৈনিক পুরুষ নিরতিশয় বিরাগের ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বিচারককে কহিল—"আপনি আমাদিগকে এ কি কথা বলিতেছেন? এই ৯৩ সংখ্যক দলের আমরা, সশস্ত্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছি। ভারতবর্ষের যাবতীয় ...ত দ্রব্য পাইলেও, আমরা জল্লাদ হই না। কাপ্তেন হড্‌সন পার্শ্বে দণ্ডায়মান

ছিলেন। সৈনিক পুরুষের কথা শুনিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ্ কথা বলিয়াছ, আমি তোমার করমর্দ্দন করিতে ইচ্ছা করি।" অনন্তর তিনি উক্ত সৈনিকের করমর্দ্দন পূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী একজন কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"এইরূপ কর্ম্মে আমার বড় বিরাগ জন্মিয়াছে। ঈদৃশ কর্ম্মস্থলে যে, আমি কর্ত্তব্যসম্পাদনে নিয়োজিত হই নাই, ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া, কাপ্তেন হড্সন্ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। অতঃপর কয়েকজন ডোম পাওয়া গেল। ইহারা ফাঁসীর কর্ম্মে নিয়োজিত হইল। পূর্ব্বমত বিচারে ফাঁসী হইতে লাগিল।*

স্যার্ কোলিন্ কাম্প্বেল প্রায় এক মাস কাল ফতেগড়ে রহিলেন। সে সময়ে অনেক ইংরেজ এইরূপ বিলম্ব দেখিয়া, তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজীসংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, তিনি নিরতিশয় অকর্ম্মণ্য ও শিথিলপ্রকৃতি বলিয়া, নির্দ্দেশ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। কিন্তু ইহাতেও প্রধান সেনাপতির প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। একজন ঐতিহাসিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, গ্রিথেড প্রভৃতি সেনানায়কগণ তাড়াতাড়ি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া, বিপক্ষদিগের পরাজয়সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে সকল স্থানে সর্ব্বাংশে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। সেনানায়কদিগের গমনের পরে বিপক্ষেরা আবার বল সংগ্রহ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বপ্রধান হইয়াছিল। কিন্তু প্রধান সেনাপতি তাড়াতাড়ি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাত্রা করেন নাই। তিনি যে স্থানে গিয়াছেন, সেই স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছে।† যাহা হউক, প্রধান সেনাপতি দীর্ঘকাল ফতেগড়ে থাকিয়া রোহিলখণ্ডের বিপুল বিপক্ষদলের গতিপর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ফতেগড় হইতে রোহিলখণ্ডে গমন করিবেন। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণর-জেনেরলের মত হইল না। তিনি প্রধান সেনাপতিকে রোহিলখণ্ডের পরিবর্ত্তে লক্ষ্ণৌতে যাইতে কহিলেন। লর্ড কানিঙ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে রোহিলখণ্ডে প্রাধান্য স্থাপন করা নিরতিশয় বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্ণৌ অধিকার করা উহা অপেক্ষা অধিকতর

* *Reminiscences &c p. 170-171.*

† *Holmes, Indian Mutiny. Appendix G. p. 581.*

বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বে দিল্লীর উপর যেমন সাধারণের দৃষ্টি ছিল, এখন অযোধ্যার উপরেও সেইরূপ দৃষ্টি রহিয়াছে। অযোধ্যা সিপাহীদিগের শক্তিসঞ্চারের ক্ষেত্র। এই স্থানের কর্ম্মের উপর তাহাদের যাবতীয় আশার উত্থান বা পতন নির্ভর করিতেছে। প্রধান সেনাপতি গবর্ণর-জেনেরলের কথায় সম্মত হইলেন। তিনি আপনার ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া, নির্দ্দেশ করিলেন যে, কোন্ কোন্ স্থানে সৈন্য চালনা করিতে হইবে, কি ভাবে যুদ্ধক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যুদ্ধগামী সৈনিকদলের উপর গবর্ণর-জেনেরলের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, স্যার কোলিন্ লক্ষ্ণৌ যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সৈনিকদিগের বেতননির্দ্ধারণ সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসির সহিত স্যার্ চার্লস্ নেপিয়ারের অনৈক্য ঘটিলে, স্যার্ চার্লস্ প্রধান সেনাপতির কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন।* কিন্তু স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের সহিত লর্ড কানিঙের অনৈক্য ঘটিলেও প্রধান সেনাপতি গবর্ণর-জেনেরলের প্রাধান্যস্বীকারে বিমুখ হইলেন না। ৩রা ফেব্রুয়ারি তাঁহার সৈনিকদল ফতেগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌতে যাত্রা করিল। ইহারা কাণ্‌পুর হইয়া ৮ই ফেব্রুয়ারি উনাওতে উপস্থিত হইল। এই সময়ে গবর্ণর-জেনেরল এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি কাণ্‌পুর হইতে উক্ত স্থানে গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর ১০ই ফেব্রুয়ারি উনাওতে আসিয়া, লক্ষ্ণৌযাত্রার আদেশ দিলেন।

লক্ষ্ণৌর অধিকারের জন্য সৈন্যসংগ্রহের কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল উনাওতে সমবেত হইতে থাকে। ইংরেজ, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বীরপুরুষগণ লক্ষ্ণৌর নিকটে থাকিয়া, পরাক্রান্ত বিপক্ষের ক্ষমতানাশের জন্য শক্তিসংগ্রহ করিতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়কগণ এই বিপুল বাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। কাপ্তেন পীল আপনার কামান ও নৌসৈন্য লইয়া, ইহাদের সহিত সম্মিলিত হয়েন।

উনাওতে যখন এইরূপ সৈন্যসমাগম এবং শৃঙ্খলাসাধন হইতেছিল, কামান

* উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগ, ২২৬ পৃষ্ঠা।

গুলি যথাস্থানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইতেছিল, রসদ ইত্যাদি রাশীকৃত হইতেছিল, বিবিধ যান, বিবিধ চতুষ্পদ, বহুসংখ্যক অনুচর ও পরিচারক, বহু-বিস্তৃত শিবির সমাকুল করিয়া তুলিতেছিল, তখন একটি ঘটনায় শিবিরের কর্ত্তৃ-পক্ষের সাবধানতা পরিস্ফুট হয়। মালিসন্ প্রভৃতির গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। কিন্তু ঘটনাটি ঐতিহাসিকদিগের উপেক্ষণীয় নহে। ৯৩ সংখ্যক হাই-লাণ্ডার্ দলের একজন সার্জেণ্ট উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সূত্রের অনুরোধে উহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইতেছে। ফর্‌বস্-মিচেল্ এই ভাবে উহার উল্লেখ করিয়াছেন—"এই সময়ে আমাদের বিশেষ কোন কর্ম্ম ছিল না। আমি আমার তাঁবুতে শুইয়া, স্বদেশ হইতে আগত সংবাদ-পত্র পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে একজনকে আমাদের শিবিরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিলাম, 'চাই পিঠা, চাই আঙ্গুরকিস্‌মিসের পিঠা, বড় ভাল পিঠা, কিনি-বার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।' * * পিঠেওয়ালা পূর্ণযৌবনসম্পন্ন, দেখিতে বেশ্ সুন্দর, দাঁড়ি ও গোঁফ কৃষ্ণবর্ণ। কোম্পানির সিপাহীরা যে ভাবে দাড়ি ও গোঁফের বিন্যাস করে, আগন্তুক বিক্রেতার দাড়ি গোঁফও সেই ভাবে বিন্যস্ত। তাহার ললাট বিস্তৃত, নাসা ঈষৎ বঙ্কিম, চক্ষু তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। সংক্ষেপে শিবিরের অনুচর বা পরিচারকদিগের আকৃতি হইতে এই আগন্তুক ব্যবসায়ীর আকৃতি সর্ব্বাংশে বিভিন্ন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার পিষ্টকের ঝুড়ি লইয়া আসিয়াছিল, তাহার আকৃতি দেখিলে, তাহাকে বদমায়েস বলিয়া বোধ হয়। রেজিমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট বাজার থাকিত। যাবতীয় দ্রব্য এই বাজার হইতে আনিতে হইত। যাহারা বাজারের দোকানদার নয়, তাহারা অধিনায়কের স্বাক্ষরযুক্ত পাশ ভিন্ন রেজিমেণ্টের শিবিরে কোন দ্রব্য লইয়া আসিতে পারিত না। আমি পিষ্টকবিক্রেতার নিকটে পাশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ইংরেজীতে কহিল,—'ব্রিগেডিয়ার আড্রিয়ান্ হোপ আমাকে পাশ দিয়াছেন। আমার নাম জেমি গ্রীণ। আমি মেস্‌খানসামা ছিলাম।' * * জেমি গ্রীণের আকৃতি দর্শনের পর তাহার পরিশুদ্ধ ও সরল ইংরেজীর অনর্গল উচ্চারণ দেখিয়া, আমি বিস্মিত হইলাম। ইংরেজীতে তাহার অধিকার ছিল, যেহেতু সে আমার পার্শ্বে বসিল এবং আমার নিকটে সংবাদপত্র দেখিতে চাহিল। আমার বোধ হইল যে, উপস্থিত সিপাহীযুদ্ধ সম্বন্ধে বিলাতের পত্রসম্পাদকদিগের কিরূপ

অভিমত, জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ জন্মিয়াছে। কথোপকথনকালে আমি তাহার অনর্গল ইংরেজী উচ্চারণের প্রশংসা করিলাম। সে কহিল, তাহার পিতা ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের মেস্‌খানসামা ছিল। সে বাল্যকাল হইতেই ইংরেজী কহিতে শিখিয়াছে। রেজিমেণ্টের স্কুলে তাহার লেখাপড়ার অভ্যাস হইয়াছে। সে দীর্ঘকাল সৈনিকদলের মধ্যে লেখাপড়ার কর্ম্ম করিয়াছে। যাবতীয় হিসাব তৎকর্ত্তৃক ইংরেজীতেই লিখিত হইত। জেমি গ্রীণের সহিত যখন এইরূপ কথা হইতেছিল, তখন পিষ্টকের মূল্য লইয়া একজনের সহিত জেমি গ্রীণের ভৃত্যের বচসা ঘটিল। আমি জেমি গ্রীণের ভৃত্যের রুক্ষ দৃষ্টির বিষয় কহিলাম। জেমি গ্রীণ উত্তর করিল,—'ইহার সম্বন্ধে কিছু মনে করিবেন না। এই ব্যক্তি আইরিশ্‌, ইহার নাম মিকি। ইহার মাতা ৮৭ সংখ্যক আয়র্লণ্ডের সৈনিকদলের বাজারে থাকে। পিতৃত্বসম্বন্ধে সার্জ্জেণ্ট্‌ মেজরের বাবুর্চ্চি পর্য্যন্ত সমগ্র রেজিমেণ্টের উপর ইহার দাবী আছে। সম্প্রতি এই ব্যক্তি পঞ্জাব হইতে আসিয়াছে। কাণপুরের সৈন্যাধ্যক্ষের একটি যুবতী ভার্য্যা আছে। মিকির আকৃতি এই যুবতী নারীর প্রিয়দর্শন বলিয়া, সৈন্যাধ্যক্ষ ইহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন।' ইহার পর জেমি গ্রীণ কহিল,—'তামাসা ত তামাসা, কিন্তু একজনের আঙ্গুরকিস্‌মিসের পিষ্টক খাইয়া উহার মূল্য না দেওয়া হাইলণ্ডের তামাসা।' জেমি গ্রীণের এই বিদ্রূপবাক্য শুনিয়া তাম্বুর সকলে, যে ব্যক্তি মূল্য দিতে অসম্মত হইয়াছিল, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল। সুতরাং ঐ ব্যক্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া, মূল্য দিল। জেমি গ্রীণ এবং মিকি অন্য তাঁবুতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে জেমি গ্রীণ আমার নিকট হইতে কয়েকখানি সংবাদপত্র চাহিয়া লইল। এইরূপে পিষ্টকবিক্রেতার সহিত প্রথম বারের দেখাশুনা শেষ হইল।

"দ্বিতীয় বারের আলাপপরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিকতর কৌতূহলজনক এবং উহার পরিণাম অধিকতর শোচনীয়। যে দিন উক্ত পিষ্টকবিক্রেতা আমাদের শিবিরে আসিয়া পিষ্টক বিক্রয় করে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে শিবিরে পাহারা দিবার ভার আমার উপর ছিল। সূর্য্যাস্তসময়ে একজন সৈনিক আসিয়া আমাকে কহিল যে, আঙ্গুরকিস্‌মিসের পিঠেওয়ালা লক্ষ্ণৌর একজন চর বলিয়া ধৃত হইয়াছে। * * *এখন রাত্রি হওয়াতে তাহার ফাঁসী হইবে না। তাহাকে

আমার তত্ত্বাবধানে রাখা হইবে। শিবিরে পাহারা দিবার জন্য অতিরিক্ত প্রহরীও থাকিবে। এই সংবাদে আমি যে, সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যদিও চরেরা সকল সময়েই সৈনিকদলের মধ্যে সাতিশয় ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মাইয়া থাকে, এবং যদিও তাহাদের প্রতি কাহারও দয়া-প্রকাশ হয় না, তথাপি ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার সাতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। অল্পক্ষণের আলাপেই আমি তাহার ক্ষমতা বুঝিয়াছিলাম। এইরূপ সৌম্যদর্শন ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি কিরূপে সামান্য অনুচর বা পরিচারকের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর করণীয় কর্ম্মভার গ্রহণ করিল, আমি তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, চর বলিয়া, এই ব্যক্তি উক্তরূপ সামান্যবেশে আসিয়াছিল।

"যাহারা আমাদের সহিত যুদ্ধে উদ্যত এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের উপর আমাদের যাবতীয় শ্রেণীর যে, কিরূপ বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছিল, এস্থলে তাহার বর্ণনা করা অনাবশ্যক। কোন ব্যক্তি চর বলিয়া ধৃত হইলে ইন্ধনযুক্ত অগ্নির ন্যায় ঐ ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষভাবের উদ্দীপক হইত মাত্র। ইউরোপীয় জাতিসমূহের পরস্পরের সহিত যুদ্ধ অপেক্ষা এসিয়াবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ সাতিশয় নির্দ্দয়ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমি যে বিদ্রোহঘটিত যুদ্ধের কথা বলিতেছি, উহা এসিয়ার যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর অপকৃষ্ট। * * এই যুদ্ধ কেবল নরহত্যা মাত্র। যেখানে কোন খৃষ্টান বা কোন শ্বেত পুরুষ বিদ্রোহীদিগের হস্তে পড়িয়াছে, সেইখানে তাহারা নির্দ্দয়-ভাবে নিহত হইয়াছে, এবং এতদ্দেশের যে কোন ব্যক্তি উক্ত খৃষ্টান বা ইউরোপীয়ের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, সে ব্যক্তিও বিদ্রোহীদিগের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। সামরিকবিভাগের বিচারকই হউন বা সাধারণ বিচারকই হউন, যেখানে কোন বিদ্রোহীর দেখা পাইয়াছেন, অথবা কোন এতদ্দেশীয়ের উপর কোনরূপ সন্দেহ করিয়াছেন, সেই খানেই অবিলম্বে সেই হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তিমকাল আসন্ন হইয়াছে। সাধারণ বিচারকগণ আমাদের ক্ষমতাপ্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলের সঙ্গে থাকিয়া, যে ভাবে বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে যেরূপ ন্যায়পরতার অবমাননা ঘটিয়াছে, সেইরূপ নির্দ্দয়তাপ্রকাশ হইয়াছে। সামরিক আইন অনুসারে যে শাস্তি ঘটে, তাহা উচিত হউক, বা অনুচিত হউক, কালবিলম্বব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়। কিন্তু

যে সকল বিচারক বিদ্রোহীদিগের বিচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলের সঙ্গে ছিলেন, আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা সাতিশয় নির্দ্দয়-ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত বিচারকগণ নিঃসন্দেহ এই ভাবে আপনাদের কর্ম্ম উচিত মনে করিয়াছেন যে, তাঁহারা যুদ্ধ ও বিদ্রোহের নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে অপরাধিগণ সাতিশয় পাপজনক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে। প্রধান সেনাপতিও এইরূপ নরহত্যার বিরোধী ছিলেন, * * ফতেগড় হইতে কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে তিনি যখন কোন এক আমের বাগানে প্রবেশ করেন, তখন ঐ বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষের শাখা বিলম্বিত, গলিত শবে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ইহা দেখিয়া সাতিশয় বিরক্তিসহকৃত ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর একজন বিচারক কোন সৈনিকদলের সহিত যাইবার সময়ে, এই ভাবে ফাঁসীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

"এখন আমার কথা বলিতেছি। জেমি গ্রীণ চর বলিয়া ধৃত হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিবার পরক্ষণেই প্রোবোষ্ট মার্শেলের* সহযোগিবর্গের মধ্যে কতিপয় সৈনিক পুরুষ তাহাকে আমাদের তাঁবুতে আনিয়া, আমার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সাবধানে রাখিতে কহিলেন। তাহার সহিত পিষ্টকের চুপড়ীর পূর্ব্বোক্ত বাহকও ছিল। সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যে সকল লোক ১৮৫৭ অব্দের জুলাই মাসে কাণপুরে ইউরোপীয় নরনারীদিগকে বধ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এই ব্যক্তি ছিল।* * আমি যেমন কয়েদী দুইটির রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি, অমনি কতিপয় প্রহরী ইহাদের জাতিনাশের জন্য বাজার হইতে শূকর-মাংস আনিবার প্রস্তাব করিল। তখন ফাঁসী দিবার পূর্ব্বে এই ভাবে কার্য্য হইত। আমি এই প্রস্তাবের একান্ত বিরোধী হইলাম, এবং স্পষ্টাক্ষরে কহিলাম, আমি যে পর্য্যন্ত প্রহরীদিগের অধ্যক্ষ থাকিব, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই ইহা করিতে দিব না। অপর প্রহরীদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলাম যে, যদি কয়েদীদিগের ধর্ম্মনাশের জন্য কেহ কোনরূপ চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার সৈনিকচিহ্নের পরিচয়সূচক কোমরবন্ধ খুলিয়া

* যে কর্ম্মচারী সৈনিকবিভাগে কয়েদীদিগের তত্ত্বাবধান, কর্তৃপক্ষের আদেশমত অপরাধী-দিগের শাস্তিবিধান, সৈনিকবিভাগের নিয়মানুসারে শৃঙ্খলাসাধন প্রভৃতি পুলিশের কর্ম্ম করেন।

লওয়া হইবে। আদেশপালন না করাতে এই ব্যক্তি আবদ্ধ থাকিবে। অপেক্ষাকৃত শান্তস্বভাব প্রহরীরা আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। যে হতভাগ্য আপনার নাম জেমি গ্রীণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল, আমার এই আদেশ শ্রবণে তাহার মুখমণ্ডলে যেরূপ কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি হইল, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। সে কহিল যে, আমার নিকটে এইরূপ সদয়ভাবের কখনও প্রত্যাশা করে নাই। উহার জন্য সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লা যুদ্ধের সময়ে আমাকে যাবতীয় বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন। * * আমি কয়েদীর এইরূপ প্রার্থনার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম, এবং সে সায়ন্তন উপাসনা করিতে পারে, এজন্য তাহার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিলাম। আমার এইরূপ সদয়ব্যবহারে তাহার সহচরের কেবল রুক্ষভাব পরিস্ফুট হইল। কিন্তু সে স্বীকার করিল যে, সার্জ্জেণ্ট সাহেব মুসলমানের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যেহেতু, তিনি তাহাকে শূকরের বসালেপন হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

"কয়েদীদিগকে তাহাদের সায়ন্তন উপাসনা সাঙ্গ করিতে দিলাম। সময় ও অবস্থা অনুসারে যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে, তাহারা ততটুকু স্বাধীনতা পাইল। আমি বিনা নিদ্রায় রাত্রিযাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। যেহেতু, যদি কয়েদী দুইটির কেহ পলায়ন করে, তাহা হইলে উহা নিরতিশয় দোষের মধ্যে গণ্য হইবে। * * আমি রেজিমেণ্টের বাজার হইতে একজন মুসলমানকে আনাইয়া, আমার ব্যয়ে কয়েদীদিগের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কহিলাম। ইহাতে মুসলমান দোকানদার উত্তর করিল,—'আপনি যখন মুসলমানের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থার সময়ে তাহার প্রতি এইরূপ দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন যদি আপনি ইহার জন্য আমাদিগকে একটি পয়সাও ব্যয় করিতে অনুমতি না দেন, তাহা হইলে আমাদের স্বধর্ম্মের সম্মান হানি হইবে'।

"বাজার হইতে খাদ্য আসিল। জেমি গ্রীণ উহা খাইয়া একখানি মাদুরের উপর বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে কহিল,—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাকে জীবনের এই শেষ রাত্রিতে এইরূপ দয়াশীল সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন। ইহার পর সে আমাকে কহিল,—'আপনি আমাকে আমার জীবনের ঘটনা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা যথার্থ বটে যে, আমি চর।

কিন্তু চর বলিলে সচরাচর যাহা বুঝায়, আমি কখনও সে শ্রেণীর লোক নহি। আমি সাধারণ চরের অন্তর্ভুক্ত নই। আমি লক্ষ্ণৌর বেগমের সৈনিকদলের একজন কর্ম্মচারী। আমাদের বিরুদ্ধে যে সৈন্য ও কামানাদি যাইতেছে, তাহাদের বলাবল সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি লক্ষ্ণৌর সৈনিকদলের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। বিপক্ষদিগের অবস্থা ও গতি-বিধির পর্য্যবেক্ষণের জন্য আসিয়াছি। কিন্তু আল্লা আমার কার্য্য সিদ্ধ হইতে দিলেন না। আমি আজ সন্ধ্যাকালে লক্ষ্ণৌতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইত, তাহা হইলে কল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তথায় পঁহুছিতে পারিতাম। যেহেতু, যাবতীয় অভীষ্ট বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু উনাও, লক্ষ্ণৌর পথে থাকাতে, আপনাদের কামান এবং গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি লক্ষ্ণৌতে যাইতেছে কিনা, দেখিবার জন্য, আর একবার এই স্থানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু একটি অসতীপুত্র আমাকে চর বলিয়া ধরাইয়া দিয়াছে। এই পাষণ্ড ফাঁসীর কাঠ হইতে আপনার গলা বাঁচাইবার জন্য এইরূপে তাহার স্বদেশের এবং স্বধর্ম্মের লোকদিগের জীবননাশের কারণ হইয়াছে। কিন্তু আল্লা সত্য, সেই ব্যক্তি জাহান্নমের (নরকের) আগুনে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পাইবে।*

"আপনি আমার নাম জানিতে চাহিয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্যের বিবরণ স্কটলণ্ডে আপনার বন্ধুদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমার নাম ইত্যাদি বলিতে কোন আপত্তি নাই। ইংলণ্ডের —ইংলণ্ড অর্থে আমি স্কটলণ্ডসমেত ইংলণ্ড বলিতেছি—লোক ন্যায়পর। আল্লার এই ভৃত্যের অদৃষ্টলিপিতে তাহাদের কেহ কেহ দুঃখিত হইতে পারেন। আমি দুই বার লণ্ডন এবং এডিনবরা দেখিয়াছি। এই দুই স্থানে আমার অনেক বন্ধু আছেন। আমার নাম মহম্মদ আলী খাঁ। রোহিলখণ্ডের সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশে আমার জন্ম। বেরিলী কলেজে আমার শিক্ষালাভ হইয়াছে। আমি সেখানে যাবতীয় ইংরেজী বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া, প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি। বেরিলী কলেজ হইতে রুড়কির গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে

* যে ব্যক্তি জেমি গ্রীণকে চর বলিয়া ধরাইয়া দেয়, বেরেলীর বিপ্লবকালে সে আপনার প্রতিপালক ইউরোপীয়কে বধ করে। এই অপরাধে পরবর্ত্তী মে মাসে তাহার ফাঁসী হয়।

প্রবিষ্ট হইয়া, সেখানে কোম্পানির চাকরী পাইবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়াছি। এই কলেজের শেষ পরীক্ষায় সৈনিক এবং সাধারণ বিভাগের কর্ম্মপ্রার্থী সমুদয় ইউরোপীয় ছাত্র অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছি। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে? আমি কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারদিগের মধ্যে জমাদারের কর্ম্ম পাইয়াছি। আমাকে পাহাড়ের পথের কর্ম্মে পাঠান হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় আমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন। বোধ হয়, কেবল পাশবিক শক্তি ব্যতীত এই ইউরোপীয় সর্ব্বপ্রকারে আমা অপেক্ষা অপকৃষ্ট। ইহার কিছুমাত্র শিক্ষা হয় নাই। ইংলণ্ডে এই ব্যক্তি কখনও উচ্চপদ লাভ করিতে পারিত না। মূর্খের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ এই ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের সাধারণ দোষ—ঔদ্ধত্য, গর্ব্ব এবং স্বার্থপরতার এরূপ পরিচয় দিত যে, উহাতে সহজে আমরা উত্তেজিত ও বিরক্ত হইতাম। এইরূপ লোক দ্বারা আপনাদের জাতীয় প্রতিপত্তির কত দূর ক্ষতি হইতেছে, আমাদের ভাষা না জানিলে এবং আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত না মিশিলে, তাহা আপনারা কখনও জানিতে পারিবেন না। আপনাদের জাতীয় স্বার্থপরতা এবং দাম্ভিকতা সম্বন্ধে আপনাদের ঘোরতর শত্রুরা যাহা বলিয়া থাকে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ একটি দৃষ্টান্তই পর্য্যাপ্ত। ইহাতে লোকে আপনাদের উদারতা এবং সমবেদনা কেবল ভণ্ডামি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমি অর্থের জন্য কোম্পানির চাকরী গ্রহণ করি নাই। আমার সম্মান হইবে, কেবল এই আশাতেই চাকরী স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমেই যাহাকে আমি ঘৃণা করি—কেবল ঘৃণা নয়, যাহার প্রতি একান্ত বিরক্তি প্রকাশ করি—তাহার অধীন হওয়াতে আমার অপমান ও অসম্মান ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই। আমি পিতাকে এ বিষয় জানাইয়া, তাঁহার নিকটে চাকরী ছাড়িয়া দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, রাজবংশীয়গণ এই ভাবে কোম্পানির চাকরী করিতে পারেন না। আমি অযোধ্যার নবাব নসীরুদ্দীনের সরকারে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা করিয়া, চাকরী ছাড়িয়া বাড়ী গেলাম। যখন আমি লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হই, তখন নেপালের জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ডে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার একজন ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ সেক্রেটরির প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি অবিলম্বে এই

কর্ম্মের জন্য আবেদন করিলাম। অনেক রাজা এবং ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী আমার আবেদনের সমর্থন করিলেন। আমি মহারাজের সেক্রেটরি হইয়া, তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে উপনীত হইলাম। অন্যান্য স্থানের মধ্যে এডিনবরায় গিয়াছিলাম। সে সময়ে মহারাজের সম্মানার্থে আপনাদের ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার রেজিমেণ্ট সামরিক বেশে সজ্জিত হইয়া, দণ্ডায়মান ছিল। যখন আমি হাইলণ্ডের পরিচ্ছদধারী এই রেজিমেণ্ট দেখিলাম, তখন ইহা ভাবি নাই যে, হিন্দুস্থানের সমতল ক্ষেত্রে ইহাদের শিবিরে আমি বন্দী হইব। কিন্তু কে অদৃষ্টের কথা বলিতে পারে, এবং উহার হাত ছাড়াইতে পারে?

'আমি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ১৮৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত স্বদেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজদরবারে চাকরী করি, ঐ অব্দে আজিম উল্লার সহিত পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যাই। আপনি উপস্থিত বিপ্লবপ্রসঙ্গে আজিম উল্লার নাম অবশ্য শুনিয়াছেন। পেশওয়ের দেহত্যাগের পর নানা সাহেব আজিম উল্লাকে আপনার এজেণ্ট করেন। আমার ন্যায় আজিম উল্লা খাঁও কাণপুরের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক গঙ্গাদীনের প্রদত্ত শিক্ষাগুণে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি তিনি ইংলণ্ডে যাইতে পারেন, তাহা হইলে তদীয় প্রভুর বিরুদ্ধে লর্ড্ ডালহৌসীর নিষ্পত্তি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। আজিম উল্লা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারাজীবদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য এবং যদি আবশ্যক হয়, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগকে উৎকোচ দিবার নিমিত্ত, বহু অর্থ লইয়া, ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। আপনি জানেন যে, লণ্ডনের সমাজে তাঁহার সম্মান লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আপনার রাজনীতিসংক্রান্ত কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় করিয়া, আমরা ১৮৫৫ অব্দে কনষ্টাণ্টিনোপল দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ইংলণ্ড পরিত্যাগ করি, কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে ক্রিমিয়া দেখিতে যাই। এই স্থানে ১৮ই জুন ইংরেজসৈন্যের আক্রমণ এবং পরাজয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। শিবাস্তোপলের পুরোভাগে উভয় সৈন্যের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমাদের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। আমরা কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রত্যাবৃত্ত হই। এই স্থানে কতিপয় ব্যক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা রুসিয়ার রাজকর্ম্মচারী বলিয়া, আত্মপরিচয় দিয়া-

ছিলেন। ইঁহারা আজিমউল্লা খাঁকে কহিয়াছিলেন যে, যদি তিনি ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা কার্য্যতঃ যথোচিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। এই সময়ে আমি এবং আজিম উল্লা কোম্পানির গবর্ণমেণ্টের বিপর্য্যয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আপনি আমাকে যে সকল সংবাদপত্র দিয়াছেন, তৎসমুদয়ে দেখিলাম যে, কোম্পানির রাজত্ব গিয়াছে। তাহাদিগকে আর পরস্বহরণ বা পররাজ্য অধিকারের জন্য সনন্দ দেওয়া হইবে না। যদিও আমরা এই দেশ ইংরেজের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে পারিলাম না, তথাপি আমরা কিয়দংশে ভাল কাজ করিলাম। আমাদের জীবনেরও বৃথা উৎসর্গ হইল না; যেহেতু, আমার বিশ্বাস যে, শাসনকার্য্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে পার্লেমেণ্টের অধীন হইলে উহা কোম্পানির অধিকারে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়ানুগত হইবে, এবং আমি দেখিয়া যাইতে না পারিলেও, আমার বিশ্বাস যে, আমার নিপীড়িত ও পদদলিত স্বদেশীয়গণ ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

'সাহেব! আপনার তোষামোদ বা আপনার অনুগ্রহলাভের জন্য বলিতেছি না। আমি আপনার যথোচিত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি জানি যে, আপনি ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন না। উহা করিবার ইচ্ছায় থাকিলেও, আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান করিতে দিবে না। আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। আপনি আমার প্রতি যেরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার মনের কথা আপনাকে খুলিয়া বলিলাম। আমার হৃদয়ে আপনাদের প্রতি ঘৃণার ভাব নিহিত আছে। আমার মুখে, আপনাদের প্রতি প্রয়োগ করা যায়, এরূপ কঠোর কথাও রহিয়াছে। আমি এই ভাবেই আপনাদের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্যের প্রতি আপনার দয়া দেখিয়া, আমি লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের পর এই দ্বিতীয় বার উপস্থিত বিপ্লবঘটিত অত্যাচারের জন্য লজ্জিত হইতেছি। কয়েক দিন পূর্ব্বে কাণপুরে থাকিতে একটি ঘটনায় প্রথম বার আমার লজ্জার উদ্রেক হইয়াছিল। যখন কর্ণেল নেপিয়ার কাণপুরের ঘাটে কয়েকটি হিন্দু-দেবমন্দির কামানে উড়াইয়া দিতে উদ্যত হয়েন, তখন, পাণ্ডারা

তাঁহার নিকটে গিয়া, মন্দিররক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। কর্ণেল নেপিয়ার এই প্রার্থনার উত্তরে তাঁহাদিগকে কহেন,—'এখন আমার কথা শুনুন। যখন আমাদের কুলনারীগণ, আমাদের বালকবালিকাগণ নিহত হয়, তখন আপনারা সকলেই এখানে ছিলেন। আপনারা জানেন যে, আমরা প্রতিহিংসা প্রযুক্ত এই সকল মন্দিরের বিধ্বংশে প্রবৃত্ত হই নাই। নৌসেতু নিরাপদে রাখিবার জন্য মন্দিরগুলি বিনষ্ট করিতেছি। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এরূপ প্রমাণ দিতে পারেন যে, তিনি একটি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু সন্তানের সম্বন্ধে কিয়দংশে দয়ার কার্য্য করিয়াছেন, অন্ততঃ তিনি যদি এরূপও প্রমাণ দেখাইতে পারেন যে, ইহাদের জীবন রক্ষার জন্য একটি কথাও বলিয়াছেন, আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, তিনি যে স্থানে দেবারাধনা করেন, আমি সেই স্থান যথাবৎ রাখিব।' আমি এই সময়ে জনতার মধ্যে কর্ণেল নেপিয়ারের নিকটে দণ্ডায়মান ছিলাম। কর্ণেল নেপিয়ার বেশ্ কথা বলিয়াছিলেন। কেহ এই কথার উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণেরা নীরবে চলিয়া গেল। কর্ণেল নেপিয়ার ইঙ্গিত করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মন্দিরগুলি বায়ুস্তরের মধ্যে উড়িয়া গেল। নেপিয়ারের ন্যায়সঙ্গত কথায় আমি লজ্জাভারে অধোবদন হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

"এই কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'যখন বিদ্রোহ ঘটে, তখন আপনি কাণপুরে ছিলেন কি না?' বন্দী উত্তর করিলেন,—'না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তখন আমি রোহিলখণ্ডে আপনার বাড়ীতে ছিলাম। আমি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অরাতিনিপাত করিয়াছি। অন্যরূপে কাহারও শোণিতে আমার হস্ত কলঙ্কিত হয় নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ঝটিকার সঞ্চার হইয়াছে, সুতরাং স্ত্রী ও সন্তানদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য বাড়ী গিয়াছিলাম। যখন আমি বাড়ীতে ছিলাম, তখন মিরাট এবং বেরিলীর বিপ্লবের কথা আমার শ্রুতিগোচর হয়। আমি অবিলম্বে বেরিলীতে গিয়া তত্রত্য সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হই, এবং তাহাদের সহিত দিল্লীতে পদার্পণ করি। আমি দিল্লীতে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া, নগররক্ষার জন্য যাবতীয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজেরা নগর অধিকার করেন। আমি ঐ পর্য্যন্ত দিল্লীতেই থাকি, পরে পরস্পরবিচ্ছিন্ন সিপাহীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে একত্র করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাদিগকে লইয়া, লক্ষ্ণৌযাত্রা করি।

আমরা প্রথমে মথুরায় উপনীত হই, সৈনিকদিগের পারের জন্য যমুনার উপর যে পর্য্যন্ত নৌসেতু প্রস্তুত না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকি। শাহজাদা ফিরোজ শাহ এবং সেনাপতি বখত্ খাঁর অধীনে এখনও ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে। লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলে আমাকে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্ম দেওয়া হয়। নবেম্বর মাসে যখন আপনাদের সৈনিকদল রেসিডেন্সির উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হয়, তখন আমি লক্ষ্ণৌতে ছিলাম। আমি সেকেন্দরবাগের ভয়ঙ্কর নর-হত্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে দিন উহা আক্রান্ত হয়, তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে আমি উহার রক্ষার জন্য যাবতীয় বিষয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলাম। যখন আপনারা শাহনজিফ আক্রমণ করেন, তখন ঐ স্থান হইতে আমি আপনা-দের গতিপর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম। আমি লক্ষ্ণৌর সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত সৈনিকদিগের মধ্যে তিন হাজারের অধিক লোক সেকেন্দরবাগরক্ষার জন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলাম। ইহাদের একটিও রক্ষা পায় নাই। পূর্ব্বরাত্রিতে যখন আমার স্থাপিত দণ্ড হইতে আমাদের সবুজ পতাকা তুলিয়া আপনাদের হাইলণ্ডের টুপি বসান হয়, তখন আমি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলাম। আমার প্লীহা জল হইয়া গিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের সমস্তই শেষ হইল। সেকেন্দরবাগে গোলাবর্ষণের জন্য শাহনজিফে কামানসন্নিবেশ করিয়া-ছিলাম। এই সময় হইতে আমি লক্ষ্ণৌ সহরে এবং উহার চারি দিকে, যে ভাবে প্রাচীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ঠিক করি, এবং তৎ-সমুদয়ের নির্ম্মাণকার্য্যের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকি। আপনি লক্ষ্ণৌ গেলে উহা দেখিতে পাইবেন। যদি সিপাহীরা এবং গোলন্দাজগণ উহার পশ্চাতে দৃঢ়তা-সহকারে দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্ণৌ অধিকারের পূর্ব্বে আপনাদের অনেক সৈন্য নষ্ট হইবে।'

"ইহার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমাদের প্রথম পরিচয়-কালে যাহার নাম তিনি মিকি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে জুলাই মাসে কাণপুরস্থিত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের নিধনের জন্য নানা সাহেবের নিয়োজিত লোকের মধ্যে ছিল কিনা? বন্দী উত্তর করিলেন,—'আমার বিশ্বাস, ইহা সত্য। কিন্তু যখন আমি ইহাকে নিযুক্ত করি, তখন এ বিষয় আমার গোচর হয় নাই। এই ব্যক্তি বিশ্বাসী, ইহা শুনিয়া, ইহাকে সঙ্গে

লইয়াছিলাম। যদি জানিতাম যে, এই ব্যক্তি স্ত্রীলোক এবং শিশুসন্তানদিগকে বধ করিয়াছে, তাহা হইলে কখনও ইহার সংস্রবে থাকিতাম না।' * * এই কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে,—নিধনের পূর্ব্বে ইউরোপীয় কুলনারীদিগের সম্ভ্রম নষ্ট করা হইয়াছে। এই কথার সত্যতাসম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কিনা? বন্দী কহিলেন,—'সাহেব আপনি বিদেশী, তাহা না হইলে এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিতেন না। যিনি এই দেশের আচারব্যবহার এবং জাতিগত কঠোর নিয়ম অবগত আছেন, তিনি জানেন, এই কথা মিথ্যা। কেবল জাতিগত বিদ্বেষ বাড়াইবার জন্য ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আমি স্বীকার করি যে, কুলনারী-গণ এবং বালকবালিকারা নিহত হইয়াছে। কিন্তু কাহারও ইজ্জৎ নষ্ট হয় নাই। 'আমরা অসভ্যদিগের ইচ্ছার উপর রহিয়াছি। ইহারা যুবতী এবং বৃদ্ধা, সকলেরই সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছে' এইরূপ নানা কথা কাণপুরের গৃহগুলির দেয়ালে লিখিত হইয়াছে। এই সকল কথা এ দেশের ইংরেজী সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। এ দেশের সংবাদপত্রের এই কথা বিলাতের সংবাদপত্রে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু কাণপুরের দেয়ালের ঐ সকল লেখা জালমাত্র। সেনাপতি আউট্রাম এবং হাবেলকের সৈন্য কাণপুর পুনরধিকার করিলে দেয়ালে উহা লিখিত হইয়াছিল। যদিও আমি সে সময়ে তথায় ছিলাম না, তথাপি যাহারা ছিল, তাহাদের কথাই আমি বলিতেছি। আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য।'

"নানা সাহেব কি জন্য সাতিশয় নির্দ্দয়ভাবে উক্তরূপ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমি বন্দীর নিকটে অতঃপর তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন,—'এসিয়াবাসিগণ দুর্ব্বলপ্রকৃতি। তাহাদের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বসঙ্কল্পিত বিশ্বাসঘাতকতা হইতে এইরূপ অব্যবস্থিততার উৎপত্তি হয় না। প্রধানতঃ কর্ত্তব্যপালনে ঔদাস্যই ইহার কারণ। যখন তাহারা কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়, তখন তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু অসুবিধা দেখিলেই উহা ভুলিয়া যায়। আমার বিশ্বাস, নানা সাহেবের সম্বন্ধ এইরূপ ঘটিয়াছিল। নানা সাহেব স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে একটি দানবী অবস্থিতি করিতেছিল। এই নারী পূর্ব্বে

বাঁদী ছিল। নানা সাহেবের পার্শ্বচরদিগের মধ্যে অনেকে (আজিম উল্লা খাঁ ইহাদের মধ্যে একজন), যাহাতে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব হয়, সেই ভাবে উপস্থিত বিপ্লবে নানা সাহেবকে জড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সুতরাং অনেকে দৃঢ়তার সহিত দানবীর ভয়ঙ্কর প্রস্তাবের সমর্থন করিল। উক্ত দানবী ইংরেজ মহিলাদিগকে বধ করিবার অনুমতি পাইল। যখন ৬ সংখ্যক পদাতিদলের সিপাহীগণ এবং নানা সাহেবের প্রহরিগণ এই ভয়াবহ কর্ম্মসাধনে অসম্মত হইল, তখন ঐ নারী কতিপয় দুরাত্মাকে আনিল। ইহাদিগকর্তৃক এই কর্ম্ম সম্পাদিত হইল। আমি সেনাপতি তাত্যা টোপের নিকটে ইহা অবগত হইয়াছি। অনুমতি দেওয়ার জন্য তাত্যা টোপের সহিত নানা সাহেবের বিবাদ হইয়াছিল। আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য। কাণপুরে ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকার নিধন নারীর কর্ম্ম। নরদানব অপেক্ষা নারীদানবী অধিকতর ভয়ঙ্কর। কিন্তু কি জন্য অভাগিনী মহিলাদিগের প্রতি ইহার শত্রুতা জন্মিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। আমি কখন এ বিষয়ের অনুসন্ধানও করি নাই।'*

"ইহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেনাপতি হুইলারের কন্যা পিস্তলের গুলিতে চার পাঁচ জনকে বধ করিয়া, শেষে কাণপুরের কূপে ঝাঁপ দিয়াছিল। এই কথা এখন প্রচারিত হইয়াছে, ইহা সত্য কি না? বন্দী কহিলেন,—'এই সকল গল্প নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক। উহার মূলে কোন সত্য নাই। সেনাপতি হুইলারের কন্যা এখনও জীবিত আছেন। তিনি এখন লক্ষ্ণৌতে অবস্থিতি করিতেছেন। যে মুসলমান তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, তিনি মুসলমানী হইয়া, মুসলমানধর্ম্মানুসারে তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

"বন্দীর সহিত এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি অতিবাহিত হইল। আমি বন্দীকে প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপন করিতে দিলাম। উপাসনা শেষ করিয়া, তিনি এইরূপ দয়াপ্রদর্শনের জন্য আবার আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। যখন তিনি কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার দুইটি পুত্র রোহিলখণ্ডের বাড়ীতে আছে, এখানে হতভাগ্য পিতার অদৃষ্টের বিষয় পুত্রদ্বয় জানিতে পারে নাই, তখন কেবল একবার মাত্র তাঁহার দৃঢ়তার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বলতা দেখা গিয়াছিল।

* উপস্থিত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ কাণপুরের নিদারুণ শোচনীয় ঘটনা এই ভাবেই বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তখন ফরবস্-মিচেল সাহেবের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

পরক্ষণেই তিনি এই ভাবের গোপন করিয়া কহিলেন,—'আমি ইংলণ্ডের ইতিহাসের ন্যায় ফরাসীদেশের ইতিহাস পড়িয়াছি। দাঁতুনের বিষয় আমার মনে আছে। আমি কোনরূপ দুর্ব্বলতা দেখাইব না।' অনন্তর তিনি আপনার কেশগুচ্ছমধ্যে লুক্কায়িত একটি স্বর্ণাঙ্গুরী বাহির করিয়া, আমাকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ দিতে চাহিলেন। তিনি কহিলেন যে, এখন কেবল তাঁহার এই একটি মাত্র দ্রব্য আছে। ধৃত হইবার সময়ে অন্যান্য দ্রব্য তাঁহার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। এই দ্রব্যটি অতি সামান্য। মূল্য দশ টাকার বেশী হইবে না। কিন্তু কনষ্টাণ্টিনোপলের একটি সাধু পুরুষ তাঁহাকে এই অঙ্গুরী দিয়া কহিয়াছিলেন যে, ইহা ধারণ করিলে যাবতীয় বিপদ নিরাকৃত হইবে। আমি অঙ্গুরীটি গ্রহণ করিলাম। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, উহা আমার আঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন, এবং কহিলেন,—'যখন আপনি লক্ষ্ণৌতে থাকিবেন, তখনই এই অঙ্গুরীটি দেখিবেন এবং মহম্মদ আলী খাঁর নাম স্মরণ করিবেন। আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না।' এই কথা শেষ হইবার পরক্ষণেই একজন প্রহরী উপস্থিত হইল। আমি নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহার হস্তে বন্দীকে সমর্পণ করিলাম।

"পরক্ষণে লক্ষ্ণৌযাত্রার আদেশ প্রদত্ত হইল। মার্ত্তণ্ড গগনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে, আমরা আমাদের অবস্থিতির স্থল পরিত্যাগ করিলাম। পথবর্ত্তী একটি বৃক্ষের তল দিয়া যাইবার সময়ে সভয়ে দেখিলাম যে, আমার বন্দী এবং তাহার সহচর ঐ বৃক্ষে বিলম্বিত রহিয়াছে। আমি ইহা দেখিয়া, অতিকষ্টে অশ্রুবেগের সংবরণ করিলাম। ১১ই মার্চ্চ বেগমকুঠী আক্রমণ-কালে আমি মহম্মদ আলী খাঁকে স্মরণ করিয়াছিলাম এবং তৎপ্রদত্ত অঙ্গুরী দেখিয়াছিলাম। যুদ্ধের কালে আমার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই * * বিপ্লবের কালে অনেকেই অনেক মূল্যবান দ্রব্য লুঠিয়া লইয়াছিল। কেবল এই অঙ্গুরীটি মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছিল।"*

এইরূপে মহম্মদ আলী খাঁর কথা শেষ হইল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, মহম্মদ আলী যেরূপ সুশিক্ষিত, সেইরূপ দূরদর্শী ছিলেন না। তিনি ইংলণ্ডে

* *Reminiscences &c. p. 174-193.*

গিয়াছিলেন, কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইংরেজের বসতিস্থলে, তুরুকদিগের রাজধানীতে, ইউরোপীয় সৈনিকদিগের বীর্য্যবহ্নির বিস্ফুরণক্ষেত্রে তাঁহার সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বকীয় শিক্ষার গুণে এই সকল স্থানেও প্রকৃত জ্ঞানের সংগ্রহে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি নিতান্ত অল্প ছিল। তিনি যে বীর পুরুষের সেক্রেটারি হইয়া সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সেই বীর পুরুষের ন্যায় ইংরেজের শক্তি ও ক্ষমতার পরিমাণ করিতে পারেন নাই। ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের আকস্মিক ব্যাপারে তাঁহার মতিভ্রম হইয়াছিল। তিনি এই ভ্রমপ্রযুক্ত স্বদেশে ইংরেজের ক্ষমতার বিপর্য্যয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ইংরেজের প্রদত্ত কর্ম্ম তাঁহার নিকটে অবমাননাকর বোধ হওয়াতে তিনি ইংরেজের প্রতি জাতবিদ্বেষ হইয়াছিলেন। এই বিদ্বেষভাবও তাঁহার উক্ত অসংসাহসিক ও অসাধ্য সঙ্কল্পের পরিপোষণে সহায় হইয়াছিল। জঙ্গ বাহাদুর প্রকৃত বীর পুরুষ। তিনি বীরকুলের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন। মহম্মদ আলী ইহা বুঝিতে না পারিয়া, অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়েন। যৌবনকালেই সুশিক্ষিত ও কর্ম্মক্ষম পুরুষের এইরূপ অদৃষ্টবিপর্য্যয় নিরতিশয় শোচনীয়ভাবের উদ্দীপক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ অধিকার—রোহিলখণ্ড ও অন্যান্য স্থানে বিপ্লবের শান্তি।

লক্ষ্ণৌ অধিকার—ফৈজাবাদের মৌলবী—তাঁহার সহিত যুদ্ধ—তাঁহার মৃত্যু—রুইয়া—রোহিলখণ্ড—সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সি—দক্ষিণাপথ।

স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল যেরূপে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়েন, যেরূপে রেসিডেন্সির কুলমহিলা, বালকবালিকা এবং রুগ্ন ও আহত প্রভৃতি অসমর্থ লোকদিগকে লইয়া, কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তিনি কেবল আপনাদের নিঃসহায় ও নিরুপায় ব্যক্তিদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। ওয়াজিদ আলীর রাজধানী সর্ব্বাংশে অধিকার করেন নাই। তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকৃত স্থানগুলি আবার সিপাহীদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। পদচ্যুত নবাবের বেগম হজরৎ মহল শাসনকার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। যাঁহারা এক সময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইউরোপীয়দিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই সময়ে নবাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তদীয় পত্নীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। মেন্দিহুসেন এবং তাঁহার আত্মীয় মহম্মদহুসেন ইংরেজের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। ফৈজাবাদের মহারাজ মানসিংহ যদিও যাবতীয় বিষয়ে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি হজরৎ মহলের পক্ষ একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।* সেনাপতি

* রেসিডেন্সির অবরোধকালে মহারাজ মানসিংহ যদিও বেগমের পক্ষে থাকিয়া এক স্থানের অবরোধের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সর্ব্বদা অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের সংবাদ লইতেন। যদি বিপক্ষ সিপাহীদিগের প্রতি তাঁহার অধিকতর অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে ইংরেজেরা নিঃসন্দেহ অধিকতর বিপন্ন হইতেন। লক্ষ্ণৌ ইংরেজদিগের অধিকৃত হইলে মহারাজ মানসিংহ তাঁহার শাহগঞ্জের দুর্গে গমন করেন। এই স্থানে তিনি মেন্দিহুসেন

আউট্রাম আলমবাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহীগণ তাঁহার শিবির আক্রমণে নিরস্ত থাকে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। রামায়ণের বীরত্বময়ী কথা এ সময়ে তাহাদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। তাহারা রামায়ণকীর্ত্তিত মহাবীরের বেশে রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিল এবং পরাজিত হইলেও আপনাদের সাহসের পরিচয় দিয়াছিল।* বেগম হজরৎ মহল দরবারে উপস্থিত হইয়া তালুকদার এবং সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিতে ছিলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি যখন আলমবাগ আক্রান্ত হয়, তখন হজরৎ মহল হস্তিপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বেগমের এইরূপ সাহস, এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ আগ্রহে কোন ফল হইল না। তাঁহার অধঃপতনকাল আসন্ন হইল। স্যার কোলিন্ কাম্পবেল ৩১০০০ হাজার সৈন্য এবং ১৬০টি কামান লইয়া তাঁহার চিরপ্রিয় রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেলের সৈন্য ও কামান অধিক ছিল বটে, কিন্তু প্রায় কুড়ি মাইল পরিধিপরিমিত একটি বৃহৎ নগর অধিকারের জন্য উহা পর্য্যাপ্ত ছিল না। যাহা হউক, প্রধান সেনাপতির বুদ্ধিচাতুরীতে অভীষ্ট সিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইল না। সিপাহীদিগের সংখ্যাবল থাকিলেও তাদৃশ বুদ্ধি-বল ছিল না। সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রাম যে পথে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল যে পথ অবলম্বন পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌতে এই সেনাপতিদ্বয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, সিপাহীরা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যের প্রধান অধিনায়ক দ্বিতীয় বারেও সেই পথে অগ্রসর

এবং মহম্মদ হুসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন। স্যার হোপ্ গ্রাণ্ট্ ১৮৫৮ অব্দের জুলাই মাসে আক্রান্ত দুর্গের উদ্ধার সাধন করেন।—*Carnegy, Historical Sketch of Fyzabad Tehsil. Purgana Puchhimrath, p. 19.*

* ১৬ই জানুয়ারি সিপাহীরা আলমবাগ আক্রমণ করে। ইহাদের পরিচালক রামায়ণবর্ণিত হনুমানের বেশে সজ্জিত হইয়া, অশ্বারোহণে আসিয়াছিল। এই ব্যক্তি দেহের নানা স্থানে সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া ইংরেজের শিবিরে আনীত হয়। ইহার বিচিত্র পাগড়ি ইউরোপীয় সৈনিকেরা এবং লাঙ্গুল শিখেরা অধিকার করে।—*Outram at the Alumbaagh—Calcutta Review, March 1860, p. 4.*

হইবেন। এবারেও তাহারা ঐ সকল পথ অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল গোমতীর উভয় তটে সৈনিকদল প্রেরণ করেন। ইহাতে সিপাহীদিগের ব্যূহভেদ করিবার সুযোগ ঘটে। ২রা মার্চ্চ নগর আক্রান্ত হয়। আক্রমণকারিগণ সেকেন্দরবাগ এবং শাহনজিফ্ সহজে অধিকার করে। কৈশরবাগ এবং উহার নিকটবর্ত্তী বেগমকুঠীতে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। এই দুই স্থান অধিকারের পূর্ব্বে ইংরেজসৈন্য ঘোড়দৌড়ের মাঠের নিকটে একটি বাড়ী অধিকার করে। সিপাহীদিগের অনেকেই এই বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সৈনিক এরূপ তেজস্বিতা, নির্ভীকতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সহিত উহা রক্ষা করিতেছিল যে, আক্রমণকারিগণ তাহাদিগকে তাড়িত করিতে একান্ত অসমর্থ হয়। ইহাদের অস্ত্রে আক্রমণকারীদিগের কয়েক জন দেহত্যাগ করে। কয়েক জন আহত হয়। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, তাহারা ফিরিয়া আইসে। অনন্তর সেনাপতি আউট্রামের আদেশে কামান আনা হয়। উহার গোলায় বিপক্ষ সিপাহীদিগের শক্তিহ্রাস হয়। এই সুযোগে শিখগণ অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগের প্রায় সকলকেই বধ করে। কেবল একজন মাত্র দেহের নানাস্থানে আহত হইয়া, জীবিতাবস্থায়, আনন্দধ্বনির মধ্যে ইংরেজসৈন্যের সমক্ষে সমানীত হয়। একজন ইংরেজ আফিসার স্বয়ং উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া, এই ভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন—"কতিপয় শিখ এবং ইংরেজসৈন্য প্রথমে হতভাগ্যের পা ধরিয়া দুই ভাগে ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাহারা ইহার মুখে সঙ্গীনের আঘাত দিতে দিতে টানিয়া লইয়া যায়। তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কিয়দ্দূরে কয়েকখানি ছোট কাঠ একত্র করিয়া আগুন জ্বালান হইয়াছিল, হতভাগ্যকে ঐ আগুনের মধ্যে ধরিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক দগ্ধ করা হয়।" উক্ত আফিসার শেষে লিখিয়াছেন—"এই উনবিংশ শতাব্দীর গর্ব্বপূর্ণ সভ্যতা এবং লোকহিতৈষিতার সময়ে মানুষকে আগুনে পোড়াইয়া মারা হইবে, ইংরেজ এবং শিখগণ চারি পার্শ্বে থাকিয়া স্থিরভাবে উহা দেখিবে, ইহা নিরতিশয় শোচনীয় বিষয়।"* সদাশয় ইংরেজ বীরপুরুষ স্বপক্ষের এইরূপ

* *Martin, Indian Empire. Vol II., p. 478.*

পাশবিক ব্যবহারে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া, বীরপুরুষোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে অনেক স্থলে দানবপ্রকৃতির পার্শ্বে এইরূপ দেবপ্রকৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল।

১০ই মার্চ্চ বেগমকুঠী আক্রান্ত হয়। এই সময়ে স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল জঙ্গ বাহাদুরের অভিনন্দনের জন্য দরবারের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জঙ্গ বাহাদুর গুর্খা সৈন্য লইয়া ব্রিটিশসৈন্যের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশের যুদ্ধে সাতিশয় ক্ষমতার পরিচয় দেন। গম্ভীর সিংহ নামক একজন গুর্খা সেনানায়ক স্বহস্তে পাঁচ জন গোলন্দাজকে কাটিয়া একটি কামান অধিকার করেন। জঙ্গ বাহাদুর গোরক্ষপুর অধিকার এবং ফুলপুরে বিপক্ষ সিপাহীদিগের পরাজয় সাধন পূর্ব্বক অযোধ্যায় উপস্থিত হয়েন। স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল দরবারস্থলে যখন তাঁহার অভ্যর্থনা করেন, তখন তাঁহার নিকটে সংবাদ উপস্থিত হয় যে, বেগমকুঠী অধিকৃত হইয়াছে। স্যার কোলিন্ এই সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া, নেপালের প্রধান বীরপুরুষ ও প্রধান মন্ত্রীর নিকটে স্বপক্ষের সৈনিকদলের প্রশংসা করেন।

যিনি দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলকে বন্দী করিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে শাহজাদাদিগকে বধ করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকটে অপকীর্ত্তির ভাগী হইয়াছিলেন, বেগমকুঠী আক্রমণকালে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। উক্ত কুঠীর ভিন্ন ভিন্ন গৃহে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং ইংরেজসৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন গৃহ আক্রমণ করে। একটি গৃহের দ্বারের একাংশ দিয়া দেখা গেল যে, অন্তর্ভাগে কতকগুলি সশস্ত্র সিপাহী রহিয়াছে। প্রজ্বলিত বারুদ দ্বারা ইহাদিগকে উড়াইয়া দিবার প্রস্তাব হইল। সুতরাং আক্রমণকারিগণ বারুদের বস্তার প্রতীক্ষায় রহিল। কিন্তু অসংসাহসিক হডসন অল্পক্ষণও বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে করিয়া, অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন। সার্জেণ্ট্ ফর্‌বস্-মিচেল তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি বারণ করিলেন। কিন্তু হড্‌সন তাঁহার কথা শুনিলেন না। তিনি এক পা অগ্রসর হইয়াছেন, ফর্‌বস-মিচেল তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া, তাঁহাকে বহির্ভাগে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে দুঃসাহসিক কাপ্তেন ‘মা গো’ বলিয়া পড়িয়া গেলেন। একজন সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ

হইয়াছিল। কাপ্তেন হড্‌সন আপনার হঠকারিতা এবং দুঃসাহসের জন্য মৃত্যু-মুখে পাতিত হইলেন।

মৌলবী আহমউদ্দৌল্লা এই সময়ে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজের প্রতি তাঁহার যেরূপ বিদ্বেষভাব ছিল, ইংরেজের ক্ষমতানাশে তিনি যেরূপ বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গেও কাতর হয় নাই। কথিত আছে, তাঁহার হস্তে একটি কোড়া মাত্র থাকিত। তিনি যুদ্ধস্থলে এই কোড়া হস্তে করিয়া সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। লক্ষ্ণৌতে লস্কর শাহ নামক একজন ফকির তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই দুই জনের উত্তেজনায় সিপাহীরা অধিকতর সাহসী এবং অধিকতর বলসম্পন্ন হয়। ইংরেজ-সৈন্য ২১শে মার্চ্চ মৌলবীর বিরুদ্ধে যাত্রা করে। মৌলবী এই সময়ে সাদতগঞ্জে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের সমক্ষে এরূপ দৃঢ়তা এবং এরূপ সাহস প্রদর্শন করেন যে, সেনানায়ক লুগার্ড উহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হয়েন। ঈদৃশ অধ্যবসায় এবং সাহসসহকৃত দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রায় তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই। তাঁহার দলের অনেকগুলি সৈনিক নিহত এবং অনেকগুলি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। অবশেষে মৌলবীর দল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইংরেজসৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। মৌলবী স্বয়ং অক্ষতশরীরে প্রস্থান করেন।

২১শে মার্চ্চের মধ্যে বিপক্ষ সিপাহীগণ লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করে। ইংরেজেরা পুনর্ব্বার ওয়াজিদ আলীর রাজধানীর অধীশ্বর হয়েন। তেজস্বিনী হজরৎ মহল রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গিয়া, বিপক্ষের পরাক্রমনাশের চেষ্টা করিতে থাকেন। যে সকল পরাক্রান্ত তালুকদার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানাস্থানে আত্মপ্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হয়েন। কথিত আছে, রাজা মানসিংহের প্রায় দশ হাজার সশস্ত্র লোক ছিল। ইহারা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করে নাই। লক্ষ্ণৌর প্রাসাদ অধিকৃত হইলে মানসিংহের নিকটে সংবাদ পঁহুছে যে, ইংরেজসৈন্য নবাবের অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মর্য্যাদা-নাশে উদ্যত হইয়াছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্রেই মানসিংহ লক্ষ্ণৌতে যাত্রা করেন।

শেষে তিনি অবগত হয়েন যে, সংবাদ অলীক। ইংরেজসৈন্য কখন অসহায় স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে উদ্যত হয় নাই। মানসিংহ এই সংবাদে সন্তুষ্ট হয়েন। তিনি পদচ্যুত নবাবের নিমক খাইয়াছিলেন, সুতরাং নিমকের সম্মানরক্ষার জন্য তাঁহার উদ্যমশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছিল।

মোগলের রাজধানীতে বিলুণ্ঠনব্যাপারের ভয়াবহ দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইংরেজ, শিখ এবং গুর্খা সৈনিকেরা এই ভীষণ অভিনয়ের প্রধান অভিনেতা ছিল। ওয়াজিদ আলীর রাজধানীতেও এইরূপ দৃশ্য যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িতভাবে থাকে নাই। এখানেও ইংরেজ সৈনিকের পার্শ্বে গুর্খা ও শিখগণ রহিয়াছিল। এখানেও বহুমূল্য দ্রব্যাদি ইহাদের পরস্বহরণপ্রবৃত্তির উদ্দীপক হইয়াছিল। ইংরেজসৈন্য কৈশরবাগ প্রভৃতি স্থলে কেবল বিপক্ষদিগের ক্ষমতা নাশ করে নাই, তাহারা ঐ সকল স্থলে যাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্যের বিলুণ্ঠন বা বিধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়। বিলুণ্ঠনের দৃশ্য বর্ণনীয় নহে। উন্মত্ত সৈনিকেরা দ্রব্যাদির ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। স্বর্ণখচিত বস্ত্র, রৌপ্যময় পাত্র বিবিধ প্রকার অস্ত্র, পতাকা, শাল, বাদ্য যন্ত্র, পুস্তক, প্রাঙ্গণে আনিয়া স্তূপকার করিল। সকলেই সে সময়ে বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তিতে প্রমত্ত হইয়াছিল। পিস্তল, তরবারি প্রভৃতিতে যে সকল মণিমাণিক্য সন্নিবেশিত ছিল, তাহারা তৎসমুদয় পাইবার জন্য ঐ সকল দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ফেলিল। স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদি হইতে স্বর্ণ বাহির করিবার জন্য উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চীনেবাসন, কাচের দ্রব্যাদি বিচূর্ণিত হইতে লাগিল।* একজন লেখক (সার্জেণ্ট্ ফর্ব্স্-মিচেল) এই ভাবে উক্ত বিলুণ্ঠনব্যাপারের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—"সমগ্র নগর বিলুণ্ঠনকারীদিগের হস্তে পড়িয়াছিল। ইউরোপীয়, শিখ, গুর্খা সৈনিকেরা এবং শিবিরের পরিচারকগণ ও অনুচরবর্গ অধিকন্তু নগরের উচ্ছৃঙ্খল লোকে লুণ্ঠনরাজে প্রমত্ত হইয়াছিল। ইমামবাড়ী, কৈশরবাগ এবং হজরৎগঞ্জের দৃশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। কোনরূপ শৃঙ্খলার সম্মান ছিল না, কোনরূপ সুনীতির বন্ধন ছিল না, সংক্ষেপে মানবের মানবোচিত গুণের কোনরূপ নিদর্শন

* *Russell, Diary. Vol. I., p. 330-331.*

ছিল না। মানব যেন পশুভাবে পরিণত হইয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি, হুড়াহুড়ি করিতেছিল। অপরে যাহা বহুমূল্য ভাবিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা অনাবশ্যক বোধে বিচূর্ণিত বা ভস্মীভূত হইতেছিল। একটি ইউরোপীয় সৈনিক লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজ প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে রক্ষা করে। অবশেষে উহা প্রকৃত অধিকারীর হস্তে সমর্পিত হয়। উদ্ধারকারী, পুরস্কারস্বরূপ মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন প্রাপ্ত হয়। শিখ এবং গুর্খারা সর্ব্বাংশে বিলুণ্ঠনের ফলভোগী হয়। ইংরেজ সৈনিকেরা দ্রব্যাদির প্রকৃত মূল্যের পরিজ্ঞানে সমর্থ ছিল না। ইহারা এক বোতল সুরা ও কয়েকটি টাকার বিনিময়ে বহুমূল্য পদার্থ অপরকে দিতে উদ্যত হয়।* বিলুণ্ঠনে উন্মত্ত ও উত্তেজনায় উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা এবং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত অনুচর বা পরিচারকেরা নিহতদিগের উপরেও আত্মপরাক্রম প্রকাশে সঙ্কুচিত হয় নাই। বারুদের বস্তায় প্রজ্বলিত দেশলাই ফেলিয়া, গৃহের অন্তর্ভাগস্থিত সিপাহীদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। যখন বারুদরাশি জ্বলিয়া উঠে, তখন আক্রমণকারিগণ গৃহের কাপড়, লেপ, তোষক প্রভৃতি দ্রব্য এবং কাঠের আসবাবে আগুন লাগাইয়া দেয়। অনল এই সকল পদার্থে প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যাহারা নিহত হইয়াছিল, তাহাদের দেহ প্রায় দগ্ধ হয়, যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহারা ও জীবিত থাকিতে উক্ত শবরাশির সহিত ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই সকল গৃহের দুর্গন্ধ সাতিশয় ভীতিজনক হইয়া উঠে। ঐতিহাসিকেরা নির্দ্দেশ করেন যে, ফ্রান্সের অধিপতি নবম চার্লস্ মৃত শত্রুর গন্ধ ভাল বলিতেন। তিনি যদি ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে লক্ষ্ণৌর পথ গুলিতে এক বার পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত।" †

লক্ষ্ণৌ আক্রমণকালে গবর্ণর-জেনেরলের অযোধ্যা-সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রে স্যার জেম্স্ আউট্রামের হস্তগত হয়। গবর্ণর-জেনেরল এই ঘোষণাপত্রে

* একজন সৈনিক, কোন আফিসার এবং টাইম্সের সংবাদদাতা রাসেল্ সাহেবকে মণিমাণিক্যে পূর্ণ একটি রৌপ্য বাক্স, এক বোতল রম্ এবং দুইটি মোহর লইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা কেহই উহা গ্রহণ করেন নাই। শেষে একজন আফিসার কোন মণিকারের নিকটে ঐ সকল মণি ৭৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করে।—*Diary. Vol. I. p.* 332.

† *Reminiscences &c. p.* 229-230.

উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বী ছয় জন নির্দ্দিষ্ট ভূস্বামী ব্যতীত অন্য ভূস্বামীদিগের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের নিধনে লিপ্ত থাকে নাই, এ সময়ে তাহারা যদি অবিলম্বে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। এই ভাবে ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিয়া, গবর্ণর-জেনেরল স্যার জেমস্ আউট্রামের নিকটে লিখিয়াছিলেন যে, যাবৎ লক্ষ্ণৌ অধিকৃত না হয়, তাবৎ যেন এই ঘোষণাপত্র সাধারণের মধ্যে অপ্রকাশিত থাকে। স্যার জেম্‌স্ আউট্রাম এইরূপে ভূস্বামী-দিগের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণাপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পূর্ব্বক গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে লিখিয়া পাঠান যে, ১৮৫৬ অব্দের ভূমির বন্দোবস্তে তালুকদারদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছিল। তাঁহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়া, স্বার্থরক্ষার জন্য এখন গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিদ্রোহী না বলিয়া, বিপক্ষ বলাই সঙ্গত। এই আপত্তিতে ঘোষণাপত্র অংশতঃ পরিবর্ত্তিত হয়। স্যার জেম্‌স্ আউট্রাম যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদারতা ও মহত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইংলণ্ডের অধিপতি জন্ যদি কিয়দংশে সমদর্শী হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, রাণিমিডে মাগনাকার্টা স্বাক্ষরিত হইত না। অযোধ্যার তালুকদারদিগের প্রতি যদি কিয়দংশে উদারতা প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, উপস্থিত বিপত্তিকালে লর্ড কানিঙ্কে এইরূপ বিব্রত হইতে হইত না। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড এলেন্‌বরাও আউট্রামের ন্যায় এই ঘোষণাপত্রের বিরোধী হয়েন। ইংলণ্ডের লোকে লর্ড কানিঙের পক্ষ সমর্থন করাতে তাঁহাকে সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। যাহা হউক, লর্ড কানিঙ যখন ১৮৫৯ অব্দের অক্টোবর মাসে লক্ষ্ণৌতে গমন করেন, সমৃদ্ধ দরবারে তালুকদারগণ যখন তাঁহার সমক্ষে উপনীত হয়েন, তখন তিনি এই ঘোষণাপত্রের প্রত্যাহার করেন। তালুকদারদিগের সহিত যে, অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছিল, ইহা তখন তাহার স্পষ্ট বোধ হয়।* বস্তুতঃ এই ঘোষণাপত্র অনেকের অপ্রীতিকর হইয়াছিল।

* *Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 462.*

লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইল বটে কিন্তু, উহা যে প্রদেশের রাজধানী, সেই প্রদেশের অনেক স্থান এখনও অধিকারবহির্ভূত রহিল। প্রধান সেনাপতি অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকারের জন্য তিন জন অধিনায়কের অধীনে তিনটি সৈনিক-দল পাঠাইয়া দিলেন। সেনানায়ক লুগার্ড যে, কুমার সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।* যাহা হউক উক্ত সৈনিক-দল ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, প্রধান সেনাপতির সহিত সম্মিলিত হইলে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করা হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। এই কথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়।

মৌলবী আহম্মদ উদ্দৌল্লা লক্ষ্ণৌর একুশ মাইল দূরে বারি নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই স্থানে তিনি যে ভাবে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় বুদ্ধিচাতুরী এবং রণকৌশলের প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু অশ্বারোহীদিগের অনবধানতায় সঙ্কল্পসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। মৌলবী বারি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাহজাহানপুরে গমন করেন। স্যার কোলিনের উপস্থিতিসংবাদ শ্রবণে তাঁহাকে এই স্থান ও পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি মোহমদীতে উপনীত হয়েন। এই স্থানে তাঁহার নিকট সংবাদ পঁহুছে যে, প্রধান সেনাপতি শাহজাহানপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং মৌলবীও মোহমদী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাহজাহানপুরে ইংরেজসৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। যদি তিনি পথে বিশ্রাম না করিতেন, তাহা হইলে অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। যখন শাহজাহানপুরের চারি মাইল অন্তরে তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন একজন রাজভক্ত পল্লীবাসী তাঁহার উপস্থিতি-সংবাদ শাহজাহানপুরের ইংরেজসৈন্যের অধিনায়ককে জানায়। সেনানায়ক নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেলখানায় আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। সমগ্র নগর মৌলবীর পদানত হয়। মৌলবী অপেক্ষাকৃত ধনী অধিবাসীদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎকর্ত্তৃক কেহ উৎপীড়িত হয় নাই। তিনি কেবল ইউরোপীয় যুদ্ধসংক্রান্ত নিয়মের অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। যাহা হউক, মৌলবী ১৮টি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, ৩রা হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত

* উপস্থিত গ্রন্থের ৪র্থ ভাগ দেখ।

প্রতিপক্ষ অধিনায়কের অভিমুখে তীব্রভাবে গোলাবৃষ্টি করিতে থাকেন। স্যার কোলিন্ কাম্পবেল এই সংবাদ পাইয়াই অবরুদ্ধ সেনানায়কের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যের অধিনায়ক ১১ই মে শাহজাহানপুরের সহযোগীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়েন। কিন্তু মৌলবী অশ্বারোহী সৈন্যে বল-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার পরাজয় সুসাধ্য হইল না। এদিকে নানাস্থান হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্য আসিতে লাগিল। শাহজাদা ফিরোজশাহ তাঁহার সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। বেগম হজরৎ মহল তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করিলেন। নানা সাহেবের সৈন্যে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। মৌলবী ১৫ই মে ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। কিন্তু জয়পরাজয় স্থির হইল না। এই সংবাদ পাইয়া, প্রধান সেনাপতি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। পানহাট নামক স্থানের যুদ্ধে বিপক্ষেরা যথোচিত সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া হটিয়া গেল মাত্র। ইংরেজ সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে অগ্রসর হইল না। মৌলবী প্রতিপক্ষের বশীভূত হইলেন না। প্রধান সেনাপতি স্বপক্ষের আর একজন অধিনায়কে তাঁহার অধীন সৈনিকদলের সহিত আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে ২৪শে মে সমগ্র সৈন্য মৌলবীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। মৌলবী মোহমদীতে ছিলেন। তাঁহার অশ্বা-রোহিগণ ইংরেজ সৈন্যকে বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে ইংরেজপক্ষের সৈনিকেরা কামান চালাইবার জন্য কিছুকাল বিলম্ব করিল, এই অবসরে মৌলবী যাবতীয় দুর্গ বিনষ্ট করিয়া, সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। কাচিয়ানির অরণ্যপরি-বেষ্টিত মৃণ্ময় দুর্গ এক সময়ে পলাতক ইউরোপীয়দিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল, তাহাও বিধ্বস্ত হইল।

মৌলবী অতঃপর বলসম্পন্ন হইবার জন্য আবার অভিনব উপায়ের উদ্ভাবনে উদ্যত হইলেন। ইংরেজের উপর তাঁহার সাতিশয় বিদ্বেষভাব ছিল। কথিত আছে, যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, নানা শ্রেণীর লোককে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি এখন অযোধ্যার বেগমের অর্থে প্রবল এবং আপনার ক্ষমতা ও প্রাধান্যে অটল হইয়া, ৫ই জুন অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের প্রান্তভাগে—শাহজাহানপুরের তের মাইল উত্তরপূর্ব্বে পোয়াইন নামক নগরে যাত্রা করেন। এই স্থানের রাজা

জগন্নাথ সিংহের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। মৌলবীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি জগন্নাথ সিংহকে স্বপক্ষে আনিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি পোয়াইনে যাইবার পূর্ব্বে রাজাকে আপনার সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। রাজাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং মৌলবী আশ্বস্তহৃদয়ে পোয়াইনে গমন করিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নগরের দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীরের উপর রাজা, তাঁহার ভ্রাতা এবং সশস্ত্র অনুচরগণ অবস্থিতি করিতেছে। এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব দৃশ্যে মৌলবী চমকিত হইলেন। তাঁহার উদ্বোধ হইল যে, যাবৎ তিনি স্বকীয় বক্তৃতার শক্তিতে রাজার হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতে না পারিবেন, তাবৎ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি যে হস্তীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হস্তী দ্বারা নগরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। চালকের ইঙ্গিতে শক্তিশালী মাতঙ্গ অগ্রসর হইল এবং প্রকাণ্ড মস্তক দ্বারা দ্বারদেশে এমন বেগে ঠেলিতে লাগিল যে, কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উহা ভগ্নপ্রায় হইল। রাজার ভ্রাতা ইহা দেখিয়া, মৌলবীর প্রতি বন্দুক ছুঁড়িলেন। নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে মৌলবী দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুচরেরা পলায়ন করিল। রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতা অতঃপর মৌলবীর মস্তক, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং ছিন্ন মস্তক কাপড়ে জড়াইয়া উহা সঙ্গে লইয়া, শাহজাহানপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন তাঁহারা উপস্থিত হয়েন, তখন মাজিষ্ট্রেট্ বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিতেছিলেন। অবিলম্বে বসনাবৃত মূল্যবান্ পদার্থ তাঁহাদের নিকটে স্থাপিত হইল, আবরণের উন্মোচনের পর তাঁহারা দেখিলেন, পরমশত্রু মৌলবীর রুধিরলিপ্ত ছিন্ন মস্তক তাঁহাদের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। পর দিন সাধারণকে উৎসাহিত বা সন্ত্রাসিত করিবার জন্য উহা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত হইল। গবর্ণমেণ্ট রাজাকে মৌলবীর ছিন্ন মস্তকের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিতোষিক দিলেন। এক জন ইংরেজ ঐতিহাসিক এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—"এইরূপে ফৈজাবাদের মৌলবী আহম্মদ উল্লার মৃত্যু হইল। কেহ অন্যায় রূপে স্বাধীনতার বিধ্বংশ দর্শনে সেই স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করিলে, যদি দেশহিতৈষী বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে মৌলবী নিঃসন্দেহ প্রকৃত দেশহিতৈষী। তিনি গুপ্তভাবে কাহাকেও বধ করিয়া, আপনার তরবারি কলঙ্কিত করেন

নাই, তিনি নরহত্যাতেও লিপ্ত হয়েন নাই। যে বৈদেশিকগণ তাঁহার দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরুষোচিত পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় জাতির সাহসী এবং হৃদয়বান্ লোকেরই বরণীয়।"*

এইরূপে ইংরেজ সজাতির পরম শত্রুরও প্রশংসা করিয়া অপরিসীম মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ উদ্ধৃত অংশ ইংরেজ জাতির অসামান্য মহানুভাবতার পরিচয়স্থল। স্বদেশপ্রেমিক ইংরেজ মৌলবীর কার্য্যে তদীয় স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস দেখিতে পারেন, বীরোচিত গুণে অলঙ্কৃত ইংরেজের নিকটে মৌলবীর বীরত্ব প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু এই বীরের তিরোভাগে যে, ইংরেজ এ সময়ে একটি পরাক্রান্ত শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মৌলবী প্রভূতক্ষমতাশালী, নির্ভীক, দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং ইংরেজের প্রতিপক্ষের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার দেহ দীর্ঘ ও সুগঠিত, তাঁহার চক্ষু বৃহৎ, তাঁহার ললাট বিস্তৃত এবং তাঁহার নাসিকা উন্নত ছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষ বীরপুরুষেরা তদীয় সমরচাতুরী, এবং সৈন্যপরিচালনাকৌশলের প্রশংসা করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুই বার প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেলের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্যার কোলিনের ন্যায় বীরপুরুষকেও তাঁহার সমরচাতুরীর প্রশংসা করিতে হইয়াছিল।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইংরেজদিগের একটি পরাক্রান্ত বীরপুরুষের দেহাত্যয় হয়। ইতঃপূর্ব্বে নৌসৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন পীলের ক্ষমতার পরিচর দেওয়া হইয়াছে। ইনি লক্ষ্ণৌতে আহত হয়েন। ঐ স্থান অধিকৃত হইলে ইঁহার কার্য্য শেষ হয়। ইনি লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাণপুরে উপনীত হয়েন। এই স্থানে বসন্তরোগে ২৭শে এপ্রেল ইঁহার মৃত্যু হয়। কাপ্তেনপীলের নৌসৈন্য উপস্থিত যুদ্ধে যথোচিত বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কাপ্তেন

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. II. p. 544*

এই গ্রন্থের স্থানান্তরে (২৩৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে যে, মৌলবীর আদেশে লক্ষ্ণৌতে কতিপয় অবরুদ্ধ ইংরেজ নিহত হয়েন। *English Captives in Oudh* গ্রন্থের লেখক মৌলবীর প্রতি এইরূপ দোষারোপ করিয়াছেন। (*pp. 35, 38*) কিন্তু তখন দিল্লীর সিপাহীরা লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত ছিল। ইহাদিগকর্ত্তৃক এই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

পীল স্বয়ং এরূপ শৃঙ্খলা ও ক্ষমতার সহিত আপনার সৈনিকদলের পরিচালনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশের লোকে তদীয় বীরত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ শ্বেতপ্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। উহা ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীতে ভাগীরথীর তটবর্ত্তী প্রমোদোদ্যানে (ইডেন-গার্ডনে) স্থাপিত রহিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইলে প্রধান সেনাপতি রোহিলখণ্ড অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। অনেক সিপাহী লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া রোহিলখণ্ডে গিয়াছিল। বেরিলীতে খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্য ছিল। ফিরোজ শাহের সৈনিকদলে তাঁহার বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি যাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা, তাঁহাদের সৈনিকবল, তাঁহাদের বুদ্ধিকৌশল তাঁহার অবিদিত ছিল না। এজন্য তিনি বেরিলীতে সৈনিকদিগের মধ্যে এই ভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন,—"তোমরা কাফেরদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইও না, যেহেতু, তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শৃঙ্খলাসম্পন্ন, তাহাদেব কামানও অনেক। তোমরা তাহাদের গতিপর্য্যবেক্ষণ করিও। নদীর ঘাটগুলি আটক করিয়া রাখিও। তাহাদের গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ করিও। তাহাদের রসদ ইত্যাদি বন্ধ করিও। তাহাদের ঘাঁটি এবং তাহাদের ডাকের পথ রুদ্ধভাবে রাখিও। সর্ব্বদা তাহাদের শিবিরের চারি দিকে থাকিও। যাহাতে কোন বিষয়ে তাহাদের শান্তিলাভ না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিও।" * খাঁ বাহাদুর খাঁ মরাঠাসৈন্যের প্রবর্ত্তিত রীতির অনুসরণ করিয়া বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক, যে সকল অধিনায়ক প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল্‌ রুইয়ার অভিমুখে গমন করেন। রুইয়া লক্ষ্ণৌর ৫১ মাইল দূরে অবস্থিত। উহার দুর্গ উন্নত মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। উহার অধিপতি নৃপৎসিংহ তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না, তিনি বৃদ্ধ ও পঙ্গু ছিলেন। ইংরেজসৈন্যের বিপক্ষে অগ্রসর হইতে তাঁহার কখনও ইচ্ছা হয় নাই। কথিত আছে, তিনি কেবল অযোধ্যার বেগমের আদেশপালনে উদ্যত হইয়াছিলেন। কতিপয় বিপ্লবকারী তাঁহার দুর্গে আশ্রয়

* *Russell, Diary. Vol. I., p, 276.*

গ্রহণ করিয়াছিল। কাপ্তেন হডসনের দলের একজন সৈনিক এই দুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। সে পলাইয়া আসিয়া, ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল্‌কে দুর্গের অবস্থা এবং নৃপৎসিংহের অভিসন্ধি জানায়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার তাঁহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। তিনি দুর্গপর্য্যবেক্ষণেও অগ্রসর হয়েন নাই, বিনা পরীক্ষায় দুর্গ আক্রমণের আদেশ দেন। ১৫ই এপ্রেল দুর্গ আক্রান্ত হয়। দুর্গস্থিত সৈনিকগণ আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে নিরস্ত হয় নাই। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে অনেকে নিহত হয়। দুর্গের অন্তর্ভাগে একটি উন্নত বৃক্ষ ছিল। কথিত আছে, এক জন ইউরোপীয় এই বৃক্ষে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার গুলিতে সেনানায়ক আড্রিয়ান্ হোপ্ দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উপস্থিত বিপ্লবে বিপক্ষ সিপাহীদিগের দলে ইউরোপীয় ছিল।*

* যাঁহারা উপস্থিত বিপ্লবসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, বিপক্ষ সিপাহীদিগের মধ্যে ইউরোপীয় ছিল। রীজ সাহেব চিনহাটের যুদ্ধপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, কোক্রইল সেতুর নিকটে একজন ইউরোপীয় সিপাহীদিগের পরিচালনা করিয়াছিল। এই ব্যক্তি সুগঠিত ও সুশ্রী ছিল। বয়স প্রায় ২৫ বৎসর হইয়াছিল। মস্তকে জরির কাজ করা টুপি ছিল। রীজ সাহেব অনুমান করেন, এই ব্যক্তি রুশীয় বা স্বধর্ম্মদ্রোহী খ্রীষ্টান।

রুইয়ার দুর্গস্থিত বৃক্ষ হইতে যে ব্যক্তি আড্রিয়ান্ হোপকে গুলি করিয়াছিল, সেও ইউরোপীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। যেহেতু, তাহাকে বিশুদ্ধরূপে ইংরেজী কথা বলিতে শুনা গিয়াছিল। অধিকন্তু ফর্‌বস্‌মিচেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, বিপ্লবের পর তাঁহার অধীন কোন কুঠীতে দ্বারবানের কাজ খালি হয়। জমাদার, পদপ্রার্থী কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া আইসে, ইহাদের মধ্যে দুর্গা সিংহ নামক এক ব্যক্তি নিয়োজিত হয়। দুর্গা সিংহ ১৮৫৭ অব্দের বিপ্লবে ৯ সংখ্যক পদাতিদলে ছিল। এই পদাতিদল আফিসারদিগের জীবনহানি করে নাই। দুর্গা সিংহ কহিয়াছে যে, সে স্বয়ং দুই জন ইউরোপীয়কে দেখিয়াছে। একজন মিরাটের উত্তেজিত সিপাহীদলে ছিল। এই ব্যক্তি বুদলে-কা-সরাইর যুদ্ধে নিহত হয়। অপর ব্যক্তি রোহিলখণ্ডের বেরিলীর সিপাহীদিগের সহিত দিল্লীতে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি পদগৌরবে সেনাপতি বখ্‌ত্ খাঁর অব্যবহিত নিম্নে ছিল। দিল্লীর অবরোধকালে ইহার উপর কামানপরিচালনের ভার ছিল। কোথায় কি ভাবে কামান সন্নিবেশিত করিতে হইবে, কামান কত উচ্চ করিলে গোলাবৃষ্টির সুবিধা ঘটিবে, উক্ত ইউরোপীয় সৈনিক এই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত। ১৪ই সেপ্টেম্বর এই ব্যক্তি সয়তানের ন্যায় অপূর্ব্ব পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। দিল্লী অধিকৃত হইলে উক্ত ইউরোপীয় সেনানায়ক মথুরায় গিয়া, সিপাহীদিগের যমুনা পার হওয়ার বন্দোবস্ত করে। এই সময়ে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য বখ্‌ত্ খাঁর এবং ফিরোজ শাহের অধীন ছিল। ইহাদের শৃঙ্খলাসম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু সিপাহীগণ বখ্‌ত্ খাঁ ও ফিরোজ শাহ অপেক্ষা উক্ত ইউরোপীয়কেই অধিক মানিত। এই সিপাহীরা অযোধ্যায় উপনীত হয়। ইউরোপীয় সেনানায়ক তাহাদের সঙ্গে কিছু দিন থাকে। অতঃপর দুর্গা সিংহ ইহাকে রুইয়ায় দেখিতে পায়। ইহারই নিক্ষিপ্ত গুলিতে

এদিকে হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রত্যাবর্ত্তিত হইল। রাত্রিকালে দুর্গস্থিত লোক পলায়ন করিল। পর দিন ইংরেজ সৈন্য দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিল। তাহারা ১৭ই এপ্রেল বিশ্রাম করিয়া, তৎপর দিন রোহিলখণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করে। ২২শে এপ্রেল রামগঙ্গার তটবর্ত্তী শীর্ষা নামক স্থানে ইহারা বিপক্ষদিগকে (ইহাদের মধ্যে নৃপৎ সিংহের অনুচরগণও ছিল) দেখিতে পায়। বিপক্ষগণ নৌসেতু দ্বারা রামগঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিতেছিল। কয়েক জন ইংরেজ সৈনিক নদী উত্তীর্ণ হইয়া, ইহাদিগকে আক্রমণ করে। ইহারা পরাজিত হয়। অনেকে রামগঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া যায়। বিপক্ষগণ পরাজিত ও দলভ্রষ্ট হওয়াতে রামগঙ্গার নৌসেতু অব্যাহত থাকে। বেলা ৫টার সময়ে সহসা প্রকৃতির প্রশান্তভাবের ব্যাঘাত হয়। প্রচণ্ড ধূলিঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে বজ্রনির্ঘোষে চারি দিকের জীবকুল ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠে। অবিরল বারিপাতে রামগঙ্গার পরিপুষ্টি ঘটে। ইংরেজসৈন্যের যে অংশ অপর তটে ছিল, তাহারা তাঁবু এবং খাদ্যের অভাবে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। একটি পরিত্যক্ত পল্লী তাহাদের আশ্রয়স্থান হয়। বিপক্ষ সিপাহীগণ যে সকল নৌকা সংগ্রহ করিয়া, নদী পার হইয়াছিল, তৎসমুদয় প্রবল বাত্যাবেগে নিমজ্জিত বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং পরিপুষ্ট রামগঙ্গার উত্তরণে একান্ত অসুবিধা ঘটে। এই দুঃসময়ে কমিশরিয়টের গোমস্তা পূর্ব্বপরিচিত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় অভীষ্ট পানীয়ের দ্বারা অপর তটস্থিত সৈনিকদিগের তৃপ্তিসাধনে উদ্যত হয়েন। তিনি কাপড়ে চা বাঁধিয়া উক্ত কাপড় মাথায় জড়াইয়া রাখেন, এবং সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া সৈনিকদিগের সমক্ষে সমাগত হয়েন। সৈনিকেরা এই চা দ্বারা আপনাদের অবসাদ দূর করে। আফিসারেরা হীরালালকে এই ভাবে নদী পার হইতে নিষেধ করিয়া-

আড্রিয়ান্ হোপ্ দেহত্যাগ করেন। রুইয়া হইতে ঐ ব্যক্তি বেরিলীতে যায়। নবাবগঞ্জের যুদ্ধে বখত্ খাঁ নিহত হইলে, অনেক সিপাহী নেপালে যায়। অনেকে মহারাণীর ঘোষণাপত্র অনুসারে আত্মসমর্পণে উদ্যত হয়। উক্ত ইউরোপীয় ইহাদিগকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে সে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহে যে, তাহার বাড়ী নাই, দেশ নাই, ফিরিয়া যাইবার কোন স্থান নাই। দুর্গা সিংহের সহিত তাহার এই শেষ দেখা। ইহার পর তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, জানা যায় নাই।—*Reminiscences &c. Appendix*, B.

ছিলেন। কিন্তু হীরালাল তাহাতে নিরস্ত হয়েন নাই। তরুণবয়স্ক বাঙ্গালী যুবক আপনার কর্ম্মপটুতায় অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার প্রভুভক্তি, তাঁহার উদ্যম উপস্থিত সময় সবিশেষ কার্য্যকর হয়।

২৭শে এপ্রেল ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল্ প্রধান সেনাপতির সহিত সম্মিলিত হয়েন। ইঁহারা নৌসেতু দ্বারা রামগঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, রোহিলখণ্ডে পদার্পণ করেন। যে বিস্তৃত জনপদ এক সময়ে ইঁহাদের পদানত ছিল, ইঁহাদের আশ্রিত, অনুগত লোকে যে জনপদে এক সময়ে নিরাপদে, নির্ব্বিবাদে কাল-যাপন করিত, ইঁহাদিগকে এখন সেই জনপদে আধিপত্যস্থাপনের জন্য সৈনিক-দলের সহিত উপস্থিত হইতে হইল। ইঁহাদের সেই আশ্রিত, অনুগত লোকের জন্য এখন অস্ত্রবল আবশ্যক হইয়া উঠিল। স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল নিরীহ অধিবাসীদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্নশীল ছিলেন। তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, কেহ কাহারও সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে পারিবে না বা অকারণে কাহারও জীবনের হানি করিতে চেষ্টা করিবে না। রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত জেলালাবাদে একটি মৃণ্ময় দুর্গ ছিল। বিপক্ষেরা পূর্ব্বে এই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারে যিনি এই স্থানের তহশীলদার ছিলেন, কথিত আছে, বিপক্ষদলের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। এই সময়ে এক জন ইংরেজ আফিসার প্রতিশ্রুত হয়েন যে, তহশীলদার আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার জীবনের কোনরূপ অনিষ্ট করা হইবে না। তহশীলদার এই প্রতি-শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহার ফাঁসী হয়। ফাঁসীর পূর্ব্বক্ষণে তিনি ধীরভাবে কহিয়াছিলেন যে, ইংরেজ আফিসারের অসত্য বাক্যই তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে। স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে সাতিশয় ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করেন। শেষে দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে লর্ড কানিঙ্ মাজি-ষ্ট্রেটের কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রধান সেনাপতি তিন জন সেনানায়ককে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌-পোলের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। তৎপরে অন্য দুই জন অধিনায়ক অন্য দিক হইতে তাঁহার শিবিরে উপনীত হয়েন। সম্মিলিত সৈন্য ৫ই মে বেরিলীর

অভিমুখে অগ্রসর হয়। বেরিলীর সৈন্য যুদ্ধে সবিশেষ সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিল। অশ্বসাদী গাজীগণ এমন সুকৌশলে, এমন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তরবারির চালনা করিয়াছিল যে, তাহাদের অস্ত্রাঘাতে ইংরেজপক্ষের সাতিশয় ক্ষতি হইয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল আহত হইয়াছিলেন, প্রধান সেনাপতির জীবনও সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। যদি এক জন সৈনিক তাঁহার আদেশে আক্রমণকারী গাজীকে সঙ্গীনে বিদ্ধ না করিত, তাহা হইলে গাজীর তরবারি বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার দেহে নিপতিত হইত। যখন গাজীগণ পরাজিতপ্রায় হয়, তখন তাহাদের দলের পাঁচ জন মাত্র অশ্বসাদী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া, এমন তীব্রবেগে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে যে, উহাতে তাহাদের অসীম সাহস ও হস্তলাঘব পরিস্ফুট হয়। পাঁচ জনের তরবারির আঘাতে ইংরেজপক্ষের প্রায় একশত জন সৈনিক দেহত্যাগ করে। ইহারা এমন শক্তির সহিত তরবারির চালনা করিয়াছিল যে, কাহারও মস্তক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। কাহারও স্কন্ধ হইতে বক্ষঃস্থলের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে পাঁচ জন সাহসী সওয়ার তরবারির প্রয়োগে অসামান্য কৌশলের পরিচয় দিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে দেহপাত করে। ইংরেজের গোলন্দাজদলের এক জন সুশিক্ষিত সৈনিক এ সময় বিপক্ষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল; এই ব্যক্তি সাংঘাতিক-রূপে আহত ও ইংরেজের শিবিরে সমানীত হয়। ইহাকে দেখিয়া, সহৃদয় ইংরেজ আফিসারগণ অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি এরূপ শিক্ষিত এবং এরূপ সাহসী ছিল যে, যখন তাঁহারা শত্রুপক্ষের নির্দ্দিষ্ট কোন তোপ বন্ধ করিতে আদেশ দিতেন, তখনই আদেশানুসারে এই সাহসী পুরুষ সেই নির্দ্দিষ্ট তোপটি বন্ধ করিয়া দিত। তাঁহাদের নিকটে এইরূপ সুশিক্ষিত হইয়া, এই ব্যক্তি শেষে তাঁহাদেরই বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহা যেরূপ দুঃখজনক, সেইরূপ শোকোদ্দীপক। ৭ই মে বেরিলী অধিকৃত হয়। খাঁ বাহাদুর খাঁ পলায়ন করেন। এইরূপে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর এবং বেরিলীতে ব্রিটিশ সিংহের চিরজয়ী পতাকা উড্ডীন হয়। ১৮৫৮ অব্দের জুনমাসের মধ্যে বিপক্ষগণ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্যান্য স্থান হইতে তাড়িত হয়। তাহাদের দল-ভঙ্গ হইয়া যায়। তাহাদের বসতিস্থলে এবং তাহাদের আধিপত্যের ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার ব্রিটিশ কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হয়েন।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত বিজনোর জেলাতে গোলযোগ ঘটে। সেক্সপিয়ার এই জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন। আলীগড়নিবাসী সৈয়দ আহম্মদ সবজজের কর্ম্ম করিতেছিলেন। উপস্থিত বিপ্লবে ইঁহার যথোচিত রাজভক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। ইঁহার সাহায্যে ইংরেজেরা অক্ষতশরীরে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। ইনি ইংরেজের অনুপস্থিতিকালে বিজনোরের শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। শেষে বিজনোরের গোলযোগ অন্তর্হিত হইয়া যায়। দেরাদুনে শান্তি স্থাপিত হয়। মিরাটের মাজিষ্ট্রেট ডনলোপ্ সাহেব উত্তেজিত লোকের আক্রমণনিবারণ এবং আপনাদের প্রাধান্যস্থাপনের জন্য অভিনব অশ্বসাদী সৈনিকদলের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের ধূসরবর্ণ সামরিক পরিচ্ছদের নাম খাকি হওয়াতে ইহারা খাকিরেশেলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।* এইরূপে ১৮৫৮ অব্দের জুন মাসের মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান শান্তিপ্রবণ হয়। সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও ক্রমে লোকের উত্তেজনা এবং রাজ্যশাসনে নানারূপ অশৃঙ্খলার অবসান ঘটে।

সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত। ১৮৫৭ অব্দে এই প্রদেশ সাগর, জব্বলপুর, হুসেঙ্গাবাদ প্রভৃতি এগারটি জেলায় বিভক্ত ছিল। ১৮৪৩ অব্দে গোয়ালিয়রের দরবার যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়েন, মহারাজপুরের যুদ্ধে যখন এই বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন অপরিচিত ও বিদেশীয় শাসনপ্রণালীতে বিরক্তি প্রযুক্তই হউক, অথবা গোয়ালিয়রের দরবারের প্ররোচনা প্রযুক্তই হউক, এই প্রদেশের সর্দ্দারগণ এবং সাধারণ লোকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তদানীন্তন গবর্ণর-জেনেরল লর্ড এলেন্‌বরা এই বিপ্লবের শান্তির জন্য কর্ণেল স্লিমানকে নিযুক্ত করেন। স্লিমানের শাসনপ্রণালীর গুণে শান্তি স্থাপিত হয়, লোকেও সন্তুষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু শেষে এই প্রদেশ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তার অধীন হয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর টমাসন্ সাহেবের পরস্বগ্রহণবিষয়িণী প্রণালীর দোষে আবার লোকের মধ্যে বিরাগের সঞ্চার হয়। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ১৮৪৩ অব্দের গবর্ণমেণ্ট দিলহেরি

* *Dulop, Service and Adventure with the Khakee Ressalah.*

নামক স্থানের গোণ্ডরাজার বিশ্বস্ততায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। অমিতব্যয় প্রযুক্ত এই রাজার অনেক ঋণ হইয়াছিল। যখন সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তার অধীন হয়, তাহার কিছুকাল পরে রাজা সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন। কিন্তু এই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালী ভিন্নরূপ ছিল। ১৮৫৫ অব্দে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর দিলহেরির অধিপতির "রাজা" উপাধির উচ্ছেদে এবং ভূসম্পত্তির গ্রহণে উদ্যত হয়েন। যে বিভাগে রাজার ভূসম্পত্তি ছিল, কাপ্তেন টর্ণান্ নামক একজন সহৃদয় রাজপুরুষ সেই বিভাগের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রাজা আপন কার্য্যে অযোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার "রাজা" উপাধির উচ্ছেদ ঘটিবে। তদীয় জমিদারী প্রজাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে শতকরা কিছু উপস্বত্ব পাইবেন। কাপ্তেন টর্ণান্ সমবেদনাপর ও উদারপ্রকৃতি ছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের এইরূপ রাজনীতির প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত রাজাকে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত জানাইলেন। বর্ষীয়ান্ পুরুষ সাতিশয় মনঃক্ষোভে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পদক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে খুলিয়া ফেলিলেন, এবং কাপ্তেনকে কহিলেন,—"যাঁহারা তাহাকে এই পদক দিয়াছেন, তাঁহারাই এখন তাঁহাকে তাঁহার সজাতির, স্ববংশের ও স্বদেশের সমক্ষে অপদস্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই পদকটি যেন তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।" কাপ্তেন অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। গোণ্ডবনের লোকে ভাবিল যে, বৃদ্ধ রাজা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবেন। কিন্তু এইরূপ অবমাননাতেও ক্ষমতাপন্ন বর্ষীয়ান্ পুরুষের রাজনিষ্ঠা অটল রহিল। রাজার পক্ষসমর্থন করাতে কাপ্তেন টর্ণান্ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এজন্য রাজা তাঁহার প্রতি বারংবার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশেও ত্রুটি করেন নাই। ১৮৫৭ অব্দে যখন নরসিংহপুর জেলায় বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তখন কাপ্তেন টর্ণান আপনার বাসগৃহপরিত্যাগে সম্মত হয়েন নাই। একদা প্রাতঃকালে তাঁহার গৃহ বহুসংখ্যক বন্দুকধারী লোকে পরিবেষ্টিত হয়। কাপ্তেন টর্ণান্ দেখিলেন যে, ইহারা দিলহেরির লোক। তিনি অবিলম্বে দলপতিকে ডাকাইয়া

আনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দলপতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন— "যখন আমাদের উপাধি এবং সম্পত্তি গৃহীত হয়, তখন আপনি আমাদের প্রতি সদয়ভাব দেখাইয়াছেন, এবং আমাদের জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য আপনাকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছে। এখন আমরা শুনিতেছি যে, গোলযোগ পাকিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আপনার কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছি, আপনি যেমন আমাদের পক্ষে ছিলেন, আমরাও সেইরূপ আপনার পক্ষে থাকিব। এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে, বলুন।" কাপ্তেন টর্ণান্ তাহাদের সাহায্যগ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করেন। বিপ্লবের সময়ে এই বংশের যাবতীয় লোক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া, যথোচিত রাজভক্তি প্রকাশ করে।*

দিলহেরির রাজার সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল সাগর এবং নর্ম্মদাপ্রদেশের অধিকাংশ রাজার সম্বন্ধে তাহাই ঘটে, দিলহেরিরাজের রাজনিষ্ঠা ছিল। কিন্তু অন্যান্য রাজা সমভাবে এইরূপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই। ইঁহাদের মর্ম্মবেদনা হইতে ভয়াবহ ঘটনার উৎপত্তি হয়। স্যার্ হিউ রোজ্ মধ্যভারতবর্ষে বিপ্লবের নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইন্দোর হইতে কাল্পী পর্য্যন্ত এরূপ বিপ্লব ঘটে যে, উহার নিবারণের জন্য উক্ত ইংরেজ সেনাপতিকে সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হয়। রথগড়, সাগর, চন্দেরি, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে সৈনিকবলে বিপ্লবের শান্তি ঘটে। রথগড় মধ্যভারতবর্ষের একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ। উহা সাগরের চব্বিশ মাইল দূরবর্ত্তী। মহম্মদ ফজিল খাঁ নামক এক ব্যক্তি, "মুন্দেশ্বরের নবাব" উপাধি ধারণপূর্ব্বক এই দুর্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিপক্ষের পরিচালক হয়েন। ১৮৫৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে স্যার হিউ রোজ্ দুর্গ আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষের অধিকাংশ পলায়ন করে। ফজিল খাঁ ধৃত হয়েন। দুর্গের প্রধান দ্বারের নিকটে ইঁহার ফাঁসী হয়। সাগরের দুর্গে মহিলা এবং বালকবালিকায় দেড় শতের অধিক লোক অবরুদ্ধ ছিল। ১৮৫৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে এই দুর্গ অধিকৃত এবং অবরুদ্ধগণ বিমুক্ত হয়। বানপুরের সাহসী রাজা এক সময়ে

* *Malleson, Indian Mutiny of 1857, p. 256, note.*

ইংরেজ পলাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াও, শেষে ঘটনাক্রমে নিজের অনিচ্ছায় গবর্ণমেণ্টের প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন। শাহগড়ের রাজাও বিপক্ষদলে মিশিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরাজিত হয়েন। মোগলসম্রাট্ আকবরের সময়ে চন্দেরি একটি প্রধান স্থান ছিল। "যদি তুমি এমন কোন নগর দেখিতে ইচ্ছা কর যে, উহার গৃহগুলি প্রাসাদের মত, তাহা হইলে চন্দেরি দেখ", এই কথা আকবরের রাজত্বকালে প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়াছিল। ঐ সময়ে চন্দেরিতে ১৪,০০০ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ, ৩৮৪টি বাজার, ৩৬০টি পান্থশালা এবং ১২,০০০ মস্‌জিদ ছিল। এই প্রসিদ্ধ নগর প্রতিপক্ষের হস্তগত হইয়াছিল। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে উহা ইংরেজসৈন্যের অধিকৃত হয়। সেকেন্দর বেগম আপনার কন্যার নামে ভূপালের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় ভূপালে শান্তি অব্যাহত থাকে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দক্ষিণমহারাষ্ট্রের ভূস্বামিগণ ইনামকমিশনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।* অধিকন্তু এই সময়ে নানা সাহেব এবং তাত্যা টোপের কার্য্যও ইঁহাদের গোচর হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের পশ্চিম প্রান্ত সিপাহীদিগের উত্তেজনাতরঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। কিন্তু এ সময়ে লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বোম্বাইর গবর্ণর ছিলেন। ইঁহার কর্ম্মকুশলতায় গোলযোগ নিরাকৃত হয়।

দক্ষিণাপথে হায়দরাবাদের নিজাম এবং তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী সলার্‌জঙ্গের কর্ম্মক্ষমতা ও রাজনিষ্ঠার গুণে শান্তির মঙ্গলময় বিধান বদ্ধমূল থাকে। এইরূপে অনেকস্থলে ইংরেজের ন্যায় এতদ্দেশীয়দিগেরও সাহসে, বুদ্ধিকৌশলে, রাজনিষ্ঠার গুণে এবং কর্ম্মনৈপুণ্যে বিপ্লবের অবসান ঘটে। কিন্তু মধ্য ভারতবর্ষের একটি স্থানের বিপ্লবনিবারণে বহু সৈনিক বল এবং যুদ্ধাভিজ্ঞ সেনাপতির যুদ্ধকৌশল আবশ্যক হয়। ঝাঁসীতে বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটে। রাণী লক্ষ্মীবাঈর বীরত্বে ইংরেজ সেনাপতিকে বিব্রত হইতে হয়। পরবর্ত্তী খণ্ডে এই বিষয় বিবৃত হইতেছে।

* উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইনামকমিশনের বিষয় বিবৃত হইয়াছে

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

ঝাঁশী—লক্ষ্মী বাঈ।

ঝাঁশীর সংস্থান—লক্ষ্মী বাঈ—তাঁহার বাল্যবিবরণ—তাঁহার বিবাহ—তাঁহার স্বামীর দেহত্যাগ—ঝাঁশীতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারস্থাপন—ঝাঁশীর বিপ্লব—এ সময়ে লক্ষ্মী বাঈর কার্য্য—ইংরেজের সেনাপতির ঝাঁশীতে যাত্রা—তাঁহার সহিত লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধের উদ্‌যোগ—ঝাঁশীর দুর্গ আক্রমণ—লক্ষ্মী বাঈর বীরত্ব ও পরাক্রম—তাঁহার ঝাঁশীপরিত্যাগ—ঝাঁশীর দুর্গে ইংরেজসেনাপতির অধিকারস্থাপন—রাও সাহেব ও তাত্যা টোপের সহিত লক্ষ্মী বাঈর সম্মিলন—কুঁচের যুদ্ধ—ইংরেজসৈন্যের কাল্পী অধিকার—রাও সাহেব প্রভৃতির গোয়ালিয়রে গমন—মহারাজ শিন্দের পলায়ন—গোয়ালিয়রে রাও সাহেবের অধিকার-স্থাপন—ইংরেজ সেনাপতির গোয়ালিয়রে যাত্রা—গোবালিয়রের যুদ্ধ—লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধস্থল-পরিত্যাগ—তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার দেহত্যাগ—গোয়ালিয়রে মহারাজ শিন্দের পুনর্ব্বার অধিকারস্থাপন—দামোদর রাও।

ঝাঁশী সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশের অন্তর্গত। সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশের উত্তরে ব্রিটিশাধিকৃত বাঁদা, এলাহাবাদ এবং মীর্জ্জাপুর জেলা, দক্ষিণে নাগপুর ও নিজামের রাজ্য, পশ্চিমে গোয়ালিয়র ও ভুপালরাজ্য। এই প্রদেশের অধিকাংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। উহার অন্তর্গত ঝাঁশীতেও লর্ড ডালহৌসীর আদেশক্রমে কোম্পানির আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। ঝাঁশীর বিপ্লবের বর্ণনা করিতে গেলেই ঝাঁশীর চিরপ্রসিদ্ধ রাণী লক্ষ্মী বাঈর কথা বলিতে হয়। থর্ম্মাপলির নামে যেমন লিওনিদস্, হলদিঘাটের নামে যেমন প্রতাপ সিংহ, লোকের মানসপটে আবির্ভূত হয়েন, ঝাঁশীর নামে সেইরূপ লক্ষ্মী বাঈ লোকের মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকেন। ঝাঁশীর বিপ্লবের প্রসঙ্গে এই বীররমণীর বিচিত্র বিবরণ বর্ণিত হইতেছে।*

* শ্রীযুত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনবীস মরাঠী ভাষায় লক্ষ্মী বাঈর জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। উপস্থিত বিষয়ের সারাংশ ঐ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল।

কৃষ্ণরাও তাম্বে নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী ওয়াঁঈ গ্রামে বাস করিতেন। পেশওয়েগণের অধীনে ইনি মামলতদারের (মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র বলবন্তরাও পেশওয়ের সরকারে সেনানায়কের কর্ম্ম করিতেন। বলবন্ত রাওয়ের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মোরোপন্ত পিতার সহিত পুণায় থাকিতেন। ইনি শেষে পেশওয়ে বাজী রাওয়ের সহোদর চিমাজী আপ্পার সাতিশয় অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। বাজীরাও বিঠুরে গেলে চিমাজী আপ্পা কাশীধামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রিয় সহচর মোরোপন্ত তাম্বেও সপরিবারে কাশীবাসী হয়েন। এখানে তিনি চিমাজীর দেওয়ানের কর্ম্ম করিতেন।

হিন্দুর এই চিরপবিত্র বারাণসীধামে ১৮৩৫ অব্দের ১৯শে নবেম্বর মোরোপন্ত তাম্বের একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। এই কন্যা পিতৃগৃহে মনু বাঈ নামে পরিচিতা ছিলেন। মনুর বয়ঃক্রম ৩।৪ বৎসর হইতে না হইতেই, তাঁহার মাতা ভাগীরথী বাঈ দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে মোরোপন্তের প্রধান সহায় ও অভিভাবক চিমাজী আপ্পারও মৃত্যু হয়। সুতরাং মোরোপন্ত কাশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিঠুরে গিয়া, বাজী রাওয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাতৃহীন মনু বাঈ পিতার সাতিশয় স্নেহ ও আদরের পাত্রী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পিতার নিকটে থাকিতেন, পিতার অসামান্য স্নেহসহকৃত আদরে মাতৃবিয়োগদুঃখ বিস্মৃত হইতেন, পিতৃসমীপে নানা ক্রীড়াকৌতুকে আমোদলাভ করিতেন। গৃহে কোন স্ত্রীলোক না থাকাতে বালিকার বাল্যকাল এইরূপে পিতৃসমীপে পুরুষদিগের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। মনুর লাবণ্যময় দেহ, সুপরিস্ফুট গৌরকান্তি, সারল্যময় সদাচার দেখিয়া, বাজী রাওয়ের অনুচরবর্গ তাহাকে আদর করিয়া "ছবেলী" (ময়না) বলিয়া ডাকিতেন। পেশওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেব ও রাও সাহেবের সহিত এই বালিকা সর্ব্বদা নানা ক্রীড়া করিত। বালিকার প্রতি বাজী রাওয়ের নিরতিশয় স্নেহ ছিল। তাঁহার স্নেহাতিশয্যে বালিকার বাল্যস্বভাবসুলভ আবদার সহজে পূর্ণ হইত। নানা সাহেব যখন অশ্বারোহণে ভ্রমণার্থে বহির্গত হইতেন, তখন মনুও ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেন। নানা সাহেবকে অসিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত দেখিলে, মনুও তাঁহার সহিত অসিক্রীড়ায় উদ্যত হইতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ঘুড়ি

উড়াইতেন, চক্রক্রীড়া করিতেন, স্বয়ং রাণী সাজিয়া, সঙ্গিনীদিগের মধ্যে কাহাকে দাসী, কাহাকেও সখী সাজাইতেন, কেহ তাঁহার আদেশ না মানিলে তাহাকে দণ্ড দিতেন। এইরূপ ক্রীড়ায় তাঁহার অধিকতর আমোদলাভ হইত। পদচ্যুত পেশওয়ের পুত্রদিগের সহিত তিনি যেরূপ বীরোচিত ক্রীড়াকৌতুকে আমোদিত হইতেন, সেইরূপ লেখাপড়াতেও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বাল্যকালে সাধারণভাবে তাঁহার বর্ণপরিচয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তিনি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন নানা সাহেবকে ভাইফোঁটা দিতেন। নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে সংসারক্ষেত্রে এই উভয়েরই পরিণাম প্রায় একরূপ হইয়াছিল।

একদা একজন জ্যোতিষী মনুর জন্মপত্রিকা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজমহিষী হইবেন। মোরোপন্ত জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলমনোরথ হয়েন নাই, এখন জ্যোতিষীর কথায় তাঁহার আস্থা জন্মিল না। কিন্তু জ্যোতিষী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, তাঁহার গণনার কখনও অন্যথা হইবে না। এই সময়ে ঝাঁশীর মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। জ্যোতিষী, মোরোপন্তকে তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে বলিলেন। মোরোপন্ত জ্যোতিষীর দৃঢ়তা দর্শনে তাঁহাকেই বাজী রাওয়ের অনুরোধপত্র দিয়া, ঝাঁশীর অধিপতির নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

গঙ্গাধর রাও কন্যা দেখিবার জন্য একজন অমাত্য পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি এই অমাত্যের মুখে মনুর রূপলাবণ্য ও গুণগৌরবের বিবরণ শুনিয়া, বাজী রাওয়ের কথায় সম্মত হইলেন। ১৮৪২ অব্দের বৈশাখ মাসে মহাসমারোহে ঝাঁশীর মহারাজের সহিত অষ্টমবর্ষীয়া মনু বাঈর পরিণয় হইল। জ্যোতিষী আপনার গণনা সফল হইল দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইলেন। মোরোপন্ত মহারাজকে গৌরীদান করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। পুরোহিত যখন গঙ্গাধর রাওর বস্ত্রাঞ্চলের সহিত মনুর বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন করেন, তখন মনু পুরোহিতকে বলিয়াছিলেন—"ভাল করিয়া দৃঢ়রূপে গ্রন্থিবন্ধন করুন।" যিনি অতঃপর অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত "মেরি ঝাঁশী দেঙ্গী নেহি" বলিয়া,

উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজপুরুষের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন, অষ্টমবর্ষ বয়সেই তাঁহার এইরূপ বাক্‌চাতুরী পরিস্ফুট হইয়াছিল।

নববধূ রাজবাটীতে প্রবেশ করিলে মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে শ্বশুরগৃহে বধূর নূতন নামকরণ হয়। মনুর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নানাভূষণে অধিকতর রমণীয় হইয়াছিল। এই দিব্য কান্তি দর্শনে পুরবাসীদিগের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তাহারা বধূকে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এজন্য লক্ষ্মীস্বরূপিনী বধূর নাম "লক্ষ্মী বাঈ" রাখা হইল। মোরোপন্তের মনু বাঈ পেশওয়ের অনুচরদিগের ছবেলী এইরূপে লক্ষ্মী বাঈ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিবাহের পর লক্ষ্মী বাঈয়ের পিতা ঝাঁশীর দরবারের অন্যতম সর্দ্দার হইলেন। তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম চিমা বাঈ। ইঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে।*

১৮৫. খ্রীঃ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মী বাঈ এক পুত্র প্রসব করেন। নবকুমার লাভে গঙ্গাধর রাও নিরতিশয় আনন্দিত হয়েন। নগরে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এই শিশুটির বয়স তিন মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই, উহার দেহাত্যয় হইল। পুত্রশোকে লক্ষ্মী বাঈ কাতর হইলেন। গঙ্গাধর রাও হৃদয়ে এরূপ আঘাত পাইলেন যে, তাঁহার শরীর একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। বহু চিকিৎসাতেও তিনি আর সুস্থ হইতে পারিলেন না। দুরন্ত রোগ অবশেষে তাঁহার দুঃসহ শোকের শান্তি করিল। তাঁহার দেহত্যাগের পর ঝাঁশীরাজ্য যেরূপে ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়, তাহা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গাধর, যথাবিধানে দত্তক গ্রহণ করেন। এই দত্তক পুত্র দামোদর রাও নামে প্রসিদ্ধ হয়েন।

ঝাঁশী ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হইলে দরবারের কর্ম্মচারিগণকে বিদায় দেওয়া হয়। মোরোপন্ত এবং লক্ষ্মণরাও রাণীর বিষয়কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। দামোদর রাও সপ্তমবর্ষে (গর্ভাষ্টমে) পদার্পণ করিলে লক্ষ্মী বাঈ ১৮৫৫ অব্দের মাঘ মাসে তাঁহার উপনয়ন সমারোহের সহিত সমাপন করিবার সুঙ্কল্প করেন। কিন্তু যথোপযুক্ত অর্থ না থাকাতে তিনি,

* এই পুত্র ও কন্যা জীবিত আছেন। পুত্রের নাম চিন্তামণি রাও। ইঁহাদের নিকট হইতে লক্ষ্মী বাঈয়ের মহারাষ্ট্রীয় জীবনীলেখক অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

দামোদর রাওয়ের নামে কোম্পানির সরকারের যে অর্থ গচ্ছিত ছিল, তাহার মধ্যে এক লক্ষ টাকা প্রার্থনা করিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে এই উত্তর দিলেন যে, দামোদর রাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, ঐ টাকার দাবী করিলে, রাণী উহা প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া যদি প্রতিশ্রুত হয়েন এবং তদ্বিষয়ে চারি জন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জামিন দিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ টাকা দেওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ উত্তরে লক্ষ্মী বাঈ সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু উপায়ান্তরের অভাবে তাঁহাকে ঐ প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। তিনি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, মহাসমারোহে পুত্রের উপনয়নসংস্কার সমাপন করিলেন।

লক্ষ্মী বাঈ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ঈশ্বরচিন্তায় স্বকীয় মানসিক সন্তাপ বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি রাত্রি ৪টার সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া, স্নানাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক শিবপূজায় প্রবৃত্ত হইতেন। ৮টার সময়ে তাঁহার শিবপূজা শেষ হইত। তাহার পর পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্ব্বক প্রাসাদপ্রাঙ্গণে ৪।৫টি অশ্ব লইয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল উহাদের চালনা করিতেন। ১১টার সময়ে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত প্রাত্যহিক দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত ১১শত রামনাম অষ্টপ্রকার চন্দনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে লিখিতেন, এবং ঐ কাগজের খণ্ডগুলি গোধূমচূর্ণের গুটিকার মধ্যে পুরিয়া উহা মৎস্যদিগকে খাওয়াইতেন; সায়ংকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত পুরাণ শ্রবণ করিতেন। যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিত, তাঁহারা এই সময়ে সাক্ষাৎ করিত। অনন্তর পুনর্ব্বার স্নান করিয়া, তিনি দেবার্চ্চনায় বসিতেন; ইহার পর রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে শয়ন করিতেন। শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর প্রতি তাঁহার সবিশেষ ভক্তি ছিল, তিনি প্রতি শুক্রবার উপবাস করিয়া, সূর্য্যাস্তকালে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে দেবীদর্শনে গমন করিতেন।

পতিবিয়োগের পর লক্ষ্মী বাঈ তিন বৎসরকাল এইরূপে কঠোর ব্রতাচরণে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতেছিলেন। তিনি সহসা ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হয়েন নাই। ব্রিটিশ কোম্পানির বিচারে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন, ব্রিটিশ কোম্পানির কার্য্য নিরতিশয় ন্যায়বহির্ভূত বলিয়া, তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এই কার্য্যের প্রতিরোধের জন্য তিনি যথাশক্তি ন্যায়সম্মত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ বিচারে, এইরূপ দুঃখের আবেগে, এইরূপ যুক্তি-

তর্কের মর্য্যাদাহানিতে তাঁহার হৃদয়নিহিত তুষানল প্রজ্বলিতপাবকে পরিণত হয় নাই। উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কে সাহেব এই ভাবে লিখিয়াছেন—"ক্রমে অন্যান্য বিষয়ে রাণীর যার পর নাই বিরক্তি জন্মে, ইহার মধ্যে ইংরেজদিগের অনুষ্ঠিত গোহত্যা প্রধান। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকটে এই বিষয় সাতিশয় ধর্ম্মহানিজনক। রাণী ইহার প্রতীকারের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিলেন। ঝাঁশীর লোকেও গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় জানাইয়া প্রতীকারের প্রার্থনা করিল, কিন্তু এই আবেদনের উত্তর সন্তোষজনক হইল না। কর্ত্তৃপক্ষ গোহত্যানিবারণে অসম্মত হইলেন; গবর্ণমেণ্ট আবার রাণীর বিরক্তিবৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিলেন।" অতঃপর কে সাহেব রাণীর সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"ইহার পর রাণীকে তাঁহার স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিতে বলা হইল। রাণী এই অসঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইলেন। এবারেও ইন্দোরের রেসিডণ্ট্ স্যার্ রবার্ট হামিল্টন রাণীর কথা রক্ষা করিতে লেফ্‌টেন্লেণ্ট-গবর্ণরকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে রহিলেন। অতঃপর রাণীর বৃত্তির কিয়দংশ রদ করা হইল।* রাণী যুক্তিসঙ্গতভাবে কহিলেন যে, তদীয় স্বামীর দেনা তাঁহার নিজের দেনা নহে, সুতরাং তিনি উহার জন্য দায়ী হইতে পারেন না। তিনি ঝাঁশী ছাড়িয়া পুণ্যক্ষেত্রে বারাণসীতে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিতে প্রস্তুত আছেন। রাণীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার পরিণামে যে, কি হইবে, বলিতে পারি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য এরূপ অনুদারতামূলক এবং এরূপ ন্যায়বহির্ভূত যে, কল্‌বিন সাহেব যদি ইহার কুফলের বিষয় ভাবিতেন, তাহা হইলে তিনিও চমকিত হইতেন।† এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাণীর বিরাগ ক্রমে ঘনীভূত হইতে

* গবর্ণমেণ্ট রাণীকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রাণীর মহারাষ্ট্রীয় জীবনীলেখক বলেন, রাণী এই বৃত্তিগ্রহণে সম্মত হয়েন নাই। তাঁহার যে কিছু অর্থ সঞ্চিত ছিল, তদ্দারা তিনি কোনরূপে দিনপাত করিতেন।

† মাংসে বিদ্ধ কণ্টকের ন্যায় নিম্নলিখিত স্বত্বগ্রহণকর্ম্মও অল্প উত্তেজনার উদ্দীপক নহে, ঝাঁশীর পূর্ব্বদিকে নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির আছে। গঙ্গাধর রাওর পূর্ব্বপুরুষ দেবসেবার জন্য দুই খানি গ্রামের উপস্বত্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গাধর রাওর মৃত্যু হইলে ডেপুটি কমিশনর এই বন্দোবস্ত পূর্ব্বের ন্যায় রাখিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রাম দুইখানি অধিকার করিবার আদেশ দেওয়া হয়। রাণী ইহার

লাগিল। তাঁহার যেরূপ পুরুষোচিত ক্ষমতা, সেইরূপ নারীজনোচিত হিংসা-প্রবৃত্তি ছিল। তিনি ঝটিকাসঞ্চারের প্রতীক্ষায় রহিলেন। রাণী নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময় উপস্থিত হইবে। ১৮৫৭ অব্দে তাঁহার বয়স ঊনত্রিশ কি ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল।* তাঁহার যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সেইরূপ কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা, বাক্‌কৌশল ও উৎকৃষ্ট যুক্তিবিন্যাসপ্রণালী ছিল। তিনি কমিশনর বা গবর্ণরের নিকটে আপনার বিষয় বিশদরূপে বলিতে পারিতেন; যখন ইংরাজ রাজপুরুষের সহিত কথা কহিতেন, তখন আপনার অন্তনির্গূঢ় বিরক্তি বা ক্রোধ চাপিয়া রাখিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু এইরূপ বিরুদ্ধ কথা প্রচার করা আমাদের একটা রীতি। যখন কোন রাজ্য অধিকৃত হয়, তখন রাজ্যভ্রষ্ট ভূপতি অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে নানা কথা প্রচারিত হইয়া থাকে। কথিত আছে, রাণী অপরের ক্ষমতায় বশীভূত ও পরিচালিত বালিকামাত্র ছিলেন। তিনি অমিতাচারে অনুক্ষণ আসক্ত থাকিতেন। রাণী যে, কেবল বালিকা নহেন, তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তাতে প্রকাশ পাইত। তাঁহার অমিতাচার অপরের কল্পনামূলক ব্যতীত আর কিছুই নহে।” †

উপস্থিত সময়ে ঝাঁশীতে ১২ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদলের একাংশ, ১৪ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক ছিল। কাপ্তেন ডনলুপ এই সকল সৈনিকের অধিনায়ক ছিলেন। ঝাঁশী যে দিন ব্রিটিশরাজ্যের সহিত সংযোজিত হয়, সেই দিন হইতে কাপ্তেন স্কীন কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঝাঁশীতে যে, কোনরূপ গোলযোগ ঘটিবে, ইহাতে কাপ্তেন স্কীনের বিশ্বাস ছিল না। যখন মিরাটে গোলযোগ ঘটে, তখনও কাপ্তেন স্কীনের বিশ্বাস জন্মে নাই যে, ঝাঁশীর সিপাহীরা গবর্ণ-

প্রতিবাদ করেন। এই বিষয় পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টের বিচারের জন্য যায়। ইহার ফল পূর্ব্ববৎ হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই ঝাঁশীতে বিপ্লব ঘটে।

* উক্ত জীবনীতে উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে লক্ষ্মী বাঈর জন্ম হয়। সুতরাং ১৮৫৭ অব্দে তাঁহার বয়স ২২ বৎসরের অধিক হয় নাই।

† *Kaye, Sepoy War. Vol. III., p. 562-563.*

স্যার্ জন্ মালকম্‌ও রাণীর সুচরিত্রের যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন। উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

মেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে, অথবা বাহিরের লোকে সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবে। তিনি ১৮ই মে আগরায় এই ভাবে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"এই স্থানে যে, কোনরূপ আশঙ্কার কারণ আছে, তাহা আমার মনে হয় না। এখানকার সৈনিকেরা বিশ্বস্তভাবে আছে, এবং মিরাট ও দিল্লীর ঘটনায় অসীম ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। ইহারা কাপ্তেন ডনলুপের ন্যায় একজন উপযুক্ত অধিনায়কের অধীন রহিয়াছে। ইহাদিগকে কি ভাবে পরিচালিত করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন। তিনি ইহাদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের কারণ দেখিতে পাইতেছেন না।" মে মাস অতীত হইল। জুন মাসের প্রারম্ভে কমিশনর সাহেব সিপাহীদিগের এইরূপ অনুরক্তি ও প্রভুভক্তির বিষয়ে নিঃসন্দেহ রহিলেন। তিনি কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বিপদের পূর্ব্বসূচনা ঘটিতে লাগিল।

কমিশনর সাহেব ৩রা জুন নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সিপাহীদিগের প্রভুভক্তির বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার এক দিন কি দুই দিন পরে দিবাভাগে সৈনিক-নিবাসের দুই খানি বাংলা পুড়িয়া গেল। ৫ই দুর্গের দিকে বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, আর কোন বিষয় না ভাবিয়া, আত্মরক্ষায় ও সম্পত্তিরক্ষায় উদ্যত হইলেন। যুদ্ধাসমর্থ ইউরোপীয়গণ পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি লইয়া নগরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সিপহীদিগের আফিসরগণ সৈনিকনিবাসে রহিলেন। কাপ্তেন ডনলুপ এবং তাঁহার সহযোগিগণ সিপাহীদিগকে শান্তভাবে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিপাহীরা নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে কাওয়াজ হইবে বলিয়া আদেশ প্রচারিত হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এতদ্দেশীয় আফিসরগণ ঝাঁশীর সিপাহীদিগের সহিত কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। সিপাহীগণ এ সময়ে কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। তাহারা প্রশান্তভাবে যথোচিত সম্মানসহকারে অধিনায়কের আদেশের অনুবর্ত্তী হইল। কিন্তু এইরূপ প্রশান্তভাবে, এইরূপ সম্মানপ্রদর্শনে কোন ফল হইল না। ঝটিকার প্রারম্ভে প্রকৃতি যেমন প্রশান্তভাবে থাকে, সিপাহীদিগের বাহ্যভাবও সেইরূপ প্রশান্ত রহিল। এই সময়ে স্কীন এবং গর্ডন সাহেব সৈনিকনিবাসে গিয়া, কাপ্তেন ডনলুপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর স্কীন সাহেব দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত

হইলেন। গর্ডন সাহেব আপনার গৃহে গিয়া, ভোজন সমাপন পূর্ব্বক সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় পার্শ্ববর্ত্তী সর্দ্দারদিগের নিকটে পত্র লিখিলেন। কিন্তু বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে সমগ্র সিপাহীদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, আপনাদের আফিসরদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। ইউরোপীয়-দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই নিহত হইলেন। কেবল একজন অধিনায়ক গুরুতর-রূপে আহত হইয়াও, কোনরূপে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দুর্গে প্রস্থান করিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ সৈনিকনিবাস এইরূপে নরশোণিতে রঞ্জিত করিল। অতঃপর তাহারা কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, কাছারিঘর পুড়াইয়া ফেলিল। অবশেষে উত্তেজিত সিপাহী, কারামুক্ত কয়েদী, বিশ্বাসঘাতক পুলিস প্রহরী, সকলে মিলিয়া, দুর্গ অবরোধ করিল।

৭ই জুন দুর্গবাসী ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্টচক্র আবর্ত্তিত হইল। চারি দিক করাল মেঘমালায় সমাবৃত হইয়াছিল। প্রবলবেগে ঝটিকার সঞ্চার ঘটিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর ঝটিকাপাতের মধ্যে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করা ইউরোপীয়-দিগের সুসাধ্য হইল না। সুতরাং তাঁহারা এখন নিরুপায় হইয়া, এক সময়ে যাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের এক শেষ করিয়াছিলেন, তাঁহারই শরণাগত হইলেন। ৭ই জুন প্রাতঃকালে কাপ্তেন স্কীন দুর্গ হইতে নিরাপদে স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মী বাঈর নিকটে কতিপয় কর্ম্মচারী পাঠাইলেন। কথিত আছে, ইঁহারা পথিমধ্যে অবরুদ্ধ ও রাণীর নিকটে আনীত হইলেন। রাণী ইঁহাদিগকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই সকল সিপাহীর অস্ত্রাঘাতে ইঁহাদের প্রাণান্ত ঘটিল।* ঝাঁশীর প্রধান সদর আমীন রাণীর ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। স্কীন ও গর্ডন সাহেব সেই দিন রাণীর নিকটে বারংবার পত্র লিখিলেন। কিন্তু ইঁহাদের পত্র কোথায় গেল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। বেলা দুই ঘটিকার পর উত্তেজিত লোকে দুর্গ আক্রমণ করিল। কিন্তু ইহাতে দুর্গবাসীদিগের কোনরূপ ক্ষতি হইল না। ৮ই জুন প্রাতঃকালে তাহারা আবার অধিকতর উৎসাহের সহিত আক্রমণ করিল। দুর্গের বহির্ভাগে সশস্ত্র লোকে যেমন ইউরোপীয়দিগের

* ইহা ইংরেজলেখকদিগের কথা। লক্ষ্মী বাঈর জীবনীলেখক যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ ঘটনার উল্লেখ নাই।

শোণিতপাতে সচেষ্ট হইয়াছিল, দুর্গের অভ্যন্তরেও সেইরূপ নিরস্ত্র বিশ্বাসঘাতকগণ তাঁহাদের অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। আক্রমণকারীদিগের প্রবেশের জন্য দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবার চেষ্টা হয়। সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত সময়ে এইরূপ চেষ্টার প্রতিরোধ করা হয়। ইহাতে কিছুকালের জন্য দুর্গবাসিগণ অক্ষতশরীরে থাকেন। কিন্তু আক্রমণকারীদিগের উদ্যম নিষ্ফল করিবার সুযোগ ঘটিল না। কাপ্তেন গর্ডন নিহত হইলেন। আহারসামগ্রী ও গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় হইল। চারি দিকে আক্রমণকারীদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং আক্রমণকারীদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না। কাপ্তেন স্কীন অগত্যা সন্ধিসূচক শ্বেতপতাকা উড়াইয়া দিলেন।

সিপাহীদিগের অধ্যক্ষগণ ইহা দেখিয়া, দুর্গদ্বারে সমাগত হইল, এবং কাপ্তেন স্কীনকে সন্ধিস্থাপনের জন্য গম্ভীরভাবে শপথ করিতে দেখিয়া, শালে মহম্মদ নামক একজন নেটিব ডাক্তারের দ্বারা জানাইল যে, যদি ইংরেজেরা অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গ সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হইবে না। এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। দুর্গবাসিগণ অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলেন। দুর্গ হইতে যাত্রা করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু হতভাগ্যদিগের নিষ্কৃতিলাভ ঘটিল না। দুর্গদ্বার অতিক্রম করিতে না করিতেই সশস্ত্র সিপাহীগণ তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল, এবং হাত বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিল। এখন বাধা দিবার—আত্মরক্ষা করিবার আর কোন উপায় রহিল না। আক্রান্তগণ নিরীহ মেষপালের ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। অবরুদ্ধদিগকে রাজপথ দিয়া নগরের বহির্ভাগে লইয়া যাওয়া হইল। কতিপয় সওয়ার এই সময়ে আসিয়া কহিল, রেশেলাদারের হুকুম, অবরুদ্ধদিগকে বধ করিতে হইবে। অনন্তর এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগকে বৃক্ষশ্রেণীর নিকটে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখা হইল। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরমবিশ্বাসের পাত্র দারোগা এই ভয়ঙ্কর কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিল। জেলদারোগা সর্ব্বপ্রথম আপনার প্রাচীন মনিবের প্রাণ সংহার করিল। মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগকে পুরুষগণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হইল। ইঁহাদের সকলেই ঘাতকদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। ইঁহাদের দেহ তিন দিন পর্য্যন্ত রাস্তায় ফেলিয়া রাখা

হইল। পরে অতি সামান্যভাবে এক ভাগে পুরুষদিগের, অন্য ভাগে নারীদিগের সমাধি হইল। এইরূপে পঞ্চাশ ষাটি জন নিরীহ ও নিরপরাধ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর শোণিতে নবাধিকৃত ঝাঁশী কলঙ্কিত হইল।*

মহামতি কে সাহেব এই ভাবে ঝাঁশীর শোচনীয় ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন। ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন—"বিশ্বাস্য প্রমাণ অনুসারে জানা গিয়াছে যে, এই ভয়ঙ্কর নরহত্যার সময়ে রাণীর ভৃত্যদিগের মধ্যে কেহই উপস্থিত ছিল না। প্রধানতঃ ইহা আমাদের পুরাতন লোকের কর্ম্ম। অনিয়মিত অশ্বারোহিদল হইতে এই নরহত্যার আদেশ প্রচারিত হয়। জেলদারোগা ইহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।" † কে সাহেবের এইরূপ উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঝাঁশীর নরহত্যাকাণ্ডে রাণী লক্ষ্মী বাঈ লিপ্ত ছিলেন না।

মহারাষ্ট্রীয় লেখকদিগের মতে ৭৫ জন সাহেব, ১৯টি বিবি এবং ২৩টি বালকবালিকা নিহত হয়। এইরূপ নৃশংস কর্ম্মে রাণীর কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কি না, লক্ষ্মী বাঈর জীবনীতে তদ্‌বিষয় এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ‡——

জুন মাসের প্রারম্ভে ঝাঁশীর সৈনিকদিগের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার দেখিয়া, ডেপুটি কমিশনর কাপ্তেন গর্ডন এবং অপর ইউরোপীয়গণ ঝাঁশীর রাণীর নিকটে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় এবং ঝাঁশীরক্ষার জন্য সৈন্য প্রার্থনা করেন। রাণী প্রার্থনাপূরণে সম্মত হয়েন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল না, এজন্য তিনি সমাগত রাজপুরুষদিগের নিকটে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। সে সময়ে এই প্রস্তাব রাজপুরুষদিগের অনুমোদিত হয়।

প্রথম দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল। পর দিন গর্ডন সাহেব একাকী রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে কেবল আপনাদের কুলমহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগের সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III, p. 369.*

† *Ibid.*

‡ লক্ষ্মী বাঈর একজন পুরাতন কর্ম্মচারী ঝাঁশীর যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। ইনি উজ্জয়িনীতে গিয়া বাস করেন। উজ্জয়িনীর জজ রাও বাহাদুর চিন্তামণি নারায়ণ বৈদ্য এম্. এ. এল্. এল্. বি. ঐ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে উপস্থিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাণী সম্মত হইলেন। তৎপরদিন ইংরেজরমণীগণ সন্তানদিগকে লইয়া, রাণীর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাণী যথোচিত সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের অবস্থিতির জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদের রক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘকাল রাণীর তত্ত্বাবধানে থাকিলেন না। সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। ইংরেজেরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং আপনাদের আশ্রয়স্থল অধিকতর সুরক্ষিত ও নিরাপদ মনে করিয়া, কুলমহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগকে তথায় লইয়া গেলেন। মহিলারা রাণীর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেও রাণী দুই তিন দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিকালে উত্তেজিত সিপাহীদিগের অজ্ঞাতসারে, তাঁহাদের আহারার্থে তিন মণ গমের রুটী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কে সাহেবের লিখিত বিবরণে পরিব্যক্ত হইয়াছে। উত্তেজিত লোকের অস্ত্রাঘাতে যত ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা দেহত্যাগ করে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। রাণীর যদি উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী থাকিত, তাহা হইলে ৮ই জুন ঝাঁশীতে এই সকল অসহায় ইউরোপীয়ের শোণিতপাত হইত না। রাণী, মুন্সী অযোধ্যা প্রসাদ দ্বারা কাপ্তেন গর্ডন সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি আদেশ পাইলে এই বিপত্তিকালে তাঁহাদের সাহায্যের জন্য ঠাকুরজাতীয় সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন। ইহার উত্তরে গর্ডন সাহেব কহিয়াছিলেন,—"আমরা আপনাদের সাহায্যগ্রহণের ইচ্ছা করি না। আমাদের বিষয় না ভাবিয়া, আপনারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন।" সুতরাং আক্রান্ত ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্য রাণীর সমক্ষে আর কোন উপায় ছিল না। সিপাহীরা দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলে রাণী ইউরোপীয়দিগের শবগুলির যথারীতি সৎকার করাইয়াছিলেন। দুই জন ইংরেজ এবং একটি ইংরেজমহিলা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করেন। ইঁহাদের মধ্যে মার্টিন নামক এক ব্যক্তি আগরায় থাকেন। ইনি রাণীর দত্তক পুত্র শ্রীযুত দামোদর রাওয়ের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন,—"আপনার মাতৃদেবীর প্রতি সাতিশয় ন্যায়বিরুদ্ধভাবে এবং নির্দ্দয়রূপে এ বিষয়ের দোষভার সমর্পিত হইয়াছে। আমি ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত ঘটনা জানেন না। আপনার গরীব মাতাঠাকুরাণী ১৮৫৭ অব্দের

জুন মাসে ঝাঁশীর ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের নিধনব্যাপারে কোন অংশে লিপ্ত ছিলেন না। ইউরোপীয়গণ দুর্গে গেলে তিনি দুই দিন তাঁহাদের খাদ্য-সামগ্রী পাঠাইয়া দেন। করেরা হইতে এক শত বন্দুকধারী লোক আনিয়া, তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংরেজেরা এই সকল লোককে এক দিন দুর্গে রাখিয়া, পরে বিদায় দেন। ইহার পর রাণী মেজর্ স্কীন এবং কাপ্তেন গর্ডনকে পলায়ন পূর্ব্বক দতিয়া নামক স্থানের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধও রক্ষিত হয় নাই। অবশেষে তাঁহারা আপনাদের সৈন্য ও পুলিশ প্রহরী প্রভৃতি কর্তৃক নিহত হয়েন।"*

উত্তেজিত সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে বধ করিল, ছাউনী লুঠিয়া লইল, ঝাঁশীর দুর্গে—ঝাঁশীর সৈনিকনিবাসে স্বপ্রধান হইয়া উঠিল, ইহার পর রাজ-প্রাসাদ তাহাদের লক্ষ্য হইল। তাহারা প্রাসাদ অবরোধ করিল। তাহাদের দলপতি রাণীকে কহিল, তাহারা দিল্লীতে যাইতেছে, এখন তিন লক্ষ টাকা না পাইলে তোপে রাজপ্রাসাদ উড়াইয়া দিবে। রাণীর যথোচিত প্রত্যুৎপন্ন-মতি ছিল। তিনি বিপদে অভিভূত না হইয়া, বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার রাজ্য, তাঁহার সম্পত্তি, সমস্তই পরহস্তগত হইয়াছে। তিনি এখন দারিদ্র্যে নিপীড়িত, এখন পরমুখপ্রেক্ষিণী অনাথা। তাঁহার ন্যায় দরিদ্র অনাথার উপর অত্যাচার করা তাঁহার স্বদেশীয় সিপাহীদিগের উচিত নয়। কিন্তু সিপাহীরা এই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এদিকে রাণীর পিতা সিপাহীদিগকে শান্ত করিবার জন্য তাহাদের সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অবরুদ্ধ হইলেন। সিপাহীরা কহিল, কিছু টাকা না পাইলে তাহারা রাণীর দায়াদ সদাশিব রাও নারায়ণকে ঝাঁশীর গদিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। রাণী নিরুপায় হইলেন। তিনি পিতাকে বিমুক্ত করিতে কহিলেন, এবং আপ-

* মূল পত্রখানি পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল। কে সাহেব লিখিয়াছেন (*Sepoy War. III. 365*) রাণী ৬ই জুন অপরাহ্নকালে পতাকা উড়াইয়া বহুসংখ্য অনুচরের সহিত সিপাহী-দিগের আবাসস্থলে উপনীত হয়েন। আহসুন আলী নামক একজন মোল্লা স্বধর্ম্মনিরত লোকদিগকে উপাসনার জন্য আহ্বান করেন। এইরূপে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ইঙ্গিত করা হয়। কর্ণেল মালিসনও এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন (*Indian Mutiny. I. 185*). কিন্তু রাণীর বিমাতা কহেন যে, এই সময়ে রাণী এক বারও প্রাসাদ হইতে বহির্গত হয়েন নাই।

নার সম্পত্তি হইতে অলঙ্কারাদিতে এক লক্ষ টাকা দিয়া, সিপাহীদিগকে শান্ত করিলেন। সিপাহীরা অর্থলাভে উৎফুল্ল হইয়া, "মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাহকা, অম্মল (আমল) রাণী লক্ষ্মী বাঈকা" এইরূপ ঘোষণা করিতে করিতে দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। রাণী এই বিষয় ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন।

কর্ণেল মালিসন্ সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সিপাহীরা টাকা চাহিয়াছিল, রাণী ঝাঁশীর গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অর্থের বিনিময়ে অভীষ্ট পদ লাভ করেন। সিপাহীরা উৎকোচে বশীভূত হইয়া, লক্ষ্মী বাঈ ঝাঁশীর রাণী বলিয়া, ঘোষণা করে।* কে সাহেবও এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।† কিন্তু উল্লিখিত ঘটনায় প্রতিপন্ন হইবে যে, রাণী ঝাঁশীর গদিলাভের জন্য সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়েন নাই। তিনি একান্ত নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্থদান ভিন্ন উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আর কোন উপায় ছিল না। সিপাহীদিগের দলভুক্ত হইলে তিনি আপনার অলঙ্কারাদি দিতেন না বা এই অর্থদানের বিষয় ইংরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর করিতেন না। ঘটনাচক্রের অভাবনীয় আবর্ত্তন তাঁহাকে এই ভাবে সিপাহীদিগের সন্তোষসাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

সিপাহীরা চলিয়া গেলে রাণী গবর্ণমেন্টের নিয়োজিত ফৌজদারির সেরেস্তাদার গোপাল রাও প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ডাকাইয়া, অতঃপর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণসম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাগরপ্রদেশে এই সময়ে গোলযোগ ঘটে নাই। সুতরাং তথাকার কমিশনর সাহেবকে সাবধান করিবার জন্য ঝাঁশীর ঘটনা জানাইতে হইবে, এবং ঝাঁশীর সম্বন্ধে কিরূপ বাবস্থা করা উচিত, তদ্বিষয়ে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করা যাইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল। তদনুসারে গোপাল রাও সমুদয় ঘটনা সাগরের কমিশনর সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। রাণীও স্বয়ং নানা স্থানের রাজপুরুষদিগকে যাবতীয় বিবরণ জানাইয়া, আত্মপক্ষসমর্থন করিলেন। ঝাঁশীর কমিশনর কাপ্তেন পিঙ্কনে সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—"বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে, রাণী

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I., p. 190-191.*
† *Kaye, Sepoy War. Vol. III., p. 370.*

আমাদের স্বদেশীয়দিগের নিধনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া, জব্বলপুরের কমিশনরের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে উল্লেখ ছিল যে, এই ব্যাপারে তাঁহার কোনরূপ সংস্রব ছিল না। যাবৎ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ঝাঁশীর পুনরধিকারের বন্দোবস্ত না করেন, তাবৎ তিনি ঐ রাজ্য শাসন করিবেন, এই ভাবে পত্র লিখিয়া, তিনি ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।” ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, রাণী ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ ঝাঁশী আপনার অধিকারে রাখিয়াছিলেন।* সে সময়ে ইংরেজ সরকার হইতে কোন পত্র আসিলে ঝাঁশীর কর্ম্মচারীদিগের অব্যবস্থিততায় রীতিমত উহার উত্তর দেওয়া হইত না, সুতরাং অনেক সময়ে রাণীর উদ্দেশ্য ইংরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর হইত না। এইরূপ গোলযোগের মধ্যেও রাণীর পূর্ব্বোক্ত পত্র যথাস্থানে পহুঁছিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা রাণীর অদৃষ্টলিপি পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিলেন। সুতরাং উহার বিপর্য্যয়সাধন হয় নাই। পূর্ব্বে আগরাপ্রবাসী মার্টিন সাহেবের পত্রের কথা লিখিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের এক স্থলে উল্লেখ আছে—“তিনি (রাণী) জব্বলপুরের কমিশনর মেজর এর্‌স্কিন এবং আগরার প্রধান কমিশনর কর্ণেল ফ্রেজারের নিকটে খরিটা (পত্র) পাঠাইয়াছিলেন। আমি এই পত্র স্বহস্তে আগরার প্রধান কমিশনরের নিকটে সমর্পণ করিয়াছিলাম। রাণীর কথা শুনিয়া, কমিশনর কি বলেন, জানিতে আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঝাঁশীর নাম পূর্ব্বেই তাঁহাদের নিকটে কলঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোন কথা না শুনিয়াই, রাণী অপরাধিনী বলিয়া, সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল।”

এইরূপে অভাগিনীর অদৃষ্টচক্র আবার নিম্নাভিমুখে আবর্ত্তিত হইল। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ অপসারিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মোরোপন্ত তাদৃশ রাজনীতিচতুর ছিলেন না। তাঁহার দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও, অল্পদিন হইল, ঐ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারও তাদৃশ কর্ম্মপটুতা বা অভিজ্ঞতা ছিল

* কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি জব্বলপুরের কমিশনর মেজর এর্‌স্কিনের বিজ্ঞাপনীতে এরূপ কোন কথা প্রাপ্ত হয়েন নাই (*Sepoy War. III, p. 370.*). কিন্তু আগরাপ্রবাসী মার্টিন সাহেব স্বয়ং ঘটনা দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত পিঙ্কনে সাহেবের উক্তির সাদৃশ্য আছে।

না। দেশের অবস্থাভিজ্ঞ এবং ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ কেহই এই সঙ্কটকালে তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিতে বা সৎপথ দেখাইতে উপস্থিত ছিলেন না। ঝাঁশীর নূতন বন্দোবস্ত কালে বোর্ছা প্রভৃতি স্থানের যে সকল লোক রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, রাণীর সহিত তাঁহাদের তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। এই রূপে সকল দিকই অভাগিনীর নিকটে গাঢ় তমোজালে আচ্ছন্ন ছিল। নিঃসহায়, অনাথা তরঙ্গময় সংসারসাগরে একান্ত নিরবলম্বভাবে ভাসিতে-ছিলেন। এই নিবিড় তমোরাশির ভেদে কোনরূপ আলোকবর্ত্তী তাঁহার সহায় হয় নাই। কেহই এই তরঙ্গান্দোলিত ভয়াবহ সাগর হইতে তাঁহার উদ্ধারের জন্য হস্ত প্রসারণ করে নাই।

উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে ঝাঁশীতে ইংরেজের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাণী ঝাঁশীর বিপ্লবের বিবরণ স্থানান্তরের ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে জানাইয়াছিলেন। ইংরেজের অনুপস্থিতিতে তিনি ঝাঁশীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সম্পর্কীয় সদাশিব রাও নারায়ণ ঝাঁশীর আধিপত্যগ্রহণে উদ্যত হয়েন। সদাশিব ঝাঁশীর ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী করেরা নামক একটি দুর্গ অধিকার করেন। তত্রত্য ইংরেজেরা তাড়িত হয়েন। ইহার পর সদাশিব পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ অধিকার পূর্ব্বক "ঝাঁশীর মহারাজ" উপাধি পরিগ্রহ করেন। লক্ষ্মী বাঈ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহারা করেরা দুর্গ অবরোধ করিলে সদাশিব মহারাজ শিন্দের রাজ্যে পলায়ন পূর্ব্বক ঝাঁশী আক্রমণের জন্য সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার বিরুদ্ধে আর একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। এবার সদাশিব বন্দিভাবে ঝাঁশীতে আনীত হয়েন।* অতঃপর দুর্দ্ধর্ষ ঠাকুর এবং বুন্দেলাগণ রাণীর শাসনদক্ষতায় শান্ত-ভাব অবলম্বন করে।

রাণী এক শত্রুকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। অন্য এক পরাক্রান্ত শত্রু তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। ঝাঁশীর দেড় মাইল দূরে বোর্ছা নামক

* করেরা অবরোধ এবং ঝাঁশী আক্রমণ অপরাধে সদাশিব ১৮৫৮ অব্দের ২৬শে জুন গবর্ণমেন্টের আদেশে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হয়েন। ঐ স্থানে সাড়ে আঠার বৎসর অব-স্থিতির পর তাঁহার মুক্তিলাভ হয়। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি দেন। ১৮৮৮ অব্দে তাঁহার দেহাত্যয় হয়।

জনপদ (নামান্তর তেহরী) অবস্থিত। এই রাজ্যের দেওয়ান নথে খাঁ ঝাঁশী আক্রমণের জন্য কুড়ি হাজার সৈন্য লইয়া, নগরের নিকটবর্ত্তী বেত্রবতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে রাণীর সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ঝাঁশী অধিকার পূর্ব্বক সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন, তোপ ও গোলাবারুদ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী ইহাতেও ভীত বা কর্ত্তব্যবিমুখ হইলেন না। তিনি অভিনব সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। তিনি গোলাবারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিলেন। তিনি দুর্গমধ্যে প্রোথিত তিনটি এবং প্রাসাদমধ্যে লুক্কায়িত চারিটি কামান আনাইলেন। বসুধার গর্ভে বা নির্জ্জন গৃহের অন্ধকারের মধ্যে থাকিলেও, এই সকল অস্ত্র এখন প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধনের অনুপযোগী হইল না। এদিকে রাণী বুন্দেলখণ্ডের সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে সর্দ্দারগণ ঝাঁশীতে সমাগত হইয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যরক্ষার জন্য রাণীর সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। রাণী ইহাতে নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আদেশে কামান সকল দুর্গের প্রাচীরে স্থাপিত হইল। তাঁহার আমন্ত্রণে ঝাঁশীর সর্দ্দারগণ সশস্ত্র অনুচর লইয়া, আগমন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সেনাপতি সৈনিকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলেন। রাণী পাঠানীবেশ পরিগ্রহপূর্ব্বক দুর্গের প্রধান বুরুজের উপর রহিলেন। ঐ স্থানে ইংরেজের জয়পতাকা এবং পেশওয়ের নিশান স্থাপিত হইল। নথে খাঁ দুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার পরাজয় হইল। অতঃপর বোর্‌ছা সরকারের প্রস্তাব ক্রমে উভয়পক্ষে সন্ধি ঘটিল। বোর্‌ছার রাণী লড়য্যী বাঈর সহিত ঝাঁশীর রাণী লক্ষ্মী বাঈর সখীভাব জন্মিল। লক্ষ্মী বাঈ, এই ঘটনা ইন্দোরের এজেণ্ট স্যার্ রবার্ট হামিণ্টনের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পত্র হামিণ্টন সাহেবের হস্তগত হইল না। নথে খাঁ পত্রবাহককে ধরিয়া, ঐ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, অধিকন্তু তিনি হামিণ্টন সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে, লক্ষ্মী বাঈ উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হওয়াতে তাঁহাকে তদ্‌বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা ইংরেজরাজপুরুষের গোচর হইল না। রাণীর চারি দিকে পূর্ব্বের

ন্যায় নিবিড় তমোজাল রহিল। নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধান অপ্রতিহত থাকিল।

আগরাপ্রবাসী মার্টিন সাহেব রাণীর ঝাঁশীরাজ্যসংরক্ষণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত পত্রের এক স্থানে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"বিপ্লবকারী সৈনিকেরা ঝাঁশী পরিত্যাগ করিলে রাণী তদীয় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। দতিয়া এবং তেহরী রাজ্য অনায়াসে আমাদের লোকদিগকে রক্ষা করিতে পারিত। যদিও ঝাঁশীর কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে বোরছা (তেহরী) রাজ্যের সীমা দেড় মাইল এবং দতিয়া ছয় মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী নহে, তথাপি এই উভয় রাজ্যের সীমান্তভাগে বহুসংখ্য সশস্ত্র লোক আমাদের সৈন্যের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ করিলেও, উক্ত দুই রাজ্যের কেহই আমাদের সাহায্যের জন্য একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করে নাই। এই উভয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তারা ভাবিয়াছিলেন, যুদ্ধের জন্য রাণীর কোনরূপ আয়োজন নাই; তাঁহারা অনায়াসে তদীয় রাজ্য হস্তগত করিতে পারিবেন; এজন্য তাঁহাদের সম্মিলিত সৈন্য ঝাঁশী আক্রমণ করে, এবং অনেক বার উক্ত রাজ্যের সাহসিনী নারী কর্ত্তৃক পরাজিত হয়।" এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে, রাণী আপনার বাহুবলে ঝাঁশীরক্ষা করিতেছিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী দতিয়া এবং তেহরীর লোক সুযোগ বুঝিয়া, উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। দতিয়া এবং তেহরী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহভাজন হয়। কিন্তু ঝাঁশীর অদৃষ্টলিপি অখণ্ডিত থাকে।

ঝাঁশী ইংরেজদিগের অধিকারচ্যুত হইলে রাণী লক্ষ্মী বাঈ নয় দশ মাস কাল সুনিয়মে রাজ্য শাসন করেন। কি সৈনিকশৃঙ্খলা, কি বিচারকার্য্য, কি শান্তিস্থাপন, প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার অসামান্য কর্ম্মক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। যৌবনের পূর্ণবিকাশে তাঁহার দেহ যেমন সুগঠিত ও সৌন্দর্য্যশালী ছিল, দয়াসৌজন্য প্রভৃতি গুণের সমবায়ে তাঁহার প্রকৃতিও সেইরূপ কমনীয় হইয়াছিল। তিনি কোন বিষয়ে অবনত হইতেন না, কোন অংশে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেন না বা কোনরূপে অবলম্বিত ব্রতপালনে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন না। প্রজালোকে তাঁহার সৌন্দর্য্যসহকৃত কমনীয় ভাবে, তাঁহার অসামান্য দৃঢ়তা ও নির্ভীকতায় তৎপ্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত। তিনি যাহাদের শাসনে ও পালনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহাদের হৃদয়ের উপর তাঁহার এইরূপ আধিপত্য

জন্মিয়াছিল। এই আধিপত্য, এই সাহসময়চরিত্রগত শক্তির জন্য তিনি অতঃপর ঘটনাচক্রে পড়িয়া, ইংরেজ সেনাপতির বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষমতাশালী সেনাপতি হইলে তাঁহার প্রয়াস সফল হইত। ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ভাবেই তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।* যে যুদ্ধকুশল সাহসী সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার ক্ষমতায় মোহিত হইয়া, লিখিয়াছিলেন—"রাণীর বংশগৌরব, সৈনিকগণ ও অনুচরদিগের প্রতি তাঁহার অপরিসীম উদারতা, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তিতে অবিচলিত দৃঢ়তা, তাঁহাকে আমাদের প্রভূতক্ষমতাপন্ন ও ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছিল।" †

রাণী প্রতিদিন বেলা তিন টার সময় প্রায়শঃ পুরুষবেশে কখন কখন নারীবেশে সজ্জিত হইয়া, দরবারে উপস্থিত হইতেন। পায়ে পায়জামা, অঙ্গে বেগুনী রঙ্গের অঙ্গরক্ষা, মাথায় টুপী, উহার উপর পাঠানী পাগড়ি, কোমরে জরির দোপাটা, উহাতে লম্বমান রত্নখচিত অসি, তাঁহার এইরূপ পুরুষবেশে তদীয় যৌবনোদ্ভাসিত গৌরকান্তি অধিকতর রমণীয় হইত। পতিবিয়োগের পর তিনি হাতে হীরার বালা, গলায় মুক্তার মালা, এবং অনামিকায় হীরার অঙ্গুরী ভিন্ন, আর কোন অলঙ্কার ধারণ করিতেন না। তাঁহার কেশ গ্রন্থিবদ্ধ থাকিত, শ্বেত শাটী ও শ্বেত কঞ্চুলিকা তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। এইরূপ নারীবেশে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী গৌরী বলিয়া বোধ হইত। তিনি দরবার ঘরে বসিতেন না। তাঁহার বসিবার ঘর দরবার ঘরের সংলগ্ন ছিল। এই গৃহের দ্বারদেশে পর্দ্দা থাকিত। সুতরাং বাহিরের লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। তিনি গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া, সমীপস্থিত কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য আদেশ দিতেন। কখন কখন আদেশপত্র তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইত। তাঁহার যেমন রাজ্যশাসন ক্ষমতা, সেইরূপ দেবভক্তি, আশ্রিতজনপ্রতিপালন-প্রবৃত্তি ও দীনদুঃখীদিগের প্রতি দয়া ছিল। নথে খাঁর সহিত যুদ্ধের সময়ে তাঁহার অসীম দয়ার্দ্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি আপনার আহত

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I., p. 191.*

† *Sir Hugh Rose's Despatch, April 30th, 1858, quoted in Martin's Indian Empire. Vol. II., p. 485, note.*

সৈনিকদিগের চিকিৎসাকালে অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন, প্রশংসাবাদে তাহাদের কষ্টের লাঘব করিতেন। এইরূপ সদয়ভাব, এইরূপ স্নিগ্ধ ব্যবহার, এইরূপ প্রীতিময় কোমলতায় তিনি প্রজালোকের মাতা ছিলেন। তাঁহার সভায় নানা দেশীয় গুণিজনের সমাগম হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আপনাদের উপাস্য দেবী শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। তিনি প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে প্রিয়তম পুত্র দামোদর রাওকে সঙ্গে লইয়া, সরোবরমধ্যস্থিত মন্দিরে শ্রীমহালক্ষ্মীর দর্শনে যাইতেন।

এইরূপে লক্ষ্মী বাঈ আট দশ মাস কাল ঝাঁশী রক্ষা করেন। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ভিন্ন রাজ্যরক্ষণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণনিবারণের জন্য অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার আদেশে টাকশালা স্থাপিত, দুর্গ প্রভৃতি আত্মরক্ষার স্থল সুরক্ষিত, সৈন্য সংগৃহীত, কামান নির্ম্মিত হয়। এইরূপে ১৮৫৭ অব্দের জুন মাসে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন, সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মকুশল, সর্ব্বাপেক্ষা প্রজাপ্রিয় শাসনকর্ত্তার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি ইংরেজের অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজ উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের হস্তে শান্তিপূর্ণ এবং সুব্যবস্থিত রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ঝাঁশীর যাবতীয় ঘটনা ইংরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার ধারণা ছিল যে, রাজপুরুষেরা তাঁহার সদভিপ্রায় অবগত হইয়া, তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি ইংলণ্ডে দূত পাঠাইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার আশা ছিল যে, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ন্যায়পরতার বশীভূত হইয়া, তদীয় পুত্রের স্বত্ব রক্ষা করিবেন। এইরূপে সকল বিষয়েই তাঁহার আশা ছিল। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। তাঁহার উপর রাজপুরুষদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এই সন্দেহ শত্রুভাবে পরিণত হইল। ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ্ তাঁহার বিরুদ্ধে ঝাঁশীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

স্যার্ হিউ রোজ্ ১৮৫৮ অব্দের ১৯শে মার্চ্চ ঝাঁশীর ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী চঞ্চনপুর নামক স্থানে যাত্রা করেন। এই স্থান হইতে তিনি তৎপরদিন একদল অশ্বারোহী এবং কামানসমেত একদল গোলন্দাজকে ঝাঁশীপর্য্যবেক্ষণের জন্য পাঠাইয়া দেন। ইংরেজসৈন্য ঝাঁশীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, এই সংবাদ

রাজপ্রাসাদে প্রচারিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঝাঁশীর দরবারে উপযুক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন না। নবীন দেওয়ান লক্ষ্মণ রাওয়ের তাদৃশ কর্ম্মপটুতা ছিল না। সুতরাং এই সঙ্কটকালে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিল। একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী অভিনব দেওয়ানকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু দেওয়ান তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে তিনি গোপনে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকটে গবর্ণমেণ্টকে তদীয় সদভিপ্রায় ও বিশ্বস্ততা জানাইবার জন্য, এক জন সুচতুর দূত পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। ঝাঁশী ইন্দোরের এজেণ্টের অধীন ছিল। রাণী দেওয়ানকে প্রস্তাব অনুসারে উক্ত স্থানের এজেণ্ট স্যার্ রবার্ট হামিল্টনের নিকটে উপযুক্ত দূত পাঠাইতে কহিলেন। কিন্তু দেওয়ান নবীন কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে এক জন অনুপযুক্ত ও অকৃতকর্ম্মা লোককে প্রেরণ করিলেন। এই ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেল না, এজেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল না, স্থানান্তরে থাকিয়া ঝাঁশীর দরবারে অনেক অসত্য কথা লিখিয়া পাঠাইতে লাগিল। দরবারের লোক সন্তুষ্ট থাকিল। অভাগিনী রাণীর পতনকাল আসন্ন হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ সৈন্য ঝাঁশীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল দরবারে গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ঝাঁশী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হওয়াতে অনেক পুরাতন ভৃত্যের কর্ম্ম গিয়াছিল। ইহারা নথে খাঁর সহিত যুদ্ধের সময়ে ঝাঁশীর অভিনব সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইহাদের আগ্রহ পরিস্ফুট হইল। নবীন কর্ম্মচারিগণও ইহাদের মতানুবর্ত্তী হইলেন। পুরাতন কর্ম্মচারিগণ ইংরেজের সহিত মিত্রতাস্থাপনে পরামর্শ দিলেন। এ বিষয়ে রাণীরও মত ছিল। রাণীর এইরূপ মত সৈনিকগণ বা অভিনব কর্ম্মচারীদিগের প্রীতিকর হইল না। ইংরেজের অধিকারে ইহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজের উপরে ইহাদের বিদ্বেষভাব দূর হইল না। ইহারা এখন এই বিদ্বেষভাবে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাণী দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেন। প্রধান কর্ম্ম-চারিগণ ব্যতীত আর কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারিত না। সুতরাং প্রকৃত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর হয় নাই। এ সময়ের কথা নানা ভাবে পরি-

কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। * যাহা হউক, রাণী ঘটনাচক্রে পড়িয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়েন। এ বিষয়ে বাবু কুমার সিংহের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে কুমার সিংহের প্রবৃত্তি ছিল না। নানা প্রতিকূল ঘটনা তাঁহাকে তাঁহার অনিচ্ছাক্রমে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। লক্ষ্মী বাঈও এইরূপ প্রতিকূল ঘটনার অভিঘাতে আপনার লক্ষ্য বিষয় হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন। তিনি যখন দেখিলেন যে, ইংরেজের সহিত সদ্ভাবরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, অধিকন্তু তিনি যখন বুঝিলেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি এত প্রয়াস স্বীকার করিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন উপায় রহিল না। অভিমানিনী নারী অপমানবিষে অধীর হইয়া, এখন যুদ্ধসজ্জার আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষিত ইংরেজসৈন্যের সহিত যুদ্ধের ব্যবস্থা করা সহজ নহে। কিন্তু লক্ষ্মী বাঈ এই দুঃসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিলেন। তিনি এক সময়ে রাজ্যশাসনে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাক্রান্ত বিপক্ষের সমক্ষে প্রকৃত বীরোচিত গুণের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনেক আফগণ ও বুন্দেলা সৈন্য ছিল বটে, কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল না। ঐতিহাসিক মালিসন্ সাহেবের মতে রাণীর সৈন্যসংখ্যা এগার হাজার ছিল। যাহা হউক, রাণী এখন সৈনিকদলের শৃঙ্খলাসাধন পূর্ব্বক স্বয়ং উহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন, দুর্গের জীর্ণসংস্কার করাইলেন, তোপগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন, নানা সাহেবের সাহায্যপ্রার্থনা করিয়া, তাঁহার নিকটে পত্র পাঠাইলেন। এইরূপে প্রতি কার্য্যে তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঝাঁশীর বীর-

* কেহ কেহ বলেন, এ সময়ে ইংরেজপক্ষ হইতে সংবাদ আইসে যে, রাণী অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেওয়ান প্রভৃতি মন্ত্রীদিগকে লইয়া, ইংরেজের শিবিরে উপস্থিত হইলে ইংরেজেরা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এই কথা নাকি রাণীর মনঃপূত হয় নাই। তাহাতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কেহ কেহ কহেন যে, ইংরেজেরা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, রাণী শিবিরে গেলে তাঁহারা তাঁহাকে বন্দী করিবেন, এইরূপ জনরব প্রচারিত হওয়াতে রাণী যুদ্ধে উদ্যত হয়েন। আবার কেহ কেহ বলেন, রাণী ইংরেজদিগের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার ফাঁসী দিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধ ঘটে। উপস্থিত বিষয়ে এইরূপ নানা কথার প্রচার হইয়াছিল।

রমণীগণও যুদ্ধের আয়োজনে তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ শৃঙ্খলার সহিত যাবতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইল যে, উহাতে অতঃপর ইংরেজকেও যার পর নাই বিস্ময় প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কানিঙ্ এবং বোম্বাইর গবর্ণর লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্, উভয়েই ঝাঁশী অধিকার করা, নিরতিশয় আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ঝাঁশীতে তাঁহাদের আধিপত্য, তাঁহাদের প্রাধান্য, তাঁহাদের ক্ষমতার বিলোপ ঘটিয়াছিল, ঝাঁশীতে তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা নিরতিশয় নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিল, ঝাঁশীর তেজস্বিনী রাণীর উপর তাঁহাদের গভীর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সুতরাং যে কোন রূপে হউক, ঝাঁশীতে তাঁহারা আপনাদের প্রাধান্যের পুনঃস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেনাপতি স্যার্ হিউ রোজ্ এই কর্ম্মসম্পাদনে নিয়োজিত হয়েন। তিনি যে, অশ্বসাদী ও গোলন্দাজ সৈন্য ঝাঁশীর পর্য্যবেক্ষণের জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহা পূর্ব্বে হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্বয়ং পদাতি সৈন্য লইয়া, ২১শে মার্চ্চ ঝাঁশীতে উপনীত হয়েন।

স্যার্ হিউ রোজ্ যে স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করেন, সেই স্থান এবং নগর ও দুর্গের মধ্যভাগে কতকগুলি ভগ্নপ্রায় বাংলা ছিল। নগরের নিকটে কতিপয় দেবমন্দির এবং তেঁতুল বৃক্ষের বন রহিয়াছিল। ইংরেজ সেনাপতির সৈন্যসন্নিবেশস্থলের দক্ষিণ ভাগে পাহাড়ের শ্রেণী বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পাহাড়ের মধ্য দিয়া কাল্পীর পথ গিয়াছিল। বাম ভাগে অন্যান্য পাহাড় এবং দতিয়ার পথ প্রসারিত ছিল। উত্তর দিকে উন্নত পর্ব্বতের উপর ঝাঁশীর প্রসিদ্ধ দুর্গ স্বকীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছিল।

প্রকৃতির শক্তি এবং মানবের শিল্পনৈপুণ্য, উভয়েই ঝাঁশীর দুর্গের বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। উহা উন্নত পর্ব্বতের উপর স্থাপিত, সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত এবং চারি দিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। দুর্গের পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকের কিয়দংশ ব্যতীত আর সকল দিকেই ঝাঁশীনগর প্রসারিত থাকিয়া, লোকারণ্যে আপনার অপূর্ব্ব সজীবভাব দেখাইতেছিল।

ঝাঁশী নগরের পরিধি সাড়ে চারি মাইল। উহা আঠার হইতে ত্রিশ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় নগরপ্রাচীরেও গুলি-নিক্ষেপের রন্ধ্র, এবং কামানসমূহের সন্নিবেশের স্থল নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্যার্ হিউ

রোজ্ ২১শে মার্চ্চ দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করেন। ঐ দিন সৈনিকদল যথাস্থানে স্থাপিত এবং দুর্গের অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শনের জন্য একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। রাত্রিতে প্রথম ব্রিগেড অশ্বসাদী স্থানান্তর হইতে তাঁহার শিবিরে পদার্পণ করে। পর দিন অশ্বসাদী দল কর্তৃক নগর এবং দুর্গ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়। রাত্রিকালে ইংরেজসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে রাণী এক বিষয়ে বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের তৃণগুল্মাদি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং ঘোটক প্রভৃতির পরিপোষণের জন্য কোথাও ঘাস প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তেহরির রাণী এবং মহারাজ শিন্দে এই অভাবের মোচন করেন। ইঁহাদের যত্নে ঘাস, জ্বালানি কাঠ, তরকারি প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত হয়।

এইরূপে ২৩শে মার্চ্চ উভয় পক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে যুদ্ধের আরম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণে ঝাঁশীর গোলন্দাজদিগের পরাক্রমে আক্রমণকারীদিগের উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। রাত্রিকালে ইংরেজপক্ষ অবসর বুঝিয়া, অগ্রসর হইল। কিন্তু রাণী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার সৈনিকদলের মধ্যে সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের আয়োজন হইতে ছিল। সমস্ত রাত্রি চারি দিক রণবাদ্যের ভৈরব রবে পরিপূর্ণ এবং সমগ্র নগর প্রজ্বলিত মসালের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। প্রভাত হইবা মাত্র গোলন্দাজেরা দুর্গপ্রাচীর হইতে কামানের গোলা চালাইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল গোলা কার্য্যকর হইল না। উহা ইংরেজসৈন্যের মাথার উপর দিয়া দূরে পড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন "ঘনগর্জ্জ" নামক প্রসিদ্ধ তোপ হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন ইংরেজসৈন্য স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। এই তোপ হইতে এমন বেগে গোলা বহির্গত হইত যে, বিপক্ষদিগের মধ্যে উহার পতনের পূর্ব্বে তোপ হইতে সমুত্থিত ধূমরাশি তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইত না। সুতরাং তাহারা সতর্ক হইবার অবসর পাইত না। *

২৪শে তারিখ ইংরেজসৈন্য চারিটি তোপমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া, নগরের দক্ষিণ দিকে গোলাবর্ষণে উদ্যত হইল। এই গোলায় ঝাঁশীর তোপখানার কয়েক জন গোলন্দাজ দেহত্যাগ করিল। তাহাদের পরিচালিত তোপ বন্ধ হইল, এবং

* এজন্য ইংরেজেরা এই তোপের নাম "হুইস্লিংডিক্" রাখিয়াছিলেন।

প্রাচীরে কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে ইংরেজসৈন্য নগরের সম্মুখে তোপমঞ্চ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। তৃতীয় দিবসে ইংরেজ সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন যে, পশ্চিম দিক আক্রমণ করিলে সহজে নগর অধিকৃত হইতে পারে। সুতরাং ঐ দিক আক্রান্ত হইল। ইংরেজসৈন্যের নিক্ষিপ্ত কুলুপী গোলা (ইংরেজী নাম শেল্, উহার অন্তর্ভাগ ফাঁপা) অবিরত প্রবলবেগে নগরে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাতে নগরবাসিগণ নিরতিশয় ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইল। অনেকের গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গেল, অনেকে দেহত্যাগ করিল। এই দুঃসময়ে রাণী অপরিসীম ক্ষমতা ও বদান্যতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। যেখানে বলক্ষয় ঘটিতেছিল, সেই খানেই তাঁহার আবির্ভাব হইতে লাগিল। তিনি আক্রান্তদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, গৃহহীন দরিদ্র লোকের জন্য আশ্রয়স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তাহাদের আহারের জন্য অন্নসত্র খুলিলেন। এইরূপে সকল বিষয়েই তাঁহার শ্রমশীলতা পরিস্ফুট হইতে লাগিল। এক দিকে তিনি যেমন বিপক্ষের আক্রমণনিবারণের জন্য প্রকৃত বীরের ন্যায় দৃঢ়তা দেখাইতে লাগিলেন; অপর দিকে তিনি সেইরূপ কোমলপ্রকৃতি মাতার ন্যায় স্নিগ্ধভাব দেখাইয়া, অনাথ দুঃখীদিগের হৃদয়ে শান্তিবিধানে ব্যাপৃত হইলেন।

২৫শে তারিখ দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রান্ত হইল। এই সময়ে রাণীর গোলন্দাজ গোশ খাঁ দক্ষিণ দিকের বুরুজ হইতে এরূপ তীব্রবেগে গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, উহাতে আক্রমণকারীদিগের তোপ বন্ধ হইয়া গেল। লক্ষ্মী বাঈ এই বীরপুরুষের উৎসাহবিধানে উদাসীন থাকিলেন না। তিনি এক তোড়া টাকা পারিতোষিক দিয়া, তাহাকে উৎসাহিত ও পরিতোষিত করিলেন। এইরূপে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত আক্রমণকারিগণ আক্রান্তদিগের সহিত তুল্যপরাক্রমে ও তুল্যসাহসে যুদ্ধ করিল। তাহারা যদিও আক্রমণকারীদিগের ন্যায় সুশিক্ষিত বা উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদিতে বলসম্পন্ন ছিল না, তথাপি তাহাদের এরূপ পরাক্রম, এরূপ সাহস, এরূপ লক্ষ্যভেদকৌশল পরিস্ফুট হয় যে, উহাতে ইংরেজ সেনাপতি অতিমাত্র বিস্মিত হয়েন। ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বীররমণী এইরূপ বীরোচিত রণকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিপক্ষের যাবতীয় উদ্যম ব্যর্থ করিয়া ফেলেন। তিনি সর্ব্বদা সৈনিকদিগকে

সুশৃঙ্খল ভাবে রাখিতেন, সর্ব্বদা উৎসাহবাক্যে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার ক্ষমতাদর্শনে, তাঁহার উৎসাহবাক্যশ্রবণে স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকারা পর্য্যন্ত শক্তিসম্পন্ন ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা দুর্গ প্রাচীরের সংস্কারে সাহায্য করিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈনিকদিগের জন্য খাদ্য ও পানীয় আনিত, কোথায় কি অভাব ঘটিয়াছে, জানিয়া, তৎপূরণে উদ্যত থাকিত।

ঝাঁশীর একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী স্বয়ং এই ভয়াবহ যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। তিনি এই ভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন,—"প্রত্যহ রাত্রিকালে নগরে ও দুর্গে অজস্র গোলা পতিত হইত। সে দৃশ্য সাতিশয় ভয়ঙ্কর। ইংরেজদিগের তোপ হইতে নিঃসৃত ৫০।৬ সের ওজনের এক একটা গোলা যখন বেগে ছুটিয়া আসিত, তখন কন্দুকের ন্যায় ক্ষুদ্র ও প্রজ্বলিত খদিরাঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণ দেখাইত। দিবসের প্রখর সূর্য্যালোকে গোলাগুলি স্পষ্ট দেখা যাইত না, কিন্তু নৈশ অন্ধকারে সে গুলি রক্তবর্ণ ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় সবেগে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে দেখা যাইত। দুর্গের প্রত্যেকেই তদ্দর্শনে মনে করিত যে, গোলাটি আমার উপরেই আসিয়া পড়িবে, কিন্তু প্রায়ই উহা ৭।৮ শত পদ দূরে গিয়া পড়িত। দিবসে ও রাত্রিতে, সমভাবে যুদ্ধ হইত; সর্ব্বদা যুদ্ধব্যাপারে নগরবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও এইরূপে যুদ্ধ হয়। প্রায় দেড়প্রহর পর্য্যন্ত রাণীর পক্ষীয়-দিগের জয়লাভ হইত, ইংরেজদিগের সৈন্যক্ষয় ও তাঁহাদের তোপ বন্ধ হইয়া যাইত। কিয়ৎকাল পরে পুনর্ব্বার ইংরেজদিগের জয় ও রাণীর পরাজয় ঘটিত। রাণীর তোপ বন্ধ হইত। সপ্তম দিবসে সূর্য্যাস্তের পর হইতে দুর্গের পশ্চিম দিকের তোপ বন্ধ হয়। ইংরেজপক্ষের কামানের অগ্নিবৃষ্টিতে কেহ স্থিরভাবে থাকিতে পারে নাই। এই গোলাবর্ষণে রাণীর তোপমঞ্চও ভগ্ন হইয়া যায়। রাণী রাত্রিকালে রাজমিস্ত্রী দ্বারা মঞ্চনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। রাজমিস্ত্রী ও মজুরগণ কম্বলের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, রজনীর অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে ইষ্টকাদি বুরুজের উপর স্থাপন করে, এবং শয়ানভাবে থাকিয়া তোপমঞ্চ বাঁধিতে থাকে। এইরূপে প্রতিপক্ষের অলক্ষিতভাবে তোপমঞ্চ নির্ম্মিত হইলে দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। ইংরেজসৈন্য অসতর্ক ও নিশ্চিন্ত ছিল, এজন্য এই আকস্মিক অগ্নিবর্ষণে তাহাদের সবিশেষ ক্ষতি হয়। প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাহাদের তোপ বন্ধ থাকে।

"অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে ইংরেজেরা পুনর্ব্বার তোপ চালাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের নিকটে দুর্গপরিদর্শনের উপযোগী যে সকল উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহারা দুর্গমধ্যস্থিত জলের চৌবাচ্চা সকল লক্ষ্য করিয়া গোলা চালাইতে লাগিলেন। ৭।৮ জন জলবাহী ভৃত্য সেই সময়ে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে চারি জনের প্রাণান্ত ঘটিল, অবশিষ্ট জলবাহীরা বাঁক ফেলিয়া পলায়ন করিল। জলাভাবে দুর্গবাসীদিগের স্নানাদি প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিল। এই সময়ে দুর্গের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের বুরুজের গোলন্দাজেরা জলের চৌবাচ্চা রক্ষার জন্য ইংরেজ গোলন্দাজদিগের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের তোপ বন্ধ করিল। ইহাতে জলের চৌবাচ্চা গুলি পূর্ব্বের ন্যায় সুরক্ষিত রহিল। উহার জলে দুর্গবাসীদিগের স্নানাদির সমাপন হইল। সকলে ভোজন করিতেছে, এমন সময়ে সহসা বিকট শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ধূমরাশিতে ও ধূলিপটলে চারি দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ধূমরাশি অপগত হইলে জানা গেল যে, রাজপ্রাসাদের পুরোবর্ত্তী প্রান্তরে বারুদের কারখানায় প্রতিপক্ষের একটি গোলা পতিত হওয়াতে এই ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হয়। এই দুর্ঘটনায় ত্রিশটি পুরুষ ও আটটি রমণী নিহত এবং ৪০।৫০ জন অর্দ্ধদগ্ধ হয়।

"অষ্টম দিবসে নগরে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। সে দিনকার যুদ্ধও পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। বীরপুরুষদিগের সিংহনাদে, বন্দুক ও কামানের ধ্বনিতে, ভেরী, শৃঙ্গ ও বিগুল প্রভৃতির শব্দে গগনমণ্ডল আপূরিত হইয়াছিল। ধূলিপটলে ও ধূমরাশিতে চারি দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজসৈন্য সে দিন বীরত্বের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। নগরের সহস্রাধিক লোক নিহত হইয়াছিল। দুর্গপ্রাচীরে যে সকল গোলন্দাজ ও সিপাহী ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছিল। লক্ষ্মী বাঈ অপর গোলন্দাজ ও সিপাহীর সমাবেশ পূর্ব্বক সেই স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই কয়েক দিনের যুদ্ধে তাঁহার নিরতিশয় শ্রম হইয়াছিল। তিনি চারি দিকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিতেন, যেখানে যাহার অভাব লক্ষিত হইত, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার পূরণ করিবার উপায় বিধান করিতেন। এজন্য তাঁহার সৈনিকগণ সাতিশয় উৎসাহসম্পন্ন হইয়া প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল।

ইংরেজসৈন্য যদিও যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তথাপি ঝাঁশীর দৃঢ়সঙ্কল্প সৈনিকগণ, আপনাদের গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় হইলেও, ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।”

যখন আক্রান্তগণ এই ভাবে আক্রমণকারীদিগের পরাক্রমস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ইংরেজ সেনাপতির সমক্ষে একটি অভিনব বিপত্তির সংবাদ উপস্থিত হয়। ৩১শে মার্চ্চ স্যার্ হিউ রোজ্ অবগত হয়েন যে, উত্তর দিক হইতে অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারের জন্য সৈনিকদল আসিতেছে। এই সৈন্য তাত্যা টোপের। তাত্যা টোপে ইংরেজ সেনানায়ক ওয়াইণ্ড্হামের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, শেষে যেরূপে প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন কাম্প্-বেল কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন, তাহা পাঠকের গোচর করা হইয়াছে। রাও সাহেবের আদেশে তাত্যা টোপে কাল্পীতে উপস্থিত হয়েন। তিনি যখন চির্কারি নামক স্থান অধিকার করেন, তখন লক্ষ্মী বাঈর সাহায্যপ্রার্থনার পত্র প্রাপ্ত হয়েন। তাত্যা টোপে এসম্বন্ধে রাও সাহেবের আদেশ জানিতে চাহেন। রাও সাহেব সম্পূর্ণরূপে রাণীর প্রার্থনার অনুমোদন করেন। সুতরাং তাত্যা টোপে কুড়ি হাজার সৈন্য ও ২৮টি কামান লইয়া, ঝাঁশীর অবরোধকারী ইংরেজসৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন।

তাত্যা টোপে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, ঝাঁশীতে আসিতেছেন শুনিয়া, স্যার্ হিউ রোজ্ চিন্তিত হইলেন। ঝাঁশীর সুদৃঢ় দুর্গ তখনও তাঁহার অধিকৃত হয় নাই। উহার সৈনিকদল তখনও তাঁহার নিকটে পরাজয়স্বীকার করে নাই। উহার তেজস্বিনী রক্ষয়িত্রী তখনও তাঁহার সমক্ষে সাহসে বা উৎসাহে বিসর্জ্জন দেন নাই। এই সঙ্কটকালে আবার অভিনব সৈনিকদলের সহিত অন্য একজন রণকুশল বীরপুরুষের সমাগমবার্ত্তায় ইংরেজ সেনাপতি চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন রহিলেন না। এই বিপ্লবময় ঘটনার অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ অধিকতর সৈনিকবলে সহায়সম্পন্ন ও অধিকতর অস্ত্রবলে শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, ইংরেজের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ইংরেজ যেরূপ বুদ্ধিচাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন, প্রতিপক্ষগণ সেরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে নাই। ইংরেজ যেরূপ উদ্যমশীলতা দেখাইয়াছেন, প্রতিপক্ষগণ অনেক স্থলে সেইরূপ উদ্যমে কর্ম্মপ্রবণ

হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাত্যা টোপে বেত্রবতীর তীরবর্ত্তী প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতিপক্ষের সৈন্য অল্প ভাবিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। ঝাঁশীর অবরোধভঙ্গের জন্য তৎকর্ত্তৃক একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু স্যার্ হিউ রোজ্ তাঁহার ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে থাকেন নাই। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল। তথাপি তিনি দুর্গ অবরোধের জন্য যথোপযুক্ত সৈন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত তাত্যা টোপের সৈনিকদলের বিরুদ্ধে যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। তাত্যা টোপের অগ্রগামী সৈনিকদল তাঁহার আক্রমণে পরাজিত হইল। ইহাদিগকে পরাজিত দেখিয়া, তাত্যা টোপে শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মুখ্য সৈনিকদলও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিল। তিনি যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, উহার পুরোভাগ জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। মার্ত্তণ্ডের প্রখর তাপে জঙ্গল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তাত্যা টোপে জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিলেন। শুষ্কপ্রায় বৃক্ষ ও তৃণগুল্মাদি সহজে জ্বলিয়া উঠিল। নিবিড় ধূমরাশিতে চারি দিক আচ্ছাদিত হইল। তাত্যা টোপে বিপক্ষের আগমনপথ এইরূপ ধূমস্তূপ ও প্রজ্বলিত পাবকে বিপত্তিময় করিয়া, বেত্রবতী পার হইয়া কাল্পীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইংরেজসৈন্য এই বিপত্তিময় পথেও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। যুদ্ধে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য দেহত্যাগ করিল। তাঁহার প্রায় সমুদয় কামান প্রতিপক্ষের অধিকৃত হইল।

তাত্যা টোপের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক দুর্গবাসিগণ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালিয়া, যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল। রণপারদর্শিনী রাণী দুর্গবপ্রে থাকিয়া, সৈনিকদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতেছিলেন। তাত্যা টোপের পরাজয়েও তাহাদের উৎসাহ দূরীভূত বা উত্তেজনা তিরোহিত হইল না। ১লা এপ্রেল আবার তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় শক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। পরবর্ত্তী দুই দিন তাহাদের এইরূপ উদ্যম পরিস্ফুট হইল। তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ ৩রা এপ্রেল ইংরেজসৈন্যের নগরপ্রবেশের সুবিধা ঘটিল। ইংরেজসৈন্য নগরে যাইবার প্রধান পথ বোর্‌ছা দরওয়াজা অধিকার করিল এবং অধিরোহণীর সাহায্যে প্রাচীরে উঠিতে সচেষ্ট হইল।*

* লক্ষ্মী বাঈর জীবনীলেখক বলেন, রাণীর পক্ষের দলাজী ঠাকুর নামক একজন বুন্দেলা সর্দ্দারের সহায়তায় ইংরেজসৈন্যের বোর্‌ছা দরওয়াজা অধিকার করিবার সুযোগ ঘটে।

যে সকল অধিরোহণী তাহাদের নিকট ছিল, তৎসমুদয়ের কোন কোন খানি প্রাচীরের উচ্চতার পরিমাণ অনুসারে ছোট হইল। কোন কোন খানি আরোহীর দেহভারে ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা হউক, এক জন সৈনিক একখানি অধিরোহণীর সাহায্যে প্রাচীরে উঠিল। অপর সৈনিকগণ অবিলম্বে তাহার অনুগমন করিল। এইরূপে ইংরেজসৈন্য নগরে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা নগরের যে পথে অগ্রসর হইল, উহার দুই পার্শ্বের গৃহগুলিতে আগুন লাগাইয়া দিল। হুতাশন প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এ দিকে আক্রমণকারীদিগের অস্ত্রাঘাতে নগরবাসীদিগের প্রাণান্ত হইতে লাগিল। কোমলপ্রাণ বালকেরাও এই ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইল না।* অনেকে প্রাণের ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তভাবে চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে আত্মগোপন করিল। কেহ কেহ গৃহের কোণে লুক্কায়িত হইল। কেহ কেহ গোঁপদাড়ি কামাইয়া নারীর বেশ পরিগ্রহ করিল। এইরূপে যে, যেরূপ সুযোগ পাইল, সে, সেইরূপে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল।†

স্যার্ হিউ রোজ্ নগরের মধ্যভাগস্থিত রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। যখন তাঁহার সৈন্য প্রাসাদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়, তখন প্রহরী সৈনিকেরা তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইংরেজসৈন্য প্রাসাদের এক গৃহ হইতে আর এক গৃহে উপনীত হয়। প্রতিগৃহে প্রাসাদরক্ষক সৈনিকগণ সাহস, তেজস্বিতা ও ক্ষমতার একশেষ প্রদর্শন করেন। আক্রমণকারিগণ সঙ্গীনের সাহায্যে তাহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলে। এ দিকে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রাসাদরক্ষকগণ নিরুপায় হইয়া পড়ে। প্রাসাদ ইংরেজ

* এইরূপ নিধনব্যাপার ঝাঁশীতে "বিজন" নামে পরিচিত হইয়াছে।

† নগরের মধ্যে "ভিড়ের বাগ" নামে একটি উদ্যান ছিল। বহুসংখ্য লোক এই উদ্যানে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরেজসৈন্য উদ্যানে প্রবেশ করিলে ইহারা কাতরভাবে জীবনভিক্ষা করিয়া কহে—"যুদ্ধের সহিত আমাদের কোনরূপ সংস্রব নাই। আমরা যোদ্ধা নহি, নিরপরাধ, নিরীহ প্রজা, প্রাণের দায়ে এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছি।" ইংরেজ সেনানায়ক শরণাগতদিগকে অভয় দিয়া, চারি দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, এবং উদ্যানের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া, বহির্ভাগ হইতে অন্তর্ভাগে ও অন্তর্ভাগ হইতে বহির্ভাগে লোকের গমনাগমন নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।

সেনাপতির অধিকৃত হয়। প্রাসাদের অশ্বশালায় ৫০ জন অশ্বারোহী ছিল, তাহারা সকলেই রাণীর পক্ষসমর্থনে আত্মোৎসর্গ করে, এবং সকলেই সেই রক্ষণীয় স্থানে যার পর নাই সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়। গবর্ণর-জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ রাণীর স্বামী গঙ্গাধর রাওয়ের পিতামহকে তাঁহার বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ আপনাদের জাতীয় পতাকা দিয়া কহিয়াছিলেন যে, তিনি কোন স্থানে যাত্রাকালে এই পতাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন। রাজপ্রাসাদ অধিকারকালে উক্ত পতাকা ইংরেজসৈন্যের হস্তগত হয়।

ইংরেজসৈন্য নগরে প্রবেশ করিলে লক্ষ্মী বাঈ দুর্গে গিয়া অবস্থিতি করেন। প্রথমে ইংরেজসৈন্যের রসদ ইত্যাদি নিঃশেষিতপ্রায় হইয়া ছিল। ইংরেজ সেনাপতি তাত্যা টোপেকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার রসদ প্রভৃতি অধিকার করেন। সুতরাং খাদ্য দ্রব্যে, যুদ্ধোপকরণে ইংরেজসৈন্য সহায়সম্পন্ন হইয়া উঠে। এই সময়ে প্রতিপক্ষকে বাধা দেওয়া রাণীর অসাধ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার নগরের অধিকাংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল। তাঁহার সাহসিক গোলন্দাজগণ রণস্থলে একে একে দেহত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বস্ত সৈনিকগণের অনেকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল। সুতরাং তিনি এখন অন্য উপায় না দেখিয়া, আপনার প্রিয়তমরাজ্যপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদীয় সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হইল না। তাঁহার পিতা মোরোপন্ত তাম্বে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরগণ সজ্জিত হইল। তাঁহার অনুগতা পরিচারিকারা যাত্রার যাবতীয় আয়োজন করিল। তিনি স্বয়ং পুরুষবেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইলেন। মোরোপন্ত তাম্বেও অশ্বে আরোহণ করিলেন। একটি হাতীর হাওদার মধ্যে মণিমাণিক্য প্রভৃতি পূরিয়া দেওয়া হইল। মণিমাণিক্য ব্যতীত রাণীর আর একটি ধন ছিল। এই ধনের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গে কৃতনিশ্চয় ছিলেন। এখন এই প্রাণাধিক ধন দামোদর রাওকে তিনি স্বকীয় পৃষ্ঠদেশে রেশমী কাপড় দিয়া বাঁধিয়া লইলেন।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া, রাণী সহচরদিগের সহিত প্রতিপক্ষের অলক্ষিতভাবে ৪ঠা এপ্রেল নিশীথকালে দুর্গের উত্তর দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। তাঁহার প্রস্থানের সংবাদ অবগত হইয়া, ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে ধরিবার জন্য

লেফ্‌টেনেণ্ট বোকারকে সৈনিকদলের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। বোকার একুশ মাইল পথ অতিক্রম করিলেন, কিন্তু অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাণীর বেগগামী অশ্ব অদৃশ্য হইয়া গেল। ইংরাজসেনানী আহত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রাণীর পিতার অদৃষ্টে নিষ্কৃতিলাভ ঘটিল না। মোরোপন্ত হস্তীর সহিত যাইতে ছিলেন। পথে সহসা তাঁহার নিজের তরবারির খোঁচায় তদীয় জঙ্ঘাদেশ কাটিয়া গেল। রুধিরস্রাবে তাঁহার পরিচ্ছদ পরিষিক্ত হইল। তিনি এই অবস্থায় দতিয়া রাজ্যে উপনীত হইলেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া ইংরেজদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। স্যার রবার্ট হামিণ্টনের আদেশে তাঁহার ফাঁসী হইল।

রাণীর প্রস্থানের পর আবার ঝাঁশীতে ভয়াবহ "বিজনের" আরম্ভ হইল। কাণপুর ও দিল্লীর ন্যায় ঝাঁশীও ইংরেজ সৈন্যের নিরতিশয় উত্তেজনার উদ্দীপক ছিল। কাণপুর এবং দিল্লীর ন্যায় এই স্থানেও তাহাদের অসহায় সজাতির শোণিতপাত হইয়াছিল। কাণপুর এবং দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছিল, ঝাঁশীতেও তাহাই ঘটিল। কথিত আছে, ইংরেজসৈন্য ঝাঁশীর পাঁচ হাজার অধিবাসীকে বধ করিয়াছিল।* অনেকে মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় নিজ হস্তে নিজের আত্মীয়স্বজনের শোণিতপাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অনেক মহিলা আত্মসম্ভ্রমরক্ষার জন্য কূপে ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজসৈনিকেরা মহিলাদিগের প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ করে নাই। ঘটনাক্রমে কেহ কেহ নিহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে কেহই ইংরেজসৈন্যের অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে নাই। ঝাঁশীর দুর্গ এবং নগর বিলুণ্ঠিত হয়। ইংরেজ সেনাপতি লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি হইতে নিরন্ন দুঃখীদিগকে আহার্য্য দিতে অনুমতি করেন।†

* *Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 485.*

† যুদ্ধের পর দিল্লীতে এবং লক্ষ্ণৌতে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের যেরূপ দৃশ্য ভয়ঙ্করভাব প্রকাশ করিয়াছিল, ঝাঁশীতেও তাহারই আবির্ভাব হয়। উন্মত্ত সৈনিকেরা সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই ভাঙ্গিয়া ফেলে। আয়না, ঝাড়লণ্ঠন, চেয়ার, কার্পেট, সাটিনের বিছানা, রূপার পায়াওয়ালা খাট, হাতীর দাঁতের দ্রব্যাদি সমস্তই বিনষ্ট এবং গৃহের চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। অবশেষে এই উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদলে কিয়দংশে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।—*Lowe, Central India.*

৫ই এপ্রেল ঝাঁশীর দুর্গ ইংরেজসৈন্যের অধিকৃত হয়। ঝাঁশীর সৈনিকেরা আপনাদের রাণীর জন্য ১৩ দিন অসীমসাহসসহকারে যুদ্ধে প্রমত্ত থাকে। ১৩ দিন পর্য্যন্ত তাহাদের বন্দুক, তাহাদের কামান আক্রমণকারীদিগের সমক্ষে যেন অগ্নিময় আস্তরণপট বিস্তার করে; উহার মধ্য হইতে প্রতি-পক্ষের বিনাশের জন্য অবিরত গোলা গুলি, প্রস্তর, সুদৃঢ় কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতির বৃষ্টি হইতে থাকে। একজন ইংরেজ লেখক* এই যুদ্ধের বর্ণনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন,—"যুদ্ধকালে বোধ হইত যেন, যম এবং তাহার সর্পবেণী-ধারিণী, উগ্রপ্রকৃতি পরিচারিকাগণ আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। দুর্গের অন্তর্ভাগে অবিরত ভেরী, টমটম প্রভৃতির গভীর শব্দ হইত, বহির্ভাগে বন্দুক এবং কামানের নির্ঘোষে চারি দিক সমাকুল হইতে থাকিত, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তাড়াতাড়ি আমাদের লোকদিগকে লইয়া যাইত।" এইরূপ ১৩ দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর ঝাঁশীর সৈন্য পরাজয় স্বীকার করে। পরাজিত হইলেও, তাহারা বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয়; যে নারীর পরিচালনায় তাহাদের এইরূপ শূরত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে, তিনি অতীতদর্শী ঐতিহাসিকদিগের ন্যায় পৃথিবীর প্রতিভাশালী বীরপুরুষদিগেরও চিরস্মরণীয়।

এ দিকে রাণী কাল্পীতে উপনীত হয়েন। এই স্থানে রাও সাহেব এবং তাত্যা টোপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাণীর সঙ্গে সৈন্য ছিল না। সুতরাং তিনি রাও সাহেবের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাও সাহেব সৈনিক-দল পরিদর্শন করিয়া, তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। তাহাদের পরিচালনের ভার তাত্যা টোপের উপর সমর্পিত হইল। যখন যাবতীয় সৈন্য এক স্থানে সমবেত হইবে, তখন তাত্যা টোপে, রাও সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইবেন বলিয়া, সংগৃহীত সৈন্য লইয়া, কাল্পীর ৪০ মাইল দূরে কুঁচ নামক নগরে গমন করিলেন। এই স্থানে স্যার হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। রাণী যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাত্যা টোপে সৈনিকদলের পরিচালনাসম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, পরাজিত হইলেও, তাঁহাদের সৈনিকদল এরূপ শৃঙ্খলা, এরূপ নৈপুণ্য, এরূপ

* *Lowe, Central India.*

কৌশলের সহিত পশ্চাদ্‌গমন করে যে, উহাতে বিজয়ী ইংরেজসৈন্য যার পর নাই বিস্মিত হইয়া উঠে। কর্ণেল মালিসন্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহারা যে প্রণালীতে পশ্চাদ্‌গমন করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট প্রণালী আর হইতে পারে না।* যদিও তাহাদের শ্রেণী দৈর্ঘ্যে দুই মাইল পর্য্যন্ত ছিল, তথাপি উহার কোন অংশ বিচলিত বা শৃঙ্খলাচ্যুত হয় নাই। কোন অংশে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। যুদ্ধসময়ে সৈনিকশ্রেণীর মধ্যে যেরূপ শৃঙ্খলা থাকে, উহাদের মধ্যেও সেইরূপ শৃঙ্খলা রহিয়াছিল। একদল পশ্চাদ্ধাবনকারী প্রতিপক্ষদিগের দিকে বন্দুক ছুড়িল, এবং দৌড়িয়া দ্বিতীয় দলের নিকটবর্ত্তী হইল। দ্বিতীয় দল আবার প্রথম দলের ন্যায় বন্দুক ছুড়িয়া দৌড়িতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র দল শৃঙ্খলার সহিত হটিয়া গেল।

কুঁচের যুদ্ধের পর কাল্পীর ছয় মাইল দূরে যমুনার তীরবর্ত্তী গলাবলী নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাঁদার নবাব দুই হাজার অশ্বসাদী এবং কতিপয় কামান লইয়া উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মী বাঈ ইতঃপূর্ব্বে রাও সাহেবকে সৈনিকদলের শৃঙ্খলা করিতে বলিয়াছিলেন। রাও সাহেব স্ত্রীলোকের উপর সমগ্র সৈনিকদলের পরিচালনভার না দিয়া, যশোলাভের জন্য স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। রাণী কেবল আড়াই শত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্যের পরিচালনভার প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে যমুনার দিক রক্ষা করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি আপনার সৈনিকদিগকে যথোপযুক্ত স্থলে সন্নিবেশ করিয়া, ঐ দিক রক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। ইংরেজসৈন্য গলাবলীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া মে মাসের শেষভাগে কাল্পী অধিকার করে। গলাবলীর যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, রাও সাহেব এবং বাঁদার নবাব প্রভৃতি পলায়নের পরামর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী ইহাতে বাধা দিয়া, তাঁহাদিগকে স্থিরভাবে রাখেন। তিনি কাল্পীর যুদ্ধে যথোচিত বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেন। তাঁহার পরাক্রমে ইংরেজসৈন্য একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। তদীয় সৈনিকগণ এমন সাহসসহকারে অগ্রসর হয়, এমন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অস্ত্রচালনা করে, এমন বীরত্বসহকৃত যুদ্ধকৌশলের পরিচয় দেয় যে, প্রতিপক্ষগণ পরাজিতপ্রায় হয়। লক্ষ্মী বাঈ অশ্বারোহণে, এই সাহসী সৈনিক-

* *Indian Mutiny, Vol. III., p. 178.*

দিগকে লইয়া এমন পরাক্রমে ইংরেজসৈন্যের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, উহাতে তাহারা হটিয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু তিনি এরূপ বেগে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে প্রতিপক্ষের তোপ কুড়ি গজের অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। এমন সময়ে ইংরেজপক্ষের অভিনব সৈনিকদল উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার আশাভঙ্গ হয়। একজন ইংরেজ সেনানায়ক যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কর্ণেল মালিসনের নিকটে উপস্থিত যুদ্ধের প্রসঙ্গে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন,—"আমরা প্রায় পরাজিত হইয়াছিলাম। এমন সময়ে উষ্ট্রারোহী সৈনিকদল* এবং প্রায় দেড় শত নূতন সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে ঘটনাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হয়। উষ্ট্রারোহী সৈন্যই স্যার্ হিউ রোজের সৈনিকদলকে রক্ষা করে। বিপক্ষগণ আমাদের কামানের কুড়ি গজ দূরে উপস্থিত হইয়াছিল। আর পনর মিনিট অতীত হইলেই সংহারকার্য্য ঘটিত। এই দিন হইতে আমি উটকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি।" বস্তুতঃ এই যুদ্ধে লক্ষ্মী বাঈ কোনরূপে প্রতিপক্ষের নিকটে পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমান বিক্রম—সমান তেজস্বিতার সহিত সৈনিকদলের পরিচালনা করিয়াছিলেন। শেষে রাও সাহেব সৈন্য লইয়া পলায়ন করাতে তাঁহাকেও রণস্থলপরিত্যাগে বাধ্য হইতে হয়। তাত্যা টোপে কাল্পীতে গোলা গুলি প্রস্তুত করিবার কারখানা করিয়াছিলেন। কামান, বারুদ ইত্যাদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত ছিল। এই স্থান ইংরেজের অধিকৃত হইলে রাও সাহেব প্রভৃতি গোয়ালিয়রের ৪৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গোপালপুর নামক স্থানে প্রস্থান করেন।

অতঃপর কি করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ হয়। এই স্থানে রাও সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বাঁদার নবাব সমাগত হইয়াছিলেন। তাত্যা টোপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সর্ব্বোপরি ঝাঁশীর তেজস্বিনী রাণী রহিয়াছিলেন। প্রথম দুই জন কোনরূপ কৌশলের উদ্ভাবনে সমর্থ ছিলেন না। তৃতীয় ব্যক্তিরও এ বিষয়ে তাদৃশ নৈপুণ্য ছিল না। কিন্তু যে যুবতী বীরাঙ্গনা ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁহার যেরূপ সাহস, সেইরূপ প্রতিভা

* ইহারা প্রধানতঃ তীরধনুকের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিল।

ছিল।* প্রতিভাবলে তিনি অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন। পরাজয়েও তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার অধ্যবসায়, তাঁহার বলবতী প্রতিহিংসা তিরোহিত হইল না। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, কোন দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ না করিলে প্রতিপক্ষের ক্ষমতারোধ করা যাইবে না। গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও স্বজাতিপ্রেমের নামে তত্রত্য সৈনিকদলকে উত্তেজিত করিলে, ইংরেজের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্যরক্ষার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ সঙ্কল্প সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, এবং সর্ব্বাপেক্ষা রণকৌশলসম্পন্ন বীরপ্রবরের মস্তিষ্ক হইতে সমুৎপন্ন হইতে পারে। গোয়ালিয়রে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে আধিপত্য করিতেছিলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রী দিনকর রাও রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত ছিলেন। গোয়ালিয়রের দুর্গ দুরারোহ পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কর্ম্মদক্ষ মন্ত্রী কর্ত্তৃক পরিচালিত পরাক্রান্ত মহারাজের ক্ষমতারোধ পূর্ব্বক তাঁহার দুর্গ অধিকার করা নিঃসন্দেহ অসংসাহসিক কর্ম্ম। কিন্তু প্রতিভা রাণীকে এইরূপ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে নিরস্ত থাকিল না। রাণীর প্রস্তাবে রাও সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, তাত্যা টোপে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ৩০ মে ইঁহারা গোয়ালিয়রে যাইবার জন্য গোপালপুর পরিত্যাগ করিলেন।

গোয়ালিয়রের বিচক্ষণ মন্ত্রী দিনকর রাও আত্মরক্ষার উপায়বিধানে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। এবিষয়ে কূট রাজনীতি তাঁহার অবলম্বনীয় হইল। তিনি জানিতেন যে, পেশওয়ের ভ্রাতা উপস্থিত হইলে দরবারের সৈনিকগণ সম্ভবতঃ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবে। সুতরাং রাও সাহেব প্রভৃতির প্রতি প্রকাশ্যরূপে বিরুদ্ধভাব দেখাইলে সৈনিকেরা সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। ইহা ভাবিয়া, দিনকর রাও, রাও সাহেবের সৈনিকদিগের প্রতি বাহিরে সমবেদনা দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু অন্যদিকে তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য ইংরেজপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি আপাততঃ আগন্তুক সৈনিকদলকে আক্রমণ না করিয়া, কেবল আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মহারাজও উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া-

* মালিসন্ সাহেব এই ভাবে রাণীর প্রশংসা করিয়াছেন।—*Indian Mutiny. Vol. III., p. 204.*

ছিলেন। ৩১শে মে নিশীথকালে মন্ত্রী প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় ভবনে গমন করিলেন। মহারাজও মন্ত্রীর কথা ভুলিয়া, রাও সাহেবের সৈনিক-দিগের সমক্ষে আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি দেখিয়া-ছিলেন যে, দিল্লী ইংরেজের অধিকৃত হইয়াছে, লক্ষ্ণৌ এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ইংরেজের পদানত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে ইংরেজের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজ যে, পরিণামে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার রক্ষায় সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়েতাঁহার সংশয় ছিল না। তিনি এইরূপে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আপনার অনু-রাগ, অধিকন্তু ইংরেজের নিকটে আপনার বীরত্বগৌরবের পরিচয় দিবার জন্য রণবেশে সজ্জিত হইলেন। পর দিন প্রভাতকালে তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য হইল। ঐ দিন (১লা জুন) তিনি ৬০০০ হাজার পদাতি, ১,৫০০ হাজার অশ্বা-রোহী, তাঁহার নিজের ৬০০ শরীররক্ষক সৈনিক এবং ৮টি কামান লইয়া, মোরারের দুই মাইল পূর্ব্বে উপস্থিত হইলেন। বেলা ৭টার সময়ে তাঁহার কামান হইতে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ হইল। রাও সাহেব ভাবিলেন যে, মহারাজ তাঁহার অভিনন্দনের জন্য আসিতেছেন; তাঁহার সম্মানার্থে এইরূপ কামানের ধ্বনি হইতেছে। সুতরাং তিনি একরূপ নিশ্চেষ্টভাবে থাকিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী বাঈ তাঁহার ন্যায় নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি দুই তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া এমন বেগে মহারাজের তোপের মুখে গিয়া পড়িলেন যে, গোলন্দাজেরা তাঁহার প্রতাপ সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। এদিকে গোয়ালিয়রের সৈনিকেরা রাও সাহেবের সৈনিকদলের প্রতি সমবেদনা দেখাইতে লাগিল। অনেকে ঐ দলে সম্মিলিত হইল। অনেকে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক তরমুজের ক্ষেত্রে গিয়া, আপনাদের পিপাসাশান্তি এবং রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। মহারাজের শরীররক্ষক সৈনিকগণ কোন দিকে বিচলিত না হইয়া, তাঁহার পক্ষসমর্থনের জন্য সচেষ্ট রহিল বটে, কিন্তু লক্ষ্মী বাঈর আক্রমণে মহারাজ পরাজিত হইলেন। তাঁহার সৈনিকদিগের অনেকে দেহত্যাগ করিল। অল্পমাত্র অনু-চরের সঙ্গে তাঁহাকে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে হইল। আগরায় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আর স্বকীয় বাহনের রশ্মি সংযত করিলেন না। গোয়ালিয়রের রণক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার অদ্ভুতবীরত্বচাতুরী প্রদর্শিত হইল।

এইরূপে লক্ষ্মী বাঈর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। দিনকর রাও মহারাজের পরাজয়বার্ত্তা শুনিয়া সর্ব্বপ্রথম রাণীদিগকে নরবর নামক স্থানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন, অতঃপর তিনি মহারাজের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাও সাহেব বিজয়োল্লাসে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরের সহিত দুর্গ, ধনাগার, অস্ত্রাগার তাঁহার অধিকৃত হইল। তাঁহার আদেশে সৈনিকগণ বিলুণ্ঠনে নিরস্ত থাকিল। নানা সাহেব মহারাষ্ট্রের পেশওয়ে এবং রাও সাহেব গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা, এই বলিয়া, ঘোষণা করা হইল। গোয়ালিয়রের দরবারের এবং রাও সাহেবের সৈনিকেরা পর্য্যাপ্তপরিমাণে উপহার পাইয়া, সন্তোষ লাভ করিল। রাম রাও গোবিন্দ নামক গোয়ালিয়রের দরবারের একজন অপদস্থ পারিষদ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। গোয়ালিয়রে আসিবার জন্য বাণপুর এবং শাহগড়ের রাজার নিকটে অনুরোধপত্র প্রেরিত হইল।

এই সময়ে এক বিষয়ে রাও সাহেবের নিতান্ত অমনোযোগ প্রকাশ পাইল। গঙ্গা দশহরা পর্ব্ব উপস্থিত হওয়াতে রাও সাহেব সৈনিকগণের শৃঙ্খলসাধনে মনোনিবেশ না করিয়া, বহুসহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে লাগিলেন। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি স্যার্ হিউ রোজ্ মহারাজকে গোয়ালিয়রে আসিতে আহ্বান করিয়া, স্বয়ং ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রাও সাহেব উৎসবে বিরত থাকিলেন না। লক্ষ্মী বাঈ পূর্ব্বেই রাও সাহেবকে উৎসবের পরিবর্ত্তে সৈনিকদলের শৃঙ্খলাসাধনে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত না হওয়াতে তিনি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ইংরেজ সেনাপতির সমাগমবার্ত্তা শ্রবণেও রাও সাহেবের চমক ভাঙ্গিল না। রাও সাহেব কেবল তাত্যা টোপেকে যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। তাত্যা টোপে সৈনিকদল লইয়া, ইংরেজ সেনাপতির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ১৬ই জুন মোরার স্যার্ হিউ রোজের অধিকৃত হইল। রাও সাহেব তখন চিন্তাকুল হইয়া, রাণীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী, রাও সাহেবের অব্যবস্থিতায় পূর্ব্বেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিরক্তির আবেগে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান তিরোহিত হয় নাই। তিনি রাও সাহেবকে কহিলেন যে, তাঁহার অমনোযোগে ও আমোদাসক্তিতে সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। এখন সৈনিকদিগের শৃঙ্খলাসাধন

ও ইংরেজদিগের আক্রমণনিবারণ করা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। তাত্যা টোপে সম্মত হইলেন। গোয়ালিয়রের পূর্ব্বভাগ রক্ষার ভার রাণীর উপর সমর্পিত হইল। রাণী বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া, সমস্তদিন সৈনিকদলের পরিদর্শন এবং শৃঙ্খলাসাধন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কর্ম্মকুশলতায় ও শ্রমশীলতায় বীররমণী বীরপুরুষদিগকেও অতিক্রম করিলেন।

১৮ই জুন (ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের মতে ১৭ই জুন) ফুলবাগের রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য ভূখণ্ডে ইংরেজ সেনানায়ক স্মিথের সহিত রাও সাহেবের সৈনিকদলের যুদ্ধ হয়। ঐ স্থান কোঠা-কি-সরাই নামে প্রসিদ্ধ। উহার নানাস্থান সঙ্কীর্ণ খাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং ঐস্থলে অশ্বসাদীদিগের পরিক্রমণের তাদৃশ সুবিধা ছিল না। যাহা হউক, ঐ ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। রাণী সমস্ত দিন বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সমরক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ উদ্যম, এইরূপ অধ্যবসায়, এইরূপ নির্ভীকতাতেও তদীয় জয়লাভের সুবিধা ঘটিল না। রাণী, আপনার বিশ্বস্ত পরিচারিকা ও কতিপয় অনুচরের সহিত রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

রাণীর নিজের বাহন সাতিশয় পরিশ্রান্ত হওয়াতে রাণী উহাকে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া, মহারাজ শিন্দের অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব গ্রহণ করেন।* এই অশ্ব শেষে তাঁহার কালস্বরূপ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে রাণী ঐ অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ঐ অশ্বে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বাহন সবেগে ধাবিত হইয়াছিল। পথে "মরিলাম মরিলাম" বামাকণ্ঠনিঃসৃত এই করুণ আর্ত্তনাদ রাণীর শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। রাণী পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় পরিচারিকা মুন্দরা একজন ইংরেজ অশ্বসাদী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। রাণী বিদ্যুদ্বেগে আক্রমণকারীর অভিমুখে বাহন চালনা করিলেন, এবং অসির আঘাতে আক্রমণকারীকে নিহত করিয়া, পুনর্ব্বার সবেগে ধাবিত

* অশ্বপরীক্ষায় রাণীর যথোচিত ক্ষমতা ছিল। এ স্থলে বোধ হয়, উৎকৃষ্ট অশ্বের অভাবে তাঁহাকে ঐ অশ্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

হইলেন। সম্মুখে একটি সঙ্কীর্ণ খাল ছিল। ঘোটক সেই জলপ্রবাহ দেখিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইল। রাণী খাল পার হইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুষ্ট অশ্ব কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ইহার মধ্যে কয়েক জন ইংরেজ অশ্বারোহী তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ রাণীর সহিত তাহাদের অসিযুদ্ধ হইল। একজন প্রতিপক্ষের অসির আঘাতে রাণীর মস্তকের দক্ষিণ ভাগ বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার পরেও আঘাতকারী তাঁহার বক্ষঃস্থলে সঙ্গীনের আঘাত করিল। এইরূপে আহত হইয়াও, রাণী তাহার প্রাণনাশ করিলেন। অতঃপর তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে তদীয় বিশ্বস্ত অনুচর সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখ তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী একটি পর্ণশালায় লইয়া গেলেন। কুটীরস্বামী গঙ্গাধর বাবাজী পবিত্র গঙ্গাজল দিয়া, তাঁহার অন্তিম পিপাসাশান্তি করিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে এই পর্ণকুটীরে, প্রতিপক্ষের এইরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার অন্তিম কাল আসন্ন হইল। তিনি প্রাণাধিক স্নেহের ধন গঙ্গাধর রাওয়ের মুখের দিকে এক বার গভীর স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। *

এইরূপে ঝাঁশীর চিরপ্রসিদ্ধ রাণীর দেহাত্যয় হইল। বীররমণী তেইশ বৎসর বয়সে যেরূপ সাহস, যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় প্রতিপক্ষ বীরপুরুষদিগেরও যার পর নাই বিস্ময় জন্মিয়াছিল। সেনাপতি স্যার্ হিউ রোজ্ রাণীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, যদিও তিনি নারী, তথাপি বিপক্ষদলের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা ছিল। † অল্পবয়স্কা বীরাঙ্গনার বীরত্ব এইরূপে ইংরেজ সেনাপতির নিকটেও প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল। এইরূপ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, ইংরেজ সেনানায়কগণ, বোধ হয়, তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাণী পুরুষবেশে সজ্জিত থাকাতে, যে ইউরোপীয় অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তৎপ্রতি অস্ত্রাঘাত করে, সেও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। যাহা হউক, ইংরেজসৈন্য, রাণীর দেহ স্পর্শ করিতে না পারে, এই জন্য রামচন্দ্র

* রাণীর দুইটি পরিচারিকা—মুন্দরা ও কাশী, তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল।

† *Martin, Indian Empire. Vol. II., p., 489.*

রাও নিকটবর্ত্তী স্তূপীকৃত শুষ্ক তৃণরাশির মধ্যে চিতা রচনা পূর্ব্বক তাঁহার দেহ স্থাপন করেন। অগ্নিসংযোগে দেখিতে দেখিতে ত্রয়োবিংশতিবর্ষীয়া লাবণ্যময়ী বীরাঙ্গনার দেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়।*

মালিসন্ সাহেব এই বীররমণীর বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইংরেজদিগের চক্ষে রাণীর দোষ যেরূপই দেখা যাউক না কেন, তাঁহার স্বদেশীয়গণ চিরকাল তাঁহাকে এই জন্য স্মরণ করিবে যে, ইংরেজের অবিচার তাঁহাকে বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তিনি তাঁহার দেশের জন্য প্রাণধারণ করিয়াছিলেন—দেশের জন্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। † রাণী প্রতিহিংসার আবেগে অস্ত্র-ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে শক্তি দেখাইয়াছেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ-গণ বা তাঁহার চরিত্রসমালোচকগণের মধ্যে কেহই সেই মহাশক্তির প্রতি অসম্মান প্রকাশ করেন নাই।

১৮ই জুন গোয়ালিয়রের মহারাজের অবস্থিতিস্থল লস্কর এবং ফুলবাগ অধিকৃত হয়। ঐ দিন রাত্রিকালে বিপক্ষগণ দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করে। ২০শে জুন মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে আপনার রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আর দামোদর রাও? যে বালক লক্ষ্মী বাঈর প্রাণাধিক ধন ছিল। স্নেহময়ী মাতার প্রাণত্যাগের পর তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিল? দামোদর রাও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। নিবিড় অরণ্য তাঁহার আশ্রয়স্থল, আরণ্য বৃক্ষ শীতাতপ ও বাতবৃষ্টির পরাক্রম হইতে তাঁহার রক্ষার প্রধান সহায় হইয়া উঠে। এইরূপ কষ্টে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়। অতঃপর দামোদর রাও ইংরেজের হস্তে পতিত হয়েন। ইন্দোরের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট স্যার রিচ্‌মণ্ড্ সেক্‌স্‌পীয়ার তাঁহার প্রতি সৌজন্যপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। রেসিডেণ্টের নিয়োগক্রমে একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের (ইনি রেসিডেণ্টের মুন্সী ছিলেন) প্রতি তাঁহার শিক্ষার ভার সমর্পিত হয়, এবং

* কেহ কেহ লিখিয়াছেন, প্রতিপক্ষের বন্দুকের গুলিতে রাণী দেহত্যাগ করেন। কিন্তু বিশ্বাস্য প্রমাণ অনুসারে অসির আঘাতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

† *Malleson, Indian Mutiny. Vol. III., p. 221.*

রেসিডেন্টের প্রস্তাব অনুসারে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মাসিক দেড় শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। অতঃপর রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক্ তাঁহার দৈন্যদশা শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া, তদীয় ঋণপরিশোধের জন্য দশ হাজার টাকা দেন। তাঁহার বৃত্তিও দেড় শত টাকার স্থলে দুই শত টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ঝাঁশী রাজ্যের সহিত গঙ্গাধর রাওয়ের যাবতীয় স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র এখন মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তিভোগী হইয়া, ইন্দোরে অবস্থিতি করিতেছেন। লক্ষ্মী বাঈ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট সকল দিক দেখিয়া, তাঁহার পুত্রকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হয়েন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঝাঁশীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান।

নওগাঁর সিপাহীদিগের উত্তেজনা—তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের পলায়ন—তাঁহাদের সহিত বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের গমন—পথে তাঁহাদের দুর্দ্দশা—তাঁহাদের প্রতি ছত্রপুরের রাণী এবং চির্কারির রাজার সদ্ব্যবহার—বাঁদার ঘটনা—নাগোদের বিশ্বস্ত সিপাহী—পলাতকদিগের নাগোদে উপস্থিতি।

ঘটনাচক্রের অনিবার্য্য আবর্ত্তনে, নিয়তির অপ্রতিবিধেয় পরাক্রমে যেরূপে ঝাঁশীর চিরপ্রসিদ্ধ রাণীর সমগ্র পার্থিব বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ঝাঁশীর সিপাহীদিগের মধ্যে যখন উত্তেজনার আবির্ভাব হয়, তখন পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এই স্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

ঝাঁশীর প্রায় দুই শত মাইল পূর্ব্বে নওগাঁ অবস্থিত। ঝাঁশীতে যে বার-সংখ্যক পদাতিদল ছিল, তাহার একাংশ নওগাঁতে অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত ১৪ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। মেজর কির্কে নামক সৈনিক পুরুষ নওগাঁর সৈনিকের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দের ৩০শে মে পর্য্যন্ত এই সৈনিকদলের মধ্যে কোনরূপ অশান্তভাব লক্ষিত হয় নাই। ক্রমে মে মাস অতিবাহিত হয়। জুনের প্রখর আতপতাপের সহিত সিপাহীদিগের স্নিগ্ধভাবও অপগত হইতে থাকে। ৫ই জুন নওগাঁর অধিনায়ক সমগ্র সৈনিককে কাওয়াজের ক্ষেত্রে একত্র করিয়া, তাহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির সুখ্যাতি করেন। সিপাহীরা অধিনায়কের মুখে আপনাদের প্রশংসাবাদ শুনিয়া, আহ্লাদে এরূপ উন্মত্ত হয় যে, গোলন্দাজেরা কামান চালাইবার উপক্রম করে। পদাতিগণ অস্ত্রাদি লইয়া সজ্জিত হইতে থাকে। অশ্বারোহিগণ নিমকের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। আফিসরগণ ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়েন। কিন্তু এই প্রগাঢ় প্রশান্তভাব ও রাজভক্তির আতিশয্য যে, গভীর উত্তেজনার পূর্ব্বসূচনা স্বরূপ, আফিসরেরা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কয়েক দিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। ১০ই জুন ঘোরতর বিপদের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। একজন দীর্ঘকায় শিখ দুই জন অনুচরের সহিত, যে স্থানে সিপাহীদিগের পাহারা বদল হয়, সেই স্থানে গিয়া, সহসা হাবেলদারকে গুলির আঘাতে বধ করিল। অতঃপর সৈনিক-

নিবাসের দিকে বন্দুকের ধ্বনিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইল যে, আফিসরদিগের বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে। যাহারা ইতঃপূর্ব্বে কাওয়াজের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা প্রভুর বিপক্ষতাচরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

এখন পলায়ন ব্যতীত অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়দিগের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় রহিল না। অতীত কালের সৌজন্য ও সদাশয়তার কথা, ভবিষ্যতে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, এ সময়ে কার্য্যকর হইবে বলিয়া, কেহই মনে করিলেন না। সুতরাং ইংরেজ আফিসরগণ সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় বিরত হইয়া, স্থান-পরিত্যাগের আয়োজন করিলেন। বালকবালিকাগণ ও কুলমহিলারা তাঁহাদের অধিকতর চিন্তার কারণ হইল। ৮৭ জন বিশ্বস্ত সিপাহী এই পলায়ন-কারীদিগের রক্ষক হইল। পলাতকগণ প্রথমে এলাহাবাদে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পথে নানারূপ বিপদ আছে ভাবিয়া, কলিঞ্জর ও মীর্জ্জা-পুরের দিকে প্রস্থান করিলেন। পথে ইঁহাদের যাতনার একশেষ হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা বিশদভাবে আপনাদের গভীর মর্ম্মবেদনার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সিপাহীদিগের উত্তেজনাকালে মেজর কির্কের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। এখন চা ও সুরার অভাবে তাঁহার তেজস্বিতা অন্তর্হিত হইল। তিনি সময়ে সময়ে আম্রের কথা বলিতে লাগি-লেন, সময়ে সময়ে কোন কোন পদার্থ এ ভাবে খাইতে লাগিলেন যে, উহা যেন তাঁহার জীবনস্বরূপ। তিনি আপনার উপাদেয় পানীয় ও আহারীয় আনিবার জন্য নওগাঁতে দুই জন সৈনিক কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। সময়ে সময়ে অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। পলাতকগণ প্রথমে ছত্রপুর নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। এই জনপদ লর্ড ডালহাউসীর পররাজ্যগ্রহণবিষয়িণী রাজনীতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বিধবা রাণী আপনার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের জন্য রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। পলাতকদিগের প্রতি ছত্রপুরের দয়াশীলা রাণীর যথোচিত সৌজন্য ও সদাশয়তা প্রকাশিত হয়। পলাতকগণ ইঁহার নিকট হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া, ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে মেজর কির্কে অদৃশ্য হয়েন। মস্তিষ্কের বিকৃতি প্রযুক্ত তাঁহার বোধ হইয়াছিল যেন, সিপাহীরা তাঁহাকে মারিয়া

ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই কাল্পনিক ভয়ে তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ১৬ই জুন তিনি আবার নওগাঁ হইতে প্রেরিত এক গাড়ি চা ও সুরা লইয়া, আপন দলের সহিত মিশিলেন। অভীষ্ট দ্রব্য লাভে তাঁহার কিয়ৎপরিমাণে শান্তি লাভ হইল। তাঁহারা অতঃপর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চির্কারির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানের রাজা আহার্য্য দিয়া, তাঁহাদিগকে পরিতোষিত করিলেন, টাকা দিয়া, তাঁহাদের অভাবমোচনের সুবিধা করিয়া দিলেন। কিন্তু এইরূপ শান্তি, এইরূপ তৃপ্তি অল্পক্ষণের জন্য রহিল। কতকগুলি সশস্ত্র লোক তাঁহাদিগকে নিরাপদে কলিঞ্জরে পঁহুছাইয়া দিবে বলিয়া, প্রতিশ্রুত হওয়াতে তাঁহারা ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরিশেষে এই সকল লোক তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাঁহাদের কেহ কেহ ইহাদের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। আক্রমণকারিগণ গাড়িগুলি অবরোধ করিয়াছিল। সুতরাং আক্রান্তগণ কেহ কেহ পদব্রজে, কেহ কেহ অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। এখন মাহোবার দিকে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। কিন্তু তাঁহাদের অধিনায়কের অদৃষ্টে ঐ স্থানে যাওয়া ঘটিল না। উপস্থিত দুর্ঘটনায় মেজর কির্কের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক মাইল পথ যাওয়ার পরেই তিনি অশ্ব হইতে ভূপতিত ও গতাসু হইলেন।

কাপ্তেন স্কট্ এখন পলাতকদিগের অধিনায়ক হইলেন। ইনি মেজর কির্কে অপেক্ষা অল্পবয়স্ক এবং চা ও মদিরার প্রতি অল্পানুরাগী ছিলেন। রক্ষণীয় লোকদিগের সুবিধার জন্য ইঁহার যত্ন ও উদ্যমের একশেষ দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু এ সময়ে মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল। জুন মাসের সূর্য্যতাপ এমন অসহনীয় হইয়া উঠিল যে, উহাতে অনেকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মৃত্যু অনেকের জ্বালা-যন্ত্রণার শান্তি করিল। গতাসু দেহগুলি পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিল। এইরূপ দুঃসহ কষ্ট ভোগের পর অবশিষ্ট পলাতকগণ আজীগড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আজীগড়ের রাণী এবং বাঁদার নবাব এই দুঃসময়ে ইঁহাদের সবিশেষ সাহায্য করেন। ইঁহাদের সাহায্য না পাইলে, প্রায় সকলকেই জীবনের আশায় বিসর্জ্জন দিতে হইত। কেবল ইঁহারাই নিরতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত পলাতকদিগের জীবন রক্ষা করেন। *

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I., p, 196-197.*

এস্থলে বাঁদার ঘটনা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাঁদাতেও সৈনিকনিবাস ছিল। এই স্থলের ৫৬ সংখ্যক পদাতিদল নওগাঁর সংবাদ শুনিয়া, ১৪ই জুন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নবাবের সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহারা ধনাগার লুণ্ঠন করে। এই সময়ে নবাব ইংরেজ আফিসরদিগের জীবন রক্ষা করেন। অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল পলাতক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ইঁহার চেষ্টায় নিরাপদ হয়েন। কিন্তু শেষে ঘটনাচক্রে পড়িয়া, নবাব গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠেন। তিনি যে, রাও সাহেব এবং তাত্যা টোপের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত যে যে স্থানে সৈনিকনিবাস ছিল, তৎসমুদয়ের প্রায় সকল গুলিতেই সিপাহীদিগের উত্তেজনা পরিস্ফুট হইয়াছিল। কেবল নাগোদের সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ছিল। যখন অন্যান্য সৈনিকনিবাসের সিপাহীগণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের শোণিতপাতে উদ্যত হয়, তখন নাগোদের ৫০ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে প্রস্তুত থাকে। ইহাদের মধ্যে কেবল ১৪ জন সিপাহী অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিল। *

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কতিপয় সিপাহী নওগাঁর পলাতকদিগের রক্ষক হইয়াছিল। এ সময়ে প্রায় সমগ্র জনপদে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। উত্তেজিত লোকে দিল্লীর বাদশাহের প্রাধান্যঘোষণা করিতেছিল। পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত সিপাহীগণ পলাতকদিগকে খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়াতে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের উত্তেজিত লোকেরা সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে পলাতকদিগকে পরিত্যাগ করা সিপাহীদিগের শ্রেয়ঃ জ্ঞান হইল। কাপ্তেন স্কট্ কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, এই বিশ্বস্ত সিপাহীদিগকে বিশ্বস্ততার নিদর্শনস্বরূপ প্রশংসাপত্র দিলেন। সিপাহীরা সন্তুষ্টচিত্তে এলাহাবাদের দিকে প্রস্থান করিল। পলাতকেরা নিদারুণ কষ্টে বিষণ্ণচিত্তে, আত্মীয়গণের মৃত্যুতে সন্তপ্তহৃদয়ে আজীগড় হইতে নাগোদে গিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। †

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I., p. 198.*
† *Kaye, Sepoy War. Vol. III., p. 377.*

তৃতীয় অধ্যায়।

তাত্যা টোপে।

তাত্যা টোপের পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার নানা স্থানে গমন—তাঁহার অবরোধ—তাঁহার ফাঁসী।

গোয়ালিয়র অধিকৃত এবং মহারাজ শিন্দে পুনর্ব্বার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে স্যার্ হিউ রোজ্ ২৯শে জুন মধ্যভারতবর্ষের সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। তিনি ছয় মাস কাল মধ্যভারতবর্ষের নানা স্থানে যুদ্ধ করিয়া, জয়লাভ করিয়াছিলেন। ব্রিগেডিয়ার-জেনেরল রবার্ট নেপিয়ার তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এদিকে তাত্যা টোপে, রাও সাহেব এবং বাঁদার নবাবের সহিত ২২শে জুন উত্তরপশ্চিম দিকে প্রস্থান করেন। শরমথুরা নামক স্থানে উপনীত হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে, ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স্ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি জয়পুরে উপস্থিত হইবার জন্য পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়েন, যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই স্থানে তদীয় পক্ষসমর্থনের জন্য সৈনিকদল প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু ২৭শে জুন জয়পুরের পলিটিকাল এজেণ্ট্ কাপ্তেন ইডেন সাহেব রাজপুতনার সেনাপতি রবার্টসের নিকটে সংবাদ পাঠান যে, পলায়িত মরাঠা সেনাপতি জয়পুরের অসন্তুষ্ট লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য চর প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্রেই রবার্টস্ ২৮শে জুন ঐ স্থানে যাত্রা করেন, এবং তাত্যা টোপের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হয়েন। এ স্থলে বলা উচিত যে, তাত্যা টোপেকে ধরিবার জন্য ইংরেজ সেনাপতিগণ যার পর নাই চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে গোয়ালিয়রে একদল সৈন্য থাকে। ঝাঁসীতে আর এক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপ্রিতে অপর দল অবস্থিতি করে। গুণাতে চতুর্থ দল সমাবেশিত হয়। নসিরাবাদে পঞ্চম দল এই উদ্দেশ্যসাধনে অভিনিবিষ্ট থাকে। ভরতপুরে ষষ্ঠ দল সন্নিবেশিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল আপনাদের সুচতুর প্রতিপক্ষকে হস্তগত করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। এইরূপে তাত্যা টোপে যে দিকে প্রস্থান করিবেন,

যে স্থানে উপনীত হইবেন, যে জনশূন্য নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, সেই দিক, সেই জনপদ, সেই জনশূন্য স্থান বিভিন্ন ইংরেজ সৈনিকদলের পর্য্যবেক্ষণের বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু এই মরাঠা সেনাপতি এরূপ ক্ষমতাপন্ন, এরূপ বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন, এরূপ রণচতুর ছিলেন যে, নয় মাসেরও অধিক কাল তাঁহার সমক্ষে ইংরেজ সেনাপতিদিগের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চারি দিকে সৈনিকদলে পরিবেষ্টিত থাকিলেও, তিনি কখন এক জনপদ হইতে আর এক জনপদে পদার্পণ করেন, কখন নিবিড় জঙ্গলে আত্মগোপনে উদ্যত হয়েন, কখন সহসা সৈন্য ও কামান সংগ্রহ করিয়া, প্রতিপক্ষের পরাক্রমস্পর্দ্ধী হইয়া উঠেন, তাহা ইংরেজ সেনাপতিদিগের কাহারও গোচর হয় নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ সেনাপতি জয়পুরের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাত্যা টোপে এই সংবাদ পাইয়া, জয়পুরের পরিবর্ত্তে দক্ষিণদিকে প্রস্থান পূর্ব্বক টঙ্কে উপনীত হয়েন। কর্ণেল হলমেস্ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন। তাত্যা টোপে মধুপুর এবং ইন্দ্রগড়ের দিকে যাত্রা করেন। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হওয়াতে চম্বলনদের জল বৃদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং তাত্যা টোপে ইন্দ্রগড় হইতে নদ পার হইতে না পারিয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান পূর্ব্বক বুঁদীতে উপনীত হয়েন। বুঁদীর মহারাও রাম সিংহ তাঁহার পক্ষসমর্থন না করিয়া, দুর্গ দ্বার অবরুদ্ধ করেন। তাত্যা টোপে অবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। ৭ই আগষ্ট কোটারিয়া নদীর তীরে ভিলবারা নামক স্থানে তাঁহার সহিত সেনাপতি রবার্ট্সের যুদ্ধ হয়। তিনি আপনার সৈন্য ও কামান লইয়া, অক্ষতশরীরে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে চতুর মরাঠা সেনাপতি সবিশেষ বুদ্ধিচাতুরীর পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সৈনিকদলের একাংশ বিপক্ষদিগকে ক্রমাগত বাধা দিতে থাকে। এদিকে সৈনিকদলের প্রধান অংশ কামান লইয়া নদী পার হয়। সে সময়ে অশ্বারোহী সৈন্য না থাকাতে রবার্ট্স্, তাত্যা টোপের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারেন নাই। পর দিন অশ্বারোহী সৈন্য উপস্থিত হয়। ইংরেজ সেনাপতি পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হয়েন। এদিকে তদীয় সুচতুর প্রতিপক্ষ তাঁহার হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।

তাত্যা টোপে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি ১৩ই আগষ্ট নাথদ্বার নামক স্থানে দেবদর্শনে গমন করেন। নিশীথকালে তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া,

শুনিতে পাইলেন যে, ইংরেজসৈন্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এজন্য তিনি স্থানান্তরে প্রস্থানে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। কিন্তু তাঁহার পদাতিগণ একান্ত পথক্লান্তি প্রযুক্ত বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তাহারা কহে যে, পর দিন প্রাতঃকালে কামানগুলি তাহাদের সঙ্গে যাইবে। অশ্বারোহীদিগের যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ করিতে পারে। সুতরাং যুদ্ধ করা ভিন্ন তাত্যা টোপের আর কোন গতি রহিল না।

পর দিন প্রাতঃকালে তাত্যা টোপে অধ্যুষিত স্থানের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যে ভাবে সৈন্য সন্নিবেশিত করা উচিত, তাহা করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার পক্ষে কোনরূপ কৌশল বা কোনরূপ বুদ্ধিচাতুরীর অভাব লক্ষিত হইল না। ১৪ই আগষ্ট বেলা ৭টার সময়ে বনাস নদীর তীরে তাঁহার সহিত ইংরেজ সেনাপতির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু তদীয় সৈনিকদল প্রতিপক্ষের পরাক্রম-নাশে সমর্থ হইল না। তাত্যা টোপে চারিটি কামান ফেলিয়া, যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন। তিনি চম্বল নদ পার হইবেন ভাবিয়া, একজন ইংরেজ সেনানায়ক ঐ নদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই অধিনায়ক নদের তটে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, তটবিভাগে কয়েকটি অকর্ম্মণ্য টাট্টু মাত্র রহিয়াছে। অপর তটবর্ত্তী আম্রকাননের মধ্যে বিপক্ষগণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ অধি-নায়কের প্রয়াস বিফল হইল। সুচতুর মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইলেন।

তাত্যা টোপে চম্বল পার হইয়া, ঝালবার প্রদেশের রাজধানী ঝালরপত্তনে পঁহুছিলেন। প্রসিদ্ধ জলিম সিংহের বংশধর পৃথ্বীসিংহ এই সময়ে ঝালরপত্তনের অধিপতি ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। তিনি মরাঠা সেনাপতিকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য আপনার সৈনিকদল একত্র করিলেন। কিন্তু এই সৈনিকেরা গোয়ালিয়রের সৈনিকদলের ন্যায় ব্যবহার করিল। তাহারা আপনাদের অধিপতির পক্ষ সমর্থন না করিয়া, আক্রমণকারী মরাঠা সেনাপতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তাত্যা টোপে রাণার কামান, গোলাগুলি, ঘোটক, বলদ প্রভৃতি অধিকার পূর্ব্বক তাঁহার প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিলেন। পর দিন তাঁহার সহিত রাণার সাক্ষাৎ হইল। তিনি রাণার নিকটে যুদ্ধের জন্য অর্থপ্রার্থনা করিলেন। রাণা পাঁচ লক্ষ টাকা

দিতে চাহিলেন। কিন্তু উহা আক্রমণকারীর নিকটে পর্য্যাপ্ত বোধ হইল না। রাও সাহেব, পেশওয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত হইয়া, রাণার নিকটে পঁচিশ লক্ষ টাকা চাহিলেন। রাণা অবশেষে পনর লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেন; উহার মধ্যে পাঁচ লক্ষ প্রদত্ত হইল। কিন্তু রাণা সেই রাত্রিতেই রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌতে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রস্থানকালে রাণী এবং পরিবারের অন্যান্য লোককে কতকগুলি বারুদ দিয়া কহিয়াছিলেন যে, যদি কেহ তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই বারুদরাশি যেন তাঁহাদের আত্মবিসর্জ্জনের সহায় হয়।*

তাত্যা টোপে পাঁচ ছয় দিন ঝালরপত্তনে অবস্থিতি করেন। বর্ষার আবির্ভাবে চম্বলের পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনকারী প্রতিপক্ষের উহা সহজে পার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ঝালবারের রাজধানীতে পাঁচ দিন নিরুদ্বেগে থাকিয়া, সংগৃহীত অর্থে আপনার সৈনিকদিগের বেতনাদি পরিষ্কার করেন। এই সময়ে তাঁহার সহচর রাও সাহেব এবং বাঁদার নবাব অপেক্ষাকৃত সাহসিককর্ম্মসাধনে সচেষ্ট হয়েন। তাঁহারা তাত্যা টোপেকে কহেন যে, ইংরেজসৈন্যের উপস্থিতির পূর্ব্বে যদি হোলকরের রাজধানীতে পঁহুছিতে পারা যায়, তাহা হইলে তথাকার সৈনিকেরা তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। এইরূপ সম্মিলন ঘটিলে হোলকরের প্রজাবর্গ পেশওয়ের পক্ষসমর্থনও করিতে পারে। রাও সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে তাত্যা টোপে ইন্দোরের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। কিন্তু নলকেরা নামক স্থানে দুই দল ইংরেজসৈন্য রহিয়াছে শুনিয়া, তিনি প্রাচীরবেষ্টিত রাজগড় নগরের নিকটে শিবির স্থাপন করেন। তদীয় প্রতিপক্ষগণ কিছুতেই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে নিরস্ত ছিলেন না। তাত্যা টোপে যে দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহারাও সেই দিকে যাইতেছিলেন। একজন ইংরেজ সেনানায়ক পর দিন প্রাতঃকালে রাজগড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মরাঠা সেনাপতি আপনার সৈনিকদল লইয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। ইংরেজ সেনাপতি পথমধ্যবর্ত্তী কামানের চাকা ধরিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে তিনি বিপক্ষদিগকে দেখিতে পাইয়া, আক্রমণ করিলেন।

* *Pursuit of Tantia Topee.—Blackwood's Magazine. August 1860, p. 180.*

তাত্যা টোপে কামান ফেলিয়া যুদ্ধস্থল হইতেনিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি অতঃপর বেত্রবতী নদীর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী আরণ্য ভূভাগে কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ করেন। শেষে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান পূর্ব্বক শিরোঞ্জ নামক স্থানে উপনীত হয়েন।

বর্ষাপ্রযুক্ত সমগ্র জুলাই মাস ইংরেজসৈন্যের বিশ্রামসুখে অতিবাহিত হয়। যাহা হউক, রাজগড়ে তাত্যা টোপের পরাজয়ের পর একটি অভিনব ঘটনার আবির্ভাব হয়। গোয়ালিয়রের ৪৪ মাইল দক্ষিণে নরবর অবস্থিত। এই জনপদ মহারাজ শিন্দের অধীন। নরবরের সর্দ্দার মান সিংহ গোয়ালিয়রের দরবারের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, উহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তৎকর্ত্তৃক পাওরী নামক দুর্গ অধিকৃত হয়। ইংরেজ সেনানায়ক উপস্থিত হইলে তিনি কহেন, কেবল গোয়ালিয়রের দরবারের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ইংরেজের সহিত তাঁহার কোনরূপ বিরোধ নাই। ইংরেজ সেনাপতি উত্তর করেন, তিনি এই জনপদের শান্তিস্থাপনে নিয়োজিত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি যে কোনরূপে হউক, শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইবে, তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য। উভয়ের কথা শেষ হইল। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যুদ্ধস্থলে মান সিংহের পিতৃব্য অজিত সিংহ উপস্থিত হইলেন। ইংরেজ সেনানায়কের সৈন্যসংখ্যা পর্য্যাপ্ত ছিল না, তাঁহার সাহায্যার্থে অপর সৈন্য আসিলে, দুর্গ আক্রান্ত হইল। ২৩শে আগষ্ট রাত্রিকালে মান সিংহ এবং অজিত সিংহ নিবিড় বনভূমি দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের দলের কতিপয় পলাতক তাত্যা টোপের সহিত সম্মিলিত হইল।

এ দিকে মরাঠা সেনাপতি শিরোঞ্জে আট দিন বিশ্রাম করেন, এই স্থান হইতে আরণ্য ভূভাগ দিয়া ইশাগড়ে উপস্থিত হয়েন। উক্ত স্থলে রসদ প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। অতঃপর তাত্যা টোপে চন্দেরির দুর্গ আক্রমণ করেন। মহারাজ শিন্দের একজন অনুগত সেনানায়ক এই দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি কিছুতেই তাত্যা টোপের বশীভূত হইলেন না। তাত্যা টোপে বিফল-মনোরথ হইয়া, মঙ্গ্রাওলীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত ইংরেজ সেনানায়কের কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হয়। তিনি কামান ফেলিয়া, অক্ষতদেহে পলায়ন করেন। ইহার পর তাত্যা টোপে বেত্রবতী উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে জাক্‌লোন, তৎপরে ললতপুরে উপনীত হয়েন। এই খানে তাঁহার সহিত রাও

সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। তাত্যা টোপে ললতপুরে অবস্থিতি করেন। রাও সাহেব পর দিন আপনার কামান ও সৈন্য লইয়া, অতিকষ্টে জাক্‌লোনের নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম পূর্ব্বক বেত্রবতীর প্রায় ত্রিশ মাইল পূর্ব্বে একটি জনপদে উপনীত হয়েন। ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে আক্রমণ করেন। রাও সাহেব যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার ললতপুরে তাত্যা টোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ইহার পর কি করিতে হইবে, নির্দ্ধারণের জন্য উভয় সেনাপতি পরামর্শ করেন। নর্ম্মদার উত্তরদিকবর্ত্তী জনপদের পথ তাঁহাদের সমক্ষে অবরুদ্ধ ছিল। ইংরেজ সেনাপতিগণ নানা স্থানে উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহাদের পরিক্রমণের স্থল ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা নর্ম্মদার উত্তর দিকে না থাকিয়া, আপনাদের পরিক্রমণের স্থল ভেদ পূর্ব্বক ঐ নদীর দক্ষিণ দিকে গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইংরেজ সেনাপতিগণ চারি দিকে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ পূর্ব্বক, দক্ষিণাভিমুখে গমন করা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা এই দুঃসাধ্যসাধনে সচেষ্ট হইলেন।

তাত্যা টোপে এবং রাও সাহেব ললতপুর পরিত্যাগ করিলেন। ইংরেজ সেনাপতিগণ চারি দিকে ইঁহাদের গন্তব্যপথের নির্ণয়ের জন্য যার পর নাই চেষ্টা করিতেছিলেন। নদী উত্তরণের স্থলে, নিবিড় জঙ্গলের প্রান্তভাগে, জনপূর্ণ লোকালয়ে, যে স্থানে তাঁহাদের সুচতুর বিপক্ষের গমনের সম্ভাবনা ছিল, তাঁহারা সেই স্থানই অবরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রাও সাহেব ও তাত্যা টোপে নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইলেন। পরাক্রান্ত পেশওয়েগণ যে প্রদেশে এক সময়ে আপনাদের অসীম প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সেই প্রদেশে তাঁহাদের আত্মীয় পদার্পণ করিলেন। নানা সাহেবের সেনাপতি এবং তাঁহার ভ্রাতার আগমনে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি আন্দোলিত হইল। কিন্তু গবর্ণর লর্ড এলফিন্‌ষ্টোন্ শান্তিরক্ষায় উদ্‌যোগী ছিলেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড হারিস্‌ও বিপ্লবের নিবারণে চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহাহউক, তাত্যা টোপের পথ অবরুদ্ধ রহিল না। তাত্যা টোপে এক বার নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইলেন। ইংরেজসৈন্য আসিতেছে শুনিয়া, তিনি পুনর্ব্বার নর্ম্মদা পার হইয়া গাইকবাড়ের রাজ্যে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কারগাঁ নামক স্থানে তিনি এক-

জন ইংরেজ সেনাপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু এই সেনানায়ক তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি বরোদার অভিমুখে ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্ধাবনকারী ইংরেজসৈন্যকে সমীপাগত জানিয়া, তিনি আবার নর্ম্মদা পার হইয়া ছোট উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে এক জন সেনাপতি তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি ধৃত হইলেন না। বাণেশ্বরের নিবিড় অরণ্য এখন তাঁহার আত্মরক্ষার স্থল হইল। ইংরেজ সেনাপতি এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তিনি এই আরণ্য ভূভাগও পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহসসহকারে উদয়পুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরাবলী পর্ব্বতমালার আশ্রয়ে, তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে পারিতেন, কিন্তু অপর একজন ইংরেজ সেনাপতি পথে উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পুনর্ব্বার অরণ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, অনন্তর সহসা জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, মুন্দেশ্বরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থানের ছয় মাইল দূরে রাত্রি যাপন করিয়া, তাত্যা টোপে তিন দিনে নীমচের এক শত মাইল দূরে জীরাপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইংরেজসৈন্য কিছুতেই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে নিরস্ত ছিল না। তিনি জীরাপুরে স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া, বড়োদ নামক স্থানে পলায়ন করিলেন।

তাত্যা টোপে অতঃপর দীশায় উপনীত হয়েন। ইংরেজ সেনাপতি চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করেন। রাও সাহেব এবং ফিরোজ শাহ তাঁহার সহিত ছিলেন। তাঁহারা আশ্চর্য্যরূপে প্রতিপক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাত্যা টোপের কৌশলে ইংরেজ সেনানায়কের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাত্যা টোপে মুক্তি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন, কোন্ স্থানে উপস্থিত হইবেন, তাহা সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। প্রায় সমস্ত পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কেবল তাঁহার সমক্ষে জয়পুর দিয়া মারবাড়ের দিকের পথ বিমুক্ত ভাবে ছিল। তাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিলেন, এবং আলবার অতিক্রম পূর্ব্বক ২১শে জানুয়ারি সকলে সিকার নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। একজন ইংরেজ সেনানায়ক সংবাদ পাইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে তাত্যা টোপের সৈনিকদল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যুদ্ধের দিন ফিরোজ শাহ তাত্যা টোপেকে পরিত্যাগ করিলেন। বাণেশ্বরে জঙ্গলে তাত্যা টোপের

সহিত রাও সাহেবের অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল। এখন সেই অসদ্ভাব বিবাদে পরিণত হইল। কথিত আছে, তাত্যা টোপে একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেখানে সুবিধা ঘটিত, সেখানেই তিনি রাও সাহেবকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইতেন। রাও সাহেব এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া, প্রস্থান করিলেন। এতদিন রাও সাহেব, ফিরোজ শাহ, মান সিংহ এবং অজিত সিংহ তাত্যা টোপের সহযোগী ছিলেন। এখন ফিরোজ শাহ অদৃশ্য হইলেন। আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তাত্যা টোপের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া, রাও সাহেব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদার্পণ করিলেন বটে, কিন্তু শেষে তিনিও ফিরোজ শাহের ন্যায় চির দিনের জন্য প্রতিপক্ষের দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। অবশিষ্ট তিন জনের কথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। তাত্যা টোপে আপনার সৈন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পারণ নামক স্থানের নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে দুই জন পাচক ব্রাহ্মণ, একজন সহিস, দুইটি ঘোড়া, এবং একটি টাট্টু তাঁহার সঙ্গে ছিল। শেষে সহিস তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় সেই নিবিড় অরণ্যে মান সিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মান সিংহ কহিলেন—"আপনি সৈনিকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন কেন? এ কাজ আপনার ভাল হয় নাই।" তাত্যা টোপে উত্তর করিলেন, "নানা স্থানে ধাবিত হওয়াতে একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন ভালই করি, মন্দই করি, তোমার সঙ্গে থাকিব।" পরিশ্রান্ত মরাঠা সেনাপতি পরিতপ্তহৃদয়ে মান সিংহকে এই কথা কহিলেন।

কিন্তু তাত্যা টোপে যাঁহাকে আপনার প্রধান সহায় ভাবিলেন, যাঁহার সহিত একত্র অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিনি বন্ধুজনোচিত বিশ্বস্ততা দেখাইলেন না। মান সিংহ বন্ধুকে ধরিবার জন্য ইংরেজ সেনানায়ক মীডের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মান সিংহ পরিবারবর্গের সহিত ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ তাঁহার জীবনরক্ষায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, ইংরেজের সাহায্যে তিনি প্রণষ্ট স্বত্বের উদ্ধারের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন তিনি ইংরেজ সেনানায়কের প্রস্তাব অনুসারে আপনার আত্মীয়, আপনার বন্ধু, আপনার বিপত্তিকালের প্রধান সহায়কে অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। অজিত সিংহ তাঁহার পিতৃব্য, অজিত সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সহযোগী, তাঁহার

ভূসম্পত্তির উদ্ধারের প্রধান উদ্যোগী, মহারাজ শিন্দের বিপক্ষতাচরণে প্রধান সহায়। স্বার্থান্ধ মান সিংহ এইরূপ আত্মীয়কেও ইংরেজের সাহায্যে ধরিতে চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অজিত সিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, সসম্ভ্রমে পলায়ন করিলেন। অতঃপর মান সিংহ আপনার প্রধান বন্ধু-জনের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইলেন। তাত্যা টোপের চরগণ সর্ব্বদা ইংরেজের শিবিরে বিচরণ করিত। তাত্যা টোপে নিবিড় জঙ্গলে যাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তিনি যে, ইংরেজের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তথাপি মান সিংহের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁহার পরামর্শমত আত্মগোপনের স্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। যখন মান সিংহ সেনানায়ক মীডের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন তাত্যা টোপে নিরুদ্বেগে পারণের গভীর অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই স্থানে থাকিয়া, তিনি তাঁহার পুরাতন সহযোগিগণের সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহাদের কেহ কেহ তাত্যা টোপেকে আহ্বান করেন। তাত্যা টোপে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের জন্য মান সিংহের পরামর্শগ্রহণে উদ্যত হয়েন। মান সিংহ স্থানান্তরে ছিলেন, তাত্যা টোপের প্রেরিত সংবাদ অবগত হইয়া, বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি তিন দিনের মধ্যে দেখা করিবেন।

মান সিংহ আপনার কথা রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ হইল। ৭ই এপ্রেল—তৃতীয় দিনের গভীর নিশীথকালে মান সিংহ তাত্যা টোপের আত্মগোপনের স্থলে—পারণের সেই আরণ্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে কিয়দ্দূরে বোম্বাইর সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাত্যা টোপে নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রিত অবস্থাতেই ধৃত হইলেন। ধৃত হইবার সময়ে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর কঠোরতায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ৮ই এপ্রেল প্রাতঃকালে সেনানায়ক মীডের শিবিরে আনীত হইলেন।*

সেনানায়ক মীড সিপ্রিতে সামরিক আইন অনুসারে তাত্যা টোপের বিচার করিলেন। তাত্যা টোপে ১৮৫৭ অব্দের জুন মাস এবং ১৮৫৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, অপরাধী হই-

* *Pursuit of Tantia Topee.—Blackwood's Magazine. August 1860, p. 172-194.*

লেন। তিনি আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য কহিলেন—"কাল্পী অধিকৃত হওয়া পর্য্যন্ত আমি যাবতীয় বিষয়ে আমার প্রতিপালক প্রভু নানা সাহেবের আদেশ-পালন করিয়াছি। অতঃপর রাও সাহেবের আদেশ অনুসারে সমুদয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার উপর একটি কথা ভিন্ন আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি কোন ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ, বা বালকবালিকার প্রাণহানি করি নাই, কিংবা কোন সময়ে কাহাকেও ফাঁসী দিতে অনুমতি দিই নাই।" এই যুক্তি বিচারালয়ে গ্রাহ্য হইল না। বিচারকগণ অপরাধীর প্রতি ফাঁসীর আদেশ দিলেন। ১৮৫৯ অব্দের ১৮ই এপ্রেল সিপ্রিতে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল।

কর্ণেল মালিসন্ উপস্থিত বিষয়সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন *—"সে সময়ে সাধারণ মত অনুসারে এই দণ্ডাদেশ সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আমার বোধ হয়, উত্তর কালে উহার সমর্থন হইবে কি না, তদ্বিষয় সন্দেহস্থল। ইংরেজের অধিকারে তাত্যা টোপের জন্ম হয় নাই। তাত্যা টোপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ইংরেজের ভৃত্যশ্রেণীতে নিবেশিত হয়েন নাই। ১৮১২ অব্দে যখন তাঁহার জন্ম হয়, তখন তাঁহার প্রভু পশ্চিম ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অংশের অধিপতি ছিলেন। যে জাতি তাঁহার প্রভুকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়াছে, বিশ্বস্তভাবে এবং শ্রদ্ধাসহকারে সেই জাতির কর্ম্মসম্পাদনে তিনি বাধ্য ছিলেন না। তদীয় প্রভুও তাঁহার ন্যায় ইংরেজের সহিত কোনরূপ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। যখন সেই প্রভু, পেশওয়ের প্রণষ্ট অধিকারের পুনঃপ্রাপ্তির সুবিধা দেখেন, তখন তাঁহার মোসাহেব, তাঁহার অনুচর, তদীয় আদেশ পালন করিয়াছিলেন, এবং তদীয় সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের অনুগামী হইয়াছিলেন। তাত্যা টোপে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, তিনি নরহত্যায় লিপ্ত হয়েন নাই। তাঁহাকে নরহত্যাতেও অপরাধী করা হয় নাই। তিনি পূর্ব্বতন পেশওয়ের পরিবারের মধ্যে একজন অনুচর ছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে তাঁহার উপর অপরাধের আরোপ করা হইয়াছিল। তিনি কেবল এই বিষয়েই অপরাধী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন, এবং কেবল এই অপরাধেই তাঁহার ফাঁসী হয়। সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে, তাঁহার শাস্তি, তাঁহার অপরাধ

* *Indian Mutiny. Vol. III., p. 380-381.*

অপেক্ষা গুরুতর হইয়াছে। তিনি আপনার প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

হোফারকে * গুলি করিয়া বধ করাতে, উত্তর কালে নেপোলিয়ন দোষী হইয়াছিলেন। হোফার এবং তাত্যা টোপের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয়ে, যে জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই জাতির শাসনাধীন ছিলেন না। উভয়ে, যে জাতির অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন, সে জাতি বিদেশীয়-কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। বিজিত জাতি কর্তৃক যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, উহার সহিত উভয়েরই সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনরূপ স্বার্থের সংস্রব ছিল না। উভয়েই, আপন আপন জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। উভয়েই অসামান্য ক্ষমতার সহিত পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। উভয়েই আপন আপন স্বদেশীয়গণের মধ্যে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত। একজন অর্থাৎ ইউরোপীয় ব্যক্তি এখনও পৃথিবীতে মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য। অন্য জন অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় পুরুষও সেইরূপ। কে বলিতে পারে যে, তাঁহার নাম চম্বল, নর্ম্মদা, পার্ব্বতীর তীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে সম্মান ও অনুরাগের সহিত উল্লিখিত হয় না?”

ফলতঃ তাত্যা টোপে বীরপুরুষ। খণ্ডযুদ্ধে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি বারংবার রাজপুতনা এবং মালব ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। এই দুই রাজ্যের পরিধি ১,৬১,৭০ বর্গ মাইল। এই বিস্তীর্ণ জনপদে পরিভ্রমণের সময়ে তিনি একবারও প্রতিপক্ষের হস্তে পতিত হয়েন নাই। অনেক ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। অনেক স্থানে ইঁহাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছে। অনেক যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহার কামান. তদীয় হস্ত হইতে

* আণ্ড্রিস্ হোফার অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত টাইরোলের অধিবাসী। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া আক্রান্ত হইলে টাইরোলের অধিবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। হোফার ইহাদের অধিনায়ক হয়েন। ইনি যুদ্ধে এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, তিন দিনের মধ্যে বিপক্ষেরা ঐ প্রদেশ হইতে তাড়িত হয়। শেষে নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয় সৈন্য পরাজিত করিয়া, টাইরোলপ্রদেশের অধিকারী হয়েন। হোফার স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া, লুক্কায়িতভাবে থাকেন। তাঁহার একজন পূর্ব্বতন বন্ধু তাঁহাকে ফরাসীদিগের হস্তে সমর্পণ করে। বিচারে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি ১৮১০ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘাতকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার আত্মীয়েরা তৎপ্রতি সম্মান-প্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহাদিগকর্ত্তৃক তাঁহার সমাধিস্থানে তদীয় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সৈনিকদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি আশ্চর্য্যরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য ব্রিগেডিয়ার পার্ক ক্রমাগত নয় দিনে ২৪০ মাইল অতিক্রম করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার সমার্‌সেট নয় দিনে ২৩০ মাইল, পুনর্ব্বার ৪৮ ঘণ্টায় ৭০ মাইল গিয়াছেন। কর্ণেল হল্‌মেস্‌ ২৪ ঘণ্টার কিছু অধিক সময়ের মধ্যে বালুকাময় মরুভূমি দিয়া, ৫৪ মাইল পথ অতিবাহন করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার হোনার চারি দিনে ১৪৫ মাইল গিয়াছেন। তথাপি ইঁহাদের কেহই তাত্যা টোপেকে ধরিতে পারেন নাই। তাত্যা টোপে এমন সুকৌশলে নিবিড় অরণ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন, এমন চতুরতার সহিত দুস্তর নদী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমন ক্ষিপ্রকারিতাসহকারে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়াছেন যে, তাঁহার পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষগণ বহু সৈন্যের সাহায্যেও তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি যে বন্ধুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, অবশেষে সেই বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ধৃত হয়েন। তাঁহার অবরোধের সহিত মধ্যভারতবর্ষের যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। এই ভূখণ্ড হইতে তাত্যা টোপের নাম বিলুপ্ত হয় নাই।*

---

* এই ইতিহাসের তৃতীয় ভাগে (২০৯ পৃষ্ঠে) লিখিত হইয়াছে যে, কে সাহেব সতী চৌরাঘাটের নরহত্যায় তাত্যা টোপেকে দোষী বলিয়াছেন (*Sepoy War, II. p. 340-341, note*). কিন্তু এইরূপ নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণ আছে। লক্ষ্ণৌর চর মহম্মদ আলী খাঁ ফর্‌বস্‌-মিচেল সাহেবকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, কোনরূপ নরহত্যায় তাত্যা টোপে লিপ্ত ছিলেন না (এই গ্রন্থের ৩৬১ পৃষ্ঠ দেখ)।

চতুর্থ অধ্যায়।

সিপাহীযুদ্ধের শেষ ভাগের ঘটনা—সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের অবসান—উপসংহার।

১৮৫৮ অব্দের শেষ ভাগে প্রধান সেনাপতি স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেল লক্ষ্ণৌ অধিকারের জন্য লর্ড উপাধি পাইয়া, লর্ড ক্লাইড্ নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। লর্ড ক্লাইড্ অযোধ্যায় শান্তিস্থাপনের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৯ অব্দ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে পরাক্রান্ত বিপক্ষেরা বিপক্ষতাচরণ করিতেছিলেন। আমিয়েটির রাজা লালমাধব সিংহ এবং শঙ্করপুরের রাণা বেণীমাধব, অযোধ্যার বেগমের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ইংরেজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজা লালমাধব সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হয়। ১৮৫৮ অব্দের ৬ই নবেম্বর তিনি এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য না করাতে ইংরেজসৈন্য তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করে। লালমাধব উপায়ান্তর না দেখিয়া ১০ই নবেম্বর প্রধান সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার দুর্গ অধিকৃত হয়।

রাণা বেণীমাধবও আত্মসমর্পণে অনুরুদ্ধ হয়েন। কিন্তু তিনি বেগম হজরৎ মহল এবং তাঁহার পুত্রের জন্য এই অনুরোধ পালন করেন নাই। লর্ড ক্লাইড্ ১৫ই নবেম্বর তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েন। বেণীমাধব আপনার সশস্ত্র সৈনিকদল, পরিবারবর্গ এবং অর্থাদি লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। ইংরেজসৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, তাঁহার অনুসরণ করে। বেণীমাধব দন্দিয়াখেরা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংরেজসৈন্য এই স্থানের নিকটবর্ত্তী বিধোরা নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলে, বেণীমাধবকে আত্মসমর্পণের জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করা হইল। কিন্তু দেড় ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, বেণীমাধবের নিকট হইতে কোন সংবাদ আসিল না। সুতরাং প্রতিপক্ষগণ তাঁহার অধ্যুষিত স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইল।* দন্দিয়াখেরার যুদ্ধে রাণা বেণীমাধব যথোচিত সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহার সৈনিকদল সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহাতেও বেণীমাধব বিজেতার বশীভূত হইলেন না। ইংরেজগবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্বেষভাব ছিল। অযোধ্যা

* *Lieut.-General Shadwell, Life of Lord Clyde. Vol. II., p. 342.*

অধিকৃত হইলে যখন পুনর্ব্বার ভূমির বন্দোবস্ত হয়, তখন তিনি আপনার অধিকৃত ২২৩ খানি গ্রামের মধ্যে ১১৯ খানি গ্রামের স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হয়েন।* নবাবের অধিকারে তাঁহার ভূসম্পত্তি সুরক্ষিত ছিল। সুতরাং তিনি নবাবের আত্মীয়স্বজনের পক্ষসমর্থনে কিছুতেই নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি নিমকের সম্মানরক্ষার জন্য স্বার্থত্যাগের একশেষ প্রদর্শন করেন। হজরৎ মহল এবং ব্রিজিস্‌কাদেরের আদেশপালনে তাঁহাকে কখনও ঔদাস্য প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহাদের জন্য এই পরাক্রান্ত ভূস্বামী আপনার দুর্গ, আপনার সম্পত্তি, আপনার অনুচরবর্গ, সমস্তই পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে—তরাইর অস্বাস্থ্যকর নিবিড় জঙ্গলে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করেন।

যাঁহারা এই ভয়াবহ অভিনয়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন, তাঁহারা একে একে রঙ্গক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন। মৃত্যু কাহাকে কাহাকে শোণিতময় ভীষণ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে চির দিনের জন্য অন্তরিত করিল। দুর্গম অরণ্য বা দুরারোহ পর্ব্বতমালা কাহাকে কাহাকে চিরকালের মত অবরুদ্ধভাবে রাখিল। ফৈজাবাদের মৌলবী এবং তাত্যা টোপে প্রভৃতির অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। গণ্ডার রাজা দেবী বক্স নেপালতরাইতে পলায়ন করেন।† পৃথ্বীপাল সিংহ প্রভৃতি অযোধ্যার অন্যান্য রাজা বিপক্ষতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বশীভূত হয়েন। ফরাক্কাবাদের নবাব আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করা যাইবে বলিয়া, ইংরেজ রাজপুরুষ মেজর্ বারো স্বীকার করিয়াছিলেন। এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক উপস্থিত হওয়াতে গবর্ণর-জেনেরল নবাবের প্রাণদণ্ড রহিত করেন। নবাব আপনাদের পুণ্য-ভূমি মক্কায় গমনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ১৮৫৯ অব্দে ৭ই জানুয়ারি মেন্দি হুসেন আত্মসমর্পণ করেন।‡ বাল রাও নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে আত্মগোপনে বাধ্য

* *Indian Empire. Vol. II., p. 497, note.*

† কথিত আছে, নেপাল তরাইতে ১৮৫৯ অব্দের নবেম্বর মাসে জঙ্গ বাহাদুরের সহিত যুদ্ধে বেণীমাধব তনুত্যাগ করেন। গণ্ডার রাজারও মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী আত্মসমর্পণ করেন। অধিকন্তু বাল সাহেবেরও মৃত্যু ঘটে।—*Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 498, note.*

‡ *Shadwell, Life of Lord Clyde. Vol. II., p. 370.*

হয়েন।* ঐ দুর্গম ভূমি বেগম হজরৎ মহলের আশ্রয়স্থল হয়। ১৮৫৮ অব্দের জুলাই মাসে বেরিলীর কোতয়াল তাহির বেগ কর্ত্তৃক খাঁ বাহাদুর খাঁ ধৃত হয়েন। কয়েক দিন পরে বেরিলীর কোতয়ালীতে তাঁহার ফাঁসী হয়।† বাণপুরের অধিপতি এবং শাহগড়ের রাজা আত্মসমর্পণ করিলে গবর্ণমেণ্টের আদেশে লাহোরে গিয়া বাস করেন। মিথৌলীর বৃদ্ধ রাজা আন্দামানে নির্ব্বাসিত হয়েন। বাঁদার নবাব আত্মসমর্পণ করিলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বার্ষিক চারি হাজার টাকা বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করেন। কুমার সিংহের ভ্রাতা অমর সিংহকেও গবর্ণমেণ্টের নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। নানা সাহেব ও আজিম উল্লা খাঁ নিরুদ্দেশ হয়েন। নানাকে ধরিবার জন্য ইংরেজের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি কোথায় যাইতেন, কোন্ শিবিরে অবস্থিতি করিতেন, তাহা কেহই জানিত না। তিনি শিবিরে আছেন কিনা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অবিলম্বে তাহার প্রাণ দণ্ড হইত।‡ সুতরাং সে সময়ে কেহই নানা সাহেবের কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। যাহা হউক ১৮৫৯ অব্দে অযোধ্যার কোন কোন স্থানে অশান্তির আবির্ভাব ছিল। স্যার্ হোপ্ গ্রাণ্টের চেষ্টায় উহা তিরোহিত হয়। ঐ অব্দের মে মাসে ভয়ঙ্কর বিপ্লববহ্নি সর্ব্বাংশে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

এই ঘটনার পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত প্রতিপক্ষের সমক্ষে ইংরেজের অসীম প্রতাপ পরিব্যক্ত হয়। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা সুবিস্তৃত ভারতের পনর কোটি প্রজার অদ্বিতীয় প্রভু ছিলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্টগণ ভারতের উপকূলবর্ত্তী একটি সামান্য নগরে বাস করিবার অনুমতিপ্রার্থনার জন্য যাঁহাদের সমক্ষে যুক্তকরে অবনতবদনে দণ্ডায়মান থাকিতেন, এখন তাঁহাদের বংশধর তাঁহাদের চিরপ্রসিদ্ধ দরবারগৃহ—দেওয়ান-ই খাসে, তাঁহাদেরই অনুগৃহীত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের নিকটে বিচারপ্রার্থী হইলেন। ১৮৫৮ অব্দের ২৭শে জানুয়ারি ইউরোপীয় সৈনিককর্ম্মচারিগণ বৃদ্ধ বাহাদুর

* *Life of Lord Clyde, p. 371.*

† মার্টিন সাহেব লিখিয়াছেন, জঙ্গ বাহাদুর কর্ত্তৃক খাঁ বাহাদুর খাঁ ধৃত হয়েন (*Indian Empire. Vol. II., p. 500*). কিন্তু ফরবস্-মিচেল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, তাহির বেগ কর্ত্তৃক খাঁ বাহাদুর খাঁ ধৃত হয়েন (*Reminiscences &c. p. 263-264*). দিল্লীর নিকটবর্ত্তী ঝঝরের নবাব এবং বলরামগড়ের রাজারও দিল্লীতে ফাঁসী হয়।

‡ *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 117.*

শাহের বিচারার্থে সমবেত হইলেন। তাঁহার উপর চারি দফা অপরাধ ধার্য্য হইল। ৪০ দিনে বিচার শেষ হইয়া গেল। বিচারকগণ প্রধান প্রধান অপরাধে বাহাদুর শাহকে দোষী স্থির করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাসনদণ্ড হইল।* তিনি অপেক্ষাকৃত জনশূন্য স্থানে পরিবারবর্গের সহিত জীবনের অবশিষ্টকালযাপনের জন্য পেগুতে (কোন কোন মতে রেঙ্গুনের তিন শত মাইল দূরবর্ত্তী টঙ্গু নামক স্থানে) প্রেরিত হইলেন।

এই মহাবিপ্লবের সঙ্ঘাতে ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্‌টোরিয়া স্বয়ং ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। যে আইন অনুসারে এই পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা ১৮৫৮ অব্দের ২রা আগষ্ট মহারাণী বিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। মহারাণী পরবর্ত্তী ১লা নবেম্বর ভারতবাসীদিগের মধ্যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া, ভারতসাম্রাজ্যশাসনে উদ্যত হয়েন। যখন মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন লর্ড ডার্ব্বি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। প্রথমে যে ভাবে ঘোষণাপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা মহারাণী এবং তদীয় স্বামী যুবরাজ আলবার্টের অনুমোদিত হয় নাই। মহারাণী আপনার আপত্তিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রধান মন্ত্রীকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি যেন তদীয় অত্যুৎকৃষ্ট ভাষায় ঘোষণাপত্রখানি লিখেন। তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, একটি রাণী শোণিতময় যুদ্ধের পর প্রাচ্য জনপদের বহুসংখ্য প্রজার শাসনভারগ্রহণকালে, তাহাদিগকে ভাবী রাজত্বে ন্যায্য অধিকার দিয়া, আপনার শাসননীতি বুঝাইতেছেন। সুতরাং এইরূপ ঘোষণাপত্রে মহত্ত্ব, দয়াশীলতা, ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারতার নিদর্শন থাকা উচিত, এবং ভারতবাসী প্রজাগণ যে, ব্রিটিশ প্রজাদিগের সহিত সমানভাবে অধিকার লাভ করিবে, উহাতে তাহারও উল্লেখ থাকা বিধেয়। যে নারীর নামে কোটী কোটী ভারতবাসী ভক্তিশ্রদ্ধাভরে অবনতমস্তক হইতেছে, ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভারগ্রহণের পূর্ব্বক্ষণেই ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি তাঁহার এইরূপ সমদর্শিতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। আর যিনি তাঁহার সুখের—প্রীতির—শান্তির অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ ছিলেন, তিনিও এইরূপ সমদর্শিতার পরিপোষক হইয়াছিলেন। সুতরাং ঘোষণাপত্রখানি পুনর্ব্বার লিখিত হয়, এবং এইরূপে উহা শ্রীশ্রীমতী

* *Trial of Ex-King of Delhi.*

মহারাণী বিক্‌টোরিয়ার অসামান্য মহানুভাবতা ও সমদর্শিতার পরিচয়স্থল হইয়া উঠে।* মহারাণী ভারতবর্ষের প্রজালোককে অভয় দিতে বিমুখ হয়েন নাই। যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের নিধনে লিপ্ত হয় নাই, যাহারা অপরের প্ররোচনায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা যদি ১৮৫৯ অব্দের ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করা হইবে বলিয়া, মহারাণী আপনার প্রজাবর্গকে আশ্বাসিত করেন।

এইরূপে ১৮৫৭-৫৮ অব্দের ভীষণ অভিনয়ের যবনিকাপতন হইল। এই মহা-বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় প্রধান ঘটনা। এই ঘটনায় মানবের মহত্তর গুণের যেরূপ পূর্ণবিকাশ হইয়াছে, সেইরূপ তাহার নীচ প্রবৃত্তি, তাহার দুর্দ্দান্ত ভাব, তাহার জিঘাংসাসুলভ শ্বাপদপ্রকৃতিও পরিস্ফুট হইয়াছে। অধিকন্তু এই ঘটনায় ইংরেজ আপনার অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দিল্লীর অধিকারে, লক্ষ্ণৌর বিপন্ন সজাতির উদ্ধারে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, রোহিলখণ্ড ও মধ্যভারতবর্ষের বিপ্লবনিবারণে তাঁহারা যেরূপ একাগ্রতা, যেরূপ অধ্যবসায়, যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ বীরত্ব ও সাহসে বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াছেন। পক্ষান্তরে এই বিপ্লবের কালে প্রতিপক্ষের দলেও প্রকৃত বীর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং বীররমণী অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া, চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

এই ঘটনা ভারতবাসীর অপরিসীম রাজভক্তির সাক্ষীস্বরূপ। উপস্থিত গ্রন্থের অনেকস্থলে এই রাজনিষ্ঠার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধানতঃ ভারতবর্ষের সৈনিকগণের গভীর উত্তেজনায় এই ঘটনা অধিকতর ভয়ঙ্করভাবে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র সৈনিকদলের মধ্যে বিশ্বস্ততার অভাব লক্ষিত হয় নাই। ভারতের অনেক সৈনিকপুরুষ এই ঘোর বিপত্তিকালে ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়-মান হইয়া,তাহাদের স্বদেশের,সজাতির,স্বধর্ম্মের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও বিমুখ হয় নাই। লর্ড রবার্টস্ লিখিয়া গিয়াছেনযে, শিখ এবং গুর্খা সৈন্য সাহায্য না করিলে দিল্লী অধিকৃত হইত না। স্যার হেন্‌রি লরেন্সের সাদর আহ্বানে হিন্দু-স্থানী সৈনিকগণ উপস্থিত না হইলে, লক্ষ্ণৌ কখনও রক্ষা করা যাইত না। পঞ্জাবের

* ঘোষণাপত্রের ভাবানুবাদ পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

ও সিন্ধুনদের অপর তীরস্থ লোকেরা যদি বিশ্বস্তভাবে না থাকিত, তাহা হইলে স্যার্ জন লরেন্স কলিকাতার উত্তর হইতে সমগ্র জনপদের অধিকারে সমর্থ হইতেন না।*

এই ঘটনায় নিরবচ্ছিন্ন কুফলের উদ্ভব হয় নাই। প্রবল ঝটিকা যেমন চারি দিকের দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দেয়, উহার অবসানে যেমন প্রকৃতির প্রশান্ত-ভাব লক্ষিত হয়, এই ঘোর বিপ্লবের শেষেও অপকৃষ্ট বিষয় সকল তিরোহিত ও শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৫৭-৫৮ অব্দের পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় অধিপতিদিগের রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনাকালে, কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতেন না। যিনি যখন গবর্ণর-জেনেরল হইতেন, তখন তাঁহার অভিমতের উপর এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অনেকপরিমাণে নির্ভর করিত। সুতরাং রাজ্যাধিপতিদিগের হৃদয় হইতে আশঙ্কা বা উদ্বেগ অন্তর্হিত হইত না। তাঁহারা আপনাদের পুরুষানুক্রমিক স্বত্বের জন্য সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত থাকিতেন। এই ঘটনার অবসানে মহারাণী ভারতবর্ষের শাসনভারগ্রহণ-কালে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তদ্দ্বারা অধিপতিদিগের উক্তরূপ আশঙ্কা ও উদ্বেগ অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজপুরুষগণ তাঁহাদের প্রতি অধিকতর সমবেদনা-প্রদর্শনে আগ্রহযুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ সমবেদনাপ্রযুক্ত যে প্রীতি-বন্ধন ঘটিয়াছে, তাহারই দৃঢ়তা, লর্ড লিটনের সময়ে দিল্লীর প্রসিদ্ধ দরবারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষানুগত ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হওয়াতে পথের ভিখারী হইয়াছিল, বা দেনার দায়ে রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারীদিগের বিচারে, যাহাদের সর্ব্বস্বান্ত ঘটিয়াছিল, তাহারা যে, সুযোগ বুঝিয়া, এই ঘটনা অধিকতর ভয়ঙ্করভাবে পরিণত করিতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা যথাস্থলে বিবৃত হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাই শেষে, এই শ্রেণীর লোকের প্রকৃতি প্রশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। রাজপুরুষেরা এখন ইহাদের সম্পত্তিসংরক্ষণে—ইহাদের স্বত্বনির্দ্ধারণে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। যে সিপাহীগণ হইতে এইরূপ ভীষণ ঘটনার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে সেই সিপাহীদিগের ধর্ম্মানু-শাসন ও স্বত্বের সংরক্ষণসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে সমবেদনা দেখাইতে প্রবর্ত্তিত

* *Forty-one years &c. Vol. I. Preface, p. VIII-IX.*

করিয়াছে। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে যাহার সূত্রপাত হইয়াছিল, এই ঘটনার পর তাহা সম্প্রসারিত ও সুব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে একীভূত করিয়াছে। অধিকন্তু এই ঘটনা বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে পার্থক্য দূর করিবার সহায় হইয়াছে। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্র বিজেতা ও বিজিত, উভয়কেই গুণানুসারে সমান অধিকার সমর্পণ করিয়াছে। রাজ্যের শাসনকর্ত্তারা প্রজালোকের অধিকার, সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্ম্মানুগত নিয়ম প্রভৃতির সম্মানরক্ষায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়াছেন।

কি কি কারণে এই ভীষণ ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তৎসমুদয় যথাস্থলে বিবৃত ও তৎসম্বন্ধে নানামত আলোচিত হইয়াছে। পররাজ্যগ্রহণে, পরকীয় স্বত্বের উচ্ছেদে, অধিকন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব ফলদর্শনে লোকের মন নিঃসন্দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়ে বসাযুক্ত টোটা সম্বন্ধে নানা কথা প্রচারিত হয়। ঐ সকল কথা লোকের হৃদয়নিহিত বিদ্বেষাগ্নির উদ্দীপনসম্বন্ধে অকার্য্যকর হয় নাই। সম্ভবতঃ টোটায় অপবিত্র দ্রব্য ছিল। উহাতে কি কি দ্রব্য দেওয়া হইত, তখন গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে উদ্যত হয়েন নাই।* যাহা হউক, নানা কারণে বিপ্লব ঘটিয়াছিল।

* ফরেষ্ট্ সাহেব ১৮৫৭-৫৮ অব্দের সিপাহীযুদ্ধ সম্বন্ধে সৈনিকবিভাগস্থিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সংগ্রহ করেন। উহাতে বসাযুক্ত টোটার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ১৮৫৭ অব্দের ৫ই মার্চ্চ ৭০ সংখ্যক পদাতিদলের জমাদার শালিকরাম সিংহ বারাকপুরে প্রকাশ্যভাবে অভিনব টোটার ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই অপরাধে পরবর্ত্তী ২১শে মার্চ্চ সামরিক বিচারালয়ে তাহার বিচার হয়। এই সময়ে কর্ণেল আবটের সাক্ষ্যে বোধ হয়, সম্ভবতঃ টোটায় সিপাহীদিগের অস্পৃশ্য বসা ব্যবহৃত হইত।—*Forrest, Selections from the Letters, Despatches and other State Papers, preserved in the Military Department of the Government of India, 1857-58. Appendix, p. 67. Comp. Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I., p. 431,* উক্ত সংগ্রহের অন্যান্য স্থানেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।—*Selections &c. p. 3.*

এই স্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইংরেজের রাজ্যে লোকের ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে, এইরূপ ইঙ্গিত করিবার জন্য, চাপাটি গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু স্যার্ সৈয়দ আহম্মদ খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, চাপাটি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরিত হইলে লোক মনে করে যে, ওলাউঠা দূরীভূত হয়। এইরূপ সংস্কার বশতঃ উহা নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।—*Causes of the Indian Revolt, p. 3.*

এতদ্দেশীয়ের প্রগাঢ়রাজভক্তিসহকৃত পরাক্রমে ও বিশ্বস্তভাবে এবং ইংরেজের অসামান্যবীরত্বসহকৃত সাহসে ও অধ্যবসায়ে উহার শান্তি হইয়াছে। ইংরেজ এই মহাবিপ্লবের কথা বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইতে দেন নাই। বস্তুতঃ, এই ঘটনা নরশোণিতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়। উহা শাসক ও শাসিত, উভয়েরই হৃদয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞানের সঞ্চার করিয়াছে। উহাতে লোকচরিত্রের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন পরিব্যক্ত হইয়াছে। উহার বৈচিত্র্য ঐতিহাসিকের বর্ণনাচাতুরীপ্রদর্শনের যেরূপ সহায় হইয়া উঠিয়াছে, পাঠকেরও সেইরূপ কৌতূহলের উদ্দীপন করিয়াছে। উহার অপরিসীম বৈচিত্র্য, উহার অন্তর্নিহিত বহুমূল্য উপদেশ, উহার অভাবনীয় ও অবারণীয় মহাশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, আমি কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল হইল, এই ইতিহাসপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঘটনাচক্রের বহুবিধ আবর্ত্তনে আমার উদ্যম দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ছিল। শেষে নানা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক সঙ্কল্পসাধনে পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। আশানুরূপ উপকরণের অভাবে আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির অন্তরায় ঘটিয়াছে। যাবতীয় উপকরণের সংগ্রহে এবং যথাস্থলে উহার বিনিয়োগে দেশকালের অনিবার্য্য গতি ও আমার প্রতিকূল হইয়াছে। আমি এই প্রতিকূলতার নিরোধে সমর্থ হই নাই। এখন আমার কর্ম্ম শেষ হইল। আমি আমার সামান্য ক্ষমতা অনুসারে যাহা করিতে পারিয়াছি, কুড়ি বৎসরের পর, এখন তাহা সহৃদয় পাঠকের হস্তে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিলাম।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

"আমি—বিক্টোরিয়া, জগদীশ্বরের প্রসাদে গ্রেটব্রিটন ও আয়র্লণ্ড, এই সম্মিলিত রাজ্যের এবং ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলেসিয়াতে উক্ত সম্মিলিত রাজ্যের যে সকল উপনিবেশ ও অধীন জনপদ আছে, তৎসমুদয়ের অধীশ্বরী ও ধর্ম্মরক্ষাকারিণী।

"ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশ আমার অধিকারে আছে, এত দিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তৎসমুদয় শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে আমি পার্লেমেণ্ট মহাসভার সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের উক্ত প্রদেশসমূহের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছি।

"এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছি যে, আমি পার্লেমেণ্ট মহাসভার পরামর্শে ও সম্মতিক্রমে ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে লইলাম। ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের প্রতি আমার এই আদেশ যে, তাহারা প্রজার যথার্থ ধর্ম্ম পালন করিবে, আমার এবং আমার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবে, আমি ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিব, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহাদের আদেশ অনুসারে চলিবে।

"আমার বিশ্বস্ত অমাত্য ও প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত চার্লস্ জন্ বাইকৌণ্ট কানিঙ্ বাহাদুরের প্রভুভক্তি, কর্ম্মদক্ষতা ও সদ্‌বিবেচনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া, আমি তাঁহাকে আমার ভারতসাম্রাজ্যের প্রথম বাইস্‌রয় (রাজপ্রতিনিধি) ও গবর্ণর-জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলাম। আমি, আমার কোন প্রধান সেক্রেটরি দ্বারা সময়ে সময়ে যে সকল নিয়ম ও আদেশ প্রচার করিব, সেই সকল নিয়ম ও আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, বাইকৌণ্ট কানিঙ্ বাহাদুর ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন।

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যসময়ে যে সকল ব্যক্তি রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত আছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আপন আপন কর্ম্মে রাখা গেল।

কিন্তু ভবিষ্যতে আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, অথবা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাইবে, ঐ সকল কর্ম্মচারীকে রাখা বা না রাখা, সেই ইচ্ছা ও সেই নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

"এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের ভূপতিগণকে জানান যাইতেছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের সহিত যে সকল সন্ধি ও তাঁহাদের নিকটে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সেই সকল সন্ধিরক্ষা ও সেই সকল প্রতিজ্ঞাপালন করিব; আশা করি, ভারতবর্ষের ভূপতিগণও আমার ন্যায় সন্ধিরক্ষা ও প্রতিজ্ঞা-পালন করিবেন।

"ভারতবর্ষে এখন আমার যে অধিকার আছে, তাহার আর বৃদ্ধি করিব না। অন্যে আমার রাজ্য আক্রমণ করিলে, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে ত্রুটি করিব না। যাঁহারা আমাদের পক্ষে আছেন, তাঁহাদিগকেও অপ-রের রাজ্য আক্রমণ করিতে দিব না। আমি ভারতবর্ষের ভূপতিদিগের অধি-কার, পদ ও মর্য্যাদা, নিজের অধিকার পদ ও মর্য্যাদার মত জ্ঞান করিব। দেশে শান্তি থাকিলে যেরূপ সুখ ও সৌভাগ্য ঘটিতে পারে, ভারতবর্ষের ভূপতি-গণ এবং আমার প্রজাবর্গও সেইরূপ সুখে ও সৌভাগ্যে কালযাপন করিবেন।

"রাজধর্ম্মের পালন জন্য আমি অপরাপর প্রজার নিকটে যেরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের নিকটেও সেইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিব। সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের প্রসাদে আমি ঐ প্রতিজ্ঞার যথারীতি পালন করিব।

"খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এই ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে যে, সুখ ও সন্তোষ জন্মে, তাহাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। কিন্তু আমি আমার প্রজাবর্গসম্বন্ধে এই বিশ্বাস অনুসারে কোন কার্য্য করিব না। আমি প্রকাশ করিতেছি যে, কোন ব্যক্তি তাহার বিশ্বাসমত কোন ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অনুগৃহীত, নিগৃহীত বা উৎপীড়িত হইবে না। সকলেই আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে আপন আপন ধর্ম্মসম্মত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং সকলেই আমার অধিকারে তুল্যরূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবে। যাঁহারা আমার অধীন ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে আমি এই আদেশ দিতেছি যে, তাঁহারা যেন, আমার কোন প্রজার

ধর্ম্মে কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করেন। যিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তিনি আমার যার পর নাই বিরাগভাজন ও কোপে পতিত হইবেন।

"আমার প্রজারা যে জাতি বা যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, আপনাদের বিদ্যা, ক্ষমতা ও সচ্চরিত্রতাবলে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগকে বিনা পক্ষপাতে সেই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।

"ভারতবর্ষীয়গণ আপন আপন পূর্ব্বপুরুষ হইতে যে সকল ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তৎসমুদয়ের উপর তাহাদের যে, কত মায়া ও কত যত্ন জন্মে, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। ঐ সকল ভূসম্পত্তিতে যাহার যেরূপ স্বত্ব ও অধিকার আছে, তাহাকে সেই স্বত্ব ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু তাহাকে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য অংশ যথানিয়মে দিতে হইবে। আইন প্রস্তুত করা ও আইন অনুসারে কার্য্য করার সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাচীন স্বত্ব ও প্রাচীন রীতিনীতির উপর দৃষ্টি রাখা যাইবে।

"কতকগুলি দুরাশয় লোকে অমূলক জনরব তুলিয়া দিয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগকে প্রতারিত ও রাজবিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করাতে দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমি এজন্য সাতিশয় দুঃখিত আছি। রাজবিদ্রোহ নিবারিত হওয়াতে আমাদের প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল লোক প্রতারিত হইয়াছিল, এখন যদি তাহারা পুনরায় প্রজার ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধের মার্জ্জনা করিব, এবং তাহাদের প্রতি দয়া ও সৌজন্য দেখাইব।

"ভারতসাম্রাজ্য নিরুপদ্রব করিবার অভিপ্রায়ে, ইহার পূর্ব্বে আমার প্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনেরল বাইকৌণ্ট কানিঙ্ বাহাদুর একটি প্রদেশের অপরাধীদিগকে তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবার আশা দিয়াছেন। যাহাদের অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য নয়, তাহাদিগকে যে, যথোচিত শাস্তি দেওয়া হইবে, তিনি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। আমি গবর্ণর-জেনেরলের কার্য্যের অনুমোদন করিতেছি। অধিকন্তু, সাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিতেছি যে,—

"যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার ব্রিটিশ প্রজাদিগের নিধনে লিপ্ত ছিল, তাহারা ব্যতীত আর সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে।

"এই নরঘাতকদিগের প্রতি ন্যায়ানুসারে দয়া প্রদর্শিত হইতে পারে না।

"যাহারা জানিয়া শুনিয়া, নিজের ইচ্ছায় নরঘাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, কিংবা যাহারা গত রাজবিদ্রোহে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কিন্তু অন্য উপযুক্ত দণ্ড হইবে। ঐ সকল লোককে যথাযোগ্য দণ্ড দিবার সময়ে বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহারা কি অবস্থায় অন্যের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, রাজবিদ্রোহীদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিল। প্রতারকদিগের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

"এতদ্ব্যতীত যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল তাহারা যদি আপনাদের গৃহে ফিরিয়া গিয়া, শান্তভাবে বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধের মার্জ্জনা করা হইবে, এবং তাহারা যে, অপরাধ করিয়াছিল, তাহা আর মনে করা হইবে না।

"অপরাধমার্জ্জনা ও অনুগ্রহপ্রদর্শন সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম উল্লিখিত হইল, যাহারা আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে সেই সকল নিয়ম পালন করিবে, তাহাদের সকলকে ক্ষমা করা যাইবে এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

"ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে শান্তি স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের কৃষি-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যে যথোচিত উৎসাহদান, সাধারণের উপকারক ও শ্রীবৃদ্ধিসাধক বিষয়ের উৎকর্ষসাধন এবং ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের উপকারের জন্য ভারত-সাম্রাজ্যশাসন করা হইবে। ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই, আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করিব, প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিলেই, আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব, এবং প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া, যে কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব। পরিশেষে প্রার্থনা এই, প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে এই সকল সঙ্কল্প যাহাতে আমি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর আমাকে এবং আমার আদেশে যাঁহারা রাজ্যশাসন করিবেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দান করুন।"

———

UTTARPARA JOYKRISHNA PUBLIC LIBRARY
উত্তরপাড়া সাধারণগ্রন্থকালয়
সন ১২৯৩
EST. 1886

শ্রীমন্ত দামোদর রাওয়ের নামে আগরাপ্রবাসী মার্টিন সাহেবের পত্র :—

"Your poor Mother was very unjustly and cruelly dealt with, and no one knows her true case as I do. The poor thing took no part whatever in the massacre of the European residents of Jhansi in June 1857. On the contrary she supplied them with food for 2 days after they had gone into the Fort, got 100 matchlock men from Kurrura, and sent them to assist us, but after being kept a day in the Fort, they were sent away in the evening. She then advised Major Skene and Captain Gordon to fly at-once to Dattia and place themselves under the Raja's protection, but this even they would not do; and finally they were all massacred by our own troops—the Police, Jail &c. Cas: Este. * * * * * After the mutinious troops had quitted Jhansi, she certainly took possession of her country, when the two states Dattia and Tehree who could easily have protected our people, but would not, so much as raise a finger to help us, though the Orcha boundary was not more than a mile and half from the Jhansi parade grounds, and that of Dattia only 6 miles—with large bodies of armed men on their respective frontier watching the doings of our troops. Imagining that the Ranee being unprepared, and that they would with ease wrest her country from her hands, attacked her with their combined forces, and were, from time to time, thrashed back by that gallant Lady. * * * * She sent Kharreetas to Col. Erskine at Jubbullpore, to Col. Fraser, Chief Commissioner of Agra, which I handed to him with my own hand, to hear her explanation, but No?—Jhansi had been a byword and was condemned unheard."

Letter from Agra, *dated 20th August, 1889.*

UTTARPARA JAYKRISHNA PUBLIC LIBRARY
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণগ্রন্থাগার
সন ১২৯৩
Est. 1886

সংশোধনী।

গ্রন্থে অনেক গুলি মুদ্রাপ্রমাদ ঘটিয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত আবশ্যক বিষয়গুলি এই স্থলে নির্দ্দিষ্ট হইল :—

পৃষ্ঠ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২৫	আলীগড় আগরার	আলীগড়
		৫০ মাইল দূরে যমুনার	আগরার ৫০ মাইল
		অপর তটে অবস্থিত।	দূরে অবস্থিত।
৫০	৭	নিমতুল্লা	নিয়ামৎ উল্লা
৮১	২০	মুসলমানেরা	মুসলমানদিগের
৯৬	৩	ভাঁহা	তাঁহা
১০৩	২২	উত্তমর্ণের আক্রমণে	অধমর্ণের আক্রমণে
		অধমর্ণের	উত্তমর্ণের
১১৩	১৩	বিলুণ্ঠপ্রিয়	বিলুণ্ঠনপ্রিয়
১৩৬	২৭	তাঁহার	তাহাদের
১৩৬	২৮	তাঁহাদের	তাহাদের
১৪৭	১	নগর	নবাব
১৪৭	২১	এক লক্ষ ত্রিশ হাজারেরও	এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গ মাইলেরও
১৬৪	৯	সন্নিদ্ধ	সন্দিগ্ধ
১৭৭	১১	প্রতীকারের	প্রতীকারে
১৭৮	১০	সদ্যপ্রসূত	সদ্যঃপ্রসূত
১৮৫	৭	বিদ্বিষ্ট	বিদ্বেষপর
২০২	২৩	ত্রিগেডিয়ারকে	ব্রিগেডিয়ারকে
		গুলি করিল।	গুলি করিয়া, বধ করিল
২০৬	১২	অত্মীয়স্বজন	আত্মীয়স্বজন
২১৬	১১	বিভিন্ন	বিঘ্ন
২২৭	৬	স্থল	স্থলে
২৭৪	২১	সুখসৌভাগ্যের	সুখসৌভাগ্যের
২৭৭	৭	অশ্বরোহণে	অশ্বারোহণে
৩০৩	১২	ব্রিথেডের	ত্রিথেডের

৩০৫	২০	মুহুর্ত্তেই	মুহূর্ত্তেই
৩০৬	৪	তাহারা	তাঁহারা
৩০৮	১৮	অন্তর্ভাাগ	অন্তর্ভাগে
৩১১	৭	ইংলণ্ডের	ইংলণ্ডে
৩১১	২৬	বিরক্তি	বিরক্ত
৩৩৮	১৩	বিধ্বংশ ব্যাপার	বিধ্বংসব্যাপার
৩৩৯	৭	উদ্ধারে	উদ্ধারের
৩৪৭	২৫	নিরতিশর	নিরতিশয়
৩৫৭	১৮	ইচ্ছার	ইচ্ছা
৩৬০	৮	কুলানারী	কুলনারী
৩৭৩	১৪	অধিনায়কে	অধিনায়ককে
৩৭৫	৭	মৌলবীয়	মৌলবীর
৩৭৫	২১	পরিচর	পরিচয়
৩৭৬	১৪	তাহাদেব	তাহাদের
৪০৪	৭	শক্রবার	শুক্রবার
৪০৯	১	প্রাচীরে	প্রাচীরের